بسم الله الرحمن الرحيم

GIFT

402421

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

কোরআন ও হাদীসের আলোকে দাওয়াতে ইসলাম

কোরআন ও হাদীসের আলোকে দাওয়াতে ইসলাম

এম ফিল ডিগ্রী লাভের জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

উপস্থাপনায়

মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম আল-মারুফ

402421

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Library
402421

আরবী বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

জুলাই ২০০৫

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

কোরআন ও হাদীসের আলোকে দাওয়াতে ইসলাম শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভ প্রণয়নে বিশেষভাবে এ গবেষণাকর্মের তত্ত্বাবধায়ক আমার শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান-এর প্রতি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। তিনি এ গবেষণার শিরোনাম নির্বাচন থেকে শুরু করে এটি সম্পন্ন ও সমৃদ্ধ করতে সার্বিক নির্দেশনা, অনুপ্রেরণা ও সহানুভূতি দেখিয়েছেন। তাঁর এই উদার মনোভাব ও স্নেহ-ঋণ চিরস্মরণীয়। আল্লাহ তাঁকে দীর্ঘ পবিত্র জীবন দান করুন, আমীন। বিভাগীয় শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষকমণ্ডলীও এ গবেষণা কর্ম সহজ ও সাবলীল করতে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশ ও পরামর্শ প্রদান করে প্রভূত সহায়তা করেছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের পিএইচ ডি গবেষক জনাব আবু তাহের মুহাম্মদ মান্‌জুর গবেষণার মৌলিক কৌশল ও কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা দিয়ে এ গবেষণা কর্ম সম্পন্ন করতে বিশেষভাবে সহায়তা করেছেন। ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজির কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক জনাব তারেক মাহমুদ চৌধুরী এই অভিসন্দর্ভ রচনায় কম্পিউটার বিষয়ক সমস্যা সমাধান সহ দ্রুত কাজ সমাপ্ত করার জন্যে যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা যুগিয়েছেন তা ভোলার নয়। আমার সহকর্মী মাওলানা রুহুল আমীন আজাদী সার্বক্ষণিক খোঁজ-খবর নিয়ে গবেষণাকর্মকে ত্বরান্বিত করার অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র স্নেহাস্পদ শামসুল হুদা সোহেল সম্পাদনা মনোভাব সম্পন্ন কম্পিউটার কম্পোজ করা সহ দ্রুত পরবর্তী পাণ্ডুলিপি প্রদানের ব্যাপারে পীড়াপীড়ি করে এ অভিসন্দর্ভ দ্রুত সমাপ্তিতে বিশেষ অবদান রেখেছে।

402421

আমার সহধর্মিনী মিসেস আনিসা বেগম -এর অনুপ্রেরণা এবং কষ্ট স্বীকার করে গবেষণার জন্য সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়া – এ গবেষণার প্রাণ হিসেবে বিবেচিত। আমার ছোট ভাই মুহাম্মদ বখতিয়ারুল ইসলাম যোগাযোগ সমন্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আমার সময় সাশ্রয়ে অতুলনীয় অবদান রেখেছে। আমি এঁদের প্রত্যেকের কল্যাণকর জীবনের জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রার্থনা করছি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার সহ কতিপয় বরেণ্য ব্যক্তিত্বের ব্যক্তিগত লাইব্রেরী থেকে প্রয়োজনীয় উপাত্ত সংগ্রহের সুযোগ পেয়েছি। সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে এ বিষয়ে বিশেষ আগ্রহের ফলে আমারও ব্যাপক সংগ্রহ গড়ে ওঠে।

নানাবিধ অন্তরায় ও প্রতিকূল অবস্থায় গবেষণা কাজ চালিয়ে যেতে যাঁরা আমাকে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন, তাঁদের জানাই আন্তরিক শ্রদ্ধা, শুভাশীষ।

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

সূচীপত্র

কৃতজ্ঞতা স্বীকার / ৩
সংকেত সূচী / ১০
প্রতিবর্ণায়ন / ১১
ভূমিকা / ১২

অধ্যায় : এক

দা'ওয়াতে ইসলাম : সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ

দা'ওয়াত শব্দের আভিধানিক অর্থ / ১৬
দা'ওয়াত-এর পারিভাষিক অর্থ / ১৭
দা'ওয়াতে ইসলামের সংজ্ঞা / ১৮
দা'ওয়াতের প্রকারভেদ / ২৪
- টার্গেটকৃত ব্যক্তিবর্গের দিক থেকে / ২৪
- দা'ঈর উদ্যোগগত দিক থেকে / ২৪
- স্থান ও ক্ষেত্রের দিক থেকে / ২৭

অধ্যায় : দুই

দা'ওয়াতে ইসলাম : উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

ইসলামের দু'টি পর্যায় / ২৮
- প্রকৃতিগত বা স্বভাবগত ইসলাম / ২৮
- এখতিয়ারভুক্ত স্বাধীন ইচ্ছা নির্ভর ইসলাম / ২৮

দা'ওয়াতে ইসলামের উৎপত্তি আদম 'আ. থেকে / ২৯
দা'ওয়াতে ইসলামের বিকাশ ধারা / ৩০
- দা'ওয়াতে ইসলামের নবুওয়তী ধারা / ৩০
- মুহাম্মদ সা.-এর পূর্বকালীন নবুওয়তী ধারা / ৩০
- বিশ্বনবী সা.-এর যুগ / ৩২

দা'ওয়াতে ইসলামের খিলাফতী ধারা / ৩৩
- খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে দা'ওয়াত / ৩৩
- বনী উমাইয়াদের খিলাফত যুগে দা'ওয়াত / ৩৪
- বনূ 'আব্বাস ও তৎপরবর্তী যুগে দা'ওয়াতে ইসলাম / ৩৫

আধুনিক যুগে দা'ওয়াতে ইসলামের তৎপরতা / ৩৭

402421

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

অধ্যায় : তিন

দা'ওয়াতে ইসলাম : লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের মধ্যে সম্পর্ক / ৪০
দা'ওয়াতে ইসলামের উদ্দেশ্য / ৪১
দা'ওয়াতে ইসলামের লক্ষ্যসমূহ / ৪৩
- সুদূরপ্রসারী সাধারণ লক্ষ্যসমূহ / ৪৩
- ক্ষেত্রবিশেষে কৌশলগত লক্ষ্যসমূহ / ৪৫

অধ্যায় : চার
দা'ওয়াতে ইসলাম : গুরুত্ব ও তাৎপর্য

দা'ওয়াতে ইসলামের গুরুত্ব / ৫৪

- মানব প্রকৃতি ও দা'ওয়াতে ইসলাম / ৫৬
- দার্শনিক চিন্তাধারায় দা'ওয়াতে ইসলামের উপযোগিতা ও কার্যকারিতা / ৫৭
- আধ্যাত্মিক চাহিদা পূরণ ও মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা নিরসনে দা'ওয়াতে ইসলাম / ৫৮
- দা'ওয়াতে ইসলামের সামাজিক তাৎপর্য / ৫৯
- মানব জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা ও দা'ওয়াতে ইসলাম / ৬০
- আদর্শিক শূন্যতা পূরণে দা'ওয়াতে ইসলাম / ৬১
- আদর্শ প্রচারের প্রকৃতি ও দা'ওয়াতে ইসলাম / ৬২
- প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে রক্ষায় দা'ওয়াতে ইসলামের অবদান / ৬৩

দা'ওয়াতে ইসলামের তাৎপর্য / ৬৪

- দা'ওয়াতে ইসলাম 'আকীদার অংশবিশেষ / ৬৪
- যুগশ্রেষ্ঠ মহামানবদের কাজ দা'ওয়াতে ইসলাম / ৬৫
- দা'ওয়াতে ইসলামীর কাজ মানবকল্যাণে নিয়োজিত / ৬৫
- দা'ওয়াতী কাজের সওয়াব বা প্রতিদান চক্রবৃদ্ধিহারে বৃদ্ধিশীল / ৬৬
- দা'ওয়াতে ইসলাম ইসলামের রক্ষাকবচ / ৬৬
- ইসলামী দা'ওয়াহ ইসলামের প্রতীক / ৬৭
- দা'ওয়াতে ইসলাম : মুসলিম সমাজে সামাজিক দায়িত্ব / ৬৭
- দা'ওয়াতী কাজ মুসলমানদের শ্রেষ্ঠত্বের প্রতীক / ৬৭
- দা'ওয়াতী কাজ করা ফরয / ৬৮
- দা'ওয়াতে ইসলাম রাষ্ট্রেরই অন্যতম রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব / ৬৯
- দা'ওয়াতী কার্যক্রম জিহাদে অংশগ্রহণের সমতুল্য / ৬৯
- দা'ওয়াতে সাড়া দেয়া ফরয / ৭০
- দা'ওয়াতী কাজ থেকে বিরত থাকা মুনাফিকীর লক্ষণ / ৭০
- দা'ওয়াতী কাজ থেকে বিরত থাকার কারণে আল্লাহর লা'নত / ৭০
- দা'ওয়াতী কাজের সুযোগ পাওয়া মানবাধিকারের অন্তর্ভুক্ত / ৭২
- দা'ওয়াত ইসলাম পাওয়াও মানুষের ধর্মীয় অধিকার / ৭২
- দা'ওয়াতে ইসলাম মানবজাতির জন্য মহাকরুণা বিশেষ / ৭৩

অধ্যায় : পাঁচ
দা'ওয়াতে ইসলাম : প্রকৃতি ও পরিধি

দা'ওয়াতে ইসলামের প্রকৃতি / ৭৪

- রব্বানী দা'ওয়াত / ৭৪
- বিশ্বজনীন / ৭৬
- প্রাচীন / ৭৬
- সর্বশেষ ও চূড়ান্ত / ৭৮
- পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থার আহবান / ৮১
- স্থায়িত্ব ও গতিশীলতার সমন্বয় / ৮২
- মানব প্রকৃতি ও স্বভাবোপযোগী / ৮২
- সহজবোধ্য / ৮৩
- বুদ্ধিভিত্তিক / ৮৪
- ব্যবহারিক / ৮৫
- সত্য সুন্দরের আহবান / ৮৫
- কল্যাণমূলক / ৮৬
- সুস্পষ্ট ও উন্মুক্ত / ৮৭
- ব্যাপক সংস্কার কর্মসূচী / ৮৭

  - বৈপ্লবিক / ৮৮
  - ধর্মীয় স্বাধীনতার পরিপন্থী নয় / ৮৮
  - মহানবীই একমাত্র আদর্শ / ৯০
- দা'ওয়াতে ইসলামের পরিধি / ৯১
  - সময়গত / ৯১
  - জনসমাজগত / ৯২
  - বিষয়গত / ৯৪
  - কার্যক্ষেত্রগত / ৯৪
  - পদ্ধতি মাধ্যমগত / ৯৫

অধ্যায় : ছয়
দা'ওয়াতে ইসলাম : উৎস ও প্রতিপাদ্য বিষয়

- দা'ওয়াতে ইসলামের উৎস / ৯৭
  - কুর'আনুল কারীম / ৯৭
  - সুন্নাতে রাসূল সা. / ৯৭
  - সীরাতুল আম্বিয়া 'আ. / ৯৮
  - খুলাফায়ে রাশেদীন ও অন্যান্য সাহাবীগণের বাণী ও জীবনচরিত / ৯৯
  - যুগে যুগে দা'ঈগণের দা'ওয়াতী অভিজ্ঞতা ও গবেষণার ফলাফল / ৯৯
- দা'ওয়াতে ইসলামের প্রতিপাদ্য বিষয় / ১০০
  - ইসলামী 'আকীদা বা বিশ্বাস / ১০০
  - ইসলামী শরী'আহ / ১০৮
  - ইসলামী আখলাক / ১১৩

অধ্যায় : সাত
দা'ওয়াতে ইসলামের শর'ঈ বিধান

দা'ওয়াতে ইসলাম ফরয / ১১৭
ফরযে কিফায়া হওয়ার পক্ষে মতামত ও দলীল / ১১৮
ফরযে 'আইন হওয়ার দাবীদারগণের মতামত ও দলীল / ১২১
প্রথম পক্ষের দলীলসমূহ পর্যালোচনা / ১২৩
দ্বিতীয় পক্ষের দলীলসমূহ পর্যালোচনা / ১২৫
অগ্রগণ্য মত কোন্‌টি? / ১২৬
দা'ওয়াতে ইসলাম যখন ফরযে 'আইন / ১২৬

অধ্যায় : আট
দা'ওয়াতে ইসলাম : ব্যক্তি প্রকরণ ও কর্মকৌশল

- দা'ওয়াতে ইসলামে ব্যক্তি প্রকরণ ও কর্মকৌশল / ১২৯
  - সৃষ্টিগত দিক দিয়ে / ১২৯
  - আত্মীয়তার নৈকট্যতার দিক দিয়ে / ১৩১
  - বয়সগত দিক দিয়ে / ১৩১
  - ধর্মীয় দিক দিয়ে / ১৩২
  - সামাজিক পদ সোপানগত দিক থেকে / ১৪০

অধ্যায় : নয়

দা'ওয়াতে ইসলাম : কৌশল ও কর্মপদ্ধতি

দা'ওয়াতের প্রকৃতি ও পদ্ধতি / ১৪৭
পূর্ণাঙ্গ দ্বীনের দা'ওয়াত / ১৪৭
সকলের জন্য দা'ওয়াত / ১৪৮
দা'ওয়াত শুরু হবে নিজ পরিমণ্ডল থেকে / ১৪৯
দা'ওয়াত দফাভিত্তিক নয় / ১৫০
হিকমত সহকারে / ১৫১
উত্তম নসীহত সহকারে / ১৫২
দা'ওয়াত হবে ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক / ১৫৩
নম্রতার সাথে কথা এবং উত্তম পন্থায় জবাব প্রদান / ১৫৪
দা'ওয়াত পৌছাতে হবে সর্বমহলে ও সর্বাবস্থায় / ১৫৪
দা'ওয়াত হবে কুর'আন ও সুন্নাহ অনুযায়ী / ১৫৫
দা'ওয়াত হবে সহজ ভাষায় / ১৫৫
দা'ওয়াত হবে জীবন্ত ও বাস্তব / ১৫৬
বিভিন্ন বিষয়ের দা'ওয়াত / ১৫৭
পালাক্রমে দা'ওয়াত / ১৫৭
দা'ওয়াত কার্যকরী করার নিয়ম / ১৫৮
দা'ওয়াতের ক্ষেত্র ও প্রকারভেদ / ১৫৯
দা'ওয়াত শ্রবণের আদব / ১৫৯
দা'ওয়াতের পূর্বে দা'ঈর লক্ষ্যণীয় বিষয় / ১৬০
দা'ওয়াতের সময় দা'ঈর লক্ষ্যণীয় বিষয় / ১৬১
দা'ওয়াতের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পরিপন্থী পন্থা পরিত্যাজ্য / ১৬১
বর্তমান পরিস্থিতিতে দা'ওয়াতে ইসলামের কর্মপদ্ধতি / ১৬২

অধ্যায় : দশ

দা'ওয়াতে ইসলামের মাধ্যম

দা'ওয়াতে ইসলামের অবস্তুগত মাধ্যম / ১৬৪
দা'ওয়াতে ইসলামের বস্তুগত মাধ্যম / ১৬৪
- জন্মগত মাধ্যম / ১৬৫
- শিল্পকলা ও প্রযুক্তিগত মাধ্যম / ১৬৫
- কার্যগত মাধ্যম / ১৬৫
- পরিবেশগত মাধ্যম / ১৬৬

দা'ওয়াতে ইসলামে মাধ্যমের গুরুত্ব / ১৬৭
দা'ওয়াতে ইসলামে মাধ্যম গ্রহণে সীমাবদ্ধতা ও বৈশিষ্ট্য / ১৬৭

অধ্যায় : এগার

দা'ওয়াতে ইসলামের আহ্বানকারী : বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী

আদর্শ দা'ঈ ইলাল্লাহ / ১৭১
দা'ঈদের বৈশিষ্ট্য / ১৭২
দা'ঈ ইলাল্লাহর গুণাবলী / ১৭৫

- কুর'আন ও হাদীসের জ্ঞান / ১৭৫
- গুরুত্ব উপলব্ধি করা / ১৭৬
- দরদপূর্ণ হৃদয় / ১৭৬
- সত্য প্রকাশে অকুতোভয় / ১৭৭
- নির্লোভ ও ত্যাগী হওয়া / ১৭৮
- সর্বাবস্থায় ধৈর্যশীল / ১৭৯
- কথা বলার শিল্প জানা / ১৭৯
- সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী হওয়া / ১৮০
- দা'ওয়াতী উন্মাদনা / ১৮১
- সততা / ১৮১
- ধৈর্য ও সহনশীলতা / ১৮২
- ক্ষমা / ১৮৩
- আল্লাহ তা'আলার উপর পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন / ১৮৪
- দা'ওয়াত অনুযায়ী আমল করা / ১৮৪
- কল্যাণকামীতা / ১৮৫

অধ্যায় : বার

দা'ওয়াতে ইসলামে নারীদের ভূমিকা / ১৮৬

অধ্যায় : তের
দা'ওয়াতে ইসলাম : সমস্যা ও সম্ভাবনা

দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ সমস্যাসমূহ / ১৯০

এক. দা'ওয়াতী তৎপরতার মাঝেই নিহিত কতিপয় সমস্যা / ১৯১
- দা'ওয়াত দানকারীদের মাঝে পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতার অনুপস্থিতি / ১৯১
- দা'ঈ কর্তৃক ইসলামী জিন্দেগীর বাস্তব নমুনা পেশ করার উদাহরণ বিরল / ১৯২
- দা'ওয়াত দানকারীদের মাঝে উদার ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাব / ১৯২
- দা'ওয়াত দানকারীদের মাঝে মতবিরোধ ও অনৈক্য / ১৯২
- দা'ওয়াতী কাজে ব্যাপক পরিকল্পনার অভাব / ১৯৩
- দা'ওয়াতী চেতনার অভাব / ১৯৩
- দা'ঈদের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও মাধ্যম সম্পর্কে অস্পষ্টতা / ১৯৪
- দা'ওয়াতের কর্মপদ্ধতি ও সফলতা সম্পর্কে সংশয় ও হতাশা / ১৯৪
- ত্বরা প্রবণতা ও চরমপন্থার প্রতি ঝোঁক / ১৯৪
- দা'ঈদের মাঝে অহংকার, অভিমান প্রবণতা ও নেতৃত্বের প্রতি লোভ / ১৯৫
- 'আলিম সমাজের নেতৃত্ব সম্পর্কে ভুল ব্যাখ্যা / ১৯৫
- বিপদ মুসিবত সম্পর্কে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাব ও দা'ঈদের বিচ্যুতি / ১০৫
- দা'ঈদের উপর নির্যাতন ও নিপীড়ন / ১৯৬
- মিথ্যাচার ও অপবাদ / ১৯৬
- দা'ওয়াতে ইসলামের তৎপরতার অভ্যন্তরে ইসলামের ছদ্মবেশী শত্রুদের পাঁয়তারা / ১৯৮
- সর্বস্তরের জনতার নিকট দা'ওয়াত উপস্থাপন প্রবণতার স্বল্পতা / ১৯৮
- দা'ওয়াতী কাজ থেকে বিরত থাকার প্রবণতা / ১৯৯

দুই. দা'ওয়াত প্রদত্ত ব্যক্তি ও সমাজ সম্পর্কিত কতিপয় সমস্যা / ২০১
    - ইসলাম সম্পর্কে সাধারণ জনগণের মাঝে পর্যাপ্ত জ্ঞানের অভাব / ২০১
    - ইসলাম চর্চার দৈন্যতা / ২০২
    - মুসলিম সমাজে মানব রচিত আইন প্রচলন / ২০২
    - মুসলিম সমাজে প্রতিষ্ঠিত নেতৃবৃন্দের কপটতা / ২০৩
    - ইসলামী বিপ্লবের প্রতি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী / ২০৩

তিন. দা'ওয়াতী কার্যক্রমে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার অভাব / ২০৪

চার. দা'ওয়াতে ইসলামীর নামে অপতৎপরতা / ২০৫
    - কাদিয়ানী সম্প্রদায় / ২০৫
    - বাহাই সম্প্রদায় / ২০৭
    - ভণ্ড পীর-ফকিরদের অপপ্রচার ও প্রবঞ্চনা / ২০৭

পাঁচ. ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় দা'ওয়াতী তৎপরতা / ২০৮
    - বিশ্ব হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদী তৎপরতা / ২০৯
    - ইয়াহূদী ষড়যন্ত্র ও প্রবঞ্চনা / ২১০
    - খ্রীস্টান মিশনারী তৎপরতা / ২১২

ছয়. প্রাচ্যবিদ বুদ্ধিজীবিদের ইসলাম বিকৃতকরণের প্রভাব / ২১৬

সাত. ইসলামী শিক্ষা ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে পশ্চাদপদতা / ২১৭

আট. দা'ওয়াতী কাজের ব্যয় খাতে আর্থিক সংকট / ২১৮

দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে সংকট সৃষ্টিকারী পরোক্ষ দিকসমূহ / ২১৯
- উপনিবেশিক শাসনামলের অনুবৃত্তি ও প্রভাব / ২১৯
- ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী ও কমিউনিস্টদের তৎপরতা / ২২১
- শিক্ষা ও প্রচার মাধ্যমগুলোতে মূল্যবোধের অনুপস্থিতি / ২২২
- সাম্রাজ্যবাদী পরাশক্তিসমূহের ষড়যন্ত্র / ২২২
- সাংস্কৃতিক আগ্রাসন / ২২৩
- সত্যপ্রচার বিমুখ অর্থলোলুপ পুঁজিপতি সমাজ / ২২৪
- সাধারণ জনগণের অর্থনৈতিক সংকট / ২২৫
- সামাজিক কুসংস্কার / ২২৫
- নর-নারীর অবাধ মেলামেশা ও বেহায়াপনা / ২২৬

দা'ওয়াতী ক্ষেত্রে বিরাজিত সমস্যা সমাধানের সম্ভাবনা / ২২৭

দা'ওয়াতী কার্যক্রমে সফলতার লক্ষ্যে করণীয় : প্রস্তাবনা / ২৩৭

উপসংহার / ২৪৭

গ্রন্থপঞ্জি / ২৫২

সংকেত সূচী

সা. : সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম

'আ. : 'আলাইহিস সালাম

রা. : রাযি আল্লাহু তা'আলা আনহু

রাহ. : রাহমাতুল্লাহি 'আলাইহি

হি : হিজরী

খ্রী : খ্রীস্টাব্দ

তা বি : তারিখ বিহীন

খ : খণ্ড

সং : সংস্করণ

পৃ : পৃষ্ঠা

দ্র. : দ্রষ্টব্য

Ed. : Edition

P : Page

pp : Pages

Nd : Nil dated

Vol : Volume

প্রতিবর্ণায়ন

আরবী বর্ণসমূহের বাংলা উচ্চারণ সংকেত

ا - অ	ز - য	ق - ক	ا - ু	يا - ইয়া
ب - ব	س - স	ل - ল	او - ু	يى - য়ী
ت - ত	ش - শ	م - ম	اى - ঈ	ى - য়ূ
ث - স	ص - স	ن - ন	او - ঊ	يو - ইঊ
ج - জ	ض - দ	و - ও	و - ওয়া	ع - ‘আ
ح - হ	ط - ত	ه - হ	وا - ওয়া	عا - ‘আ
خ - খ	ظ - য	ء - ’	وى - বী	ع - ‘ই
د - দ	ع - ‘	ى - য়	و - উ	عى - ‘ঈ
ذ - য	غ - গ	ا - া	وو - ঊ	ع - ‘উ
ر - র	ف - ফ	ا - ী	ى - য়্যা	عو - ‘ঊ

ء আলিফের মতো। তবে সাকিন হলে ’ চিহ্ন ব্যবহৃত হয়, যথা– تأويل = তা’বীল এবং ع -এ সাকিন হলে ‘ ব্যবহৃত হয়, যথা نعت = না‘ত।

ভূমিকা

আল্লাহ তা'আলা এ সৃষ্টিজগতকে এমনিতেই সৃষ্টি করেন নি, এর পেছনে এক মহান উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে।[১] আর তা হচ্ছে একমাত্র তাঁর 'ইবাদত বন্দেগী করা। এ উদ্দেশ্যে তাঁর সৃষ্টিজগতের মাঝে জ্বীন ও মানবজাতিকে এক নিপুণ পরিকল্পনায় সৃষ্টি করেছেন।[২] তাদেরকে তিনি দিয়েছেন স্বাধীনতা। এটা পরীক্ষা করার জন্য যে, কে তাঁর 'ইবাদত করে, আর কে তা অস্বীকার করে। কে তাঁর আনুগত্য করে তাঁর দেয়া শরী'অত মেনে চলে, আর কে তা মেনে চলে না। যে তাঁর আদেশ মেনে চলবে, সে পুরস্কৃত হবে। আর যে তা অমান্য করবে, সে পাবে কঠিন শাস্তি। তবে তিনি মানবজাতিকে শুধু সৃষ্টি করেই ছেড়ে দেন নি। তাদের হিদায়াতের জন্য যুগে যুগে পাঠিয়েছেন অসংখ্য নবী ও রাসূল। যেন মানুষ এ অভিযোগ করতে না পারে যে, তাদেরকে সতর্ক করা হয় নি বা তাদেরকে সঠিক পথ দেখানো হয় নি। আল কুর'আনে এসেছে :

> رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل –
>
> সুসংবাদবাহী ও সাবধানকারী রাসূল প্রেরণ করেছি যাতে রাসূল আসার পর আল্লাহর বিরুদ্ধে মানুষের কোন অভিযোগ না থাকে।[৩]

আল্লাহ তা'আলার সে ইচ্ছা ও ন্যায়ভিত্তিক হিদায়াত প্রক্রিয়ায় দা'ওয়াতী কার্যক্রমের আন্‌জাম দিয়েছেন অসংখ্য নবী ও রাসূল, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হযরত আদম, নূহ, ইবরাহীম, ইসমা'ঈল, ইসহাক, লূত, ইয়াকূব, ইউসুফ, মূসা, দাউদ, সুলায়মান, যাকারিয়া, ইয়াহইয়া, 'ঈসা আলাইহিমুস সালাম ও শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তাদের দা'ওয়াতের মূল কথা ছিল– 'আল্লাহকে একমাত্র রব, ইলাহ হিসেবে মেনে নাও। আল্লাহর আনুগত্যকারী তথা প্রকৃত মুসলমান হয়ে যাও। আর সে অনুসারেই তোমাদের জীবন পরিচালিত কর। এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর। এভাবে পরকালে সফলতা লাভ কর।' যুগে যুগে প্রত্যেক নবীর অনুসারীগণ ঐ একই রব্বানী দা'ওয়াতের দায়িত্ব পালন করে গেছেন। যে দা'ওয়াত চিরন্তন ও শাশ্বত। শেষ নবী মুহাম্মদ সা.-এর অনুসারীগণ আজো সেই একই দা'ওয়াতের পথে কাজ করে যাচ্ছেন। তাদের সেই পথে দিশা দিচ্ছে মহাগ্রন্থ আল কুর'আন ও মহানবী সা.-এর হাদীস। এ ধারা কিয়ামত পর্যন্ত চলবে। আল কুর'আনে মহানবী সা.-কে এ ঘোষণা দিতে বলা হয়েছে :

> واوحى إلى هدا القران لانذركم به ومن بلغ –
>
> এ কুর'আন আমার কাছে অবতীর্ণ হয়েছে যেন এর দ্বারা তোমাদেরকে এবং এ কুর'আন যার কাছে পৌঁছবে তাদেরকেও সতর্ক করি।[৪]

এ চিরন্তন ও শাশ্বত দা'ওয়াতের রূপরেখা; এর উৎপত্তি ও বিকাশ; প্রকৃতি ও পরিধি; গুরুত্ব ও তাৎপর্য; দা'ওয়াতের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য; উৎস ও প্রতিপাদ্য বিষয়; মাধ্যম এবং দা'ওয়াত বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি কি কি? এ কাজে কি ধরনের সমস্যা দেখা দিতে পারে বা দিচ্ছে এবং সেগুলো কিভাবে কতটুকু সমাধান করা যাবে? কিভাবে পথ চলতে হবে ইত্যাদি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা না থাকলে যথাযথ পদ্ধতিতে দা'ওয়াতী কাজ বাস্তবায়ন সম্ভব হবে না। কেননা সাময়িক আবেগে কোন ব্যক্তি শুধু দু' এক কথা শুনিয়ে দিলেই দা'ওয়াত হয়ে যায় না। দা'ওয়াত হতে হবে পরিকল্পিত উপায়ে ও বিজ্ঞানসম্মত পন্থায়। তাহলেই দা'ওয়াত দানকারী তার কাজে সফল হবেন। মহানবী সা. তা-ই করেছিলেন। আল কুর'আনেও তা বর্ণিত হয়েছে :

> قل هذه سبيلى ادعو إلى الله على بصيرة انا ومن اتبعنى –
>
> বলুন, এটাই আমার পথ যে, আমি বুঝে সুঝে আল্লাহর দিকে দা'ওয়াত দেই। আর আমার যারা অনুসরণ করে, তারাও তা-ই করে।[৫]

---

১. সূরা আম্বিয়া : ১৬।

২. সূরা আয-যারিয়াত : ৫৬-৫৭

৩. সূরা নিসা : ১৬৫।

৪. সূরা আন'আম : ১৯।

আমরা মুসলিম জাতি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। আমাদের উদ্ভবই হলো সে সত্যের দিকে দা'ওয়াত দেয়ার জন্য। এটাই এ জাতির পরিচয় ও শ্রেষ্ঠত্ব লাভের উৎস। তাই মুসলমানিত্ব ঠিক রাখতে হলে এ দা'ওয়াতী কাজ করতে হবে।

দা'ওয়াতে ইসলাম সম্পর্কে সঠিক ধারণা এবং এর বাস্তবায়নকল্পে সুচিন্তিত প্রস্তাবনা সমৃদ্ধ বাংলায় তেমন কোন গবেষণা গ্রন্থ আজো রচিত হয় নি। দা'ওয়াতে ইসলামের অপরিহার্যতা সম্পর্কে জাতিকে অবহিত করা দরকার। এ লক্ষ্যেই এ অভিসন্দর্ভের অবতারণা। *কুর'আন ও হাদীসের আলোকে দা'ওয়াতে ইসলাম* শীর্ষক এ অভিসন্দর্ভে উক্ত লক্ষ্য সমাপণে অভিসন্দর্ভকে ১৩টি অধ্যায়ে বিভক্ত করে আলোচনা বিন্যাস করা হয়েছে। শুরুতে ভূমিকায় অভিসন্দর্ভ রচনার উদ্দেশ্য ও মূল বিষয়বস্তুর বিবরণ উপস্থাপিত হয়েছে।

দা'ওয়াতে ইসলাম : সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ শীর্ষক শিরোনামে *অধ্যায় : এক*-এ দা'ওয়াত শব্দের আভিধানিক অর্থ; দা'ওয়াত-এর পারিভাষিক অর্থ; দা'ওয়াতে ইসলামের সংজ্ঞা; দা'ওয়াতের প্রকারভেদ যেমন– টার্গেটকৃত ব্যক্তিবর্গের দিক থেকে; দা'ঈর উদ্যোগগত দিক থেকে; স্থান ও ক্ষেত্রের দিক থেকে ইত্যাদি শিরোনামে দা'ওয়াতে ইসলামের পরিচিতি তুলে ধরা হয়েছে।

অধ্যায় : দুই-এর শিরোনাম দা'ওয়াতে ইসলাম : উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ। এ অধ্যায়ে দা'ওয়াতে ইসলামের উৎপত্তি আদম 'আ. থেকে; দা'ওয়াতে ইসলামের বিকাশ ধারা; দা'ওয়াতে ইসলামের নবুওয়তী ধারা; মুহাম্মদ সা.-এর পূর্বকালীন নবুওয়তী ধারা; বিশ্বনবী সা.-এর যুগ; দা'ওয়াতে ইসলামের খিলাফতী ধারা যেমন– খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে দা'ওয়াত; বনী উমাইয়াদের খিলাফত যুগে দা'ওয়াত; বনূ 'আব্বাস ও তৎপরবর্তী যুগে দা'ওয়াতে ইসলাম এবং আধুনিক যুগে দা'ওয়াতে ইসলামের তৎপরতা শিরোনামে আলোচনা উপস্থাপন করে দা'ওয়াতে ইসলামের ক্রমবিকাশ সম্পর্কে সম্যক ধারণা দেয়া হয়েছে।

দা'ওয়াতে ইসলাম : লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো *অধ্যায় : তিন*-এর শিরোনাম। আলোচনার শুরুতে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের মধ্যে সম্পর্ক নিরূপণ করা হয়েছে। এরপর দা'ওয়াতে ইসলামের উদ্দেশ্য; দা'ওয়াতে ইসলামের লক্ষ্যসমূহ তথা দা'ওয়াতে ইসলামের সুদূরপ্রসারী সাধারণ লক্ষ্য; দা'ওয়াতে ইসলামের ক্ষেত্রবিশেষে কৌশলগত লক্ষ্য –শিরোনামে আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে।

অধ্যায় : চার-এর শিরোনাম হচ্ছে দা'ওয়াতে ইসলাম : গুরুত্ব ও তাৎপর্য। এ অধ্যায়ে দা'ওয়াতে ইসলামের গুরুত্ব কয়েকটি উপশিরোনামে আলোচনা করা হয়েছে। শিরোনামসমূহ হচ্ছে, মানব প্রকৃতি ও দা'ওয়াতে ইসলাম; দার্শনিক চিন্তাধারায় দা'ওয়াতে ইসলামের উপযোগিতা ও কার্যকারিতা; আধ্যাত্মিক চাহিদা পূরণ ও মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা নিরসনে দা'ওয়াতে ইসলাম; দা'ওয়াতে ইসলামের সামাজিক তাৎপর্য; মানব জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা ও দা'ওয়াতে ইসলাম; আদর্শিক শূন্যতা পূরণে দা'ওয়াতে ইসলাম; আদর্শ প্রচারের প্রকৃতি ও দা'ওয়াতে ইসলাম এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে রক্ষায় দা'ওয়াতে ইসলামের অবদান।

*দা'ওয়াতে ইসলামের তাৎপর্যকে*ও কতিপয় শিরোনামে উপস্থাপন করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে, দা'ওয়াতে ইসলাম 'আকীদার অংশবিশেষ; যুগশ্রেষ্ঠ মহা মানবদের কাজ দা'ওয়াতে ইসলাম; দা'ওয়াতে ইসলামীর কাজ মানবকল্যাণে নিয়োজিত; দা'ওয়াতী কাজের সওয়াব বা প্রতিদান চক্রবৃদ্ধিহারে বৃদ্ধিশীল; দা'ওয়াতে ইসলাম ইসলামের রক্ষাকবচ; ইসলামী দা'ওয়াত ইসলামের প্রতীক; দা'ওয়াতে ইসলাম : মুসলিম সমাজে সামাজিক দায়িত্ব; দা'ওয়াতী কাজ মুসলমানদের শ্রেষ্ঠত্বের প্রতীক; দা'ওয়াতী কাজ করা ফরয; দা'ওয়াতে ইসলাম রাষ্ট্রেরই অন্যতম রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব; দা'ওয়াতী কার্যক্রম জিহাদে অংশগ্রহণের সমতুল্য;

---

৫. সূরা ইউসুফ : ১০৮।

দা'ওয়াতে সাড়া দেয়া ফরয; দা'ওয়াতী কাজ থেকে বিরত থাকা মুনাফিকীর লক্ষণ; দা'ওয়াতী কাজ থেকে বিরত থাকার কারণে আল্লাহর লা'নত; দা'ওয়াতী কাজের সুযোগ পাওয়া মানবাধিকারের অন্তর্ভুক্ত; ইসলামী দা'ওয়াত পাওয়াও মানুষের ধর্মীয় অধিকার এবং দা'ওয়াতে ইসলাম মানবজাতির জন্য মহাকরুণা বিশেষ।

অধ্যায় : পাঁচ হলো দা'ওয়াতে ইসলাম : প্রকৃতি ও পরিধি। এর অধীনে কিছু শিরোনাম-উপশিরোনামের মাধ্যমে দা'ওয়াতে ইসলামের প্রকৃতি এবং পরিধি সম্পর্কে সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে। দা'ওয়াতে ইসলামের প্রকৃতি আলোচনা করতে গিয়ে যেসব শিরোনাম ব্যবহার করা হয়েছে তা হলো, রব্বানী দা'ওয়াত; বিশ্বজনীন; প্রাচীন; সর্বশেষ ও চূড়ান্ত; পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থার আহবান; স্থায়িত্ব ও গতিশীলতার সমন্বয়; মানব প্রকৃতি ও স্বভাবোপযোগী; সহজবোধ্য; বুদ্ধিভিত্তিক; ব্যবহারিক; সত্য সুন্দরের আহবান; কল্যাণমূলক; সুস্পষ্ট ও উন্মুক্ত; ব্যাপক সংস্কার কর্মসূচী; বৈপ্লবিক; ধর্মীয় স্বাধীনতার পরিপন্থী নয়; মহানবীই একমাত্র আদর্শ ইত্যাদি। দা'ওয়াতে ইসলামের পরিধিকে সময়গত; জনসমাজগত; বিষয়গত; কার্যক্ষেত্রগত এবং পদ্ধতি মাধ্যমগত বিভাজনে তুলে ধরা হয়েছে।

দা'ওয়াতে ইসলাম : উৎস ও প্রতিপাদ্য বিষয় সম্পর্কিত *অধ্যায় : ছয়*-এ দা'ওয়াতে ইসলামের উৎস– কুর'আনুল কারীম; সুন্নাতে রাসূল সা.; সীরাতুল আম্বিয়া 'আ.; খুলাফায়ে রাশেদীন ও অন্যান্য সাহাবীগণের বাণী ও জীবনচরিত; যুগে যুগে দা'ঈগণের দা'ওয়াতী অভিজ্ঞতা ও গবেষণার ফলাফল শীর্ষক আলোচনার মাধ্যমে সুস্পষ্ট করা হয়েছে। *দা'ওয়াতে ইসলামের প্রতিপাদ্য বিষয়*–এ 'আকীদা বা বিশ্বাস; ইসলামী শরী'আহ; ইসলামী আখলাক সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

দা'ওয়াতে ইসলামের শর'ঈ বিধান সম্পর্কে *অধ্যায় : সাত*-এ বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। দা'ওয়াতে ইসলাম ফরয; দা'ওয়াতে ইসলাম ফরযে কিফায়া হওয়ার পক্ষে মতামত ও দলীল; দা'ওয়াতে ইসলাম ফরযে 'আইন হওয়ার দাবীদারগণের মতামত ও দলীল; প্রথম পক্ষের দলীলসমূহ পর্যালোচনা; দ্বিতীয় পক্ষের দলীলসমূহ পর্যালোচনা; অগ্রগণ্য মত কোনটি; দা'ওয়াতে ইসলাম যখন ফরযে 'আইন ইত্যাদি শিরোনামে আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে।

দা'ওয়াতে ইসলাম : ব্যক্তি প্রকরণ ও কর্মকৌশল শীর্ষক *অধ্যায় : আট*-এ ইসলামের দা'ওয়াত পৌঁছানোর লক্ষ্যে যে সব ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টিকে চিহ্নিত করে দা'ওয়াতে পৌঁছানোর টার্গেট করা হয় এবং দা'ওয়াতকে ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে যে কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়, সে সম্পর্কে এ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। সৃষ্টিগত দিক; আত্মীয়তার নৈকট্যতার দিক; বয়সগত দিক; ধর্মীয় দিক; সামাজিক পদ সোপানগত ইত্যাদি দিক শিরোনামে এ অধ্যায়ের আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে।

অধ্যায় : নয়-এর শিরোনাম হচ্ছে দা'ওয়াতে ইসলাম : কৌশল ও কর্মপদ্ধতি। এর অধীনে দা'ওয়াতের প্রকৃতি ও পদ্ধতি; পূর্ণাঙ্গ দ্বীনের দা'ওয়াত; সকলের জন্য দা'ওয়াত; দা'ওয়াত শুরু হবে নিজ পরিমণ্ডল থেকে; দা'ওয়াত দফাভিত্তিক নয়; হিকমত সহকারে; উত্তম নসীহত সহকারে; দা'ওয়াত হবে ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক; নম্রতার সাথে কথা এবং উত্তম পন্থায় জবাব প্রদান; দা'ওয়াত পৌঁছাতে হবে সর্বমহলে ও সর্বাবস্থায়; দা'ওয়াত হবে কুর'আন ও সুন্নাহ অনুযায়ী; দা'ওয়াত হবে সহজ ভাষায়; দা'ওয়াত হবে জীবন্ত ও বাস্তব; বিভিন্ন বিষয়ের দা'ওয়াত; পালাক্রমে দা'ওয়াত; দা'ওয়াত কার্যকরী করার নিয়ম; দা'ওয়াতের ক্ষেত্র ও প্রকারভেদ; দা'ওয়াত শ্রবণের আদব; দা'ওয়াতের পূর্বে দা'ঈর লক্ষ্যণীয় বিষয় সম্পর্কে আলোকপাত; দা'ওয়াতের সময় দা'ঈর লক্ষ্যণীয় বিষয় সম্পর্কে আলোকপাত; দা'ওয়াতের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পরিপন্থী পন্থা পরিত্যাজ্য এবং বর্তমান পরিস্থিতিতে দা'ওয়াতে ইসলামের কর্মপদ্ধতি শীর্ষক শিরোনামে বিষয়টির উপর আলোকপাত করা হয়েছে।

দা'ওয়াতে ইসলামের মাধ্যম সম্পর্কে আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে *অধ্যায় : দশ*–এ। এর অধীনে অবস্তুগত মাধ্যম; বস্তুগত মাধ্যম; জন্মগত মাধ্যম; শিল্পকলা ও প্রযুক্তিগত মাধ্যম; কার্যগত মাধ্যম;

পরিবেশগত মাধ্যম ও দা'ওয়াতে ইসলামে মাধ্যমের গুরুত্ব এবং দা'ওয়াতে ইসলামে মাধ্যম গ্রহণে সীমাবদ্ধতা ও বৈশিষ্ট্য শিরোনামে আলোচনা করা হয়েছে।

অধ্যায় : এগার-এর শিরোনাম হচ্ছে দা'ওয়াতে ইসলামের আহবানকারী : বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী। এ অধ্যায়ে আদর্শ দা'ঈ ইলাল্লাহ; দা'ঈদের বৈশিষ্ট্য; দা'ঈ ইলাল্লাহর গুণাবলী এবং কুর'আন ও হাদীসের জ্ঞান ; গুরুত্ব উপলব্ধি করা; দরদপূর্ণ হৃদয়; সত্য প্রকাশে অকুতোভয়; নির্লোভ ও ত্যাগী হওয়া; সর্বাবস্থায় ধৈর্যশীল; কথা বলার শিল্প জানা; সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী হওয়া; দা'ওয়াতী উন্মাদনা; সততা; ধৈর্য ও সহনশীলতা; ক্ষমা; আল্লাহ তা'আলার উপর পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন; দা'ওয়াত অনুযায়ী আমল করা এবং কল্যাণকামীতা শিরোনামে আলোচনা সীমিত করা হয়েছে।

দা'ওয়াতে ইসলামে নারীদের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে *অধ্যায় : বার*-এ।

অধ্যায় : তের-এর শিরোনাম দা'ওয়াতে ইসলাম : সমস্যা ও সম্ভাবনা। এতে সুনির্দিষ্ট কয়েকটি মূল শিরোনামের আওতায় দা'ওয়াতে ইসলামের সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করার প্রয়াস চালানো হয়েছে। এছাড়াও দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে বিরাজিত সমস্যার আলোকে এর সম্ভাব্য সমাধান নির্দেশকল্পে কতিপয় প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে।

এ অধ্যায়ের আলোচ্যসূচী হচ্ছে : দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ সমস্যাসমূহ; দা'ওয়াতী তৎপরতার মাঝেই নিহিত কতিপয় সমস্যা এবং দা'ওয়াত দানকারীদের মাঝে পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতার অনুপস্থিতি; দা'ঈ কর্তৃক ইসলামী জিন্দেগীর বাস্তব নমুনা পেশ করার উদাহরণ বিরল; দা'ওয়াত দানকারীদের মাঝে উদার ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাব; দা'ওয়াত দানকারীদের মাঝে মতবিরোধ ও অনৈক্য; দা'ওয়াতী কাজে ব্যাপক পরিকল্পনার অভাব; দা'ওয়াতী চেতনার অভাব; দা'ঈদের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও মাধ্যম সম্পর্কে অস্পষ্টতা; দা'ওয়াতের কর্মপদ্ধতি ও সফলতা সম্পর্কে সংশয় ও হতাশা; ত্বরা প্রবণতা ও চরমপন্থার প্রতি ঝোঁক; দা'ঈদের মাঝে অহংকার, অভিমান প্রবণতা ও নেতৃত্বের প্রতি লোভ; 'আলিম সমাজের নেতৃত্ব সম্পর্কে ভুল ব্যাখ্যা; বিপদ মুসিবত সম্পর্কে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাব ও দা'ঈদের বিচ্যুতি; দা'ঈদের উপর নির্যাতন ও নিপীড়ন; মিথ্যাচার ও অপবাদ; ইসলামী দা'ওয়াতী তৎপরতার অভ্যন্তরে ইসলামের ছদ্মবেশী শত্রুদের পাঁয়তারা; সর্বস্তরের জনতার নিকট দা'ওয়াত উপস্থাপন প্রবণতার স্বল্পতা; দা'ওয়াতী কাজ থেকে বিরত থাকার প্রবণতা ও দা'ওয়াত প্রদত্ত ব্যক্তি ও সমাজ সম্পর্কিত কতিপয় সমস্যা; ইসলাম সম্পর্কে সাধারণ জনগণের মাঝে পর্যাপ্ত জ্ঞানের অভাব; ইসলাম চর্চার দৈন্যতা; মুসলিম সমাজে মানব রচিত আইন প্রচলন; মুসলিম সমাজে প্রতিষ্ঠিত নেতৃবৃন্দের কপটতা; ইসলামী বিপ্লবের প্রতি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী– দা'ওয়াতী কার্যক্রমে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার অভাব; ইসলামী দা'ওয়াতের নামে অপতৎপরতা; কাদিয়ানী সম্প্রদায়; বাহাই সম্প্রদায়; ভণ্ড পীর-ফকিরদের অপপ্রচার ও প্রবঞ্চনা; ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় দা'ওয়াতী তৎপরতা; বিশ্ব হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদী তৎপরতা; ইয়াহুদী ষড়যন্ত্র ও প্রবঞ্চনা; খ্রীস্টান মিশনারী তৎপরতা; প্রাচ্যবিদ বুদ্ধিজীবিদের ইসলাম বিকৃতকরণের প্রভাব; ইসলামী শিক্ষা ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে পশ্চাদপদতা; দা'ওয়াতী কাজের ব্যয় খাতে আর্থিক সংকট; দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে সংকট সৃষ্টিকারী পরোক্ষ দিকসমূহ; উপনিবেশিক শাসনামলের অনুবৃত্তি ও প্রভাব; ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী ও কমিউনিস্টদের তৎপরতা; শিক্ষা ও প্রচার মাধ্যমগুলোতে মূল্যবোধের অনুপস্থিতি; সাম্রাজ্যবাদী পরাশক্তিসমূহের ষড়যন্ত্র; সাংস্কৃতিক আগ্রাসন; সত্যপ্রচার বিমুখ অর্থলোলুপ পুঁজিপতি সমাজ; সাধারণ জনগণের অর্থনৈতিক সংকট; সামাজিক কুসংস্কার; নর-নারীর অবাধ মেলামেশা ও বেহায়াপনা; দা'ওয়াতী ক্ষেত্রে বিরাজিত সমস্যা সমাধানের সম্ভাবনা; দা'ওয়াতী কার্যক্রমে সফলতার লক্ষ্যে করণীয় : প্রস্তাবনা।

অভিসন্দর্ভের শেষাংশে রয়েছে উপসংহার ও গ্রন্থপঞ্জি। উপসংহারে এ অভিসন্দর্ভের সারনির্যাস তুলে ধরা হয়েছে এবং গ্রন্থপঞ্জিতে অভিসন্দর্ভ রচনায় ব্যবহৃত গ্রন্থসমূহের পূর্ণ বিবরণ উপস্থাপন করা হয়েছে।

অধ্যায় : এক

দা'ওয়াতে ইসলাম : সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ

দা'ওয়াত শব্দের আভিধানিক অর্থ

দা'ওয়াত (دعوة) 'আরবী শব্দ। এর মূল ধাতু د-ع-و। বহুবচন دعوات (দা'ওয়াতুন)। আভিধানিক দিক থেকে এটা বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত। যেমন প্রার্থনা বা দু'আ, ডাক দেয়া, সাহায্য কামনা, আহবান, নিমন্ত্রণ ইত্যাদি। ক্রিয়ামূলেও সে রূপ ব্যবহার কুর'আন কারীমে এসেছে।

১. دعا অর্থাৎ কোন কিছুর জন্য প্রার্থনা করা। যেমন কুরআন কারীমে এসেছে :

واذا سئلك عبادى عنى فانى قريب اجيب دعوة الداعى اذا دعان)

আর আমার বান্দারা যখন আমার ব্যাপারে তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে, বস্তুত আমি রয়েছি সন্নিকটে। যারা প্রার্থনা করে , তাদের প্রার্থনা কবুল করে নেই, যখন সে আমার কাছে প্রার্থনা করে।[১]

২. دعا অর্থ ডাক দেয়া। যেমন কুরআন কারীমে এসেছে :

ثم اذا دعاكم دعوة من الارض وإذا انتم تخرجون -

অতঃপর যখন তিনি মৃত্তিকা থেকে উঠার জন্য তোমাদের ডাক দেবেন, তখন তোমরা উঠে আসবে।[২]

৩. دعا অর্থ সাহায্য চাওয়া। যেমন কুরআন কারীমে এসেছে :

وان كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين -

এ সম্পর্কে যদি তোমাদের কোন সন্দেহ থাকে, যা আমি আমার বান্দার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, তাহলে এর মত একটি সূরা রচনা করে নিয়ে এসো। তোমরা আল্লাহ ছাড়া তোমাদের যে সব সাহায্যকারী আছে (মনে কর), তাদের নিকটও সাহায্য চাও। যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক।[৩]

৪. دعا অর্থ কোন মত বা পথ কিংবা যে কোন বিষয়ের প্রতি আহবান জানানো। কোন বিষয় গ্রহণ করার ব্যাপারে অনুপ্রাণিত করা। তা ভালও হতে পারে মন্দও হতে পারে।[৪] যেমন ভাল মন্দ উভয় অর্থে ব্যবহার কুর'আন কারীমে এসেছে :

ويقوم مالى ادعوكم الى النجواة وتدعوننى إلى النار -

হে আমার কওম, ব্যাপার কি, আমি তোমাদেরকে আহবান করি মুক্তির দিকে, আর তোমরা আমাকে আহবান কর জাহান্নামের দিকে।[৫]

৫. কোন কিছু উপস্থিত করার জন্য আবেদন করা। যেমন কুর'আন কারীমে এসেছে :

يدعون فيها فاكهة امنين -

তারা সেখানে শান্ত মনে বিভিন্ন ফলমূল আনতে বলবে।[৬]

---

[১] সূরা বাকারা : ১৮৬।

[২] সূরা রূম : ২৫।

[৩] সূরা বাকারা : ২৩।

[৪] দ্র. মুহাম্মদ ফুয়াদ আবদুল বাকী, *আল মু'জামুল মুফাহরিস লি আলফাজিল কুরআনিল কারীম*, তেহরান : ইনতামারাতে নাসের খসরু, তাবি, ১ম খ, পৃ ৩৯২।

[৫] সূরা আল মুমিন : ৪১।

এভাবে দা'ওয়াত শব্দটি মামলা, মুকাদ্দমা ইত্যাদি অর্থেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে।[৭] কোন ভোজের প্রতি নিমন্ত্রণ জানানোকেও دعوة (দা'ওয়াত) বলা হয়।

দা'ওয়াত শব্দটি আল কুরআনে সরাসরি ছয়টি স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে।[৮] আর সেগুলোতেও দা'ওয়াত অর্থ দু'আ বা প্রার্থনা, ডাকা, আহবান জানানো অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

মহানবী সা.-এর হাদীসেও এমনি বিভিন্ন অর্থে এর ব্যবহার দেখা যায়। মু'আয রা. থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে, মহানবী সা. বলেছেন :

> انك تاتى قوما من اهل الكتاب فادعوهم الى شهادة ان لا اله الا الله -
>
> তুমি আহলে কিতাবের এমন এক সম্প্রদায়ের নিকট যাচ্ছ, যাদেরকে আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই' : এর সাক্ষ্য দেয়ার দাওয়াত দেবে।[৯]

এখানে দা'ওয়াত আহবান অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। একই হাদীসের শেষ পর্যায়ের কথা واتق دعوة المظلوم 'তুমি নিপীড়িতের দু'আ সম্পর্কে সতর্ক থাকবে' : এখানে দা'ওয়াত শব্দটি দু'আ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।[১০] ইমাম বুখারী (র) كتاب الدعوات নামে তার সহীহ হাদীস গ্রন্থে একটি অধ্যায়ের নাম উল্লেখ করেছেন করেছেন। যার অর্থও দু'আ বা প্রার্থনা। তবে কুর'আন কারীমের অধিকাংশ স্থানেই দা'ওয়াত শব্দটি আহবান অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

'আরবী অভিধানসমূহে উপরোক্ত প্রায় সব ক'টি অর্থ উল্লেখ করা হয়েছে। সেটা হল, কোন ব্যক্তি কথা বা কাজের মাধ্যমে নিজের প্রতি অন্যকে আকৃষ্ট করার প্রয়াস চালানো। তা কোন পথ বা মতের প্রতি হতে পারে। 'আরবীতে প্রসিদ্ধ অভিধান *মু'জামু মাক্বাঈসিল লুগাহ* নামক গ্রন্থে আছে, তার অর্থ হল: انما تميل اليك بصوت وكلام يكون منك - অর্থাৎ তোমার কোন কথা বা কোন শব্দ দ্বারা তোমার নিজের দিকে আকৃষ্ট করানো।[১১] এজন্য কোন গরু বা ছাগলের স্তন হতে দুধ দোহনের পর যেটুকু রেখে দেয়া হয় তাকে দাঈয়া (داعية) বলা হয়। কারণ সেটুকু আরো বেশী দুধ টেনে জমা করবে। এমনি দালানের একটি ইটের পর অপরটি পড়ে গেলে বলা হয় تداعت الحيطان এতে প্রথম ইটটি পড়ে যাওয়ার সময় দ্বিতীয়টিকে আহবান জানাল।[১২] এজন্য যিনি কোন ধর্ম বা মতবাদের প্রতি অন্য কাউকে আহবান করেন, তাকে দা'ঈ (داعى) বা দা'ঈআ (داعية) বলা হয়।[১৩]

দা'ওয়াত-এর পারিভাষিক অর্থ

পারিভাষিক অর্থে শুধু আহবান জানানোকে দা'ওয়াত বলা হয়, তা নয়। বরং এর অর্থ আরো ব্যাপক। যে আহবানে ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টি কর্তৃক গৃহীত পদ্ধতিগত সকল প্রচেষ্টা ও কার্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকে, তা-ই দা'ওয়াত। দা'ওয়াতকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায় :

---

৬. সূরা আদ্ দুখান : ৫৫।

৭. আলাউদ্দিন আল্ আযহারী, *আরবী-বাংলা অভিধান,* ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩, নতুন সং, ২য় খ, পৃ ১৩০০।

৮. মুহাম্মদ ফুয়াদ 'আবদুল বাকী, প্রাগুক্ত, পৃ ২৬০।

৯. *সহীহ মুসলিম,* কিতাবুয্ যাকাত, বাব ওজুবিয যাকাত, দ্র. *মুখতাসার সহীহ মুসলিম,* কুয়েত, ১ম খ, ১৯৬৯, পৃ ১৩৬।

১০. প্রাগুক্ত।

১১. *মু'জামু মাকাইসিল লুগাহ,* ২য় খ, পৃ ২৩৯।

১২. প্রাগুক্ত।

১৩. দ্র. *আল মু'জামুল ওসীত,* কায়রো : মাজমাউল লুগাতিল 'আরাবিয়া, পৃ ২৮৬-২৮৭।

যে আহবানে ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টি কর্তৃক গৃহীত বিজ্ঞানসম্মত ও শিল্পসঞ্জাত উপায়ে নির্দিষ্ট বিষয়ে মানুষকে আকৃষ্ট করা, তা গ্রহণ করা এবং তাদের বাস্তব জীবনে চর্চার জন্য প্রস্তুত করার পদ্ধতিগত সকল প্রচেষ্টা ও কার্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকে, তা-ই দা'ওয়াত।

আধুনিক অভিধানসমূহে ধর্মীয় বা কোন ইঙ্গিত লক্ষ্য অর্জন সম্পর্কিত প্রচার প্রচারণা অর্থে দা'ওয়াত শব্দটিকে ব্যবহার করা হয়। যেমন : The Hans Wehr Dictionary of Modern Written Arabic-এ দা'ওয়াত শব্দটির অর্থে বলা হয়েছে : Missionary actvity, Missionary work, Propaganda.[১৪]

তাই দা'ওয়াত যে কোন পথ বা মত কিংবা যে কোন বিষয়ের প্রতি হতে পারে। যে কোন বিষয় গ্রহণ করার ব্যাপারে অনুপ্রাণিত করার অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে। আর সে বিষয় ভালও হতে পারে, মন্দও হতে পারে; কিংবা কল্যাণকর হতে পারে বা ক্ষতিকরও হতে পারে। যেমন আভিধানিক ব্যাখ্যায় উল্লেখ করা হয়, আল কুর'আনেও দা'ওয়াত শব্দটির ঐ ধরণের ব্যবহার লক্ষণীয়।

দা'ওয়াতে ইসলামের সংজ্ঞা

আভিধানিক অর্থগুলোর আলোকে আরো উল্লেখ্য, ব্যাপকার্থে দা'ওয়াতর পরিচয় তার উদ্দেশ্য নির্ভর। উদ্দেশ্য ভালো হলে ভাল দা'ওয়াত। আর মন্দ হলে মন্দ দা'ওয়াত। তেমনি খ্রীস্টান ধর্মের দা'ওয়াত হলে খ্রীস্টীয় দা'ওয়াত, সমাজতন্ত্রের দিকে দা'ওয়াত হলে সমাজতন্ত্রী দা'ওয়াত। যা তারা প্রচার মাধ্যম, গোপন ও প্রকাশ্য সংগঠন ও রাষ্ট্রীয় শক্তিমত্তা ব্যবহার করে সম্পাদন করে আসছে। বস্তুতঃ বিশ্বে মানব সমাজে বিভিন্ন রকমের দা'ওয়াত রয়েছে। কোনটা সৃষ্টিকর্তার সাথে মানুষের সম্পর্ক ও অবস্থান নির্ণয়ে নিয়োজিত। যথা খ্রীস্টবাদ, হিন্দুবাদ ইত্যাদি। কোনটা মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণে উদ্ভাবিত যথা, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ফ্রয়েডবাদ ইত্যাদি। আবার কোনটা বস্তুর সঙ্গে মানুষের এবং বস্তুর সঙ্গে বস্তুর সম্পর্ক নির্ণয়ে ব্যস্ত যেমন আধুনিক বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক গবেষণার আহবান। কিন্তু উপরোক্ত সকল সম্পর্ক (তথা আল্লাহর সাথে মানুষের সম্পর্ক, মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক, সৃষ্টিকর্তা ও মানুষের সাথে সৃষ্টিজগতের সম্পর্ক ইত্যাদি) নিয়ন্ত্রণ, সমন্বয় ও সামঞ্জস্য সাধন করে যে দা'ওয়াতী প্রবাহ পরিচালিত সেটিই হল দা'ওয়াতে ইসলাম। আল্লাহর সাথে মানুষের সম্পর্ক এবং মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক দৃঢ় করে তাদের জীবনের পরম উদ্দেশ্য অর্জনে এ সৃষ্টিজগত বা প্রকৃতি আবাদ করে আল্লাহর নির্দেশিত পথে মানব সমাজকে ইহ-পারত্রিক কল্যাণ ও মুক্তি লাভের উদ্দেশ্যে পরিচালিত করার নিমিত্তে যে কার্যক্রম পরিচালিত হয় তা-ই দা'ওয়াতে ইসলাম ।

সুতরাং সংক্ষেপে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার দিকে দা'ওয়াত হলে তাকে বলা হবে দা'ওয়াতে ইসলাম। এখানে ইসলামী দা'ওয়াতের সংজ্ঞা প্রদানেও মুসলিম পণ্ডিতগণ বিভিন্নরূপে মন্তব্য করেছেন। কারো মতে এটি ওয়াজ-নসীহত, কারো মতে শুধু তাবলীগ ও মেহনত, কারো মতে আন্দোলন বা ইকামতে দ্বীন। কারো মতে, আমরু বিল মারূফ ওয়ান নাহী আনিল মুনকার তথা সৎ ও সুকৃতির আদেশ করা এবং অসৎ ও দুস্কৃতির বাধা নিষেধ করা ইত্যাদি।

কিন্তু প্রসঙ্গতঃ বলতে গেলে বলা যায়, দা'ওয়াতে ইসলামের বিষয়টির ধারণা আরো ব্যাপক। ওয়াজ নসীহত কিংবা তাবলীগ বা প্রচার প্রচারণা, নতুবা সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ ইত্যাদির নামে ঐ দা'ওয়াতকে সীমিত করা যথাযথ নয়। যদিও এ সব ক'টি কাজ ইসলামী দা'ওয়াতেরই আওতাভুক্ত। দা'ওয়াত বিষয়ে যারা লেখালেখি করেছেন, তাদের কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞা রয়েছে। তাতে দা'ওয়াতে ইসলাম সম্পর্কে ব্যাপক ধারণা পাওয়া যায়।

---

[১৪] JM Cowan Edited, *The Hanswehr Dictionary of Modern Written Arabic*, New York : 1976, p. 283.

- আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. আহমদ আহমদ গালুশ এ ব্যাপারে স্পষ্ট ভাষায় বলেন :

الدعوة إلى الاسلام تعنى المحاولة العملية والقولية لا مالة الناس اليه -

মানুষকে ইসলামের দিকে নিয়ে আসার জন্য কার্যগত বা বাচনিক সকল প্রচেষ্টার নাম দা'ওয়াতে ইসলাম।[১৫]

ইসলামী চিন্তাবিদগণ এর আরো সংজ্ঞা পেশ করেছেন। এখানে কয়েকটি প্রদত্ত হলো :

- শায়খ ইবন তাইমিয়া বলেন :

> আল্লাহর দিকে দা'ওয়াতের অর্থ হল, তার প্রতি ঈমান আনা ও তার রাসূলগণ কর্তৃক আনীত বিষয়ের উপর ঈমান আনার দা'ওয়াত। এভাবে যে, তাঁরা যা বলেছেন তা সত্য হিসেবে মেনে নেয়া এবং তারা যা আদেশ করেছেন তা পালন করা।[১৬]

এ সংজ্ঞায় দা'ওয়াতের বিষয়বস্তুর প্রতি জোর দেয়া হয়েছে। দা'ঈ, মাদ'উ বা দা'ওয়াতের পথ ও পদ্ধতির ব্যাপারে কিছু বলা হয় নি।

- শায়খ মুহাম্মদ নামের আল খতীব বলেন :

> ভাল কল্যাণকর কাজ করা এবং মন্দ কাজ পরিত্যাগ করা, সৎকাজের আদেশ দান ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা, সুকৃতির প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি করা এবং দুস্কৃতির প্রতি বিরাগ সৃষ্টি করা, হক ও সত্য পথের অনুসরণ এবং বাতিল বা ভ্রান্ত পথ বর্জন করানোর লক্ষ্যে প্রচেষ্টার নামই হল দা'ওয়াতে ইসলাম।[১৭]

শায়খ খতীব এ সংজ্ঞায় সৎকাজের আদেশ, অসৎ কাজের নিষেধ, কল্যাণময় কাজে উদ্বুদ্ধকরণ, মূল্যবোধকে জনপ্রিয় করে তোলা, অপসংস্কৃতি সম্পর্কে মানুষের মনে বিরাগ সৃষ্টি করা, বাতিল পরিত্যাগ এবং সত্যের অনুকরণে উৎসাহিত করা, সত্যকে সত্য হিসেবে মেনে নেয়ার সদিচ্ছা সৃষ্টি করা ইত্যাদি বিষয় স্থান পেয়েছে। এগুলো দা'ওয়াতের বিভিন্ন কার্যক্রম বা দিক তবে সকল দিক নয়। তাছাড়া এটাতে দা'ঈ ও মাদ'উর ব্যাপারে আলোকপাত করা হয় নি।

- শায়খ মুহাম্মদ গাযালী বলেন :

> ইসলামী দা'ওয়াত হল একটি কর্মসূচীর নাম। যাতে অন্তর্ভুক্ত থাকবে সে সমস্ত জ্ঞান বিজ্ঞান যার প্রতি সকল মানুষ মুখাপেক্ষী। যা তাদের জীবনের উদ্দেশ্য বলে দিবে এবং সঠিক পথ সুস্পষ্ট করে দিবে।[১৮]

ইমাম গাযালী দা'ওয়াত বলতে কিছু কর্মসূচীর উপর জোর দিয়েছেন। তাঁর মতে, সে সব কর্মসূচীর লক্ষ্য হবে মানব জাতির সঠিক পথে চলার প্রতি জ্ঞান দান করা। মোটকথা তিনি দা'ওয়াতের বিষয়বস্তুর উপর জোর দিয়েছেন।

- শায়খ আদম আবদুল্লাহ আল্ আলোরীর মতে :

> এটি হল মানুষের দৃষ্টি ও জ্ঞান-বুদ্ধিকে এমন 'আকীদার দিকে ফেরানো যা উপকারে আসবে এবং এমন মাসলেহাত তথা মঙ্গলকর বিষয়ের দিকে, যা তাদের কল্যাণ বয়ে আনবে। অধিকন্তু মানবজাতিকে বাঁচানো ঐ গোমরাহী থেকে, যাতে তারা লিপ্ত হতে যাচ্ছিল, এমন বিপদ থেকে বাঁচানো যা তাদেরকে বেষ্টন করে ফেলছিল।[১৯]

---

[১৫] ড. আহমদ আহমদ গালুশ, *আদ্-দাওয়াতুল ইসলামিয়াহ উসূলুহা ওয়া ওসাইলুহা*, কায়রো : দারুল কিতাবিল মিসরী, ১৯৭৮, পৃ ১০।

[১৬] ইবন তাইমিয়া, *মাজমুআতুল ফাতাওয়া*, সউদী আরব মুদ্রিত, ১৫খ, পৃ ১৫৭-১৫৮।

[১৭] দ্র. শায়খ মুহাম্মদ নামের আল খতীব, *মুরশিদুদ দুআত ইলাল্লাহ*, বৈরুত : দারুল মাআরিফ, ১৯৮১, পৃ ৬৩-৬৪।

[১৮] দ্র. ইমাম আবু হামেদ গাযালী, *মায়াল্লাহ*, মিসর : দারুল কুতুব আল ইসলামিয়াহ, ৫ম সংকলন, ১৯৮১, পৃ ১২।

[১৯] আহমদ 'আবদুল্লাহ আল আলোরী, *তারিখুদ দা'ওয়াহ ইলাল্লাহ বাইনার আমসে ওয়াল ইয়াউম*, কায়রো : মাকতাবাতু ওয়াহাবা, ২য় সংখ্যা, ১৯৭৯, পৃ ১৭।

তিনি তাঁর সংজ্ঞায় দা'ওয়াতের বিষয়বস্তু ও ফলাফলের উপর গুরুত্ব প্রদান করেছেন। অর্থাৎ দা'ওয়াতর মাধ্যমে মানব সমাজের 'আকীদা-বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গী, সার্বিক কল্যাণ ও মুক্তি অর্জিত হয়।

- **শায়খ আবূ বকর যাকারিয়া বলেন :**

> দা'ওয়াতে ইসলাম হল সুঅভিজ্ঞ 'আলিম সমাজের সামর্থ অনুসারে মানুষের নিকট ইসলাম পৌঁছানো এবং তাদের তা শিক্ষা দেয়ার নাম। যা আল্লাহ্ প্রদত্ত দ্বীনের ভাষ্য অনুসারেই ধর্মীয় বিষয়াদিতে প্রজ্ঞানে এবং পার্থিব জীবনের স্বরূপ সন্ধানে তাদেরকে দিক নির্দেশনা প্রদান করবে।[২০]

এখানে দা'ওয়াতের জন্য শুধু 'আলিম সমাজ বলতে যদি কোন বিশেষ শ্রেণীকে নির্দিষ্ট করা হয়, তাহলে তা যথাযথ নয়। কারণ মহানবী সা.-এর বিদায় হজ্জের ভাষণে তাবলীগের দায়িত্বকে আম (সার্বজনীন) রেখেছেন। যেমন মহানবী সা. বলেছেন :

فليبلغ الشاهد منكم الغائب -

> তোমাদের মধ্যে যারা উপস্থিত তারা অনুপস্থিতদের কাছে পৌঁছে দেবে।[২১]

তাই দা'ওয়াতের সঙ্গে সকল মুসলমানই জড়িত। সকলেই সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করবে। তবে অভিজ্ঞ দা'ঈ অর্থ গ্রহণ করলে সংজ্ঞাটির গুরুত্ব বেড়ে যায়। এমনিভাবে এখানে তাবলীগ, তা'লীম ও ইরশাদ বা দিক নির্দেশনা ইত্যাদি বিষয়গুলো দা'ওয়াতের সঙ্গে সরাসরি জড়িত বিধায় সংজ্ঞাটিতে মৌলিকত্ব পরিলক্ষিত হয়।

- **শায়খ আলী মাহফূয বলেন :**

> দা'ওয়াতে ইসলাম হল মানুষকে কল্যাণ ও হিদায়াতের পথে উদ্বুদ্ধ করা এবং সৎ কাজে আদেশ করা, সাথে সাথে অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করার নাম। যাতে তারা ইহ ও পারলৌকিক জীবনে সৌভাগ্য লাভ করে সফলকাম হতে পারে।[২২]

তিনি আল্লাহর বাণী : ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر - (তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত যারা আহবান জানাবে কল্যাণের প্রতি, নির্দেশ দেবে ভালো কাজের এবং বারণ করবে অন্যায় কাজ থেকে)[২৩]– এর আলোকে ইসলামী দা'ওয়াতর সংজ্ঞা নিরূপণ করতে চেয়েছেন বলে মনে হয়। অনুরূপভাবে দা'ওয়াতকে অনুপ্রাণিতকরণ অর্থে সীমায়িত করেছেন।

- **ড. খলীফা হুসাইন আল 'আস্‌সাল বলেন :**

> মানুষের ইহ ও পারলৌকিক কল্যাণের লক্ষ্যে ইসলামে বর্ণিত সকল কল্যাণময় বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করা এবং সকল মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখার কাজে সুবিজ্ঞ ব্যক্তিগণের সকল কর্মতৎপরতার নাম হল দা'ওয়াতে ইসলাম।[২৪]

এ সংজ্ঞায় আল আমরু বিল মারূফ এবং আন্ নাহী আনিল মুনকারের উপর জোর দেয়া হয়েছে।

- **ড. রউফ শালাবী তিনটি সংজ্ঞা দিয়েছেন :**

ক. 'দা'ওয়াত' হলো সমাজ পরিবর্তনের আন্দোলন। যে আন্দোলন মানব সমাজকে কুফরের অবস্থা থেকে ঈমানী অবস্থায় এবং অন্ধকার থেকে আলোতে এবং জীবনে সংকীর্ণতা থেকে পার্থিব ও পারলৌকিক জীবনের প্রশস্ত অবস্থায় রূপান্তরিত করবে।

---

[২০] দ্র. ড. আবূ বকর যাকারিয়া, *দা'ওয়াহ ইলাল ইসলাম*, কায়রো : মাতবা'আতুল মাদানী, ১৯৬২, পৃ ৭।

[২১] ইবন কাসীর, *আল বিদায়াতু ওয়ান নেহায়াতু*, বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইসলামিয়াহ, ৫ম খ, ১৯৮৫, পৃ ১৫২।

[২২] দ্র. শায়খ 'আলী মাহফূয, *হিদায়াতুল মুর্শেদীন*, কায়রো : দারুল এতেছাম, ৯ম সংখ্যা, ১৯৭৯, পৃ ৭।

[২৩] সূরা আলে ইমরান : ১০৪।

[২৪] দ্র. ড. খলীফা হুসাইন আল 'আস্‌সাল, *মাআলিমুদ দা'ওয়াতিল ইসলামিয়াহ ফি আহদিহাল মাক্কী*, কায়রো : দারুত তাবিআতুল মুহাম্মদিয়া, ১খ, ১৯৮৮, পৃ ১৯।

খ. এটি কোন সমাজে প্রচলিত ধ্যাণ ধারণার পরিবর্তে নিখুঁত তাওহীদবাদী ধ্যান ধারণা গ্রহণ করার নিমিত্তে ব্যাপক জনমত গঠন করার প্রচেষ্টার নাম।

গ. 'দা'ওয়াত' হলো কোন সমাজে প্রচলিত জীবনাচার পরিবর্তন করে ইসলামী জীবনাচার গ্রহণ করার জন্য ব্যাপক জনমত গঠনে প্রচেষ্টা চালানোর নাম। যে জীবনাচার আল্লাহর প্রতি ঈমানের উপর এবং নিয়মনীতিগুলো একমাত্র মহানবী সা. প্রদত্ত জীবনব্যবস্থার উপর।[২৫]

- প্রফেসর বাহী খাওলী বলেন :

هی نقل الامة من محيط الى محيط -

এটা জাতিকে এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় রূপান্তরিত করার নাম। তিনি দা'ওয়াত বলতে একটি পরিবর্তনকে বুঝিয়েছেন।[২৬]

- ড. ইসমাইল হাজী ইবরাহীম বলেন :

The term dawah is generally understood by all levels of society to mean a movement undertaken to invite and call the peoples to religion ... The Din of the way of life.

অপর এক স্থানে তিনি বলেন :

The Islamic Dawah is a movement of reformation which is in itself complete and comprehensive running in accordance with the injunctions of the Quran and the Sunnah of the prophets (sm).[২৭]

- The Encyclopedia of Islam এ আছে :

In the religious sense the Dawah is the invitation addressed to men by God and the prophets to believe in the true religion.[২৮]

সুতরাং দা'ওয়াতের সংজ্ঞাসমূহে ক'টি বিষয় লক্ষ্যণীয় :
প্রথমত কেউ কেউ দা'ওয়াত বলতে বুঝিয়েছেন একটি আন্দোলন (Movement), কেউ তাবসীর বা জ্ঞানদান, কেউ মানুষকে অনুপ্রাণিত বা আকৃষ্ট করা, আবার কেউ বলেছেন সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করা। আসলে সবগুলো ধারণাই দা'ওয়াতের অন্তর্ভুক্ত। দা'ওয়াত দিতে হলে বিভিন্ন রকম পদ্ধতি ও কৌশল অবলম্বন করে মানুষকে অনুপ্রাণিত করতে হবে, তেমনি অনুপ্রাণিত করতে করতে এক গণজোয়ার সৃষ্টি করে ব্যাপক আন্দোলনে রূপ দিতে হবে। প্রচার পদ্ধতির উপর জোর দিতে হবে। এ আন্দোলন অর্থে দা'ওয়াত শব্দটির পারিভাষিক দিক দিয়ে একটা ব্যাপকতর ধারণা দিয়ে থাকে। কারণ সমাজ পরিবর্তনে মানব জীবনের সকল অবস্থা ও কার্যাদিকে এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত আবার কারো সংজ্ঞায় বিষয়বস্তুর উপর জোর দেয়া হয়েছে। আসলে দা'ওয়াত দু'টি অর্থেই ব্যবহৃত। গোটা ইসলামকেই দা'ওয়াত বলা যায়। তখন তার অর্থ আল্লাহর পক্ষ থেকে দা'ওয়াত হল ইসলাম। এদিক দিয়ে দা'ওয়াত অর্থ দ্বীন ইসলাম। আর দা'ওয়াতের আরেকটি অর্থ পদ্ধতিগত প্রচার প্রচারণা। আর দা'ওয়াত একটি আর্ট বা কলা হিসেবে দ্বিতীয় অর্থটি অধিক ব্যবহৃত। সুতরাং দা'ওয়াতে ইসলাম বলতে এ দ্বীনে ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে গ্রহণ করার জন্য মানুষকে অনুপ্রাণিত

---

[২৫] দ্র. ড. রউফ শালাবী, *সাইকোলূজিয়াতুর রায় ওয়াদ দা'ওয়াহ,* বৈরূত : দারুল উলূম, ১৯৮২, পৃ ৪৯-৫০।

[২৬] প্রফেসর আল বাহী আল খাওলী, *তাযকিয়াতুত দু'আত,* কায়রো : দারুত তুরাছ, ৮ম সংখ্যা, ১৯৮৭, পৃ ৩৫।

[২৭] Dr. Ismail Haji Ibrahim, Islamic Dawah in Malayasia, Advantages and Challenges, *see Dawah Activities Through out the World : Problem and prospects*, Edited by A.N.M Abdur Rahman, Dhaka : Islamic Foundation Bangladesh, October 1986, pp. 202-204.

[২৮] *The Encyclopaedia of Islam*, Lyden : E J Brill, 2nd Reprint, Vol 2, 1983, p 168.

করা তথা ইসলাম প্রচারের প্রচেষ্টা চালানো। সে প্রচেষ্টা বাচনিক হোক যথা বক্তৃতা করা, নসীহত করা বা ব্যক্তিগত আলোচনার মাধ্যমে দা'ওয়াত দেয়া, অথবা কার্যগত হোক। যেমন তা'লীম ও তারবিয়্যাত দা'ঈর চারিত্রিক নমুনা পেশ, পরস্পর আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য চর্চা করা, জনগণকে দা'ওয়াতের সমর্থনে সংগঠিত করা এবং দা'ওয়াতের পথে বাধাগুলো অপসারণ করা ইত্যাদি।

এছাড়া এ শব্দটিকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়। যেমন : আল আমরু বিল মারূফ ওয়ান নাহী আনিল মুনকার, (সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করা), ওয়াজ নসীহত (হৃদয় নিংড়ানো বক্তৃতা ও উপদেশ দান), তাবশীর (সুসংবাদ দান), ইনযার (সতর্কীকরণ), ইকামাতে দ্বীন (দ্বীন প্রতিষ্ঠা করা), ইযহারে দ্বীন (সব ধর্মের উপর দ্বীনে ইসলামকে বিজয়ী করা), তাবলীগে দ্বীন (দ্বীন প্রচার করা), জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ (আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা), হারাকায়ে ইসলামিয়া (ইসলামী আন্দোলন), এসলাহ (সংস্কার আন্দোলন) ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়। এখানে উল্লেখ্য, এ শব্দগুলো এককভাবে দা'ওয়াতের পূর্ণ স্বরূপ বহন করে না। তবে এ ধরনের প্রত্যেকটি বিষয় দা'ওয়াতেরই অন্তর্ভুক্ত হিসেবে ধরে নেয়া যায়।

মোটকথা, মহানবী সা.-এর যুগ থেকে দা'ওয়াতে ইসলাম বলতে কুর'আন হাদীসের আলোকে সত্য দ্বীন ইসলামের প্রতি আহবান বুঝায়। আর আহবান শব্দটি ব্যাপক। যা সত্য দ্বীন প্রচার ও প্রতিষ্ঠা সবকিছু অন্তর্ভুক্ত করে। বর্তমানে বিশেষ করে মিশনারী সায়েন্স-এর মোকাবেলায় এটা একটা শাস্ত্র বা বিজ্ঞানে রূপ লাভ করেছে।

বস্তুত, যে কোন দা'ওয়াতী কার্যক্রমে চারটি উপাদান অবশ্যই থাকা বাঞ্ছনীয়। সেগুলো হলো :

ক. দা'ঈ তথা দা'ওয়াত দানকারী ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টি কর্তৃক উদ্যোগ, যিনি বা যাদের মাধ্যমে দা'ওয়াতী কাজ সম্পাদন করা হবে। তবে এ ক্ষেত্রে সুঅভিজ্ঞ হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

খ. বিষয়বস্তু বা যে বিষয়ে দা'ওয়াত দেয়া হবে।

গ. পদ্ধতি বা যে পন্থায় দা'ওয়াত দিতে হবে, যাতে পরিকল্পনা, উপস্থাপন কৌশলাদি ও যথাযথ মাধ্যম অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

ঘ. মাদ'উ তথা আহূত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ, যাদেরকে দা'ওয়াত দেয়া হবে।

এর যে কোন একটি উপাদান বাদ দেয়া হলে দা'ওয়াতী কার্যক্রম সংগঠিত হবে না। যদিও কিছু ব্যতিক্রম থাকতে পারে। যেমন কোন ব্যক্তি বিষয়বস্তু লক্ষ্য করে কারো দা'ওয়াত ছাড়াই সেটা মেনে নিতে পারে। সরাসরি কোন দা'ঈ নাও থাকতে পারে, কোন পদ্ধতি অবলম্বনের প্রয়োজন নাও হতে পারে। তবে সেই ব্যক্তিটি যার মাধ্যমে বা উপলক্ষ্যে সেই বিষয়বস্তু অবগত হল, সেটাই দা'ঈর স্থলাভিষিক্ত হিসেবে ধরে নেয়া যায়। অন্য দিকে স্বয়ং বিষয়বস্তুকে দা'ঈ বলা যায়। যেমন ইসলাম। এর অনেক শিক্ষায় আকৃষ্ট হয়েও অনেকে ইসলাম গ্রহণ করেছে। এভাবে ব্যতিক্রম থাকতে পারে। তবে সাধারণ নিয়ম বা ব্যবস্থাগত দিক বিবেচনা করলে উপরোক্ত চারটি উপাদান অবশ্যই থাকতে হবে। যে সংজ্ঞায় উপরোক্ত উপাদানগুলো বিদ্যমান থাকে, তাকেই একটি গ্রহণযোগ্য, পূর্ণাঙ্গ ও প্রামাণ্য সংজ্ঞা বলা যাবে।

এ দৃষ্টিকোণ নিয়ে পূর্বোল্লিখিত সংজ্ঞাগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে ড. আহমদ গালুশ দা'ওয়াতের বিষয়বস্তু, পদ্ধতি ও তার মাধ্যম (যেমন কার্যগত ও বাচনিক হওয়া) এর উপর জোর দিয়েছেন। এ সংজ্ঞায় দা'ঈ ও মাদ'উর কথা আসে নি। এমনিতাবে ড. আসসাল স্বীয় সংজ্ঞায় সুঅভিজ্ঞ দা'ঈ, দা'ওয়াতের বিষয়বস্তু, (ইসলামের অনুসৃত জীবন চলার পথ), মাদ'উর বা মানব সমাজ এবং কল্যাণ অকল্যাণ তথা ফলাফলের উপর জোর দিয়েছে। আর পদ্ধতির আলোচনায় শুধু উৎসাহিত করার প্রতি ইশারা করেছেন। এতে পদ্ধতির ধরণ সীমিত ও অস্পষ্ট বলে মনে হয় এমনিভাবে শায়খ বাহী খাওলী উম্মাহ বলে অস্পষ্ট ধারণা দিয়েছেন। কারণ সেটা কি মুসলিম উম্মাহ না উম্মতে মুহাম্মদী তথা গোটা

মানব সমাজ, তা স্পষ্ট নয়। তবে হ্যাঁ, শায়খ বাহী খাওলীর তুলনায় ড. শালাবা দা'ওয়াতকে আরো স্পষ্টভাবে সমাজ পরিবর্তনের আন্দোলনের কথা বললেও উভয়ের সংজ্ঞায় মাদ'উ, দা'ওয়াতের উদ্দেশ্য ও ফলাফলের উপর জোর দেয়া হয়। অর্থাৎ দা'ওয়াত দিলে সমাজে একটা পরিবর্তন আসবে। তাই এটা সমাজ পরিবর্তনের আন্দোলন। কিন্তু এ আন্দোলন কার মাধ্যমে এবং কি পদ্ধতিতে তা ফুটে উঠে নি। যদিও ড. শালাবীর বক্তব্যে কাজের ধরনের উপর কিছুটা আলোকপাত করা হয়। আর তা প্রচার ও প্রতিষ্ঠা এবং বিরুদ্ধবাদীদের মোকাবেলা করা।

তাই দা'ওয়াতে ইসলামের মোটামুটি একটি সংজ্ঞা এভাবে দেয়া যায় যে, 'যে দা'ওয়াত কার্যক্রমে সুঅভিজ্ঞ ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টি কর্তৃক গৃহীত বিজ্ঞানসম্মত ও শিল্পসঞ্জাত উপায়ে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার দিকে মানব সমাজকে আকৃষ্ট করা, মেনে নেয়া এবং বাস্তব জীবনে তা চর্চার ব্যবস্থা করে দেয়ার পদ্ধতিগত ও ইসলামী শরী'আত সম্মত সকল প্রচেষ্টা ও কার্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকে তা-ই দা'ওয়াতে ইসলাম।'

এ সংজ্ঞাটি বিশ্লেষণ করলে উপরোক্ত চারটি উপাদানসহ দা'ওয়াতে ইসলামের মূলনীতির প্রভাবও প্রতিফলিত হয়েছে কারণ এটিতে :

প্রথমত সুঅভিজ্ঞ দা'ঈ বলে দা'ওয়াতী বিষয়বস্তু সম্পর্কে বিজ্ঞতাসহ দা'ওয়াতী কাজে কিছু না কিছু অভিজ্ঞতা থাকার প্রতি ইশারা করা হয়। কেননা শুধু তাত্ত্বিক জ্ঞান নয় বরং বাস্তবে দেখে শুনে কাজ করে তথা অভিজ্ঞতা নিয়ে দা'ওয়াতী মিশনে অংশগ্রহণ করা ইসলামের দা'ওয়াতে ইসলামের মূলনীতি। কারণ আল কুরআনে এসেছে :

قل هذه سبيلى ادعو الى الله على بصيرة انا و من اتبعنى -

বলুন, এটাই আমার পথ যে, আমি আমার অভিজ্ঞতার উপর আল্লাহর দিকে দা'ওয়াত দিই। আর আমার যারা অনুসরণ করে তারাও তাই।[২৯]

দ্বিতীয়ত দা'ওয়াত কার্যক্রম হতে হবে হিকমত তথা বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে। যেখানে আল্লাহ পাক নির্দেশ করেছেন :

ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة -

আল্লাহর পথে দা'ওয়াত দাও হিকমত ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে।[৩০]

তাই অজ্ঞতা, মূর্খতা বা আহম্মকী প্রদর্শনমূলক পন্থায় দা'ওয়াত দেয়া যাবে না।

তৃতীয়ত অনেকের সংজ্ঞায় পদ্ধতির আলোচনায় শুধু প্রচারের কাজের কথা উল্লেখ করা হয়। হ্যাঁ, প্রচার করা দা'ওয়াতের প্রথম পর্যায়। কিন্তু এর সাথে যারা দা'ওয়াত গ্রহণ করল তাদের বাস্তব জীবনে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার চর্চা ও অন্যদের দা'ওয়াত দেয়ার প্রশিক্ষণ ইত্যাদির ব্যবস্থা করাও দা'ওয়াতের অন্তর্ভুক্ত। তাই ঐ সংজ্ঞায় সবক'টি পর্যায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

চতুর্থত ইসলামী দা'ওয়াতের পদ্ধতি অবশ্যই ইসলামী মূল্যবোধ ও শরী'আহ সম্মত হতে হবে। যেমন ধোকাবাজি, বেহায়াপনা, জুলুম অত্যাচার ইত্যাদি কৌশল নির্ভর পদ্ধতি অবলম্বন করা ইসলামী শরী'আতে নিষিদ্ধ। তা ইসলামী দা'ওয়াত কার্যক্রমে প্রয়োগ করা যাবে না।

---

[২৯]. সূরা ইউসুফ : ১০৮।

[৩০]. সূরা নাহল : ১২৫।

দা'ওয়াতের প্রকারভেদ

বিভিন্ন দিক দিয়ে দা'ওয়াতের শ্রেণীবিন্যাস করা যায়।

টার্গেট কৃত ব্যক্তিবর্গের দিক থেকে

দা'ওয়াত প্রথমত এর টার্গেটকৃত ব্যক্তিবর্গের দিক দিয়ে দু'প্রকার :

ক. খুসূসী দা'ওয়াত : নির্দিষ্ট ব্যক্তি বিশেষকে দা'ওয়াত, যাকে আদ-দা'ওয়াতুল খুসূসিয়া (الدعوة الخصوصية) কিংবা আদ-দা'ওয়াতুল ফারদিয়া (الدعوة فردية) বলা যায়। এ দা'ওয়াত সাধারণত নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তিকে টার্গেট করে দেয়া হয়। পরস্পরে কথোপকথন, আলোচনা ইত্যাদির মাধ্যমে দা'ওয়াত। এতে গোটা জনগোষ্ঠীকে সম্বোধন করতে হয় না। অনেক সময় এটা কোন পূর্ব পরিকল্পনা ছাড়াই হয়। যেমন, হঠাৎ সাক্ষাতে, কথাবার্তায়, বৈঠক বা ভ্রমণ করতে গিয়ে কিংবা বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনার সময় ব্যক্তিগতভাবে এর সুযোগ আসে।

খ. 'উমুমী দা'ওয়াত : অর্থাৎ সর্ব সাধারণের জন্য উন্মুক্ত দা'ওয়াত বা আদ-দা'ওয়াতুল আম্মা (الدعوةالعامة)। ওয়াজ নসীহত, বক্তৃতা, লেখালেখি, রেডিও, টিভি ইত্যাদির মাধ্যমে দা'ওয়াত দেয়া।

এতদুভয় প্রকারের মাঝে আম দা'ওয়াতের মাধ্যমে দা'ওয়াতী বিষয়ের প্রসার বেশী হলেও ব্যক্তি বিশেষকে দা'ওয়াত প্রদানই বেশী ফলপ্রসূ হয়ে থাকে। কম অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তিরাও এ ধরনের দা'ওয়াতী কাজ করতে সক্ষম।

দা'ঈর উদ্যোগগত দিক থেকে

উপরোক্ত শ্রেণীদ্বয়ের আলোকে দা'ওয়াতের উদ্যোগগত দিক থেকে তথা দা'ঈর দিক দিয়েও এটা দু'প্রকার। যেমন :

ক. ব্যক্তিগত দা'ওয়াত (الدعوة الشخصية)।

খ. সমষ্টিগত বা সাংগঠনিক দা'ওয়াত (الدعوة الجامعية)।

ক. ব্যক্তিগত দা'ওয়াত : এ দা'ওয়াত কোন ব্যক্তির উদ্যোগে হয়ে থাকে। তার নিজস্ব চেষ্টা, পরিকল্পনা ও কর্মতৎপরতায় সম্পাদিত হয়, এর পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক ও সহজলভ্য। আল্লাহর দ্বীন প্রচারে কোন ব্যক্তি বিশেষের সকল কর্ম তৎপরতা এর আওতাভুক্ত। সেটা অন্য কোন ব্যক্তি বিশেষকে উদ্দেশ্য করেই হোক বা ব্যক্তি সমষ্টিকে উদ্দেশ্য করেই হোক না কেন। দা'ওয়াতী চেতনার এ ব্যাপকতা ইসলামী সমাজের দায়িত্ব ও জবাবদিহীর ব্যাপকতার অন্তর্ভুক্ত। মহানবী সা. বলেছেন:

> প্রত্যেকেই দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।[৩১]

সুতরাং ইসলামী দা'ওয়াত প্রচারে সামর্থ ও সুযোগ অনুসারে সকলই কিছু না কিছু দায়িত্ব এমনভাবে ব্যক্তিগত উদ্যোগে হলেও পালন করতে হবে। আর এ ধরনের দা'ওয়াতের মাধ্যমেই যুগে যুগে বিভিন্ন ইসলাম প্রচারকগণ, পীর-মাশায়েখ ও আওলিয়া কিরামের মাধ্যমে সারা বিশ্বে ইসলাম প্রচার হয়েছে বেশী।

খ. সমষ্টিগত বা সাংগঠনিক দা'ওয়াত : এর অর্থ হলো কোন সংস্থা সমিতি বা সংগঠন কর্তৃক আল্লাহর রাস্তায় দা'ওয়াত দেয়া। যে সংস্থা বা সংগঠন নির্দিষ্ট কিছু লক্ষ্য, পরিকল্পনা বিবিধ কর্মসূচীর মাধ্যমে কাজ করে। সে সকল কর্মসূচী সাধারণ জনগণকে উদ্দিষ্ট করেও হতে পারে যেমন জাতীয় রাজনৈতিক সংগঠন রাবেতাতুল 'আলামিল ইসলামী ইত্যাদি অথবা কোন ব্যক্তি

---

[৩১] *সহীহ বুখারী,* কিতাবুল জুম'আ, বাবুল জুম'আ ফিল কুরা ওয়াল মুদুন, ২খ, পৃ ৩৩।

বিশেষ বা কোন শ্রেণী বিশেষকে উদ্দেশ্য করেও হতে পারে যেমন শ্রমিক সংস্থা বা সংগঠন, শিক্ষক সমিতি, বণিক সমিতি ইত্যাদি।

সমষ্টিগত দা'ওয়াতের প্রয়োজনীয়তা ও তার কারণসমূহ

উল্লেখ্য যে, মানব সমাজে এ ধরনের দা'ওয়াতী কর্মতৎপরতার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। আর তা বিভিন্ন কারণে।

১. বাতিল তথা ইসলামবিরোধী শক্তির দৌরাত্ম ও ফেতনা ফাসাদ বৃদ্ধি পেয়েছে। সাথে সাথে তাদের মাঝে পরস্পরে সহযোগী হওয়ার মনোবৃত্তি আরো জোরদার হয়েছে।

২. দা'ওয়াতকৃত জনতার মাঝে বিভিন্ন এবং রকমারি বিরোধী কাজের উপস্থিতি। যা শুধু ব্যক্তিগত উদ্যোগে মোকাবেলা করা সম্ভব নয়।

৩. ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের পরিকল্পনা বৃহৎ এবং তাদের অপকর্ম সাংগঠনিক কর্মতৎপরতায় নিয়ন্ত্রিত।

৪. দা'ওয়াতের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে পর্যালোচনা গবেষণা এবং দা'ঈদেরকে প্রশিক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে। তাই সম্মিলিত উদ্যোগ তথা সাংগঠনিক শক্তির প্রয়োজন রয়েছে।

৫. মুসলমানদের সময়ের মাঝে সহযোগিতা বৃদ্ধি পাবে সমষ্টিগত দা'ওয়াতের মাধ্যমে।

৬. বিভিন্ন রকম ফেতনা, আগ্রাসন এবং দুঃখ-কষ্টে তথা নিপীড়ন নির্যাতনের মুখে টিকে থাকার জন্য সমষ্টিগত দা'ওয়াতের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

৭. এতে বিরোধী শক্তির মাঝে যেমন ভীতি বিরাজ করে তেমনি এ ধরনের দা'ওয়াতে দা'ঈদের নিরাপত্তা আরো নিশ্চিত হয়।

৮. শৃঙ্খলা বোধ সৃষ্টি হয় এবং পরিকল্পনা ও কর্মসূচীগুলো দ্রুত কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব।

সংগঠিত দা'ওয়াত সম্পর্কে বিধান

কোন সংস্থায় একত্রিত হয়ে বা সংগঠিত হয়ে দা'ওয়াতের ব্যাপারে আল কুরআন ও সুন্নাহ-য় বিভিন্নভাবে উৎসাহিত করা হয়েছে। যথা :

আল কুর'আনের দলীল : দলবদ্ধ হয়ে দা'ওয়াতী কাজ করার জন্য বিভিন্ন আয়াতে বিভিন্নভাবে বলা হয়েছে :

১. আল্লাহ পাক বলেন :

ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر -

তোমাদের মাঝে এমন এক দল হোক যারা কল্যাণকর কাজের দিকে আহবান করবে, সৎকার্যের আদেশ এবং অসৎকার্যে নিষেধ করবে।[৩২]

এখানেই امة (উম্মাহ) শব্দটি ব্যবহার করা হয়- যার অর্থ দল।

২. আল্লাহর বাণী :

كنتم خير امة احرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله -

তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানবজাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে। তোমরা সৎকর্মের আদেশ দিবে এবং অসৎকার্যে নিষেধ করবে ও আল্লাহর উপর বিশ্বাস করবে।[৩৩]

---

[৩২] সূরা আলে ইমরান : ১০৪।

[৩৩] সূরা আলে ইমরান : ১১০।

৩. আল্লাহর বাণী :

وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين
ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون -

তাদের (মুমিনদের) প্রত্যেক দলের এক অংশ কেন বের হয় না, যাতে তারা দ্বীন সম্বন্ধে জ্ঞানানুশীলন করতে পারে এবং তাদের জাতিকে সতর্ক করতে পারে যখন তারা তাদের নিকট ফিরে আসবে, যাতে তারা সতর্ক হয়।[৩৪]

খান

৪. কুর'আনুল কারীমে অন্যত্র এসেছে :

قال سنشد عضدك باخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون اليكما باياتنا انتما ومن اتبعكما
الغالبون -

আল্লাহ বলেন : (হে মূসা) আমি তোমার ভ্রাতার দ্বারা তোমার বাহু শক্তিশালী করব এবং তোমাদের উভয়কে প্রাধান্য দান করবো, ফলে তারা তোমাদের নিকট পৌছতে পারবে না। তোমরা এবং তোমাদের অনুসারীরা আমার নিদর্শন বলে এদের উপর প্রবল হবে।[৩৫]

এখানে ভাইয়ের দ্বারা বাহু শক্তিশালী করা এবং অনুসারীসহ সকলে বিজয়ী হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করে সাংগঠনিক শক্তির কথাই বলা হয়েছে।

৫. আল্লাহর বাণী :

وتعاونوا على البر والتقوى -

তোমরা নেক কাজ এবং তাকওয়ার বিষয়ে পরস্পরে সহযোগিতা কর।[৩৬]

এখানে পরস্পরে সহযোগী হওয়া তথা সংঘবদ্ধ জীবনযাপনের জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

৬. আল্লাহ পাক আরো বলেন :

واعتصموا بحبل الله -

তোমরা সংঘবদ্ধভাবে আল্লাহর রজ্জুকে (ইসলাম) আঁকড়ে ধর।[৩৭]

রাসূলুল্লাহ সা.-এর বাণী

১. জামা'আতবদ্ধ হওয়া তোমাদের উপর ওয়াজিব এবং বিচ্ছিন্ন হওয়া থেকে দূরে থাকা দরকার।[৩৮]

২. যে জামা'আত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল সে জাহিলিয়াতের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল।[৩৯] অতএব জামা'আত থেকে বিচ্ছিন্ন থাকাকে ইসলাম গ্রহণ করার পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাওয়ার শামিল করা হয়েছে।

৩. জামা'আতবদ্ধ লোকদের সাথে আল্লাহর শক্তি ও সাহায্য বিরাজ করে।[৪০]

৪. যে ব্যক্তি জান্নাতের আনন্দ উপভোগ করতে চায় সে যেন সংগঠনকে আঁকড়ে ধরে।[৪১]

হযরত ওমর রা. বলেছেন : জামা'আতবদ্ধতা ব্যতীত ইসলাম নেই।[৪২]

---

[৩৪] সূরা তাওবা : ১২২।

[৩৫] সূরা কাসাস : ৩৫।

[৩৬] সূরা মায়িদা : ২।

[৩৭] সূরা আল ইমরান : ১০৩।

[৩৮] *সুনান তিরমিযী*, কিতাবুল ফিতান, বাব ফী লুযুমিল জামা'আহ, ৪খ, পৃ ৪৬৬।

[৩৯] *সহীহ মুসলিম* (নওবীর শরাহসহ), কিতাবুল ইমারা, বাবু ওজুবি মুলাযিমাতি জামা'আতিল মুসলিমীন, ১২খ, পৃ ২৩৮।

[৪০] *সুনান তিরমিযী*, প্রাগুক্ত।

[৪১] প্রাগুক্ত।

[৪২] *সুনান দারেমী*, ১খ, পৃ ৭৯, (হযরত তামীম আদ দারী থেকে বর্ণিত)।

সুতরাং জামা'আতবদ্ধতা বা সংগঠিত হওয়া ব্যতীত ইসলামী জীবন ব্যবস্থার কথা চিন্তা করা যায় না। খলীফাতুল মুসলিমীন ওমর রা.-এর ভাষায় সত্যিই তাই। ইসলামের উপর টিকে থাকতে হলে ইসলামকে বিজয়ী করতে হলে ইসলামী দা'ওয়াতকে বিশ্বময় তুলে ধরতে হলে সম্মিলিত উদ্যোগের অতীব প্রয়োজন।

স্থান ও ক্ষেত্রের দিক থেকে

স্থান ও ক্ষেত্র ভেদে দা'ওয়াতকে বিভাজন করা দুষ্কর। কারণ তখন তা বিভিন্ন শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে যাবে। তবে এ দিক থেকে মোটামুটি ক'টি প্রধান ও বহুল প্রচলিত ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে।

ক. আত্মউন্নয়নমূলক দা'ওয়াত : যিনি দা'ওয়াত দেবেন তথা যিনি দা'ঈ তার নিজের পরিশুদ্ধি ও আত্মোন্নয়নে প্রচেষ্টা করা। বিজ্ঞোচিত দাও'আতের এটা প্রথম শর্ত বটে। এর দ্বারা দা'ঈর আত্মবিশ্বাস ও সমাজে তার সম্পর্কে আস্থা সৃষ্টিসহ তার যোগ্যতা বৃদ্ধি হয়। মহানবী সা.-এর দা'ওয়াতের সূচনাপর্বে প্রস্তুতিকে এ পর্যায়ের দা'ওয়াত হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। মুমিনগণকে আল কুর'আনে এ ধরনের দা'ওয়াতের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ইরশাদ করা হয়েছে :

يايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا -

> হে ঈমানদারগণ, তোমরা নিজেদেরকে ও তোমাদের পরিবার পরিজনকে দোযখের আগুন থেকে রক্ষা কর।[৪৩]

খ. পারিবারিক দা'ওয়াত : নিজ পরিবারের সদস্য যেমন মাতাপিতা, স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে, ভাই-বোন, অধীনস্ত পোষ্য বা চাকরদের মাঝে পারিবারিক প্রভাব ও সম্পর্কের সূত্রে দা'ওয়াতী কাজকে পারিবারিক দা'ওয়াত বলা হয়। এটা খুবই ফলপ্রসূ হয় এবং বাইরের প্রভাবমুক্ত থেকে দাও'আতে স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে থাকে। দা'ঈ সে পরিবারের সদস্য হওয়ার কারণে সদস্যগণ পরম আস্থা রাখে। দা'ঈর কথাবার্তা, আবেগ অনুভূতি দ্রুত বুঝতে পারে। ইসলামী দাও'আতে পারিবারিক দা'ওয়াতের গুরুত্ব অপরিসীম। ইসলামী দা'ঈগণও এ মর্মে আদিষ্ট যেমন পূর্বোল্লিখিত আয়াত থেকে জানা গেছে। নবী আ.গণও পারিবারিক দা'ওয়াতী কাজ করতেন। যেমন হযরত ইসমাঈল আ. সম্পর্কে আল কুর'আনে এসেছে : - وكان يأمر اهله بالصلوة والزكوة وكان عند ربه مرضيا

> তিনি তার পরিবারবর্গকে নামায ও যাকাত আদায়ের নির্দেশ দিতেন এবং তিনি তার পালনকর্তার কাছে পছন্দনীয়।[৪৪]

শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সা.কেও এ মর্মে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল :

وأمر اهلك بالصلوة واصطبر عليها -

> আপনার পরিবারের লোকদেরকে নামাযের আদেশ দিন, আর আপনিও এর উপর অবিচল থাকুন।[৪৫]

পারিবারিক সূত্রে আত্মীয় স্বজনও এ দাওয়াতের অন্তর্ভুক্ত। মহানবী সা.কেও আদেশ দেয়া হয়েছিল :

> আপনার নিকট আত্মীয়-স্বজনকে সতর্ক করুন।[৪৬]

গ. আঞ্চলিক বা গোত্রীয় দা'ওয়াত : দা'ঈ যে অঞ্চলে বসবাস করেন শুধু সে অঞ্চলের মানুষের মাঝে দা'ওয়াতী কাজ করাকে আঞ্চলিক দা'ওয়াত বলা হয়। যেমন হযরত মূসা আ. তাঁর যুগে ফির'আউনের নিস্পেষণ থেকে বনী ইসরা'ঈলের মুক্তির জন্য কাজ করেছেন। মহানবী সা.-এর পূর্বে সকল নবীগণই গোত্রীয় ও আঞ্চলিক দা'ওয়াতের কাজ করেছেন।

ঘ. আন্তর্জাতিক দা'ওয়াত : বিশ্বময় তথা দেশে দেশে ঘুরে দা'ওয়াতী কাজ করাকে আন্তর্জাতিক দা'ওয়াত বলা হয়। ইসলাম সারা বিশ্বের মানুষের জন্য, তাই তার দা'ঈগণও আন্তর্জাতিকভাবে দা'ওয়াতী পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করতে পারেন। বর্তমান বিশ্বায়ন (Globalization) যুগে ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া ও আকাশ পথের বৈচিত্রময় যোগাযোগ যেমন উড়োজাহাজ, স্যাটেলাইট টিভি ও ইন্টারনেট (Internet) ব্যবস্থা আন্তর্জাতিক দা'ওয়াতী কাজকে আরো সহজ করে দিয়েছে। অবশ্য স্যাটেলাইট ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিশ্ব দা'ওয়াত পূর্বে বর্ণিত উন্মুক্ত দা'ওয়াতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

---

[৪৩] সূরা তাহরীম : ৬।

[৪৪] সূরা মারইয়াম : ৫৫।

[৪৫] সূরা ত্বাহা : ১৩২।

[৪৬] সূরা শুআরা : ২১৪।

অধ্যায় : দুই

দা'ওয়াতে ইসলাম : উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

ইসলামের দু'টি পর্যায়

ইসলাম যদি আল্লাহ প্রদত্ত নিয়মনীতির আনুগত্য বোঝায়, তাহলে এটি দু'টি পর্যায়ে ধরা হয়। যেমন :

এক. প্রকৃতিগত বা স্বভাবগত ইসলাম : যা থেকে কোন সৃষ্টিই মুক্ত নয়। সকলই প্রাকৃতিক নিয়মের অধীনে চলছে। এমন কি মানুষও তার প্রকৃতিগত নিয়মের অধীন। সে ইচ্ছা করলে চোখ দ্বারা শুনতে পারে না। কান দ্বারা দেখতে পারে না। প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এক একটা নিয়মের অধীনে। তাছাড়া ফিরিশতাসহ অন্যান্য সৃষ্টিজগত আল্লাহর দেয়া নির্দেশ স্বভাবত পালন করে যাচ্ছে। তারা এর বিরোধিতা করে না। এ ধরনের ইসলাম সম্পর্কে আল কুর'আনে বলা হয় :

وله اسلم من فى السموت والارض طوعا وكرها -

> আসমান ও যমীনে যা কিছু রয়েছে স্বেচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায়, তাঁরই অনুগত হবে এবং তাঁর দিকেই ফিরে যাবে।[1]

এ ধরনের ইসলামের উৎপত্তি সৃষ্টিজগতের সাথে সাথে। আল্লাহ তা'আলা এগুলো সৃষ্টি করেই যখন তাঁর আনুগত্যের আহবান জানিয়েছেন তথা দা'ওয়াত দিয়েছেন, সাথে সাথে তারা আনুগত্য প্রদর্শন করেছেন। এর জন্য অন্য কোন দা'ঈ নিয়োগের প্রয়োজন পড়ে নি বা মানব সমাজের দা'ঈগণ সে ব্যাপারে দা'ওয়াত দেন না যে, তোমরা শুধু কান দ্বারা শোন, তা দ্বারা দেখার চেষ্টা করো না বা তোমরা মুখ দ্বারা খাও ইত্যাদি। কারণ এগুলো প্রাকৃতিক নিয়মে চলবে।

দুই. এখতিয়ারভুক্ত স্বাধীন ইচ্ছানির্ভর ইসলাম : যা জ্বীন ও মানবজাতিকে আল্লাহ তা'আলা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে দিয়েছেন। যেমন তাঁর নিয়ামতের শুকরিয়া আদায়, প্রার্থনা, সাহায্য চাওয়া, জীবন চলার পথে বিধান মেনে চলা। এ ধরনের বিষয়ে জ্বীন ও মানবজাতিকে তাদের ইচ্ছাধীন করে দিয়েছেন। তারা ইচ্ছা করলে মানতেও পারে আবার নাও মানতে পারে। এ স্বাধীনতা তাদের জন্য জীবন মৃত্যুর প্রক্রিয়াধীনে এক নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দিয়ে চালু করা হয়। যেন এ সময়সীমার মধ্যেই ঐ সব বিষয়ে তাদের পরীক্ষা করতে পারেন।

الذى خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا -

> যিনি সৃষ্টি করেছেন মরণ ও জীবন, যাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন- তোমাদের মধ্যে কর্মে কে শ্রেষ্ঠ।[2]

এ পরিক্রমায় দেখা যায়, মানবজাতির পূর্বেই এ ধরায় জ্বীন জাতির আগমন ঘটানো হয়েছিল। তাদের হিদায়াতের ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। তাই তাদের মাঝে সে সময়েই দা'ওয়াতে ইসলামের উৎপত্তি ঘটে। কিন্তু পরবর্তীতে আল্লাহ তা'আলা মানবজাতিকে ঐ স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দিয়ে এ পৃথিবীতে প্রেরণ করেন। গোটা সৃষ্টিজগতকে তাদের অনুগত করে দেন। প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য কোটি কোটি তথা অসংখ্য নিয়ামত তাদেরকে দান করেন– শুকরিয়া, প্রার্থনা, আনুগত্য ইত্যাদির ক্ষেত্রে পরীক্ষা করার জন্য। যেন তাঁর সৃষ্টিকর্মের পূর্ণাঙ্গ বিধান করা যায়।

---

১. সূরা আলে ইমরান : ৮৩।

২. সূরা মুলক : ২।

এটাই খিলাফাতের মর্মার্থ। আল কুর'আনে আল্লাহ তা'আলার সে ইচ্ছার কথা ব্যক্ত হয়েছে এভাবে :

> و اذ قال ربك للملائكة إنى جاعل فى الارض خليفة قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إنى اعلم مالا تعلمون -
>
> আর তোমার পালনতর্কা যখন ফেরেশতাদেরকে বললেন, আমি পৃথিবীতে একজন প্রতিনিধি বানাতে যাচ্ছি, তখন ফেরেশতাগণ বলল, তুমি কি পৃথিবীতে এমন কাউকে সৃষ্টি করবে, যে দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করবে এবং রক্তপাত ঘটাবে? অথচ আমরা প্রতিনিয়ত তোমার গুণকীর্তন করছি এবং তোমার পবিত্র সত্তাকে স্মরণ করছি। তিনি বললেন, নিঃসন্দেহে আমি জানি যা তোমরা জানো না।[৩]

দা'ওয়াতে ইসলামের উৎপত্তি আদম আ. থেকে

উপরোক্ত প্রেক্ষাপটে প্রথম মানব আদম আ.কে সৃষ্টি করে সবকিছুর বৈশিষ্ট্য গুণাগুণ ও কার্যাবলী তথা সর্বময় পরিচয় জ্ঞান তাকে প্রদান করে তাঁকে জীবনবিধান বা হুদা (هدى) দেয়া হলো। যাতে ছিল আল্লাহর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন তথা ইসলামের বিধানবলী। কারণ ইসলামই একমাত্র এমন ধর্ম যা আল্লাহর কাছে অনুমোদনপ্রাপ্ত ও মনোনীত। আল্লাহ তা'আলা বলেন : - إن الدين عند الله الإسلام

> নিশ্চয় আল্লাহর নিকট মনোনীত জীবনব্যবস্থাই হলো ইসলাম।[৪]

এ পৃথিবীতে তাকে পাঠানোর সাথে সাথে সুনির্দিষ্টভাবে সে 'হুদা' স্মরণ করিয়ে দেয়া হলো। ইরশাদ করা হয়েছে :

> قلنا اهبطوا منها جميعا فاما يأتينكم منى هدى فمن تبع هدا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون -
>
> আমি হুকুম করলাম, তোমরা সবাই নীচে নেমে যাও। অতঃপর যদি তোমদের নিকট আমার পক্ষ থেকে কোন হিদায়াত পৌঁছে, তবে যে ব্যক্তি আমার সে হিদায়াত অনুসারে চলবে, তার উপর না কোন ভয় আসবে, না (কোন কারণে) তারা চিন্তাগ্রস্ত ও সন্ত্রস্ত হবে।[৫]

আদম আ. এ ধরায় এসে আল্লাহর দেয়া দিক নির্দেশনার আলোকে কাজ করতে লাগলেন। আল্লাহ তা'আলা তাকে আরো প্রয়োজনীয় বিষয় সময়ে সময়ে অবহিত করেন। তাই আদম আ. যেমনি প্রথম মানব তেমনি প্রথম নবী। এভাবে যখন তার সন্তান সন্ততি হতে লাগল, তখন আল্লাহর আদেশে সে সব নির্দেশনাসমূহ তাদের তিনি অবহিত করেন। আল্লাহর পয়গাম বা রিসালাত হযরত আদম স্বীয় সন্তানদেরকে অবহিত করেন। তারা আল্লাহর 'ইবাদত প্রক্রিয়া, তাক্ওয়া ও পৃথিবী আবাদ করে সভ্যতা গড়ার নিয়ম কানুন পদ্ধতি জেনে গেল এবং এর উপর আমল করতে লাগল। এভাবে প্রত্যাদেশ অবহিত করা এবং প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত ব্যক্তি অন্যকে অবহিত করণের মাধ্যমে দা'ওয়াতে ইসলামের উৎপত্তি ঘটে। তবে আল্লাহ তা'আলার আহবান সরাসরি নয়; বরং তাদের মধ্য থেকে মনোনীত প্রতিনিধি নিয়োগের মাধ্যমে তথা দা'ঈ নিয়োগের মাধ্যমে।

অতএব বলা যায়, মানব সভ্যতার উন্মেষের সাথে সাথে মানব সমাজে দা'ওয়াতে ইসলামের কাজ শুরু হয় তথা এর উৎপত্তি ঘটে। যার মাধ্যমে মানব সমাজের ইচ্ছা শক্তিকে যুগে যুগে আল্লাহর দেয়া বিধি বিধানের নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা অব্যাহত থাকে। আর তা মানুষের কল্যাণের জন্যই। আল্লাহর কল্যাণের জন্য নয়। আল্লাহ কারো প্রতি মুখাপেক্ষী নন। তবে তার সৃষ্টির পূর্ণাঙ্গতায় তার এ বিশেষ ধরনের যোগ্যতাসম্পন্ন সৃষ্টি মানুষকে পরীক্ষা করে সে প্রাকৃতিক ও যৌক্তিক নিয়মে চাহিদা অনুসারেই নেককার আনুগত্যকারীকে পুরস্কার, আর বদকার খোদাদ্রোহীদেরকে তিরস্কার ও শাস্তির ব্যবস্থা করেছেন। যাকে কেন্দ্র করেই যুগে যুগে ইসলামী দা'ওয়াহ কার্যক্রমের উদ্ভব ঘটেছে এবং তা যুগ যুগান্তরে চলে আসছে।

---

[৩] সূরা বাকারা : ৩০।

[৪] সূরা আল ইমরান : ১৯।

[৫] সূরা বাকারা : ৩৮।

দা'ওয়াতে ইসলামের বিকাশধারা

ইসলামী দা'ওয়াহ মৌলিকভাবে দু'টি ধারায় ক্রমবিকাশ ঘটেছে, যা আমরা একটি হাদীসেও পেয়ে যাই। মহানবী মুহাম্মদ সা. বলেছেন :

> كانت قوم اسرائيل تسوسهم الانبياء كلما هلك نبى خلفه نبى وانه لا نبى بعدى وتكون خلفاء -
>
> বনী ইসরাঈলদের নেতৃত্ব দিতেন আল্লাহর নবীগণ, যখন কোন নবী ইন্তিকাল করতেন তখন অন্য নবী তার স্থলাভিষিক্ত হতেন। কিন্তু আমার পরে আর কোন নবী হবে না। হবে শুধু খলীফা।[৬]

দা'ওয়াতে ইসলামের নবুওয়তী ধারা

হযরত আদম থেকে নিয়ে যুগে যুগে অসংখ্য নবী রাসূল এসেছেন। যথা হযরত নূহ, ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, লূত, ইয়াকুব, ইউসুফ, মূসা, দাউদ, সুলায়মান, যাকারিয়া, ইয়াহইয়া, 'ঈসা আলাইহিস সালাম ও শেষনবী হযরত মুহাম্মদ সা.। প্রত্যেকেই ইসলামী দা'ওয়াহ কাজে নিয়োজিত ছিলেন। দ্বীনে ইসলাম প্রতিষ্ঠার কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ইরশাদ হয়েছে :

شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذى أوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان أقيموا الدين ولا تتفرقو فيه -

> তিনি তোমাদের জন্য দ্বীনের ক্ষেত্রে সে পথই নির্ধারিত করেছেন যার আদেশ দিয়েছেন নূহকে। (হে নবী) যা আমি প্রত্যাদেশ করেছি আপনার প্রতি এবং যার আদেশ দিয়েছিলাম ইবরাহীম, মূসা ও 'ঈসা আ.কে এই মর্মে যে, তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং তাতে মতপার্থক্য সৃষ্টি করো না।[৭]

তাই অন্যান্য বিষয়ের মত ইসলামী দা'ওয়াহ বিষয়ে ক্রমবিকাশ নীতিমালা পূর্ণাঙ্গরূপে কার্যকর নয়। কারণ দা'ওয়াতে ইসলামের মৌলিক দিকে কোন ক্রমবিকাশ নেই। যেমন তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত সম্পর্কে ধারণা প্রথমে যা ছিল প্রতি যুগেও তাই। সকলেরই দা'ওয়াত ছিল তাওহীদী জীবন ব্যবস্থা ইসলামের দিকে। আল কুর'আনে বলা হয়েছে :

> وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحى اليه انه لا اله الا انا فاعبدون -
>
> আপনার পূর্বে যে রাসূলই প্রেরণ করেছি, তাকে এ আদেশই প্রেরণ করেছি যে, আমি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। সুতরাং আমারই 'ইবাদত কর।[৮]

এ আয়াতে সকল যুগে তাওহীদী দা'ওয়াতের ঐক্যতান ফুটে উঠেছে। তবে দা'ওয়াতের পদ্ধতি ও মাধ্যমের ব্যবহার, কোন দিকের চেয়ে অন্য দিকের উপর বেশী গুরুত্ব দান এবং রিসালাতের পরিধি, শরী'অতের শাখা প্রশাখার কিছু নীতিমালা ইত্যাদি যুগ ও প্রেক্ষাপটের আলোকে পরিবর্তন ও ক্রমব্যাপ্তি ঘটেছে।

মুহাম্মদ সা.-এর পূর্বকালীন নবুওয়তী ধারা

প্রথম নবী হযরত আদম আ.-এর যুগে শিরক ছিলো না, দ্বীনের বিষয়ে তর্ক বিতর্ক ছিলো না, দা'ওয়াত পারিবারিক গণ্ডিতে সীমিত ছিল। মক্কা মুকাররমায় ছিল তাদের আবাস। কিন্তু হযরত নূহ আ.-এর সময়ে শিরক ও তর্ক বিতর্ক দেখা দেয়। তাই তিনি শিরকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন, সকল কথায় তাওহীদের উপর বেশী জোর দেন, উত্তম পন্থায় তর্ক বিতর্ক করেন, প্রকাশ্যে ও গোপনে দিবারাত্র দা'ওয়াত দেন। কিন্তু তাঁর কওম দা'ওয়াত কবুল না করার কারণে প্রলয়ংকরী তুফানে তারা ধ্বংস হয়। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবী নূহ আ.কে একটি নৌকা তৈরী করে নিজ অনুসারীদেরকে তাতে তুলে নেন, ফলে তারা খোদার গযব থেকে রক্ষা পায়।

---

[৬] *বুখারী শরীফ*।

[৭] সূরা শূরা : ১৩।

[৮] সূরা আম্বিয়া : ২৫।

অতঃপর হযরত হুদ আ. এসে স্বীয় জাতি তথা কওমে 'আদকে একই পন্থায় দা'ওয়াত দেন। শিরকের বাতুলতা প্রমাণে জোরালো বক্তব্য প্রদান করেন। তারপর আসেন হযরত সালেহ আ. কওমে সামূদে। তাঁর কওমের চাহিদা অনুসারে আল্লাহ তা'আলা প্রথম বারের মত দৃশ্যমান অলৌকিক নিদর্শন হিসেবে এক অলৌকিক উষ্ট্রী প্রদান করেন।

অতঃপর হযরত ইবরাহীম আ. মূর্তিপূজার অসারতা প্রমাণ করেন শক্তিশালী যুক্তি ও মূর্তিভাঙ্গার মাধ্যমে। তাছাড়া, তিনি সমসাময়িক নমরূদ নামে এমন এক পরাক্রমশালী সম্রাটের মোকাবেলা করেন যে নিজেকে খোদা বলে জাহির করছিল। এর পর তাঁর কওম বাতিলের উপর অনড় থাকার প্রেক্ষাপটে হযরত ইবরাহীম আ. হিজরত করেন। এটাও ছিল প্রথম হিজরত। তিনি স্বীয় ভ্রাতুস্পুত্র লূত (যিনি পরবর্তীকালে নবুওয়ত পান) কে নিয়ে সিরিয়া ও মিসরীয় অঞ্চলে হিজরত করে দা'ওয়াতী কাজ করেন।

হযরত লূত নবুওয়ত লাভ করার পর পার্শ্ববর্তী অঞ্চল সাদুমে প্রেরণ করেন। যারা শিরকের পাশাপাশি নারী জাতির পরিবর্তে আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ম ভঙ্গ করে পুরুষগামীতার ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছিল। হযরত লূত আ. তাদেরকে বুঝাবার অনেক চেষ্টা করেন। কিন্তু তারা না বুঝে তাঁকেই তাদের জনপদ থেকে বের করে দিতে উদ্যত হয়। অবশেষে আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করে দেন এবং লূত আ.কে স্বপরিবারে রক্ষা করেন একমাত্র তাঁর স্ত্রী ব্যতীত। যে ছিল পাপাচারীদেরই সহায়িকা।

এ দিকে হযরত ইবরাহীম আ. স্বীয় জেষ্ঠ্য পুত্র ইসমা'ঈলকে দিয়ে আদি ভূমি মক্কা পুনরাবাদ করেন এবং ইসমা'ঈল আ.-এর বংশধর ও তাঁর আশে পাশে সমবেত 'আরবীয় জনগোষ্ঠীর মাঝে দা'ওয়াতী ধারা প্রবাহিত রাখেন। আল্লাহ তা'আলা সে ইসমাঈল আ.কেও নবুওয়তের মর্যাদায় ভূষিত করেছিলেন।

এমনিভাবে ইবরাহীম আ.-এর কনিষ্ঠ পুত্র ইসহাক আ. এবং তাঁর নাতি ইয়াকুব তথা ইসরাঈল আ.কে আল্লাহ তা'আলা নবুয়ত দেন। তারাও তাদের সন্তানদের দ্বারা সিরীয় অঞ্চলে দা'ওয়াতী কাজ অব্যাহত থাকে।

ইয়াকুব আ.-এর পুত্র ইউসুফ আ. স্বীয় ভাইদের ষড়যন্ত্রের মুখে ক্রীতদাস হিসেবে মিসরে গেলে দাস হিসেবে নয়; বরং স্বাধীনতা ও সম্মানের সাথেই আল্লাহ তাকে মিসরের প্রধানমন্ত্রীর তত্ত্বাবধানেই থাকার ব্যবস্থা করে দেন। সেখানে আল্লাহ তাকে নবুয়ত দান করেন এবং সে জেলখানাতেই তিনি কয়েদীদের মধ্যে দা'ওয়াতী কাজের সূচনা করেন স্বপ্ন ব্যাখ্যাকে কেন্দ্র করে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলার ঐশী জ্ঞানে মিসরীয় রাজার এক স্বপ্নের ব্যাখ্যা করে জেল থেকে মুক্ত হয়ে রাজদরবারে নীত হন। স্বপ্নটি ছিল মিসরের এক ভয়াবহ দুর্যোগকে কেন্দ্র করে। তা মোকাবেলায় তিনি সেই ঐশী জ্ঞানে এক অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক পরিকল্পনা উপস্থাপন করেন। রাজা খুশী হয়ে মিসরীয় রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব ইউসুফ আ.-এর হাতে ছেড়ে দেন। মিসরীয় কর্তৃত্ব পেয়ে মিসরবাসীকে প্রাকৃতিক মহামারী থেকে রক্ষা করে আল্লাহর দ্বীনের প্রতি আকৃষ্ট করেন। ফলে তারা ইসলাম গ্রহণ করে এবং তিনিই তার ভাইদের সন্তান-সন্ততিসহ মিসরে আনয়ন করে বসবাসের সুযোগ দেন।

পরবর্তীতে এ বনী ইসরাঈল মিসরীয় অন্য রাজা তথা ফিরআউনীদের নির্যাতনের শিকার হয়। তাদের উদ্ধারে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা হযরত মূসা আ.কে প্রেরণ করেন। তিনি স্বীয় ভাই ও দা'ওয়াতী সহযাত্রী নবী হারুন আ.কে নিয়ে তৎকালীন ফিরআউনকে দা'ওয়াত দেন এবং এক প্রতিযোগিতায় তার যাদুকরদেরকে খোদায়ী মু'জিযার দ্বারা পরাস্ত করেন। অবশেষে সে যাদুকররাই ইসলাম কবুল করে বসে। বনী ইসরা'ঈলদেরকে নিরাপদ স্থানে বায়তুল মুকাদ্দাস তথা আদি পবিত্র ভূমি সিরিয়ায় নিয়ে হিদায়াত করার অভিলাসে লোহিত সাগর অলৌকিকভাবে পাড়ি দেন। কিন্তু ফিরআউন সদলবলে তাদের পিছু ধাওয়া করতে গিয়ে সলিল সমাধিতে নিমজ্জিত হয়। মূসা আ. পথিমধ্যে কিছু কিছু পৌত্তলিক রাজার সাথে যুদ্ধ করেছেন বলে জানা যায়। তার উপর তাওরাত নাযিল হয় শ্লেটে লিপিবদ্ধভাবে। ফিরআউনের

নাগপাশ থেকে মুক্ত হলেও তাদের ভাবোদয় হয় নি। মূসা আ. তাদেরকে বায়তুল মুকাদ্দাসে প্রবেশের জন্য যুদ্ধের আহবান জানান। কিন্তু তারা কাপুরুষতা দেখায়। ফলে আল্লাহর ফয়সালায় দীর্ঘদিন পরাধীনতায় নিষ্পেষিত জনগোষ্ঠী নিঃশেষে ৪০ বছর পর নতুন প্রজন্ম নিয়ে মূসা আ.-এর আরেক একনিষ্ঠ সহযোগী এবং পরবর্তীতে নবী হযরত ইউশা আ.-এর নেতৃত্বে বায়তুল মুকাদ্দাসে প্রবেশ করে সেখানে আধিপত্য বিস্তার করেন।

অতঃপর হযরত দাউদ আ. রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব গ্রহণ করে আল্লাহ প্রদত্ত ঐশী জ্ঞানে সমৃদ্ধ হয়ে তাদের হিদায়াতের চেষ্টা করেন এবং তাঁর উপর যবুর কিতাব নাযিল হয়। তিনি তা সুমিষ্ট সুরে পাঠ করতেন। আল্লাহ তা'আলা তাকে জ্বীন, পরী এমনকি বাতাসকে তার অনুগত করে দেন।

এমনিভাবে বিভিন্ন জাতিতে জানা অজানা অসংখ্য নবী আসেন। যেমন বনী ইসরা'ঈলের মধ্যে হযরত ইলিয়াস, যাকারিয়া, ইয়াহইয়া এবং সবশেষে হযরত 'ঈসা আ.।

হযরত 'ঈসা আ. পিতৃবিহীন জন্মলাভ করেন। তিনি বস্তুবাদিতার নিগড়ে আচ্ছন্ন বনী ইসরা'ঈলীদের রূহানিয়াতের দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। আল্লাহ তাঁকে রূহানী শক্তিভিত্তিক অনেক অলৌকিক নিদর্শন দান করেন। যেমন ফুঁক দিয়ে কিংবা হাতের স্পর্শে কুষ্ঠ, জন্মান্ধ রোগী ভাল করা, আল্লাহর নির্দেশে মৃতকে জীবিত করা ইত্যাদি। তিনি সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ সা.-এর আগমনের সুসংবাদ দিয়ে যান।

এভাবে বিভিন্ন নবী দা'ওয়াতের মূল ধারা ঠিক রেখে বিভিন্ন মাধ্যম ও বৈচিত্রময় পন্থা অবলম্বন করে গিয়েছেন, যেমনিভাবে তাদের জন্য আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন, অনুমোদন দিয়েছেন। প্রত্যেক নবী এক বা একাধিক জনপদ বা জনগোষ্ঠীর হিদায়াতের দায়িত্ব নিয়ে প্রেরিত হয়েছিলেন।

বিশ্বনবী সা.-এর যুগ

শেষ যামানায় চরম অজ্ঞতায় বৈচিত্রময় শিরক ও যুলুম অত্যাচারের সয়লাবে গোটা বিশ্বে বিপর্যয় নেমে আসলে বিশ্ব যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হওয়ার প্রেক্ষাপটে মহানবী সা.-কে বিশ্বনবী হিসেবে আল্লাহ প্রেরণ করেন। তাঁর দা'ওয়াতকে দু'টি যুগে ভাগ করা যায়। যেমন– মাক্কী যুগ ও মাদানী যুগ।

ক. মাক্কী যুগ : মাক্কী যুগে দা'ওয়াতের সূচনায় নিজ পরিবার পরিজন ও বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে গোপনে দা'ওয়াতী কাজ করেন। এভাবে তিন বৎসর অতিক্রম করার পর আল্লাহর নির্দেশে প্রকাশ্যে দা'ওয়াতী কাজে আত্মনিয়োগ করেন। মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে সাধারণ মানুষ আল কুর'আনের অবতীর্ণ বাণীতে নিবিড়ভাবে আচ্ছন্ন ও মুগ্ধ হচ্ছিল। তখন মক্কার কাফির মুশরিকদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন রকম বাধা, প্রলোভন ও নির্যাতন শুরু হয়। মহানবী সা. স্বীয় অনুসারীগণকে পরম ধৈর্য অবলম্বনের নির্দেশ দেন। ফলে কোন যুদ্ধ বিগ্রহ বাধে নি। কাফিরদের অত্যাচারের মাত্রা বেড়ে গেলে তিনি মুসলমানদের হাবশায় হিজরত করতে বলেন এবং হজ্জ মওসুমে দা'ওয়াতকে মক্কার বাইরে সম্প্রসারণের চেষ্টা করেন। এক পর্যায়ে মদীনার (তৎকালীন ইয়াসরিব) আউস ও খাযরাজ গোত্রের কতিপয় লোক ইসলাম গ্রহণ করে মহানবী সা. ও তার অনুসারীদেরকে মদীনায় আশ্রয় দিয়ে সর্বতোভাবে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলে মক্কার কাফিরদের নির্যাতনের মাত্রা বেড়ে যায়। ফলে মহানবী সা. স্বীয় সাহাবীগণকে মদীনায় হিজরত করতে বলেন এবং কাফিররা তাঁকে হত্যা করতে ষড়যন্ত্র করলে তিনি নিজেও সেখানে হিজরত করেন। এ থেকে শুরু হয় মাদানী যুগ।

খ. মাদানী যুগ : মহানবী মদীনায় গিয়ে সেখানে ইয়াহূদী সহ অন্যান্য পৌত্তলিকদের সাথে মদীনা সনদের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় চুক্তি ও ব্যবস্থা চালু করেন এবং এর আশেপাশে জনগোষ্ঠীর মাঝে দা'ওয়াতী কাজ অব্যাহত রাখেন। আনসার ও মুহাজিরগণের মাঝে এক অভিনব ভ্রাতৃত্বের

বন্ধনে আবদ্ধ করে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যার নিরসন করেন। যা দা'ওয়াহ ও মুসলিম ঐক্যের ক্ষেত্রে সুদূর প্রসারী প্রভাব ফেলে।

অতঃপর দ্বিতীয় হিজরীতেই মক্কার কাফিররা মদীনার বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে থাকলে তিনি নিজেও প্রস্তুতি নিয়ে সামরিক অভিযান শুরু করেন। এভাবে তাদের সাথে মুসলমানদের কয়েকটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যেমন– বদর, উহুদ, খন্দক ইত্যাদি। একমাত্র উহুদ যুদ্ধে মুসলমানদের কিছুটা বিপর্যয় ছাড়া সকল যুদ্ধেই মুসলমানগণ বিজয়ী হয়। অতঃপর মহানবী সা. মক্কায় 'উমরাহ পালনের জন্য চেষ্টা চালালে ৬ষ্ঠ হিজরীতে হুদায়বিয়ার সন্ধি সম্পাদিত হয়। ফলে মক্কার লোকজন মদীনার মুসলমান ও মহানবী সা. স্পর্শে এসে দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে। মহানবী সা. সারা বিশ্বে নেতৃবৃন্দের নিকট দা'ওয়াতী পত্র লেখেন। অতঃপর ৮ম হিজরীতে মক্কা বিজয় সম্পন্ন হয়। তখন গোটা 'আরবের বিভিন্ন গোত্র প্রতিনিধি প্রেরণ করে ইসলাম গ্রহণ করে, কেউ কেউ কর প্রদানে সম্মত হয়। ইসলামের ক্রমবর্ধনশীল শক্তিতে ভীত হয়ে রোমানরা মদীনা রাষ্ট্র আক্রমণের পাঁয়তারা করলে মহানবী সা. তাদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং তিনি তাদের অভিমুখে মূতা অভিযানে শরীক হন। কিন্তু মূল রোমান বাহিনীর সাথে যুদ্ধ সংঘটিত হয় নি।

অবশেষে তিনি বিদায় হজ্জ করেন এবং সেখানে ঐতিহাসিক কয়েকটি ভাষণ দেন। যাতে ইসলামের মৌলিক শিক্ষা ও মানবাধিকারগুলো স্থান পায়। এভাবে আল কুর'আনের ভাষ্য দ্বারা দ্বীনে ইসলামের পূর্ণাঙ্গতার ঘোষণা দিয়ে গোটা জাযিরাতুল 'আরবে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করে এবং সারা বিশ্বে ইসলামী দা'ওয়াত ছড়িয়ে দিয়ে তিনি আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌঁছে যান। আর এভাবে দা'ওয়াতে নবুওয়তী ধারা শেষ হয় ও দা'ওয়াতে ঐশী দিক নির্দেশনা আসা বন্ধ হয়ে যায়। তার পর আসে খিলাফতী ধারা।

দা'ওয়াতে ইসলামের খিলাফতী ধারা

খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে দা'ওয়াত :

মহানবী হযরত মুহাম্মদ সা.-এর ইন্তিকালের পর সাহাবীগণ কুর'আন সুন্নাহকেই সম্বল করে সারা বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েন। আল কুর'আনের ভাষা ও বিষয়বস্তুর বর্ণনার অলৌকিকত্ব, সাথে সাথে মহানবী সা.-এর বাণী ও সীরাতের অনন্যতা মানুষকে দলে দলে ইসলাম কবুল করতে অনুপ্রাণিত করেছে। তখন কুর'আন সুন্নাহ নিজেই ছিল এক মহা দা'ওয়াতের উৎস ও রক্ষক, যা বর্তমানে ও অনাগত ভবিষ্যতে একইভাবে অনুপ্রেরণা জুগিয়ে যাবে।

শায়খ আবূ যাহরা বলেন, তখন আল কুর'আনই ছিল দা'ওয়াতে ইসলামের আলোকবর্তিকা ও দা'ঈগণের দুর্গ। সাহাবীগণের যুগে যখন দা'ঈগণ পারস্য, ইরাক ও মিসরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করতেন তখন তাদের সাথে থাকত আল-কুর'আন, যা মানুষকে শিক্ষা দিতেন।[৯]

আল কুর'আন কারীমেরই ব্যাখ্যা স্বরূপ সুন্নাহ তার পাশাপাশি অবস্থান নেয়। এতদুভয়ের সংরক্ষণ ও পঠন পাঠনই সে সময়ের দা'ওয়াতের মহান কাজ হিসেবে পরিগণিত হয়। তাছাড়া, মহানবী সা.-এর ইন্তিকালের পরপরই 'আরব ভূখণ্ডে ধর্মদ্রোহী মুরতাদদের ফেতনার উদ্ভব ঘটে। খলীফা হযরত আবূ বকর (র) তাদের ফিতনার মূলোৎপাটন করে দা'ওয়াতে ইসলামের ইতিহাসে চিরঞ্জীব হয়ে আছেন।

হযরত ওমর (র)-এর যুগটিও ছিল দা'ওয়াতে ইসলামের জন্য উর্বর যুগ। এ যুগে ইসলামী রাষ্ট্রের বিভিন্ন এলাকা ও প্রদেশে তিনি মুবাল্লিগ ও দা'ঈ নিয়োগ করেছিলেন। যেন তাঁরা অমুসলিমদের কাছে ইসলাম

---

[৯] শায়খ আবূ যাহরা, *আদ দা'ওয়াহ ইলাল ইসলাম*, কায়রো : দারুল ফিকরিল 'আরাবী, নতুন সং, ১৯৯২, পৃ ৪৩।

প্রচার করতে পারেন এবং মুসলমানদেরকে ইসলামের বিভিন্ন হুকুম আহকাম শিক্ষা দিতে পারেন। এ জন্য হযরত উবাদা ইবন সামিত (র), হযরত আবূ দারদা (র), হযরত মু'আয (র)কে সিরিয়ায়, হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদকে কুফায়, হযরত আবদুল্লাহ ইবন মুগাফফাল (র), ইমরান বিন হিসিন (র), মা'কাল ইবন ইয়াসার (র)কে বসরায় নিয়োগ করেছিলেন।[১০] তাদের প্রচেষ্টায় ইসলামের জ্ঞানের অনেক প্রসার ঘটে। কাদেসিয়ার যুদ্ধে (১৫হি./৬৩৫খ্রী) এর পর দায়লামের চার হাজার যোদ্ধা ইসলাম কবুল করেন। জালওয়া বিজয়ের পর অনেক গোত্রপতিগণ ইসলাম কবুল করেন। ইরাক, সিরিয়া ও মিসরেও অনেকেই ইসলাম কবুল করেন। এভাবে কুরআন কারীমের হাফিজ, ক্বারী এবং 'আলিমগণের সংখ্যাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে।[১১]

হযরত 'উসমান (মৃত ৩৫হি.) রা. অনেক অভিজাত সম্ভ্রান্ত অমুসলিমদের নিকট গিয়ে ইসলামী দা'ওয়াত দিতেন।[১২] হযরত 'আলী (মৃত ৪০হি.) রা. স্বীয় শাসনকালে (৩৫-৪০হি.) উক্ত দা'ওয়াতী প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছিলেন।

উল্লেখ্য যে, খোলাফায়ে রাশিদার যুগে দা'ওয়াতী কাজ চালিত হত ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে। অধিকন্তু যুদ্ধাভিযানের মূল লক্ষ্য থাকত ইসলামী দা'ওয়াতী কর্মের প্রসার ঘটানো।[১৩] তাছাড়া সাহাবীগণও তাদের অনুসারীরা তথা তৎকালীন মুসলমানগণ ইসলামী দা'ওয়াহ নিয়ে সারা বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েছিলেন। এ জন্য দেখা যায় বিদায় হজ্জের সময় লক্ষাধিক সাহাবীদের সমাগম হলেও 'আরবীয় হিজাযের মাটিতে দু'হাজার সাহাবীর কবরস্থানেরও সন্ধান মেলে না। উল্লেখ্য, তাদের মধ্যে যারা ব্যবসা বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে বিশ্বের বিভিন্ন বাণিজ্য কেন্দ্রে যেতেন তারাও বাণিজ্যের পাশাপাশি দা'ওয়াতী কাজ করতেন। তাদের দ্বারা সে সময় ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও সুদূর কোরিয়া, চীন, জাপান পর্যন্ত ইসলাম প্রসার লাভ করে। তবে সে যুগের শেষ পর্বে হযরত 'আলী রা. ও মু'আবিয়া রা.-এর মাঝে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ও মতবিরোধ দা'ওয়াতী কাজে কিছুটা নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল।

বনী উমাইয়াদের খিলাফত যুগে দা'ওয়াত :

বনী উমাইয়াদের যুগে ইসলামী দা'ওয়াতী কাজ মূলত ব্যক্তিগত কার্যে পর্যবসিত হয়। হুকুমতে ইসলামিয়া প্রবাহটি বিশ্বে প্রচলিত রাজতন্ত্রে রূপান্তরিত হয়। তবে তখনও সাহাবা কিরাম এ কাজে খুবই তৎপর ছিলেন। সাথে সাথে তাবে'ঈগণ তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে হযরত 'আলী ইবনুল হুসাইন (মৃ.৯৪হি.), হযরত হাসান আল মুসান্না, হযরত 'আবদুল্লাহ আল মাহদী, হযরত সালেম সাওন, 'আবদুল্লাহ বিন 'উমর (মৃ.১০৬হি.), হযরত সা'ঈদ ইবনুল মুসাইব (মৃ.৯৪হি.), হযরত উরওয়া ইবনুয যুবায়র (মৃ.৯৪হি.) প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[১৪]

উমাইয়া শাসনামলে দ্বিতীয় ওমর হিসেবে খ্যাত হযরত ওমর ইবন 'আবদুল 'আযীযের যুগটি দা'ওয়াতে ইসলামের ইতিহাসে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছিল। তিনি তাঁর খিলাফতকে খিলাফতে রাশিদার মত ঢেলে সাজান। ফলে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ গ্রহণের ক্ষেত্রেও এর দা'ওয়াতে ইসলামের উপরও তাঁর প্রভাব পড়ে। তিনি তাঁর সংস্কার কর্মের অংশ হিসেবে উমাইয়া খলীফাগণ কর্তৃক আরোপিত ইসলামী শরী'অতবিরোধী রসম-রেওয়াজগুলোর মূলোৎপাটন করেন। সাথে সাথে ইসলামী দা'ওয়াতী কাজ করার

---

[১০] মুঈনুদ্দীন নদবী, *খিলাফাতে রাশিদাহ,* পৃ ১৫১-১৫২।

[১১] প্রাগুক্ত।

[১২] প্রাগুক্ত, পৃ ২৪৮-২৪৯।

[১৩] আদম আবদুল্লাহ আলোরী, *তারীখুদ দা'ওয়াহ,* পৃ ৭২।

[১৪] দ্র. সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদবী, *ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রপথিক,* অনু, আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী, ১খ, পৃ ১৯-২০, আয-যিরিকলী, আল আলাম সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের জীবনী অংশ।

জন্য স্বীয় প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের নিকট পত্র লিখেছিলেন। এজন্য ইসলামের প্রতি অমুসলিমদের দৃষ্টি চরমভাবে আকৃষ্ট হয় এবং এতই লোক ইসলাম গ্রহণ করতে আরম্ভ করেছিল যে, রাষ্ট্রীয় জিযিয়া তহবিল প্রায় বিলীন হয়ে যাচ্ছিল। এ মর্মে তাঁর নিকট অভিযোগ পেশ করা হলে প্রত্যুত্তরে তিনি জানিয়েছিলেন যে, আল্লাহ্ নবীকে দুনিয়াতে দা'ঈ হিসেবে পাঠিয়েছিলেন, তহশীলদার হিসেবে নয়।[১৫] তিনি দ্বীনি 'ইলম সংরক্ষণ, সংকলন ও সুন্নাহর পুনর্জীবনের দিকে মনোনিবেশ করেছিলেন এবং তৎকালীন বড় বড় মুহাদ্দিসগণকে হাদীস সংকলনের আদেশ ও উৎসাহ দিয়েছিলেন।[১৬] তিনি ভারত ও আফ্রিকায় রাজাদের নিকট ইসলাম কবুল করার জন্য দা'ওয়াত দিয়ে পত্র প্রেরণ করেছিলেন।[১৭] ঐ যুগে যে সব ওলামায়ে কিরাম দা'ওয়াতী কাজ করেছিলেন তাদের মাঝে সা'ঈদ ইবন জুবাইর, মুহাম্মদ ইবন সীরিন বসরী (মৃ.১১০হি.) প্রমুখের নাম উল্লেখ্য। তবে এ কাজে সবচেয়ে বেশী যিনি তৎপর ছিলেন তিনি হলেন হযরত হাসান বসরী (মৃ.১১০হি.)। তিনি একজন মুহাদ্দিস, ওয়ায়েজ ও ফকীহ্ ছিলেন। তাঁর দা'ওয়াতে অনেক অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করে। সাথে সাথে অধিকাংশ নওমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করলেও তার আলোকে আমলের ব্যাপারে ছিল উদাসীন। তিনি তাদের মাঝে আখলাক ও আমলের গুরুত্ব তুলে ধরেছিলেন। আর সে যুগের সমাজব্যাধি মুনাফেকী নিরসন করার জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছিলেন।[১৮]

বনু 'আব্বাস ও তৎপরবর্তী যুগে ইসলামী দা'ওয়াত :

বনু 'আব্বাসীয়দের যুগেও যখন খিলাফত রাজতন্ত্রই থেকে গেল, তখন যে সব বিদগ্ধজন দা'ওয়াতে ইসলামের দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়েছিলেন তাদের মাঝে ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম মুহাম্মদ, সুফিয়ান সাওরী (মৃ.১৬১হি.), ফুদাইল ইবন ইয়াদ (মৃ.১৮৭হি.), জুনায়েদ বোগদাদী (মৃ.৩৯৮হি.), মারূফ কারখী, বিশর আল হাফী (মৃ.২২৬হি. অথবা ২২৮হি.) প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।[১৯] হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীতে *মুতাযিলা* ফিতনা 'আব্বাসীয় শাসনকর্তাদের উপর অত্যন্ত প্রভাব বিস্তার লাভ করে। সে যুগে নাস্তিকদের মোকাবেলায় দা'ওয়াতী কাজে তাদের অবদান থাকলেও তারা খালকে কুর'আন 'আকীদাটিকে অত্যন্ত জবরদস্তিমূলক মানুষের উপর চাপিয়ে দিতে লাগল। তখন ইমাম আহ্মদ ইবন হাম্বল (১৬৪-২৪১হি.) স্বীয় জানবাজি রেখে ঐ বিদ'আতের বিরোধিতা করেন। আর তিনি কুর'আন সুন্নাহর আলোকে জীবন যাপন করার আবেদন রেখে দা'ওয়াতে ইসলামের দায়িত্ব পালন করেন।[২০]

অন্যদিকে তৎকালীন মুসলিম বিশ্বে গ্রীক দর্শনের দারুন প্রভাব দেখা দিয়েছিল। সাথে সাথে চিন্তা ও 'আকীদার ক্ষেত্রে অনেক নতুন নতুন সমস্যার উদ্ভব ঘটায় সেগুলো তৎকালীন শিক্ষিত সমাজে প্রভাব বিস্তার করেছিল। সে প্রেক্ষাপটে ইমাম আবুল হাসান আশ'আরীর (২৭০-৩২৪হি.) মত তেজোদ্দীপ্ত বাগ্মী পুরুষ ইসলামী 'আকীদাসমূহকে গ্রীক দর্শন অনুসারে বিভাজন করে গ্রীক দর্শনের মূলনীতির আলোকেই গ্রীক দর্শনের আরোপিত সন্দেহগুলোর অপনোদন করেন এবং মু'তাযিলী 'আকীদার চরম জবাব দেন। অনন্তর ইমাম আবূ মনসুর মাতুরীদী ইলমুল কালামে ভারসাম্য আনেন এবং সম সাময়িক মাস'আলাগুলোর সমাধান দেন। সে যুগে ইসলামী 'আকীদার মৌলিকতার হিফাযতে যারা অবদান রাখেন তাদের মাঝে মিসরের ইমাম তাহাবী (মৃ.৩৩১হি.) এর নামও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[২১] তাছাড়া কাজী আবূ বাকার বাকেল্লানী (মৃ.৪০৩হি.), শায়খ আবূ ইসহাক সীরাজী (মৃ.৪২৬হি.), ইমামুল

---

১৫. দ্র. আবূ ইউসুফ, *কিতাবুল খারাজ*, পৃ ৭৫।

১৬. দ্র. সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদবী, প্রাগুক্ত, পৃ ২৮-২৯।

১৭. দ্র. আবুল হাসান বালাযুরী, *ফুতহুল বুলদান*, পৃ ৪৪৬-৪৪৭।

১৮. সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদবী, প্রাগুক্ত, ১খ, পৃ ৫৪-৫৭।

১৯. দ্র. ইবন ইমাদ, শাযারাতু যাহাব, ১খ, পৃ ৭৬, সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদবী, প্রাগুক্ত, ১খ, পৃ ৮৮-৯০।

২০. সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদবী, প্রাগুক্ত, ১খ, পৃ ১০০-১০৯।

২১. প্রাগুক্ত, পৃ ১১০।

হারামাইন আবদুল মালিক আল জুওয়ায়নী (মৃ.৪৬৮হি.) প্রমুখের বক্তব্য ও লেখনীর মাধ্যমে দা'ওয়াতে ইসলামের প্রচার করেন এবং নাস্তিক ও দার্শনিকদের ফিতনাগুলোর মূলোৎপাটন করেন।[২২] অনন্তর বাতিলপন্থীয় (নাস্তিক, বস্তুবাদী, মু'তাযিলা, মরজিয়া, জাহমিয়া)দের মোকাবেলায় সবচেয়ে যিনি বেশী সিদ্ধহস্ত ছিলেন এবং তৎকালীন যুগে অতুলনীয় ভূমিকা পালন করেছিলেন তিনি হলেন হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম আবূ হামেদ গায্যালী (৪৫০-৫৫৫হি.)। তিনি যেমনি বাতিলপন্থীদের দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়েছিলেন তেমনি রূহানী ও আখলাকিয়াতের ক্ষেত্রে যে বাধাগুলো তাঁর যুগে দেখা দিয়েছিল, সেগুলোরও মুসলিম জীবনধারা থেকে অপসারণের আপ্রাণ চেষ্টা করেন।[২৩] এদিকে ইমাম গায্যালী যে কাজ বিভিন্ন দলীল প্রমাণ উপস্থাপন করে সমাধা করছিলেন, সে কাজ হযরত আবদুল কাদের জীলানী (৪৭০-৫৬১হি.) আধ্যাত্মিক প্রভাব, আধ্যাত্মিক শিক্ষা এবং চারিত্রিক সংশোধনীর মাধ্যমে সম্পন্ন করতে প্রয়াস পান। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন তাঁর কণ্ঠে এমনই আশ্চর্যজনক মোহনীয় শক্তি প্রদান করেছিলেন যে, যে কোন ব্যক্তি এক বার তার ওয়াজ শুনেছে, সে ব্যক্তি এতে প্রভাবিত না হয়ে পারে নি। তাঁরই রূহানী তা'লীমে ইয়ামান, হাযরামাউত, ভারতবর্ষ, জাভা, সুমাত্রা এবং আফ্রিকা মহাদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ তওবা করে। এ ছাড়া তার হাতে লক্ষ লক্ষ অমুসলিম ইসলাম কবুল করে।[২৪] তাঁরই সুযোগ্য খলীফা হযরত শায়খ বাহাউদ্দীন যাকারিয়া মূলতানী (৫৭৮-৬৬১হি.) হিজরী সপ্তম শতাব্দীতে ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামী দা'ওয়াতে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন।[২৫] এ যুগেই বাগদাদে ইমাম আবদুর রহমান ইবন জাওযী (৫০৮-৫৯৭খ্রী.) ইসলামী দা'ঈ, সংস্কারক ও ওয়ায়েজ হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। মানব সমাজে তাঁর প্রভাব ও গ্রহণযোগ্যতা এতই প্রকট ছিল যে, তিনি যে স্থানেই মাহফিল করতেন সেখানেই লক্ষ লক্ষ লোক অংশগ্রহণ করত। তাঁর দা'ওয়াতে প্রায় বিশ হাজার অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করে এবং তার হাতে কমপক্ষে একলক্ষ চরম ক্রিমিনাল তথা অপরাধী ব্যক্তি তওবা করে। বিদ'আতের বিরুদ্ধে প্রবল কণ্ঠস্বর ইবন জাওযী মৌখিক ওয়াজ ও লেখনীর মাধ্যমে রাজা বাদশাহ, শিক্ষিত সমাজ থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ তথা সকল মহলে প্রভাব বিস্তার করেন।[২৬] সাথে সাথে তিনি কুর'আন সুন্নাহর দিকে তাদেরকে আকৃষ্ট করেন। এদিকে সুলতান সালাউদ্দীন আইউবী (মৃ.৫৮৭হি.) নিজেও ইসলাম প্রচার ও প্রসারের দিকে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। খ্রীস্টান ক্রুসেডারদের মোকাবেলাসহ তাঁরই প্রচেষ্টায় মিসর ও আফ্রিকায় নাস্তিকতার মূলোৎপাটন হয় এবং ইসলাম প্রসার লাভ করে।

অনন্তর হযরত শায়খুল ইসলাম 'ইয্যুদ্দিন ইবন সালাম (৫৭৮-৬৬০) সে যুগে সিরিয়া এলাকায় দা'ওয়াতে ইসলামের দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর মনোমুগ্ধকর ভাষণ ও ক্ষুরধার লেখনীর মাধ্যমে শরী'অতের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়সমুহ উপস্থাপন করে ইসলামকে অত্যন্ত বাস্তবসম্মত জীবন ব্যবস্থা হিসেবে তুলে ধরার জন্য তার জীবনের সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন। অন্যদিকে 'ইলমুল কালামে যে জড়তা এসেছিল, হযরত জালালউদ্দীন রূমী (৬০৪-৬৭২হি.) তাতে এক পুনর্জাগরণ আনেন। যা তৎকালীন সময়ে তার ইসলামী কবিতা, আকীদা-বিশ্বাস, তাসাওউফ ও তৎকালীন ইসলামপন্থী দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে এক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল।

হিজরী সপ্তম শতাব্দী ছিল ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত সংকটের যুগ। যে যুগে দা'ওয়াতে ইসলামের চরম ক্ষতি হয়। বর্বর তাতারদের হামলায় মুসলমানদের রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বসহ প্রায় সবকিছু তছনছ হয়ে যায়। মুসলমানদের পুনর্বার ঘুরে দাঁড়ানোর আশা প্রায় কল্পনাতীত হয়ে গিয়েছিল। তাতাররা

---

২২. প্রাগুক্ত, পৃ ১৩৭-১৩৮।

২৩. প্রাগুক্ত, পৃ ২২১।

২৪. দ্র. শায়খ আবদুল হক, *আখবারুল আখইয়ার,* পৃ ৬৩-৬৫।

২৫. প্রাগুক্ত, পৃ ২৫৩।

২৬. দ্র. শিহাব উদ্দিন আবূ শাম, *কিতাবুল বাদউয়িন ফি আখবারিদ দাওলাতাইন,* আয়নন্ড, দা'ওয়াতে ইসলাম, উর্দূ অনুবাদ : এনায়েতুল্লাহ, করাচী, মাসউদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৬৪, পৃ ১০৩।

মুসলমানদের খিলাফত ও সভ্যতার কেন্দ্রস্থল বাগদাদ ধ্বংস করেই ক্ষান্ত হয় নি, তারা হাজার হাজার পীর, 'উলামা, মাশায়েখ তথা ইসলামের দা'ঈকে নির্মমভাবে হত্যা করেছিল। অন্যদিকে ক্রুসেডার খ্রীস্টানদের বিদ্বেষ বাতেনী ও নাস্তিকদের অপতৎপরতা মুসলিম মানসে চরম বিপর্যয় ডেকে আনে। সেক্ষণে যে সমস্ত অকুতোভয় আল্লাহর সৈনিক দা'ঈ সকল তাগূতিশক্তির মোকাবেলায় এগিয়ে এসেছিলেন তাদের মাঝে শায়খুল ইসলাম ইবন তাইমিয়াহর (৬৬১-৬১৮) নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। তিনি কলম ও অসির মাধ্যমে তাদের মোকাবেলা করে দা'ওয়াতে ইসলামের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাঁর ঐ দা'ওয়াতী তৎপরতায় মুসলমানদের ভিতরে নতুন প্রাণের সঞ্চার হয়েছিল। যে কারণে মিসর ও সিরিয়ার মুসলমানগণ তাতারদের মোকাবেলায় টিকে গিয়েছিল। ঐ বিদগ্ধ মনীষী ইবন তাইমিয়াহর (র)-এর কিছু সুযোগ্য উত্তরসূরী ছাত্রও তৈরী করে গিয়েছিলেন। যাদের ভূমিকা ও দা'ওয়াতে ইসলামের ক্ষেত্রে অফুরন্ত ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল। তাঁদের মাঝে হাফিয ইবনুল কায়্যিম (৬৯১-৭৫১), ইবনুল হাদী (৭০৪-৭৪৪), ইবন কাসীর (৭১০-৭৭৪), হাফিয ইবন রাজাব (৭০৬-৭৯৫) প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[২৭]

অনন্তর দা'ওয়াতে ইসলামের ক্ষেত্রে এক গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস রচিত হয় তাতারদের ইসলাম গ্রহণ করার মাধ্যমে। কারণ যে তাতারদেকে একদিন মুসলমানগণ তলোয়ার ও রাজ্য শক্তির দ্বারা মোকাবেলা করতে ব্যর্থ হয়েছিল, সেখানে ইসলামের দা'ঈগণ এক অলৌকিক বিষয়ের অবতারণা করান তাদেরকে মুসলমান বানানোর ঘটনা দ্বারা। সে দা'ঈগণ দা'ওয়াতের মাধ্যমে তাতারদের মনের গভীর ঢুকে যান। শেষ পর্যন্ত যারা ছিল ইসলামের শত্রু তারাই ইসলামের রক্ষকে পরিণত হন। তাঁরা রাজ্য প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে ইসলামের পতাকা বহন করে ইসলামী দা'ঈগণকেও সাথে রাখতেন দা'ওয়াতে ইসলামের জন্য। তাই সে যুগে দেখা যায় ভারতীয় উপমহাদেশসহ মধ্য এশিয়া ও অন্যান্য স্থানে হাজার হাজার 'উলামা সুফিয়ায়ে কিরাম তখন খানকা প্রতিষ্ঠা করে রূহানী তা'লীম ও আখলাকী তারবিয়্যাত ও জনকল্যাণমূলক কাজের মাধ্যমে দা'ওয়াতী কাজ করেন। কেউ কেউ ইসলাম দ্রোহী শক্তির মোকাবেলায় যুদ্ধও করেছেন। এভাবে তখন তাদের দ্বারা লক্ষ লক্ষ অমুসলিম ইসলাম কবুল করে।

আধুনিক যুগে দা'ওয়াতে ইসলামের তৎপরতা

হিজরী দশম শতাব্দী কিংবা খ্রীস্টীয় ষষ্ঠদশ শতাব্দীকে বলা হয় মুসলমানদের পতন এবং খ্রীস্টানদের উত্থানের যুগ। তখন থেকেই ইউরোপ রেনেসাঁর মাধ্যমে আধুনিক যুগের সূচনা। শতধা বিভক্ত হয়ে যায় মুসলমান। 'উসমানীয় খিলাফত ও ভারতীয় মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠিত থাকলেও তাদের দাপট ছিল ক্ষীণ। অধিকন্তু ইসলামী দা'ওয়াতে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ তেমন ছিল না বললে বাড়াবাড়ি হবে না। মুসলিম সমাজের সর্বস্তরে ভোগবিলাসিতা, জাতীয় ও মাযহাবী কোন্দল ও মতানৈক্য এবং পশ্চিমা বিশ্বের পরাশক্তিসমূহের সাম্রাজ্যবাদী থাবা ও ষড়যন্ত্রের জাল মুসলিম সমাজ ও সভ্যতাকে সংকটের মুখে নিপতিত করেছিল। তা সত্ত্বেও আল্লাহ পাকের ইচ্ছানুসারে দা'ওয়াতী কাজ থেমে থাকে নি। সে সময়ও তৎকালীন বিশ্বের নানা এলাকায় ইসলামের দা'ঈগণ দা'ওয়াতী কাজ আনজাম দিয়েছেন।

ভারতীয় উপমহাদেশে মুঘল শাসকদের মাঝে শিয়া ও ব্রাহ্মণ্য সমাজের প্রভাবের ফলে বিশেষ করে সম্রাট আকবরের সময় 'দ্বীনে ইলাহী' নামে ইসলাম বিকৃতির প্রয়াস শুরু হয়। তখন সত্যিকারের ইসলামী দা'ওয়াত নিয়ে যে মনীষী এগিয়ে এসেছেন তিনি হলেন শায়খ আহমদ সিরহিন্দী (৯১৭হি./১৫৬৪খ্রী-১০৩৪হি./১৬২৪খ্রী)। তিনি এমনকি জেলে বসে পত্রালাপ, লেখনী ও তাবলীগের মাধ্যমে আকবরের দ্বীনে ইলাহী, বাতেনীয় দর্শন, তাসাওউফের ভ্রান্ত ব্যাখ্যা, নাস্তিকতা, ধর্মহীনতা ইত্যাদি বিষয় মোকাবেলা করে ইসলামের হিফাযত করেন।[২৮] তাঁর উত্তরসূরী বা খলীফাদের মধ্যে খাজা মুহাম্মদ মাসুম (১০০৭-

---

[২৭] ২৭. দ্র. আবুল হাসান আলী নদবী, *ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রপথিক*, ২খ।

[২৮] ২৮. সাইয়িদ মুহাম্মদ মিঞা, *'ওলামায়ে হিন্দ কা শানদার মাযী*, ১খ, পৃ ৩২৩-৩৩৯।

১০৭৯হি.), শায়খ আদম বিন্নুরী (মৃ.১০৫০হি.), শায়খ মুহাম্মদ সা'ঈদ (মৃ.১০৭০হি.), শাহ মুহাম্মদ ইয়াহইয়া (মৃ.১০৯৬হি.), শায়খ মুহাম্মদ তাহির লাহোরী (মৃ.১০৪০হি./১৬০০খ্রী), হযরত মীর মুহাম্মদ নু'মান (মৃ.১০৫৮হি. অথবা ১০৬০হি.), খাজা মুহাম্মদ কাশ্‌মী, শায়খ বদরুদ্দীন প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। এরাই শায়খ সিরহিন্দের আন্দোলনকে আরো অগ্রসর করে নিয়েছিলেন। ঐ আন্দোলনের ফসল হলেন তৎকালীন ভারতীয় মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেব আলমগীর। যিনি ছিলেন ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য একনিষ্ঠ খাদেম স্বরূপ। যার উদ্যোগেই লেখা হয়েছিল ফাতওয়ায়ে আলমগীরী তথা ইসলামী আইনের এক মহাভাণ্ডার। হিন্দুস্থানে মুসলমানদের ইতিহাসে তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন।[২৯]

তাদের পর সুন্নাহের পুনঃজাগরণ আন্দোলনের পুরোধা ইসলামের মহান মুবাল্লিগ ও দা'ঈ হযরত শাহ ওলীউল্লাহ দেহলবী (মৃ.১১৭৬হি./১৭৬২খ্রী) এর আবির্ভাব। যার কলমের ছোঁয়ায় ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞানের জগতে জড়তা দূর হয়েছিল। যিনি সাধারণ মানুষের মাঝে ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞানের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দিক তুলে ধরেন। যুগের চাহিদা অনুসারে ইসলামের বিভিন্ন বিষয়াদি ফুটিয়ে তোলেন। তিনি বিশেষ করে ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা সহ সমাজ ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক অত্যন্ত সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেন। সাথে সাথে বর্তমান দুনিয়ায় ইসলাম প্রচারের পরিকল্পনা প্রণয়নসহ জ্ঞান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ইসলামের অবদান অত্যন্ত আকর্ষণীয় ভাষায় তুলে ধরেন। এভাবে তিনি ইসলামী ভাবধারা উজ্জ্বল করে দা'ওয়াতে ইসলামের এক প্রশস্ত ও মজবুত ক্ষেত্র তৈরী করেছিলেন।[৩০] তাঁরই উত্তরসূরী হলেন শাহ 'আবদুল 'আযীয মুহাদ্দিসে দেহলবী (১১৫৯হি./১৭৪৬খ্রী-১২৩৯হি./১৮২৪খ্রী), শাহ রফী' উদ্দিন (১১৬৩-১২২৩), শাহ 'আবদুল কাদির (১১৬৭-১২৩০), শাহ মুহাম্মদ ইসহাক।[৩১]

অতঃপর হিন্দুস্থানী মুসলমানদের ভাগ্যে দুর্দিন শুরু হয় ইংরেজ বেনিয়াদের আগমনে। তাদের ষড়যন্ত্রে ও এক শ্রেণী হিন্দুদের সহায়তায় মুসলমানগণ বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যায় রাজ্যহারা হয়। তখন হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলবীর আন্দোলনে প্রভাবিত হযরত 'আবদুল কাদিরের প্রত্যক্ষ প্রশিক্ষণেই হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদ বিরলবী (১২০১-১২৪৬হি.) এক বিশাল আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। যার দা'ওয়াতী কাজের প্রভাবে তৎকালীন ভারতীয় উপমহাদেশ কেঁপে উঠেছিল। তাঁর সংস্কার আন্দোলনে তাবলীগ, দা'ওয়াত এবং জিহাদে শিখ, ব্রাহ্মণ ও ইংরেজ বেনিয়া সকলেরই ভিত্তি নড়ে উঠেছিল। তিনি তাঁর দা'ওয়াতী চেতনায় কিছু লোকবর্তিকা তৈরী করেন। যারা তৎকালীন হিন্দুস্থানী মুসলমানদের অমানিশার যুগেও আশার আলো জ্বেলে রেখেছিলেন। তাঁদের মাঝে পাঞ্জাবের খাজা নূর মুহাম্মদ সাহারাবী (১২০৫হি.), খাজা মুহাম্মদ 'আকিল (মৃ.১৩২৬হি.), খাজা আল্লাহ বখশ প্রমুখ। তাঁর এবং তাঁদের খলীফাদের দ্বারা হাজার হাজার লোক ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।[৩২] ইংরেজ শাসনে প্রাথমিক যুগে মওলবী গোলাম রসূলের ওয়াজ নসীহতে হাজার হাজার লোক ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। বাংলা, বিহার অঞ্চলে ইসলাম প্রচার, বিদ'আতের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলতে ব্যাপক অবদান রাখেন মাওলানা হাজী শরীয়তুল্লাহ (মৃ.১৮৩৯খ্রী), মাওলানা বেলায়েত 'আলী, মাওলানা কারামাত 'আলী জৌনপুরী (১৮০০-১৮৭৩), মাওলানা আবূ বকর সিদ্দীকী (১৮৪৩-১৯৩৯খ্রী) প্রমুখ।

এছাড়া, প্রখ্যাত অনেক 'উলামায়ে কিরাম ছিলেন যাদের লেখনী ও দা'ওয়াতী কাজের দ্বারা অমুসলিমদের পক্ষ থেকে আরোপিত অনেক প্রশ্নের সমাধান হয়। ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তাদের অবদানসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ার মাধ্যমে ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে তাদের ভূমিকা অতুলনীয়। তাদের মধ্যে দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা কাসেম নানুতুবী (১২৪৮-১২৯৭হি.) এবং নদওয়াতুল

---

[২৯] প্রাগুক্ত, পৃ ৫৫৫-৫৭১।

[৩০] প্রাগুক্ত, ২খ, পৃ ১-৩২।

[৩১] *রওযে কাওসার*, পৃ ৫৮৭-৫৯৭।

[৩২] দ্র. খালিক আহমদ নিযামী, *তারীখে মাশায়েখ চিশ্‌ত*, পৃ ৫৩০-৭২৫।

'উলামার প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা মুহাম্মদ 'আলী মুংগীরী (র)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া, যাদের অবদান ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামী জ্ঞানের আলো বিস্তার ঘটিয়েছে তাদের মধ্যে মাওলানা রশীদ আহমদ গাংগোহী (১২৪৪-১৩২৩হি.), মাওলানা মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী (মৃ.১৩০৮হি.), মাওলানা আশরাফ 'আলী থানবী (মৃ. ১৩৬২হি.), মাওলানা শিব্বির আহমদ 'উসমানী (মৃ. ১৩৬৯হি.), সাইয়্যিদ আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (মৃ. ১৩৫২হি.) এবং তৎপরবর্তীতে মাওলা শিবলী নু'মানী, সায়্যিদ সুলায়মান নদবী, আল্লামা মুহাম্মদ ইকবাল, সায়্যিদ আবুল আলা মওদূদী, সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদবী প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

এ দিকে 'আরব উপদ্বীপে শায়খ মুহাম্মদ ইবন 'আবদুল ওয়াহহাব (১১১৫-১২০৬হি.) এবং তাঁর সংস্কার আন্দোলনের প্রভাব অফুরন্ত। তাঁর দা'ওয়াতের মূল ভিত্তি ছিল দু'টি।

১. খালেস তাওহীদের আলোকে 'আকীদার সংশোধন।
২. তাকলীদ বা অন্ধ অনুকরণের বিরোধিতাকরণ।[৩৩]

এদিকে উত্তর ও মধ্য আফ্রিকায় সুনূসীগণের দা'ওয়াতী খেদমত উল্লেখযোগ্য। তেমনি শাযলী ও তীজানী তরীকার মাশায়েখদের মাধ্যমে লাখো লাখো নিগ্রো ইসলাম গ্রহণ করে। তুর্কিস্তানে নক্‌শবন্দিয়া তরীকার মাশায়েখদের মাধ্যমেও ইসলাম প্রসার লাভ করে। আধুনিক যুগে মুসলিম জাগরণ ও ঐক্যের পেছনে বিশ্বব্যাপী কাজ করেন জামাল উদ্দীন আফগানী ও তাঁরই শিস্য মিসরের মুফতী মুহাম্মদ আবদুহু এবং ত্বদীয় ছাত্র মুহাম্মদ রশীদ রেদাও। তাঁরা ইসলামের তাহযীব তামাদ্দুন রক্ষায লেখালেখি ও পত্র-পত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে যথেষ্ট ভূমিকা রাখেন। তাছাড়া ইখওয়ানুল মুসলিমীনের প্রতিষ্ঠাতা হাসানুল বান্না ও শহীদ সায়্যিদ কুতুব (রহ.) লেখনী ও সংগঠনের মাধ্যমে 'আরবীয় জাতীয়তা ও ধর্মনিরপেক্ষতার মোকাবেলা করে ইসলামী জাতীয়তা ও স্বকীয়তা রক্ষায় কাজ করেন। যাদের প্রভাব সারা বিশ্বে আজও বিদ্যমান। তেমনি তুরস্কে বদিউজ্জামান নৌরসী এবং তার নূরী আন্দোলনও অনেক প্রভাব ফেলে। সেখানে কাদেরিয়া ও মওলবী তরীকার কথাও উল্লেখ করার মত। এমনিভাবে ভারতীয় উপমহাদেশে মাওলানা মওদূদী প্রতিষ্ঠিত জামা'আতে ইসলামীও দা'ওয়াতে অবদান রেখেছে।

মোটকথা বর্তমান পৃথিবীতে ব্যক্তিগত উদ্যোগে দা'ওয়াতী কাজের চেয়ে সাংগঠনিক ও সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রিক দা'ওয়াতী তৎপরতা বেশী। বিশেষত তাবলীগ জামা'আতের কথা উল্লেখযোগ্য। বিশ্বময় তার তৎপরতা। এর প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা ইলিয়াস (মৃ.১৯৪৪খ্রী.) ভারতের মেওয়াতে এক বিশেষ প্রেক্ষাপটে সকল স্তরের মানুষের কাছে ইসলামের প্রাথমিক শিক্ষা উপস্থাপনের কর্মসূচী গ্রহণ করলেও সারা বিশ্বের মুসলিম ও অমুসলিমদের অবস্থা বিচার করে তার তৎপরতা বর্তমানে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে। প্রতি বৎসর বাংলাদেশের ঢাকার অদূরে টঙ্গীতে এ সংস্থার দা'ঈগণের এক বিশ্ব ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। এ ছাড়া, বর্তমান সউদী সরকারের উদ্যোগে ১৯৬২ সালে প্রতিষ্ঠিত রাবেতাতুল 'আলামিল ইসলামী এবং ১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত ওয়ার্ল্ড এসেম্বলী অফ মুসলিম ইয়ুথ (World Assembly of Muslim Youth) সংক্ষেপে ওয়ামী বিশ্বব্যাপী দা'ওয়াতী কাজ করছে। এতদুভয়ের দা'ঈ তৈরী ও নিয়োগ এবং অর্থায়নে বা অনুপ্রেরণায় ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা, এশিয়ায় হাজার হাজার সংস্থা দা'ওয়াতী কাজ করে যাচ্ছে।

এমনিভাবে দা'ঈ তৈরিতে মিসরের আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয় ও মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান সুবিদিত। আযহারের মাজমাউল বুহুসিল ইসলামিয়ার (প্রতিষ্ঠা ১৯৬১-১০৬৪খ্রী.) সৃষ্টি অনেক দা'ঈকে রাবেতা ১৯৭২ সাল থেকে আফ্রিকার প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রেরণ করেছে। যাদের হাতেও লাখো লাখো আফ্রিকান ইসলাম গ্রহণ করে। ইউরোপ, আমেরিকা ও আফ্রিকায় নিগ্রোদের মাঝে ইসলামের প্রসার হচ্ছে বেশী।

---

[৩৩] দ্র. ড. আবদুর রহীম, *হারাকাতুত তাজদীদিল ইসলামী ফিল 'আলামিল আরাবীয়্যিল হাদীস*, পৃ ৩২।

অধ্যায় : তিন

দা'ওয়াতে ইসলাম : লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

দা'ওয়াতে ইসলামের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ সম্পর্কে আলোচনা করার পূর্বে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য শব্দ দু'টির মাঝে সম্পর্ক তলিয়ে দেখা দরকার।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের মধ্যে সম্পর্ক

সাধারণত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য শব্দদ্বয় একই অর্থে ব্যবহার পাওয়া গেলেও উভয়ের মাঝে সূক্ষ্ম পার্থক্য বিদ্যমান। বাংলা অভিধানে লক্ষ্য শব্দটির বিভিন্ন অর্থের পাশাপাশি এর অর্থ করা হয়েছে– তাক, নিশানা, দৃষ্টি, টিপ, টার্গেট (Target) ইত্যাদি।[১]

অপর দিকে উদ্দেশ্য শব্দটির বিভিন্ন অর্থের পাশাপাশি ক'টি অর্থ হল, অভিপ্রায়, অভিসন্ধি, মতলব, অভিপ্রেত, তাৎপর্য ইত্যাদি।[২]

আর উদ্দেশ্য শব্দটি 'উদ্দেশ' থেকে উৎসারিত বলে ধরে নেয়া হলে এর অর্থ দাঁড়ায় অন্বেষণীয়, সন্ধানকৃত, খোঁজ করা হচ্ছে এমন কিছু। যার কোন সন্ধান মেলে না তাকে বলা হয় নিরুদ্দেশ।

সুতরাং উদ্দেশ্য শব্দটি চূড়ান্ত বা ফলাফলের কাছাকাছি। আর লক্ষ্য হল, কোন কাজের নিশানা ঠিক করা যে, এ পর্যন্ত এভাবে পৌঁছতে হবে। যা অনেকটা পরিকল্পনার সাথে বেশী কাছাকাছি। এজন্য উদ্দেশ্য শব্দটির আরবী হল غاية বা শেষ শীমা। আর লক্ষ্য শব্দটির আরবী হয় هدف কোন কিছুর ইঙ্গিত অবস্থায় পৌঁছানোর প্রকল্প সীমানা বিশেষ।

অতএব দা'ওয়াতে ইসলামের ক্ষেত্রেও ঐ ধরনের সুতীক্ষ্ণ পার্থক্যটির মূল্যায়ন করা বাঞ্ছনীয়। এতে অনেক উপযোগিতা নিহিত রয়েছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, এ দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে উভয়ের মাঝে পার্থক্য জানা থাকলে অনেক সময় বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত থাকা যাবে। মূল ও শাখা প্রশাখার মাঝে পার্থক্য করা সহজ হবে। তাছাড়া, উভয়ের ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

দা'ওয়াতে ইসলামের উদ্দেশ্য সর্বাবস্থায় কার্যকর। আল কুর'আনে এসেছে :

> وما لاحد عنده من نعمة تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى -
>
> তাঁর কাছে কারও কোন প্রতিদানযোগ্য নিয়ামত প্রাপ্য নয় একমাত্র স্বীয় পালনকর্তার সন্তুষ্টি অন্বেষণ ব্যতীত।[৩]

সুতরাং একজন দা'ওয়াত দানকারীর অন্বেষণের মূল বিষয় আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অন্বেষণ করা। আর এটাই তার উদ্দেশ্য। অন্যথায় তার কাজ আল্লাহর নিকট কবুল বা গ্রহণযোগ্য হবে না।

অপর দিকে সে দা'ওয়াত দানকারীর লক্ষ্যমাত্রা বিভিন্ন ও বৈচিত্র্য হতে পারে। যেমন কাউকে আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে বুঝিয়ে দিয়ে এ ব্যাপারে তার স্বীকারোক্তি অর্জন বা নামাযের দা'ওয়াত দেয়া কিংবা ব্যবসায় সুদ বর্জনের দা'ওয়াত দেয়া। এভাবে বিভিন্ন লক্ষ্যমাত্রা থাকতে পারে। এগুলোর মাঝে অবস্থা ভেদে কোনটা গ্রহণ বা বর্জন কিংবা একটার উপর আরেকটাকে প্রাধান্য দেয়া যায়। কিন্তু আল্লাহর সন্তুষ্টি

---

[১] দ্র. *বাংলা একাডেমী সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান*, পৃ ৫৬৭।

[২] প্রাগুক্ত, পৃ ৮০।

[৩] সূরা আল লাইল : ১৯-২০।

অর্জনের বিষয়টিকে কোন অবস্থাতেই বর্জন কিংবা এর উপর অন্য কিছুকে প্রাধান্য দেয়া যাবে না। আর দা'ওয়াতে ইসলামের সে উদ্দেশ্যে পৌঁছতে হলে একজন দা'ঈকে বিভিন্ন লক্ষ্য নিয়ে কাজ করতে হবে।

দা'ওয়াতে ইসলামের উদ্দেশ্য

দা'ওয়াতে ইসলামের একমাত্র উদ্দেশ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা। দা'ওয়াত দিতে হবে আল্লাহর রাস্তার দিকেই। নিজের সুনাম, সুখ্যাতি অর্জন, ব্যক্তিগত বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ, ব্যক্তি বা গোষ্ঠী স্বার্থ অর্জন কিংবা ধন-সম্পদ লাভ ইত্যাদি উদ্দেশ্যে দা'ওয়াত দিলে তা ইসলামী দা'ওয়াহ হবে না। এ জন্য বার বার বলা হয়েছে– ادع الى سبيل ربك

> তোমার প্রভুর রাস্তার দিকে দা'ওয়াত দাও।[৪]

দা'ওয়াতী কাজ মু'মিন জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাই শুধু দা'ওয়াত কেন, মুমিন জীবনের প্রতিটি কাজের উদ্দেশ্য হবে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা, আল্লাহ তা'আলাই একমাত্র উদ্দেশ্য, আল কুর'আন কারীম এ বিষয়টিকে বিভিন্ন স্থানে স্পষ্টভাবেই উল্লেখ করেছে। 'ইবাদত সংক্রান্ত কাজ যেমন, নামায, রোযার উদ্দেশ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। এ মর্মে ইরশাদ হয়েছে :

تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا -

> আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় আপনি তাদেরকে রুকু' ও সিজদারত দেখবেন। তাদের মুখমণ্ডলে রয়েছে সিজদার চিহ্ন।[৫]

ইনফাক ও যাকাতের ক্ষেত্রে ইরশাদ হয়েছে :

وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله –

> আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে তোমরা ব্যয় করবে না।[৬]

এমনি জিহাদের বিষয়ে বলা হয় :

ان كنتم خرجتم جهادا فى سبيلى وابتغاء مرضاتى ترون اليهم بالمودة -

> যদি তোমরা জিহাদে বের হয়ে থাক আমার রাস্তায় ও আমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য, তবে কেন তাদের প্রতি গোপনে বন্ধুত্বের পয়গাম প্রেরণ করছ।[৭]

তেমনিভাবে সামাজিক কাজ-কর্ম তা রাজনৈতিক হোক বা অর্থনৈতিক হোক, তাতে উদ্দেশ্য হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। আর সে সম্পর্কে আল-কুর'আনে বলা হয়–

لا خير فى كثير من نجواهم إلا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك
ابتغاء مرضات الله فوف نوتيه اجرا عظيما -

> তাদের অধিকাংশ শলা-পরামর্শ ভালো নয়, কিন্তু যে শলা-পরামর্শ দান খয়রাত করতে কিংবা সৎকাজ করতে কিংবা মানুষের মাঝে বিবাদ মীমাংসা কল্পে করে তা স্বতন্ত্র। যে ব্যক্তি এ কাজ করে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, আমি তাকে বিরাট সওয়াব দান করব।[৮]

বরং গোটা জীবনের কার্যাদিকে উক্ত উদ্দেশ্যেই নিয়োজিত বলে ঘোষণা দেয়ার আদেশ দেয়া হয়, যা আল কুর'আনে এরূপ :

قل ان صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين -

> বলুন, আমার সালাত, কুরবানী, জীবন-মরণ সারা জগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্যই নিবেদিত।[৯]

এভাবে যারা জীবনের সকল কাজে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টিকেই উদ্দেশ্য বানিয়েছেন, আল কুর'আনে তাদের প্রশংসা করে বলা হয়েছে :

---

[৪] সূরা নাহল : ১২৫।

[৫] সূরা ফাতহ : ২৯।

[৬] সূরা বাকারা : ২৭২।

[৭] সূরা মুমতাহিনা : ১।

[৮] সূরা নিসা : ১১৪।

[৯] সূরা আন'আম : ১৬২।

ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤف بالعباد -

> মানুষের মধ্যে যে তার নিজেকে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে বিক্রয় করে দেয় আল্লাহ (এ) বান্দাদের প্রতি খুবই দয়ার্দ্র।[১০]

সুতরাং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা দা'ওয়াতে ইসলামের উদ্দেশ্য। দা'ওয়াত একটি দান, 'ইবাদত, জীবন কুরবানী করার কাজ। তার উদ্দেশ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা না হলে তা দা'ওয়াতে ইসলামের উদ্দেশ্য হবে না। এ জন্য হাসানুল বান্না তার ইখ্ওয়ান সদস্যের শ্লোগান হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন–

الله غايتنا

'আল্লাহই আমাদের উদ্দেশ্য।'[১১]

দা'ওয়াত ও জীবনের এ উদ্দেশ্য বানানের মাঝেই মানব জীবনের পরম সৌভাগ্য ও কল্যাণ নিহিত। আল্লাহ নিজে কারো প্রতি কোন কিছুর মুখাপেক্ষী নন। তিনি মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য জীবন-মৃত্যু নির্ধারণ করেছেন। তিনি যা চান তা হলো তার আনুগত্য করা সে সব নীতিমালার, যা তাদেরই কল্যাণে নিয়োজিত করা হয়। এর মাধ্যমেই মানব জীবনে সফলতা নিহিত। কিভাবে তার আনুগত্য হবে তা তিনি আল কুর'আনে বলে দিয়েছেন। তাঁর রাসূল সা. ও অনুসারীগণ যুগে যুগে বাস্তবায়ন করে দেখিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ স্বীয় আনুগত্য করার যে পথ রচনা করেছেন তা কল্যাণের পথ। এ পথে দা'ওয়াতের কাজ করে মানব সমাজে কল্যাণী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাই উদ্দেশ্য। এভাবেই দা'ঈ সহ সকলের কল্যাণ হবে। অর্জিত হবে সৌভাগ্য ও সফলতা। আর এটা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কাজের ফলাফল। তাই এ সৌভাগ্য উদ্দেশ্য নয়; বরং উক্ত উদ্দেশ্যে কাজ করার ফলাফল বিশেষ। আল কুর'আনে এ বিষয়টি বিভিন্নভাবে বুঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে :

قل هذه سبيلى ادع إلى الله على بصيرة انا ومن اتبعنى وسبحان الله وما انا من المشركين -

> বলে দিন, এই আমার পথ। আমি আল্লাহর দিকে বুঝে সুঝে দা'ওয়াত দিই– আমি এবং আমার অনুসারীরা। আল্লাহ পবিত্র। আমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নই।[১২]

অন্যত্র বলা হয়েছে :

ولتكن منكم امة يدعونا إلى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون -

> তোমাদের মধ্যে এমন দল হওয়া উচিত, যারা কল্যাণের দিকে দা'ওয়াত দিবে। সুকৃতির আদেশ করবে, আর দুস্কৃতির বাধা দেবে। আর তারাই কেবল সফলকাম।[১৩]

একই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে :

والله يدعوا إلى دار السلم ويهدى من يشاء إلى صراط مستقيم -

> আর আল্লাহ একটি শান্তির আবাসের দিকে আহবান করে এবং যাকে ইচ্ছা সরল পথের দিশা দেন।[১৪]

অতএব আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভই মানব জীবনে পরম উদ্দেশ্য। আর মাগফিরাত, নাজাত, কল্যাণ, সৌভাগ্য সব ঐ উদ্দেশ্যে কাজ করার ফলাফল। কারণ সন্তুষ্টি অর্জনের পথ অবলম্বনেই এ সকল অর্জিত হয়। কেননা সাধারণত মৌখিক দাবীই যথেষ্ট নয়। তবে কোন কোন সময় এগুলো রূপকার্থে দা'ওয়াতের উদ্দেশ্য বলে ব্যক্ত হয়। এছাড়া এ সবক'টি সমার্থক। বিভিন্ন আঙ্গিকে ব্যবহৃত শব্দমাত্র। কারণ মাগফিরাত অর্জিত হলেই মুক্তি বা নাজাত। নাজাতের মাধ্যমে প্রকৃত কল্যাণ, সফলতা, সৌভাগ্য যা দুনিয়া ও আখিরাতের সর্বময় জীবনে পরিব্যাপ্ত।

---

[১০] সূরা বাকারা : ২০৭।

[১১] শহীদ হাসান আল বান্না, *মাজমু'আতুর রাসায়েল*, বৈরুত : আল মুআসসাসাতুল ইসলামিয়া, তা.বি, পৃ ১০৯।

[১২] সূরা ইউসুফ : ১০৮।

[১৩] সূরা আল ইমরান : ১০৪।

[১৪] সূরা ইউনূস : ২৫।

দা'ওয়াতে ইসলামের লক্ষ্যসমূহ

এ দা'ওয়াতের কর্মসূচী ও পরিকল্পনা অনুসারে এর লক্ষ্যগুলোকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়।

- আম বা সর্বব্যাপী ও সাধারণ, যা সুদূরপ্রসারী (Long Run)
- খাস বা বিশদ পরিকল্পনার নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে, যা নিকট কর্মসূচীগত (Short Run)

সুদূর প্রসারী সাধারণ লক্ষ্যসমূহ

দা'ওয়াতে ইসলামের পরিকল্পনায় সাধারণ ও সর্বব্যাপী এবং সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য রয়েছে। এখানে গুরুত্বপূর্ণ ক'টি উল্লেখ করা হল :

এক. গোটা মানব সমাজকে একমাত্র আল্লাহর বান্দায় রূপান্তর করা। এ মর্মে ইরশাদ হয়েছে–

وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون -

আমি জ্বীন ও মানবজাতিকে একমাত্র আমার 'ইবাদতের উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছি।[১৫]

এখানে 'ইবাদতের প্রসঙ্গটি ব্যাপকার্থে। জীবনের প্রতিটি কাজ আল্লাহর দেয়া বিধান মতে পালন করাই 'ইবাদত। তাই দা'ওয়াতে ইসলাম আল্লাহ প্রদত্ত সেই বিধানের দিকে হলে দা'ঈর গোটা কর্মময় প্রচেষ্টার মূল লক্ষ্য আল্লাহর ঐ 'ইবাদতে মানুষকে অভ্যস্ত করে তোলা।

দুই. মানুষের আত্মা, দেহ ও সমাজের বিবিধ চাহিদা পূরণের মাধ্যমে শান্তি, সৌভাগ্য ও স্বাচ্ছন্দ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা। এ বিষয়ে আল্লাহ পাক বলেছেন–

وابتغ فيما اتك الله الدر الأخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغ الفساد فى الارض ان الله لا يحب المفسدين -

আল্লাহ তোমাকে যা দান করেছেন, তৎদ্বারা পরকালের গৃহ অনুসন্ধান কর এবং ইহকাল থেকে তোমার অংশ ভুলে যেয়ো না। তুমি অনুগ্রহ কর, যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং পৃথিবীতে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করতে প্রয়াসী হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারীকে পছন্দ করেন না।[১৬]

উপরোক্ত আয়াতে পরকালীন লক্ষ্য অর্জনের তাগিদ দেয়া হয়েছে। সাথে সাথে অন্যের প্রতি অনুগ্রহ করা এবং সমাজে ফ্যাসাদ সৃষ্টি না করার কথা বলে সামাজিক দায়িত্বের কথাও স্পষ্টভাবে বলে দেয়া হয়েছে। তাই একজন দা'ঈর লক্ষ্য হলো, এমন কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করা, যাতে মানুষের দেহ ও আত্মা তথা ইহকালীন ও পরকালীন শান্তি বিধানের প্রয়াস থাকে। তেমনি এ ভুবনে যেন শান্তি পূর্ণ জীবন যাপন করা যায়, এতে কেউ যেন বিপর্যয় ডেকে আনতে না পারে কিংবা সন্ত্রাস সৃষ্টি করতে না পারে সে ব্যবস্থা নেয়া। মোটকথা সামাজিক নেতৃত্ব যেন সৎ ও যোগ্য লোকের হাতে থাকে। তাদের দ্বারা যেন শান্তি ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠা হয়, তার কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করাও দা'ঈর লক্ষ্য।

তিন. আল্লাহর যমীনে আল্লাহ প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করা অর্থাৎ এর বিধানসমূহের প্রচার, প্রসার ও শিক্ষা প্রদান। এ পথে বাধা অপসারণ, আল্লাহর বিধান সমাজে চালু করণার্থে সামাজিক সার্বিক কর্তৃত্ব অধিকার। এ ধরনের খেলাফত তথা কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করে দেয়ার জন্য আল্লাহ পাক দা'ঈগণের সাথে ওয়াদাবদ্ধ হয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে :

وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصلحات ليستخلفنهم فى الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذى ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدوننى ولا يشركون بى شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفسقون -

তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদেরকে ওয়াদা দিয়েছেন যে, তাদেরকে অবশ্যই পৃথিবীতে শাসন কর্তৃত্ব দান করবেন। যেমন তিনি শাসন কর্তৃত্ব দান করেছেন

---

[১৫] সূরা যারিয়াহ : ৫৬।

[১৬] সূরা কাসাস : ৭৭।

তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই সুদৃঢ় করবেন তাদের ধর্মকে, যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে অবশ্যই তাদেরকে শান্তি দান করবেন। তারা আমার 'ইবাদত করবে এবং আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না। এর পর যারা অকৃতজ্ঞ হবে, তারাই অবাধ্য।[১৭]

চার. সত্যকে বিজয়ী করা ও বাতিলকে পরাস্ত করা। এ ব্যাপারে কুর'আন কারীমে ইরশাদ হয়েছে :

لیحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون -

যাতে করে সত্যকে সত্য এবং বাতিলকে বাতিল প্রতিপন্ন করে দেন, যদিও পাপিষ্ঠরা অসন্তুষ্ট হয়।[১৮]

অন্য স্থানে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন :

وقاتلو هم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فان انتهو فان الله بما يعملون بصير -

আর তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাক যতক্ষণ না ফেতনা শেষ হয়ে যায় এবং আল্লাহর সমস্ত হুকুম প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। অতঃপর যদি তারা বিরত হয়ে যায়, তবে আল্লাহ তাদের কার্যকলাপ লক্ষ্যকারী।[১৯]

অতএব সত্য প্রচারের পথে, আল্লাহর দ্বীন বাস্তবায়নের পথে যারা বাধা সৃষ্টি করে, তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনে ও সামর্থ থাকলে যুদ্ধ করতে হবে। এরা যুদ্ধ থেকে বিরত হলেও পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে। যেন এ দ্বীন বাস্তবায়নের পথে নতুন কোন ষড়যন্ত্রে সফল হতে না পারে।

পাঁচ. মানব সমাজকে গোমরাহীর পথ থেকে বাঁচিয়ে হিদায়াতের পথে নিয়ে আসা এবং সকল অন্ধকার জাহিলিয়াতের কালিমা দূর করে আলোর পথে নিয়ে আসা। যাতে জ্ঞানচক্ষু খুলে যায়, চলার পথ স্পষ্ট হয়ে উঠে। মানবজাতি সকল ভ্রান্ত ধর্ম কর্ম ও মতবাদের নিষ্পেষণ হতে মুক্ত হয়ে ন্যায়পূর্ণ ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নিতে পারে। বৈষয়িক স্বার্থ সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠে দুনিয়া ও আখিরাতের প্রশস্ত ক্ষেত্রে মহান কল্যাণকর লক্ষ্যে কাজ করতে পারে। আল কুর'আনে মহানবী সা.-এর পয়গাম সম্পর্কে আলোচনায় বলা হয়–

كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد -

এই কিতাব, যা আপনার প্রতি নাযিল করেছি, যাতে আপনি মানুষকে অন্ধকারসমূহ থেকে আলোর পথে বের করে আনেন, পরাক্রান্ত প্রশংসার্হ পালনকর্তার নির্দেশে তাঁরই পথের দিকে।[২০]

মুসলমানগণ কর্তৃক পারস্য সাম্রাজ্যেও তৎকালীন ইরাক অভিযানের প্রাক্কালে পারস্য সম্রাট কিস্‌রার সেনাপতি রুস্তম মুসলিম বীর সেনা রাবী ইবন 'আমেরকে প্রশ্ন করেছি, 'তোমরা কেন যুদ্ধ করতে এসেছ?' এর উত্তরে তিনি বলেছেন, 'দা'ওয়াতের জন্য'। যার লক্ষ্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি একটি মূল্যবান কথা বলেছিলেন– 'মানুষের মাঝে যারা ইচ্ছা করে তাদের আমরা মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে আল্লাহর আনুগত্য এবং দুনিয়ার বৈষয়িক সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত করে এর প্রশস্ততায় এবং প্রচলিত ধর্মগুলোর অত্যাচার শোষণ থেকে মুক্ত করে ইসলামের ইনসাফের সুশীতল ছায়ায় নিয়ে আসার দা'ওয়াত নিয়ে এসেছি।[২১]

উপরোক্ত লক্ষ্যসমূহ আলাদা আলাদা বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে না; বরং একটা আরেকটার সাথে পরস্পর সম্পর্কিত ও পরিপূরক। অন্যভাবে বলতে গেলে এগুলো বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশ করা হলেও মূলত একই বিষয়ের বিভিন্ন রূপ মাত্র। আল্লাহ প্রদত্ত ন্যায়ানুগ কল্যাণকর জীবন ব্যবস্থা ইসলাম প্রচার প্রসার ও প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মহান পরিকল্পনাই এসব কিছুকে একত্রিত করে।

---

[১৭] সূরা নূর : ৫৫।

[১৮] সূরা আনফাল : ৮।

[১৯] সূরা আনফাল : ৩৯।

[২০] সূরা ইবরাহীম : ১।

[২১] দ্র. ইবন জারীর তাবারী, *তারীখুর রাসূল ওয়াল মুলূক*, মিসর : দারুল মা'আরিফ, ১৩৮৭ হি, ৩খ, পৃ ৫২০।

ক্ষেত্রবিশেষে কৌশলগত লক্ষ্যসমূহ

এ লক্ষ্যগুলো দা'ওয়াতের বিভিন্ন বিষয়বস্তু ও কার্যক্রমের বিভিন্ন দিকের সাথে সংশ্লিষ্ট। তন্মধ্যে কতগুলো মৌলিক লক্ষ্য, কতগুলো শাখা প্রশাখা জাতীয়। যেমন সমাজে নামায প্রতিষ্ঠা করা মৌলিক লক্ষ্য। কিন্তু রাফিউল ইয়াদাইন তথা রুকুর পর হাত তোলা বা না তোলা শাখা প্রশাখার সঙ্গে জড়িত। এগুলো বিস্তারিত বর্ণনা ফিক্হের কিতাবাদিতে রয়েছে। এখানে দা'ওয়াতে ইসলামের পরিকল্পনার বিভিন্ন দিকে বিস্তৃত ক'টি মৌলিক লক্ষ্য উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা হলো।

এক. ইসলামী বালাগ তথা ইসলামের শিক্ষার প্রচার ও মানুষের কাছে পৌছানো। এটা ইসলামী দা'ওয়াতের প্রথম লক্ষ্য। আম্বিয়া কিরামের দা'ওয়াতের লক্ষ্যসমূহ বর্ণনায় আল কুর'আন তা-ই বর্ণনা করেছে :

فهل على الرسل إلا البلغ المبين -

অতঃপর সুস্পষ্টভাবে বাণী পৌছে দেয়াই রাসূলগণের দায়িত্ব।[২২]

আল কুর'আনে বর্ণিত ও বালাগ শব্দটি সুগভীর তাৎপর্যমণ্ডিত। কোন কিছু বুদ্ধিমত্তার সাথে কৌশলে স্পষ্ট ও যথাযথভাবে পৌছানোকেই বালাগ বলা হয়। অন্যথায় শুধু কোন মতে পৌছে দেয়ার নাম বালাগ নয়। আর এ বালাগ তথা কৌশল পূর্ণ প্রচার কার্যক্রম স্থান কাল পাত্র ভেদে পার্থক্য হতে পারে। কেননা অনুকূল পরিবেশে যেভাবে প্রচার করা যায় বা প্রচার করা হবে, প্রতিকূল পরিবেশে সেভাবে প্রচার করা যাবে না। এমনিভাবে সমমনা কাউকে কোন কিছু শোনাতে ভাব বা ব্যঞ্জনা ভঙ্গি প্রয়োগ করা যায়, নতুন পরিচয় প্রাপ্ত কোন ব্যক্তির নিকট সেভাবে পৌছানো যায় না। ইসলামী দা'ওয়াত প্রচারের লক্ষ্য নির্ধারণে তার গুরুত্ব অবশ্যই বিবেচনায় আনতে হবে।

উল্লেখ্য, সে বালাগ মুসলিম অমুসলিম সকলকে অন্তর্ভুক্ত করে থাকে। আল কুর'আনের এ আয়াতে একদল দা'ঈর বক্তব্য সে দিকেই ইঙ্গিত করে থাকে। ইরশাদ হয়েছে–

واذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون –

স্মরণ করুন, তাদের একদল বলেছিল, 'আল্লাহ যাদের ধ্বংস করবেন কিংবা কঠোর শাস্তি দেবেন তোমরা তাদেরকে ও'য়াজ কর কেন'? তারা বলেছিল, 'তোমাদের রবের নিকট দায়মুক্তির জন্য। আর হয়তো তারা তাক্ওয়া অবলম্বন করতে পারে।[২৩]

অন্যদিকে শুধু অমুসলিমগণের মাঝে ইসলাম প্রচার করতে হবে এমনটি নয়। বরং এ প্রচারমূলক কাজ মুসলিম সমাজেও চলা প্রয়োজন। ইসলামের ঘোষণা দিলে বা মুসলমানের ঘরে জন্ম নিলেই ইসলাম সম্পর্কে শিক্ষা করা সম্পন্ন হয়ে যায় না। ইসলাম সম্পর্কে জানতে হবে। তাই সে জানানোর জন্য মুসলিম সমাজেরও প্রচার তৎপরতা থাকা চাই। এ জন্য আল কুর'আনে মুসলমানদেরকে লক্ষ্য করে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

يايها الذين امنوا امنوا -

হে মুমিনগণ, ঈমান আন।[২৪]

আর এ আয়াতে ঈমানদারগণকে ঈমান আনার আদেশ দেয়া হয় কেন। এ এজন্য যে, ঈমান মানে শুধু অন্তরে বিশ্বাস বা ঘোষণাই নয়; বরং ঈমানের সাথে সম্পর্কিত কিছু মৌলিক কাজ আছে, ঈমানের শাখা প্রশাখা আছে। যার পালনের মাধ্যমে বুঝা যায় যে, এর আমলকারীর মাঝে ঈমান আছে। এর দ্বারা ঈমান পাকাপোক্ত হয়। তাই ঈমানের প্রভূত শাখা সম্পর্কে

---

[২২] সূরা নাহল : ৩৫।

[২৩] সূরা 'আরাফ : ১৬৪।

[২৪] সূরা নিসা : ১৩৬।

মুসলমানগণকে জানতে হবে। সে বিষয়গুলো তাদের কাছে পৌছাতে হবে। ইসলামের তাওহীদ ও রিসালাতের বিভিন্ন বিষয় জানানোর সাথে সাথে মানব জীবনের বিভিন্ন দিকের ইসলামের পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা যুক্তিসঙ্গতভাবে পেশ করতে হবে। সকলকে অবহিত করতে হবে। এটাই দা'ওয়াতে ইসলামের লক্ষ্য।

দুই. প্রশিক্ষণ দান ও দা'ঈ নির্বাচন : দা'ওয়াতী কাজকে চলমান রাখার জন্য দা'ওয়াতে সাড়া দানকারীদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিতে হবে। আর তাদের মধ্য থেকে দা'ওয়াতী কাজে আত্মনিয়োগকারী ব্যক্তিদের নির্বাচন করতে হবে। এদেরকে সাধারণ প্রশিক্ষণের পাশাপাশি দা'ওয়াতী কাজের উপর বিশেষ প্রশিক্ষণ দিতে হবে। এটাও দা'ওয়াতে ইসলামের লক্ষ্য। অতএব দা'ওয়াত দেয়ার পর এতে যারা সাড়া দেবে তাদেরকে কাছে টেনে নিতে হবে। সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধান ও পর্যবেক্ষণে রাখতে ইসলাম সম্পর্কে অবহিত করতে হবে। দা'ওয়াতী কাজে উদ্বুদ্ধ করতে এর কর্মপন্থা সম্পর্কে ধারণা দিতে হবে। কোন মতেই তাদেরকে উপেক্ষা করা চলবে না। তাদেরকে ছেড়ে দেয়া সঙ্গত হবে না। এ মর্মে ইরশাদ হয়েছে–

وانذر عشيرتك الاقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين –

আর আপনার নিকট আত্মীয়দেরকে সতর্ক করুন এবং আপনার অনুসারী মুমিনদের প্রতি আপনার ডানা নিচু করুন (সযত্ন তত্ত্বাবধানে সদয় হোন)।[২৫]

অন্য আয়াতে বলা হয়–

وانذر به الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم ليس لهم من دونه ولى ولا شفيع لعلهم يتقون
– ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغدوة والعشى يريدون وجهه -

আপনি এ (কুর'আন) দ্বারা তাদেরকে সতর্ক করে দিন যারা ভয় করে যে, তাদেরই প্রতিপালকের নিকট হাশরে এমন অবস্থায় একত্রিত করা হবে যে, তিনি ব্যতীত তাদের আর কোন অভিভাবক বা সুপারিশকারী থাকবে না। হয়ত তারা তাক্ওয়া অবলম্বন করবে। আর যারা সকাল-সন্ধ্যা তাঁর সন্তুষ্টি লাভের জন্য ডাকে তাদেরকে আপনি বিতাড়িত করবেন না।[২৬]

সুতরাং শুধু দা'ওয়াহ পেশ করলেই চলবে না বরং এ দা'ওয়াতে যারা সাড়া দেবে তাদের সযত্নে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে খাঁটি মুসলমান ও দা'ঈতে রূপান্তর করতে হবে। এটাতো দা'ওয়াতের লক্ষ্যস্থিত বিষয়। এর গুরুত্বকে অবহেলার কারণে পৃথিবীতে অনেক দা'ওয়াতী তৎপরতা অস্তমিত হয়ে গেছে।

তিন. মানবন্তকরণে ও সমাজের মর্মমূলে তাক্ওয়ার বীজ বপন করা ও ইসলামী 'ইবাদত ও বিধি বিধান চর্চার মাধ্যমে ব্যক্তি ও সমাজকে পরিশুদ্ধ করা। সমাজ থেকে নাস্তিকতা, অন্যায়, অবিচার ও অরাজকতা বিদূরিত করা। এ লক্ষ্য অর্জনে দা'ঈকে আরো ক'টি লক্ষ্যে কাজ করতে হবে। যেমন নামায, রোযার ব্যবস্থাপনার আন্জাম দেয়া, হজ্জ পালনে সহযোগিতা করা, যাকাত ব্যবস্থা চালু করা, মানুষের মৌলিক অধিকার পূরণে নিশ্চয়তা দান ও এভাবে জান মাল ইজ্জত সম্মানের নিরাপত্তা বিধান করা। বিশৃংখলাকারীদের বিরুদ্ধে হুদুদ তথা দণ্ডবিধি জারি করা। এ জন্য নামায সম্পর্কে আল কুর'আনে বলা হয় :

اننى انا الله لا اله إلا انا فاعبدنى واقم الصلاة لذكرى -

নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ, আমি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। অতএব আমারই 'ইবাদত কর, আমার স্মরণে নামায আদায় কর।[২৭]

আরো বলা হয় :

ان الصلوة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون -

---

[২৫]. সূরা শু'আরা : ২১৪-২১৫।

[২৬]. সূরা আন'আম : ৫১-৫২।

[২৭]. সূরা তাহা : ১৪।

নিশ্চয় নামায বিরত রাখে নির্লজ্জতা ও নিন্দিত বিষয় হতে, আর আল্লাহকে স্মরণ করাই বড় ব্যাপার। তোমরা যা করছ আল্লাহ তা জানেন।[২৮]

সিয়াম বা রোযা সম্পর্কে বলা হয় :

يايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون -

হে ঈমানদারগণ, তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে যেরূপ ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর, যেন তোমরা তাক্ওয়া, পরহেযগারী অর্জন করতে পার।[২৯]

আল্লাহর ওয়াস্তে সদকা, দান-খয়রাত ও যাকাত সম্পর্কে বলা হয় :

خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلوتك سكن لهم والله سميع العليم -

তাদের মালামাল থেকে যাকাত দান গ্রহণ কর যাতে তুমি সেগুলোকে পবিত্র করতে এবং সেগুলোকে বরকতময় করতে পার এর মাধ্যমে। তুমি তাদের জন্য দু'আ কর, নিঃসন্দেহে তোমার দু'আ তাদের জন্য সান্ত্বনাস্বরূপ। বস্তুত আল্লাহ সবকিছুই শোনেন ও জানেন।[৩০]

হজ্জ সম্পর্কে বলা হয় :

ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله فى ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام فكلوا منها واطعموا البائس الفقير –

যাতে তারা তাদের কল্যাণের স্থান পর্যন্ত পৌছে এবং নির্দিষ্ট দিনগুলোতে আল্লাহর নাম স্মরণ করে তাঁর দেয়া চতুষ্পদ জন্তু যবেহ করার সময়। অতঃপর তোমরা তা থেকে আহার কর এবং দুস্থ-অভাবগ্রস্তকে আহার করাও।[৩১]

অপরাধ প্রতিরোধে দণ্ডবিধি কিসাস সম্পর্কে বলা হয় :

ولكم فى القصاص حيوة ياولى الألباب لعلكم تتقون -

হে বুদ্ধিমানগণ, কিসাস কার্যকর করার মধ্যে তোমাদের জীবন নিহিত, যাতে তোমরা তাক্ওয়া অর্জন করতে পার।[৩২]

এমনি এ যমীনে অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানসহ মানবীয় মৌলিক চাহিদা পূরণের সুব্যবস্থা থাকার কথাও আল কুর'আনে এসেছে, যা প্রথম মানব আদম 'আ.-এর যুগ থেকেই সকল দা'ওয়াতী কার্য পরিক্রমায় চলমান ছিল। আল্লাহ তা'আলা আদম 'আ.কে পৃথিবীতে প্রেরণের পূর্বেই তার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন করে তার করণীয় বুঝিয়ে দিয়েছেন। এ আয়াতে উল্লেখ করা হয় :

إن لك الا تجوع فيها ولا تعرى وانك لا تظمؤا فيها ولا تضحى –

তোমাকে এই দেয়া হল, তুমি ক্ষুধার্ত হবে না এবং বস্ত্রহীন হবে না এবং পিপাসায় ভুগবে না, রৌদ্রেও কষ্ট পাবে না।[৩৩]

অন্য স্থানে আদম ও তাঁর স্ত্রী হাওয়া– উভয়কে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين –

আর ওখান থেকে যা চাও সেখান থেকে তা পরিতৃপ্তিসহ আরামে ভক্ষণ কর। কিন্তু গাছটির নিকটবর্তীয় হয়ো না, অন্যথায় তোমরা যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।[৩৪]

এ আয়াতে কয়েকটি বিষয় স্থান পেয়েছে।

---

২৮. সূরা 'আনকাবূত : ৪৫।

২৯. সূরা বাকারা : ১৮৩।

৩০. সূরা তাওবা : ১০৩।

৩১. সূরা হজ্জ : ২৮।

৩২. সূরা বাকারা : ১৭৯।

৩৩. সূরা তাহা : ১১৮-১১৯।

৩৪. সূরা বাকারা : ৩৫।

১. 'পরিতৃপ্তি ও আরামপ্রদ' বলে চিকিৎসা ব্যবস্থার কথা বলা হয়। কারণ পরিমিত ও তৃপ্তিদায়ক খাবারের ব্যবস্থা না থাকলেই বিভিন্ন রোগ বালাই আক্রমণ করে। রোগ নিরাময় ও স্বাস্থ্যকার পরিবেশ বিধানের মাধ্যমে আরামপ্রদ করাই চিকিৎসার মূল লক্ষ্য।

২. 'যেখান থেকে যা চাও' বলে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা দেয়।

৩. নির্দিষ্ট একটি গাছের কাছে যেতে নিষেধ করার দ্বারা তাদের কারণেই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দিকে ইঙ্গিত করা হল।

এভাবে মানব কল্যাণধর্মী অর্থনৈতিক ও স্বাস্থ্যগত ব্যবস্থাদির প্রসঙ্গে উক্ত আয়াতে নির্দেশমালা প্রদান করা হয়। যা সকল মানগোষ্ঠীর সকল যুগে প্রয়োজন।

চার. জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার মাধ্যমে শিক্ষা সংস্কৃতি ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন সাধনে কাজ করা। যাতে সমাজের সকলেই জ্ঞানালোকে আলোকিত হতে পারে। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিশুদ্ধতা অর্জন করতে পারে। চারিত্রিক উৎকর্ষ লাভ করতে পারে। উন্নতর সভ্যতা গড়ে তোলার জন্য উন্নত প্রযুক্তি, কৌশলাদি এবং উপকরণাদি উদ্ভাবন ও ব্যবহার করতে পারে। এ জন্য মহানবী সা.-এর রিসালাতের মৌলিক দায়িত্ব ব্যাখ্যায় আল কুর'আনে ইরশাদ হয়েছে–

هو الذى بعث فى الأميين رسو لا منهم يتلوا عليهم ايته ويزكيهم ويعلمهم الكتب و الحكمة
و ان كانوا من قبل لفى ضلل مبين -

> তিনিই নিরক্ষরদের মধ্য থেকে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের কাছে পাঠ করেন তার আয়াতসমূহ, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং শিক্ষা দেন কিতাব ও হিকমত। ইতোপূর্বে তারা ছিল ঘোর পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত।[৩৫]

তাই মহানবী সা. ছিলেন জগতের শিক্ষক। তিনি বলেছিলেন– بعثت معلما 'আমাকে শিক্ষক হিসেবে পাঠানো হয়েছে।[৩৬] তিনি ছিলেন উন্নত চরিত্রের, উন্নত আদর্শের (Standered) মডেল ও রূপকার। রাসূল সা. আরো বলেন– بعثت لا تمم مكارم الاخلاق 'চারিত্রিক উৎকর্ষের উচ্চমার্গের পরিপূরণ বিধানের জন্যই আমি প্রেরিত।[৩৭]

তাইতো ধ্বংসম্মূখ দিশেহারা মানবজাতির ত্রাণকর্তা ও রহমত হিসেবে তিনি এ ধরাধামে এসেছিলেন। আল্লাহ বলেন :

وما ارسلنك الا رحمة للعالمين -

> গোটা জগতের একমাত্র রহমত স্বরূপই আপনাকে রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছি।[৩৮]

তিনি শুধু শক্তিবলে বা কর্তৃত্বের অধিকারী কিংবা বিত্তশালীদের জন্য নন অথবা 'আরবদের জন্য কিংবা সাদা কি লাল রংয়ের মানুষের জন্য নন। তিনি কিয়ামত পর্যন্ত গোটা মানবজাতির জন্য। অর্থাৎ স্থান কাল পাত্র ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলের জন্য শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত থাকবে। আল কুর'আনে ইরশাদ হয়েছে :

وما ارسلنك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا –

> আপনাকে গোটা মানবজাতির নিকট সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি।[৩৯]

পাঁচ. পৃথিবীতে খিলাফতের দায়িত্ব পালন করা অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা মানব সভ্যতা বিকাশ ও উন্নয়নের জন্য পৃথিবী আবাদ করতে এ দুনিয়ায় অন্যান্য জীবের তুলনায় মানব জাতির বিশেষ যোগ্যতা ও প্রতিভা দান করেছেন। সমাজবদ্ধ জীবন যাপনের কিছু স্বাভাবিক প্রেরণা প্রবলভাবে তার ভেতরে প্রোথিত করেছেন। যাতে মানুষ তাদের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর দেয়া

---

[৩৫] সূরা জুম'আ : ২।

[৩৬] সুনান ইবন মাজা, মুকাদ্দামা।

[৩৭] মুসনাদে আহমদ ও মুয়াত্তা ইমাম মালিক।

[৩৮] সূরা আম্বিয়া : ১০৭।

[৩৯] সূরা সাবা : ২৮।

নিয়মানুসারে সেগুলো বিকাশ ঘটিয়ে সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছাকে রূপায়ন করতে পারে। এটাই খিলাফত বা কর্তৃত্বের প্রতিনিধিত্ব। তাই এ খিলাফতের ধারণা অনুযায়ী একদিকে তারা সার্বভৌম শক্তির অধিকারী আল্লাহর বান্দা তথা আনুগত্যকারী ও প্রেমপিয়াসী ইবাদতকারী, অন্যদিকে আল্লাহ প্রদত্ত কর্তৃত্ব বলে তারাও পৃথিবীতে কর্তৃত্বাধিকারী। সংক্ষেপে, একদিকে বান্দা, অন্যদিকে রাজা। মানুষ আল্লাহকে খুশী করার জন্য তার নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করবে। একমাত্র তারই কাছে প্রার্থনা করবে, সাহায্য চাইবে। তার দেয়া আইন মেনে চলবে। অন্য দিকে আল্লাহ প্রদত্ত প্রতিভা ও বিধি বিধানের আলোকে পৃথিবীতে গোটা সৃষ্টিকূলের আনুগত্য ও সেবা ভোগ করবে। প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে নতুন নতুন বিষয় ও বস্তু আবিষ্কার করবে। এবং মানব কল্যাণসহ সৃষ্টিকুলের কল্যাণে ব্যবহার করবে। আর প্রাকৃতিক একই নিয়মের আলোকে পরস্পর শৃঙ্খলা বিধান করবে, ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করবে। এ মর্মে আল কুর'আনে ইরশাদ হয়েছে :

هو الذى جعلكم خلائف الارض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما اتاكم –

তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছেন এবং একে অন্যের উপর মর্যাদা সমুন্নত করেছেন, যাতে তোমাদেরকে এ বিষয়ে পরীক্ষা করেন, যা তোমাদেরকে দিয়েছেন।[৪০]

ইবন কাসীর এর ব্যাখ্যায় বলেন :

جبل اى جعل تعمرونها جيلا بعد جيل وقرن بعد قرن وخلق بعد سلف-

তোমাদেরকে পৃথিবী আবাদকারী হিসেবে বানিয়েছেন। প্রজন্ম প্রজন্মান্তরে, যুগ যুগান্তরে, পরবর্তীগণ পূর্ববর্তীগণের পরে।[৪১]

জামালুদ্দীন কাসেমী এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন :

تختبركم فى الذى انعم به عليكم من العلم والقوة والجاه والمال والسلطان كيف تتصرفون فيه –

ইলম, শক্তিমত্তা, যশ-খ্যাতি, ধন-সম্পদ ও কর্তৃত্ব যা কিছু নিয়ামত তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন, সে সবের ব্যাপারে তোমাদেরকে পরীক্ষা করা হবে ... তোমরা এগুলো কিভাবে ব্যবহার করেছ তা সম্পর্কে।[৪২]

উপরোক্ত আয়াত ও তার ব্যাখ্যাকার দ্বয়ের মন্তব্যে বুঝা যায়, ঐ খিলাফত প্রাকৃতিক জগতে সুদূরপ্রসারী মহান দায়িত্বসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করে। এটা মানব সভ্যতার বর্তমান ভবিষ্যত অবস্থার জন্য তেমনি এক উন্মুক্ত প্রকল্প, যা মানুষকে তার পরিবেশ পরিসীমা ও প্রভূত সম্ভাবনা অনুসারে পরিচালিত করে। আর এর আলোকে এ বিশ্বে এ মানব সভ্যতার এক স্টান্ডার্ডে পৌঁছাতে সহায়তা করে ও প্রতিষ্ঠিত করে, যা তার জন্য সামঞ্জস্যশীল ও কল্যাণকর।[৪৩]

আর ঐ ধরনের খিলাফত লাভ দু'টি প্রধান দিক ব্যাপী নিরূপিত হয়।

এক. প্রকৃতি জগতকে অনুগত করা ও এর সেবা লাভ করা ও তা উন্নত পৃথিবী নির্মাণ করার কাজে সুষ্ঠু ব্যবহার করা। আর তা সভ্যতার বিভিন্ন দিক উন্নয়নে এসব দিকের মাঝে বৈজ্ঞানিক, ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক, প্রযুক্তিগত উপকরণাদি এবং স্থাপত্য, নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষামূলক সরঞ্জামাদি ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এসব দিকে বিভিন্ন রকম নিয়ম উদ্ভাবন ও ব্যবহার নিশ্চিত করা দা'ঈর লক্ষ্যসমূহের অন্তর্গত। আর কুর'আনে পৃথিবীতে ঐ ধরনের খিলাফতের বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। যেমন– আল্লাহর বাণী :

---

[৪০] সূরা আন'আম : ১৬৫।

[৪১] ইবন কাসীর, *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম*, বৈরুত : দারুল মারিফা, তা.বি, ৩খ, পৃ ১৪২।

[৪২] জামালুদ্দীন কাসেমী, *মাহাসিনুত তা'বীল*, কায়রো : মাতবা'আ 'ঈসা আল হালাবী, তা.বি, ৪খ, পৃ ৮১৩।

[৪৩] শায়খ তায়্যিব বারগূছ, *মানহাজুন্নবী ফি হিমায়াতিদ দা'ওয়াহ*, ভার্জিনিয়া : আল মাহাদুল 'আলামী লিল ফিকরিল ইসলামী, ১৪১৬ হি, পৃ ১০৯।

هو انشأكم من الارض واستعمركم فيها -

তিনিই যমীন হতে তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, তন্মধ্যে তোমাদেরকে বসত দান করেছেন।[৪৪]

সব রকমের সম্পদ খিলাফতের দায়িত্ব সম্পর্কে বলা হয় :

وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه —

আর তিনি তোমাদের যা কিছুর উত্তরাধিকারী করেছেন তা থেকে খরচ কর।[৪৫]

উল্লেখ্য, ধন দৌলত, মেধা শক্তিসহ যা কিছু খিলাফতের জন্য প্রয়োজন, সবকিছু থেকে খরচ করতে হবে নিজের জন্য এবং অপরের জন্যও। এভাবে গোটা পৃথিবী মানুষের অনুগত করে দেয়া হয়েছে বলে আল কুর'আনে ঘোষণা করা হয়েছে :

الم تر ان الله سخر لكم ما فى الارض -

তুমি কি দেখ না, নিশ্চয় আল্লাহ পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন।[৪৬]

যমীনকে মানুষের জন্য কতটুকু বাসযোগ্য করেছেন, কতটুকু চন্দ্র সূর্য ও আবহাওয়া, নদ-নদী, সাগর সৈকত, পাহাড় পর্বত স্থাপন করে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করেছেন, তা অন্য কোন গ্রহে বা উপগ্রহে না গেলে অনুধাবন করা যাবে না। আধুনিক যুগে চন্দ্র ও মঙ্গল গ্রহের তথ্যাদি জেনে বিজ্ঞানীরা শুধু বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। এমনকি কোটি নিয়ামতে ভরপুর শুধু যমীন নয়; বরং আসমান যমীন উভয়কেই মানুষের অধীন হিসেবে দেখা হয় বলে আল কুর'আনে একটি ঘোষণা আছে :

الم تروا ان الله سخر لكم ما فى السموات وما فى الارض واسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة -

তোমরা কি দেখ না, আল্লাহ আসমানসমূহ ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করে দিয়েছেন এবং তোমাদের প্রতি তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য নিয়ামতসমূহ পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন।[৪৭]

অতএব আসমান যমীনে প্রতিষ্টিত নিয়ম কানুন আল্লাহ প্রদত্ত। তার রহস্য জানতে হবে, বের করতে এবং জীবন প্রণালীতে তা ব্যবহার করে মানব সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এটাও দা'ওয়াতের লক্ষ্য ও দা'ঈর কর্তব্য। কারণ ঐ সব কিছু আল্লাহর। দা'ঈর সম্পর্ক সে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার সাথে। এ প্রকৃতি জগতে ঐ ধরনের খিলাফতে দা'ঈর যত অধিকার রয়েছে, একজন নাস্তিকের তত নেই। তাই শুধু অধিকার দাবী করলেই চলবে না; বরং এ লক্ষ্যে কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে। এটাই ইসলামী দা'ওয়াতের চাওয়া।

দুই. লোক সমাজকে সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনা ও নেতৃত্বদান। যাতে তাদের জীবনে আল্লাহ প্রদত্ত বিধি বিধান বাস্তবায়ন করা যায়। আর সেই বিধানগুলো বিশ্ব চরাচরের বিশাল প্রাকৃতিক নিয়মেরই অংশবিশেষ এবং এর সাথে সামঞ্জস্যশীল। দা'ঈগণকে আল্লাহর পক্ষ থেকে যমীনে ঐ ধরনের খিলাফত প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। তাই এ লক্ষ্যে কাজ করতে হবে। এ মর্মে ইরশাদ হয়েছে :

وعد الله الذين امنوا منكم و عملوا الصلحات ليستخلفهم فى الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذى ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدوننى ولا يشركون بى شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفسقون -

তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদেরকে ওয়াদা দিয়েছেন যে, তাদেরকে অবশ্যই পৃথিবীতে শাসনকর্তৃত্ব দান করবেন। যেমন তিনি শাসনকর্তৃত্ব দান করেছেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই সুদৃঢ় করবেন তাদের ধর্মকে, যা তিনি

---

[৪৪] সূরা হুদ : ৬১।

[৪৫] সূরা হাদীদ : ৭।

[৪৬] সূরা হজ্জ : ৬৫।

[৪৭] সূরা লুকমান : ২০।

> তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে অবশ্যই তাদেরকে শান্তি দান করবেন। তারা আমার 'ইবাদত করবে এবং আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না। এরপর যারা অকৃতজ্ঞ হবে, তারাই অবাধ্য।[৪৮]

এ ধরনের খিলাফত সম্পর্কে হযরত দাউদ 'আ.কে সরাসরি বলা হয় :

> يا داود انا جعلناك خليفة فى الارض فاحكم بين الناس بالحق -
>
> হে দাউদ, আমি তোমাকে পৃথিবীতে খলিফা নিয়োগ করেছি। অতএব মানুষের মাঝে সত্যের মাধ্যমে হুকুমত চালাও।[৪৯]

আল্লাহ তাঁর নবীগণকে পাঠিয়ে তাদের দ্বারা উপরোক্ত দু'টি দিকের সমন্বয় ঘটানোর ব্যবস্থা করেন। তাই তারা উভয় দিকে তাদের খিলাফতের দায়িত্ব পালন করতেন। এ জন্য দেখা যায়, হযরত নূহ 'আ. প্রথম নৌকা তৈরী করেন, ইবরাহীম 'আ. যুক্তিবিদ্যার উৎকর্ষ সাধন করেন। হযরত ইউসুফ 'আ. অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করে মিসরবাসীকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা করেন। মূসা 'আ. রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে তুলে নির্যাতিত নিস্পেষিত ইসরা'ঈল জাতিকে ফির'আউনের নাগপাশ থেকে মুক্ত করেন, পৌত্তলিকদের হাত থেকে বায়তুল মুকাদ্দাস উদ্ধারের লক্ষ্যে যুদ্ধ করেন এবং সিনাইতে রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। হযরত দাউদ 'আ. সমরাস্ত্র হিসেবে বর্ম নির্মাণ ও ব্যবহার করেন। সুলায়মান 'আ. তামা ও সীসা ব্যবহার করেন। 'ঈসা 'আ. চিকিৎসা ও সমাজ সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। মহানবী হযরত মুহাম্মদ সা. আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পাশাপাশি অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামরিক ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের পদক্ষেপ নিয়ে কার্যকর করেছিলেন এবং সকল ক্ষেত্রে রাব্বানী হিদায়াতের আলোকে সংস্কার এনেছিলেন। তাই আম্বিয়া কিরামদের পাঠানোর লক্ষ্য বর্ণনায় আল্লাহ তা'আলা বলেন :

لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتب، والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله قوى عزيز -

> আমি আমার রাসূলগণকে সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ প্রেরণ করেছি এবং তাদের সাথে অবতীর্ণ করেছি কিতাব ও ন্যায়নীতি, যাতে মানুষ ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে। আর আমি নাযিল করেছি লৌহ, যাতে আছে প্রচণ্ড রণশক্তি এবং মানুষের বহুবিধ উপকার। এটা এ জন্য যে, আল্লাহ জেনে নেবেন কে না দেখে তাঁকে ও তাঁর রাসূলগণকে সাহায্য করে। আল্লাহ শক্তিধর, পরাক্রমশালী।[৫০]

উপরোক্ত বিষয়সমূহ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যার উপর ইসলামের সুউচ্চ অট্টালিকা নির্মাণ করা হয়েছে। একমাত্র এগুলো দ্বারাই সমস্যা জর্জরিত পৃথিবীকে বাঁচানো সম্ভব। অন্যথায় মানব সভ্যতায় দেখা দেবে সংকট, বিপর্যয়, অবশেষে ধ্বংস। যেমন আজকের বিশ্বের অবস্থা। মূলত, বস্তুগত তথা অর্থনৈতিক উন্নয়ন, মানবিক উন্নয়ন ও নৈতিক উন্নয়ন সম্বলিত যে ধারাটি দা'ওয়াতে ইসলাম গ্রহণ করেছে, তার মাধ্যমেই একমাত্র মানবতা রক্ষা পেতে পারে সমূহ ধ্বংসলীলা থেকে।

মোটকথা, মানব কল্যাণে গৃহীত ইসলামের সকল লক্ষ্যের মাঝেই দা'ওয়াতে ইসলামের লক্ষ্যসমূহ নিহিত। উন্নত রাষ্ট্র, সুদৃঢ় ব্যবস্থাপনা ও সার্বিক অগ্রগতি, প্রগতি এবং সুখ সমৃদ্ধি অর্জনে উপরোক্ত প্রতিটি লক্ষ্যের কার্যকরী প্রভাব বিদ্যমান।

এমনিভাবে দা'ওয়াতে ইসলামের এ মৌলিক লক্ষ্যের উপর অনেক লক্ষ্য অর্জন নির্ভরশীল। উপরোক্ত লক্ষ্যসমূহ ছাড়া আরো অনেক লক্ষ্য আছে। তবে মানব জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল লক্ষ্য ঘুরে ফিরে উপরোক্ত বিষয়সমূহের দিকেই প্রত্যাবর্তন করে। সে সব লক্ষ্যে দা'ওয়াতী কার্যক্রম পরিচালিত হয় আদর্শ মুসলিম ব্যক্তি, আদর্শ পরিবার ও আদর্শ সমাজ গড়ার জন্য। আর এ সবক'টি লক্ষ্য মানব জীবনে পরম দায়িত্বের অভিব্যক্তি, সকল কল্যাণকর বিষয়কে কেন্দ্র করে এবং এ জীবনে ইসলামের

---

[৪৮] 'সূরা নূর : ৫৫।

[৪৯] সূরা সোয়াদ : ২৬।

[৫০] সূরা হাদীদ : ২৫।

লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়ন কল্পে। যা বাস্তবায়িত হবে ক্রমান্বয় নীতি অবলম্বনে। সবগুলো একই সাথে বা হঠাৎ করে নয়।

'আলিম তথা সমাজ বিশেষজ্ঞগণ উপরোক্ত লক্ষ্যসমূহকে তিনটি স্তরে বিভক্ত[৫১] করেছেন।

ক. অত্যাবশ্যক (Fundamental needs) : যে বিষয়গুলো গোটা জাতির অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য অতি প্রয়োজন। যেগুলো ছাড়া সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়, এগুলোর কোন একটি বাদ গেলেই গোটা সমাজ বিচ্যুত হয়ে যেতে পারে কিংবা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে পারে। ধ্বংস হতে পারে সমাজ সভ্যতা। আর ঐ ধরনের বিষয় হল ৫টি।

১. দ্বীন তথা আল্লাহ্ প্রদত্ত বিধি বিধানের হিফাযত।

২. জীবনের হিফাযত।

৩. 'আকল-এর হিফাযত।

৪. বংশ ধারার হিফাযত।

৫. ধন-সম্পদের হিফাযত।

এগুলোই দুনিয়ার ভিত্তিস্তম্ভ ও প্রধান নিয়ামক, মানুষ যার উপর নির্ভর করে জীবনযাপন করে। অন্যথায় তার যথোপযুক্ত পরিবেশে কাঙ্খিত সুখ সমৃদ্ধিপূর্ণ জীবন লাভ করা সম্ভব হবে না।[৫২]

মানব জীবনের প্রাথমিক প্রচেষ্টসমূহ ঐ মৌলিক দিকগুলোকে কেন্দ্র করেই পরিচালিত হয়। এ লক্ষ্যসমূহ অর্জনের দ্বারা সে টিকে থাকে এবং বিভিন্ন দুঃখ-বেদনা ও ক্ষতি থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে। এর প্রয়োজনে তৈরী হয় আইন ও সংবিধান। রচনা করে বিভিন্ন প্রকল্প ও পরিকল্পনা। যার দ্বারা ঐ বিষয়গুলো জীবনে বাস্তবায়িত হয় এবং এগুলোর নিরাপত্তা অর্জিত হয়।[৫৩]

খ. প্রয়োজনীয় (Neccessaries) : এটি এমন বিষয় বা বস্তু, যার উপর উপরোক্ত পাঁচটি স্তম্ভ রক্ষা করা নির্ভরশীল নয়। তবে জীবন যাত্রায় কষ্ট লাঘব করে সমস্যা সমাধানে সহজ হয়। বিচরণের পথ প্রশস্ত করে। যেমন বৃষ্টি থেকে রক্ষার জন্য ছাতা। এমনিভাবে স্বাধীনতা, সাম্য, ভ্রাতৃত্ব, বন্ধুত্ব, দ্রুত যোগাযোগের জন্য পরিবহন ব্যবস্থা, উৎসবাদি উদযাপন ইত্যাদি। এ ধরনের বিষয় বা বস্তুর অনুপস্থিতিতে গোটা জীবন অচল বা ধ্বংস হয়ে যাবে না, তবে জীবনযাত্রা কষ্টকর হবে এবং কিছুটা সংকটাপন্ন করতে পারে। অবমুক্ত পরিবেশ সৃজনে বাধাগ্রস্ত করবে।

এ দ্বিতীয় পর্যায়ে মানুষের আধ্যাত্মিক, বস্তুতান্ত্রিক সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে মানব প্রচেষ্টা নিয়োজিত হয়। ইসলামের একজন দা'ঈও তাই করবেন। যাতে মানুষের কষ্ট, দুঃখ-দুর্দশা বিদূরিত হয় বা অন্তত লাঘব হয়। মানুষ যেন হালাল ও পূত পবিত্র বস্তু ও বিষয় দ্বারা জীবন অতিবাহিত করতে পারে। তাদের স্বাধীনতা, সাম্য ও সৌহার্দপূর্ণ অবস্থায় তারা স্বস্তিতে জীবন যাপন করতে পারে। তাদের মানবাধিকারের সংরক্ষিত ও বাস্তবায়িত হয়। সামাজিক ঐক্য, সংহতি, বন্ধুত্ব ও বিনিময় ব্যবস্থা সুদৃঢ় হয়।

গ. পরিপূরক ও সৌন্দর্যবর্ধক (Zellerment and Complementary) : ঐসব বস্তু ও বিষয়, যা জীবনযাত্রার মান আরো উন্নত ও সহজতর করে। জীবন যাপনে উন্নত সংস্কৃতি ও উচ্চমার্গের আমল আখলাক গ্রহণ ও চর্চায় সহায়তা দেয়। এভাবে উন্নত ও কল্যাণকর সমাজ সভ্যতা গড়ে তোলে। যেমন সুন্দর পোশাক, আরামপ্রদ যানবাহন, মনোরম বাসস্থান ও চিত্তবিনোদনে উন্নত নৈতিকতাপূর্ণ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ইত্যাদি।

---

[৫১] শাতবী, *আল মুওয়াফিকাত ফী উসূলিশ শরী'আ*, বৈরুত : দারুল মারিফা, তা.বি, ২খ, পৃ ৮-১০।

[৫২] শায়খ মুহাম্মদ আবু যাহরা, *উসূলুল ফিক্হ*, কায়রো : দারুল ফিকরিল 'আরাবী, তা.বি, পৃ ২৭৮, ৩৮০।

[৫৩] প্রাগুক্ত।

মোটকথা, এ বিষয়গুলো ইসলামী দা'ওয়াতের সাথেও সংশ্লিষ্ট। এগুলোর মাঝে যা শরী'অতের পরিপন্থী নয়; বরং নির্দেশিত ও কাম্য, তা দা'ঈ চিহ্নিত করবেন এবং উপরোক্ত স্তর ও পর্যায় অনুসরণ করে সমাজে ক্রমান্বয়ে বাস্তবায়নের চেষ্টা করবেন। এভাবে দা'ওয়াতের বিভিন্ন পর্যায়ে দা'ওয়াতের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে অগ্রসর হবেন। হয়তো একটাকে অন্যটার উপর প্রাধান্য দেয়া যেতে পারে কিংবা পরিকল্পনাগত কারণে আগপিছ করা যেতে পারে। তবে তা করতে হবে মানব জীবনে ইসলামের মাক্‌দাস তথা পরম লক্ষ্যসমূহকে বিবেচনায় এনে। এ মর্মে ইরশাদ হয়েছে :

والذين إن مكنهم فى الارض اقاموا الصلوة وات الزكوة وامرو بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الامور -

> তারা এমন লোক যাদেরকে আমি পৃথিবীতে শক্তি সামর্থ দান করলে তারা নামায কায়েম করবে, যাকাত দেবে এবং সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করবে। প্রত্যেক কর্মের পরিণাম আল্লাহর এখতিয়াভুক্ত।[৫৪]

দা'ওয়াতে ইসলামের স্তম্ভ চতুষ্টয় : দা'ওয়াতের অর্থ হল কোন কিছুকে অন্যের নিকট পেশ করা। সুতরাং দা'ওয়াতের জন্য একই বিষয়বস্তু থাকা এ বিশ্ব যে কোন ধরনের দা'ওয়াতই হোক না কেন এটা চারটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়।

১. দা'ওয়াত দানকারী দা'ঈ।
২. দা'ওয়াত গ্রহীতা বা দা'ওয়াতকৃত ব্যক্তি ও ব্যক্তি সমষ্টি।
৩. দা'ওয়াতের বিষয়বস্তু।
৪. দা'ওয়াতের পদ্ধতি ও মাধ্যম।

এ চারটি দিক নিয়েই এখানে আলোচনার অবতারণা।

---

[৫৪] সূরা হজ্জ : ৪১।

অধ্যায় : চার

দা'ওয়াতে ইসলাম : গুরুত্ব ও তাৎপর্য

মানব জাতির জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে দেয়া দায়িত্ব। যুগে যুগে সকল নবী আ. সে দা'ওয়াত নিয়েই এসেছিলেন। আখেরী নবী মুহাম্মদ সা.-এর সময়ে মহান আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন তাঁর কালাম আল-কুর'আনের মাধ্যমে সেই দা'ওয়াতই রেখেছেন সৃষ্টিকুল সেরা মানব জাতির উদ্দেশ্যে। আর মহানবী সা.-এর উম্মত হিসেবে সকল মুসলমানকেই সেই কুর'আনী সওগাত পৌঁছাতে কাজ করতে হবে।

মানব জীবনে দা'ওয়াতে ইসলামের গুরুত ও তাৎপর্য্য অপরিসীম। কারণ এর মাধ্যমেই সমাজ সত্যতা সম্পর্কে অবহিত হয় এবং সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এর মাধ্যমে সৎকাজের নির্দেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করার মহান কাজটি সম্পন্ন হয়, সুকৃর্তির চর্চা হয় এবং দুষ্কর্ম ও অপসংস্কৃতি অপসারিত হয়। সুতরাং দা'ওয়াতে ইসলাম মানব জীবনের সাথে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত।

দা'ওয়াতে ইসলামের গুরুত্ব

আল্লাহ তা'আলার দিকে দা'ওয়াত দেয়া অফুরন্ত সওয়াবের কাজ। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال اننى من المسلمين -

> কথায় কে উত্তম ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা যে আল্লাহর প্রতি মানুষকে আহবান করে এবং সৎকর্ম করে আর বলে, আমি তো অনুগতদের অন্তর্ভুক্ত।[১]

এ পৃথিবীতে মানুষ যা কিছু আমল করে তার মধ্যে সবচেয়ে উত্তম আমল হচ্ছে; পথহারা মানুষকে আল্লাহর পথে সত্যের পথে আহবান করা। নবী ও রাসূলের এটাই ছিল প্রধান কাজ। কুর'আন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে :

ولقد بعثنا فى كل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت -

> আল্লাহর 'ইবাদত করার জন্য ও তাগূতকে বর্জন করার জন্য আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যেই একজন করে রাসূল প্রেরণ করেছি।[২]

দা'ওয়াতে ইসলামের মূল কাজই হচ্ছে আল্লাহর 'ইবাদত করার জন্য মানুষকে আহবান করা, আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করা থেকে লোকদেরকে বিরত রাখা। সহীহ হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে–

عن ابى هريرة قال قال رسول الله (صـ) من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا ومن دعا الى ضلالة كان عليه من الاثم مثل اثام من تبعه لاينقص ذلك من اثامهم شيئا -

> হযরত আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি মানুষকে হিদায়াত বা কল্যাণের আহবান করবে, সে হিদায়াতের অনুসারী ব্যক্তির সমান নেকী পাবে। এতে হিদায়াত প্রাপ্ত লোকদের নেকীতে সামান্যতম ঘাটতি হবে না। আর যে ব্যক্তি গুনাহ বা গোমরাহীর দিকে আহবান করবে, সে ব্যক্তিকে গোমরাহীর অনুসারীদের সমান গুনাহ দেয়া হবে। এতে ঐ লোকদের গুনাহে কোন প্রকার ঘাটতি হবে না।[৩]

---

[১] সূরা হা-মীম আস্ সাজদা : ৩৩।

[২] সূরা নাহল : ৩৬।

[৩] *মিশকাত শরীফ*, সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা অধ্যায়, হাদীস : ১৫০, পৃ ২৯। আরো দ্র. *সহীহ মুসলিম, আবূ দাউদ*, তিরমিযী।

বস্তুতঃ দা'ওয়াত দিতে হবে নেকী ও পূণ্যের কাজে; তাহলে সে নেকীর একাংশ পাবে, আর অন্যায়ের দিকে আহবান করলে গুনাহের একাংশ তাকেও বহন করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

وتعاونوا على البر والتقوى ولاتعاونوا على الاثم والعدوان -

> সৎকর্ম ও তাকওয়ায় তোমরা পরস্পর সাহায্য করবে এবং পাপ ও সীমালংঘনে একে অন্যের সাহায্য করবে না।[৪]

হাদীস শরীফে দা'ওয়াতের গুরুত্ব সম্পর্কে আরো এসেছে :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغدوة فى سبيل الله أو روحة فى سبيل الله خير من الدنيا و ما فيها-

> রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন, আল্লাহর পথে (দা'ওয়াতের উদ্দেশ্য) একটি সকাল ও সন্ধ্যা (ব্যয় করা) দুনিয়া ও দুনিয়াতে যা কিছু আছে তার চেয়ে উত্তম।[৫]

عن ابن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ اوعى له من سامع -

> হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সা.-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা সেই ব্যক্তির মুখ উজ্জ্বল করুন, যে আমার কোন হাদীস শুনেছে এবং যেভাবে শুনেছে সেভাবেই তা অপরের নিকট পৌঁছিয়েছে। কেননা অনেক সময় যাকে পৌঁছানো হয়, সে ব্যক্তি শ্রোতা অপেক্ষা অধিক রক্ষণাবেক্ষণকারী বা জ্ঞানী হয়ে থাকে।[৬]

রাসূল সা. ইরশাদ করেন :

والله لان يهدى الله بك رجلا واحدا خيرلك من حمر النعم -

> আল্লাহর কসম, যদি তোমার দ্বারা আল্লাহ তা'আলা একজন লোককে হিদায়াত দান করেন, তাহলে তোমার জন্য লাল উট কুরবানী করার চেয়েও উত্তম হবে।[৭]

এক সময় 'আরব দেশে লাল উটের খুবই মূল্য ও কদর ছিল। মুহাদ্দিসগণ বলেন, এর মর্মার্থ হচ্ছে তাকে অধিক সওয়াব দেয়া হবে, যা সর্বোত্তম সম্পদের সমতুল্য।[৮]

পৃথিবীতে এমন কোন জাতি নেই, যাদের নিকট নবীগণ দা'ওয়াতে ইসলামের দায়িত্ব পালন করেন নি। ইরশাদ হয়েছে : ولكل قوم هاد

> প্রত্যেক জাতির জন্য হিদায়াতকারী রয়েছেন।[৯]

দা'ওয়াতের কাজটি এতই গুরুত্বপূর্ণ যে তা সকল যুগে আল্লাহ তা'আলা চালু রেখেছেন। এ প্রসঙ্গে নবী কারীম সা.-এর বিদায়ী হজ্জের ভাষণে দা'ওয়াতের কথা সবশেষে উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন :

فليبلغ الشاهد الغائب -

> হে উপস্থিত সাহাবীরা, তোমরা আমার অনুপস্থিত উম্মতের নিকট আমার দা'ওয়াত পৌঁছে দেবে।[১০]

নবী করীম সা. এ নির্দেশ পালনের জন্য সোয়া লক্ষ সাহাবীর মধ্যে লক্ষাধিক সাহাবী দা'ওয়াতে ইসলাম নিয়ে পৃথিবীর প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছে যান। স্বীয় জন্মভূমিতে আর কোন দিন ফিরেও আসেন নি।

ঐতিহাসিকদের মতে ২০ হাজারেরও কম সংখ্যক সাহাবীর কবর জাযীরাতুল 'আরবের মাটিতে রয়েছে, আর প্রায় লক্ষাধিক সাহাবা কিরাম শুয়ে আছেন পৃথিবীর প্রত্যন্ত এলাকায়।

---

[৪] সূরা মায়িদা : ২।

[৫] *সহীহ বুখারী* ও *মুসলিম*, অধ্যায় : জিহাদ।

[৬] *ইবনে মাজাহ, আবূ দাউদ, আহমদ, তিরমিযী* (ইমাম তিরমিযী একে হাসান সহীহ বলেছেন)।

[৭] *আবূ দাউদ*, 'ইলম অধ্যায়, মূল আরবী ২য় খণ্ড, পৃ ৫১৫।

[৮] মাওলানা মোঃ আতাউর রহমান, *কোরআন হাদীসের দৃষ্টিতে দৈনন্দিন জীবনে তাবলীগ*, ঢাকা : আফতাব বুক হাউস, ২০০২, পৃ ৩০।

[৯] সূরা রাদ : ৭।

[১০] আহমদ ও তিরমিযী।

মূলতঃ ইসলামের দা'ওয়াত প্রদান উম্মতের জন্য অতীব জরুরী। আমাদের নবী আখেরী পয়গম্বর। পৃথিবীতে আর কোন রাসূল আগমন করবেন না। ইরশাদ হচ্ছে :

ما كان محمد ابا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين -

> মুহাম্মদ সা. তোমাদের কোন পুরুষের পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহর রাসূল ও শেষ নবী।

দা'ওয়াতে ইসলামের গুরুত্ব সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে :

رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل -

> সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি, যাতে রাসূলগণকে প্রেরণের পর আল্লাহর কাছে আপত্তি করার মত কোন অবকাশ মানুষের জন্য না থাকে (যে, আমরা সত্য জানলাম না, তাই তোমার আদেশ মানতে পারি নি।[১১]

এ আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, মানব জাতির কাছে দা'ওয়াতের মর্মবাণী পৌঁছানোর ব্যাপারে আল্লাহর পক্ষ থেকে যাতে কোন কমতি না থাকে, সেজন্য একদিকে প্রতিটি মানুষকে সৃষ্টির আদিতে আল্লাহর প্রভুত্ব মেনে নেয়ার স্বীকারোক্তি ও অঙ্গীকার আদায় করেছেন, তেমনি অপরদিকে চূড়ান্ত জবাবদিহীর জন্য উপস্থিত হওয়ার পূর্বে রাসূলগণের মাধ্যমেও তাকে তার দায়িত্ব স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। মহাপরাক্রম আল্লাহর দরবারে হাজির হওয়া ও জবাবদিহী করার সময়টি আমাদের কাছে যে কোন মুহূর্তে আকস্মিকভাবেও উপস্থিত হতে পারে।

তাই, কুর'আন ও হাদীসের আলোকে আমাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্যের প্রতি দৃষ্টি দেয়া উচিত। আমরা আখেরী নবীর উম্মত ও শ্রেষ্ঠ উম্মত এবং মধ্যমপন্থী জাতি। দা'ওয়াতের মহান দায়িত্ব পালনে যথাযথ উদ্যোগ এবং চিন্তাভাবনা ও চেষ্টা সাধনা করতে হবে।

মানব প্রকৃতি ও দা'ওয়াতে ইসলাম

মানব সৃষ্টিগত দিকটি লক্ষ্য করলে দেখা যায়, একটি শিশু সত্য মিথ্যা, ভাল মন্দ ইত্যাদি মৌলিক কিছু মূল্যবোধ নিয়েই বেড়ে উঠে। এটা কোথা থেকে পেলো? এরই নাম ফিতরাত। মানব জীবন সত্য গ্রহণের যোগ্যতা তাদের মাঝে নিহিত আছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন :

فطرت الله التى فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله -

> এটা আল্লাহর দেয়া ফিতরাত (স্বভাব প্রকৃতি), যার উপর তিনি মানব সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই।[১২]

সুতরাং এ ফিতরাতের বিকাশ হওয়ার প্রয়োজন আছে। কিন্তু তার সামর্থ্য সংকীর্ণ। সে নিজে নিজে বিকশিত হতে পারে না। তাই আল্লাহ তা'আলা স্বীয় করুণায় মানুষকে পথ দেখালেন তার সেই সুপ্ত শক্তির বিকাশের জন্য, যেন সে কোনদিন আপত্তি না তুলতে পারে। এ জন্যই দা'ওয়াতে ইসলাম।

রাসূলগণের উত্তরসূরী হলেন দা'ওয়াত দানকারীগণ, যাঁরা মানুষের ফিতরাতকে জাগিয়ে তুলবেন। উদাহারণ স্বরূপ এখানে বলা যায়, মানুষের চোখ এবং চোখের দৃষ্টিশক্তি আছে, কিন্তু আলো ছাড়া সে দেখতে পারে না। তেমনি মানব অন্তরে ইসলাম গ্রহণ করার যোগ্যতা বা প্রেরণা থাকলেও কেউ এমনিতেই ইসলাম গ্রহণ করবে না। তাকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। তার সুপ্ত শক্তির বিকাশ সাধন করতে হবে দা'ওয়াতী কাজের মাধ্যমে।

এক কথায় বলতে গেলে আল্লাহ প্রদত্ত রিযক বা খাদ্য ছাড়া যেমন সৃষ্টিকুলের মত মানবজাতিও বাঁচতে পারে না, তেমনি আল্লাহ প্রদত্ত হিদায়াত ব্যতীতও মানব জীবন সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হতে পারে না। আল্লাহ্ প্রদত্ত সে হিদায়াত প্রচার কার্যক্রমের অপর নাম দা'ওয়াতে ইসলাম। মানব জাতি সর্বদাই তাদের সৃষ্টিকর্তার মুখাপেক্ষী। মানুষ যত বড় জ্ঞানী গুণী বিজ্ঞানী হোক না কেন, তার জ্ঞান ও বিবেক-বুদ্ধি যতই

---

[১১] সূরা নিসা : ১৬৫।

[১২] সূরা রূম : ৩০।

বৃদ্ধি পায়, ততই আল্লাহর প্রতি তার মুখাপেক্ষী হওয়ার বিষয়টি বেশি বোধগম্য হয়ে থাকে। মহান আল্লাহ বলেন :

انما يخشى الله من عباده العلماء -

আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে জ্ঞানীরাই কেবল তাঁকে ভয় করে।[১৩]

সুতরাং কিছু প্রাকৃতিক নিয়ম কানুন লব্ধ করেই সাময়িক উগ্রতাবশতঃ হয়তো কেউ কেউ আল্লাহর প্রেরিত ওহী জ্ঞান (Revealed Knowledge) হতে নিজেকে অমুখাপেক্ষী ভাবতে পারে। একে উপেক্ষা করতে পারে। কিন্তু তখন দেখা দেয় তার নিজের এবং তার চেতনা অনুসারে পরিচালিত সমাজে বিভ্রান্তি ও বিভ্রাট। ফলে নেমে আসে ধ্বংস ও বিপর্যয়। যুগে যুগে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় শক্তির দৌরাত্ম্য ও বর্তমান সমাজ বিদ্যার নামে সম্পদ আত্মসাতের অজস্র কূট-কৌশল আবিষ্কার থেকে নিয়ে সে পরিমাণে দিকে দিকে আণবিক শক্তি নির্ভর যুদ্ধের ভয়াবহতা ও সমরাস্ত্রের তাণ্ডব, সবই তার উজ্জ্বল সাক্ষ্য। এগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে মানব কল্যাণে সুষ্ঠু ব্যবহার করার জন্য প্রয়োজন। ওহী জ্ঞানের এর মাধ্যমে মানুষের সম্পর্ক তার সৃষ্টিকর্তার সাথে সুদৃঢ় হবে। মানবীয় গুণাবলীর সুষ্ঠু বিকাশ সাধন হবে। যার মাধ্যমে মানব জীবন সুন্দর ও সুষ্ঠভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হবে। কেউ কেউ ধন-সম্পদের প্রাচুর্য ও বিলাসিতায় জীব-জানোয়ারের মত লক্ষ্যহীনভাবে জীবনযাপন করতে পারে। কিন্তু প্রকৃত শান্তি, প্রকৃত মনুষ্যত্বের বিকাশ, জীবন-যাপনে তৃপ্তি ও প্রকৃত উদ্দেশ্যের দিকে অগ্রসর হওয়ার মত মানবীয় মূল্যবোধগুলোই মানব জীবনের মৌলিক বিষয়, যা ওহী জ্ঞানের শিক্ষা তথা দা'ওয়াত ব্যতীত লাভ করা সম্ভব নয়।

দার্শনিক চিন্তাধারায় দা'ওয়াতে ইসলামের উপযোগিতা ও কার্যকারীতা

মানব জীবনে দার্শনিক দিকটি নিয়ে চিন্তা করলে দেখা যায়, এতে দা'ওয়াতে ইসলামের এক সুগভীর ভিত্তি রয়েছে। একটা শিশু জন্মলাভ করার পর থেকে জগত ও প্রকৃতি এবং অন্যান্য মানুষের সাথে তার সম্পর্ক গড়ে উঠে। ক্রমান্বয়ে তার চিন্তাশক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে। তার মনে সততই প্রশ্ন জাগ্রত হয়, এ সৃষ্টিজগত কোথা থেকে হলো? কিভাবে হলো? এর সৃষ্টিকর্তা কিভাবে তা পরিচালনা করছেন? এ সকল প্রশ্নে যুগে যুগে অনেকে ধর্ম ও দর্শনের আলোকে প্রচুর আলোচনা করেছে। কেউ সৃষ্টিকর্তাকে মানবীয় বিভিন্ন চরিত্রে রূপ দিয়েছেন। আবার কেউ সৃষ্টিকর্তাকে অস্বীকার করেছেন। অনেকেই সৃষ্টিকর্তা হিসেবে মেনে নিয়ে তাঁর সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কে বিভ্রান্ত হয়েছেন, অন্যকে বিভ্রান্ত করেছেন। কিন্তু আল্লাহ সম্পর্কে সত্যিকারের জ্ঞান অর্জনের জন্য কুর'আন হাদীসে যেমন সুস্পষ্ট, সুন্দর ও যুক্তিযুক্তভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, মানব জাতি পৃথিবীর অন্য কোথাও এমনটি খুঁজে পাবে না। দা'ওয়াতে ইসলাম হলো মূলত আল কুর'আন ও সুন্নাহর শিক্ষাকে মানব জাতির সামনে তুলে ধরার অপর নাম। সুতরাং আল্লাহর পরিচয় ও তাঁর ইচ্ছা সম্পর্কে জানতে হলে তাঁর পক্ষ থেকে আসা জ্ঞান তথা ওহী জ্ঞান ভিত্তিক দা'ওয়াত ছাড়া মানব জীবন চলতে পারে না।

এমনিভাবে এ সৃষ্টিজগতের দিকে তাকালে দেখা যায়, মানব জাতি বিশেষ এক ধরনের সৃষ্টি। অন্যদের থেকে আলাদা জ্ঞান-বুদ্ধি ও চিন্তা কৌশলের অনন্য সৃষ্টি। এতে রহস্য কি? মানুষকে এভাবে সৃষ্টি করার পেছনে তাঁর উদ্দেশ্য কি? কি করলে তিনি খুশি হন আর কি করলে তিনি অসন্তুষ্ট হন? এগুলো সম্পর্কে মানব জাতি অজ্ঞ থাকলে তাদের জীবন পথের সঠিক দিকনির্দেশনা নেয়া সম্ভব নয়। তাই দা'ওয়াতে ইসলামের মাধ্যমে সৃষ্টিকর্তার এ সৃষ্টির উদ্দেশ্য তথা আশরাফুল মাখলূকাত মানব জাতিকে কেন সৃষ্টি করা হলো, তা-ই ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে। সে উদ্দেশ্যটা হলো মানুষ একমাত্র আল্লাহর 'ইবাদত করে কি না তা পরীক্ষা করা। তাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করা হয় নি। কুর'আনে কারীমে বলা হয়েছে :

وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار -

আমি আকাশ পৃথিবী এবং উভয়ের অন্তর্বর্তী কোন কিছুই অনর্থক সৃষ্টি করি নি: যদিও কাফিরদের ধারণা তাই। সুতরাং কাফিরদের জন্য জাহান্নামের দুর্ভোগ।[১৪]

---

১৩. সূরা ফাতির : ২৮।

জীন ও মানব জাতি সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে কুর'আনে বলা হয়েছে :

وما خلقت الجن و الانس الا ليعبدون -

> আমি সৃষ্টি করেছি জীন এবং মানব জাতিকে এ জন্য যে, তারা আমারই 'ইবাদত করবে।[১৫]

সৃষ্টিকর্তা মানব জাতিকে ধর্মের স্বাধীনতা দিয়েছেন, তারা এ 'ইবাদতের গণ্ডিতে তাদের সৃষ্টিকর্তার প্রতি আনুগত্য চর্চায় কে কতটুকু সফল ও বিফল, তারই পরীক্ষার জন্য তাদের জীবনের উৎপত্তি। কুর'আন কারীমে বলা হয়েছে :

الذى خلق الموت و الحيوة ليبلوكم أيكم احسن عملا و هو العزيز الغفور-

> যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু এবং জীবন তোমাদের এ পরীক্ষা করার জন্য যে, তোমাদের কাজ-কর্মে কে উত্তম। তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল।[১৬]

আল কুর'আন ও সুন্নাহর আলোকে এ মহান উদ্দেশ্য জানানো এবং তার চাহিদা অনুসারে জীবন পরিচালিত করার গুরুত্ব অপরিসীম। সুতরাং সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর সম্পর্কে জানার সাথে সাথে মানব সৃষ্টির রহস্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত হওয়ার যদি প্রয়োজনীয়তা থাকে, তবে মানব জীবনে ইসলামী দা'ওয়াতেরও প্রয়োজনীয়তা আছে।

আধ্যাত্মিক চাহিদা পূরণ ও মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা নিরসনে দা'ওয়াতে ইসলাম

মানব জীবনে আধ্যাত্মিক দিকটি মৌলিক ও অন্যতম প্রধান দিক। মহানবী সা. বলেছেন :

الا ان فى الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله و إذا فسدت فسد الجسد كله الا و هى القلب -

> নিশ্চয় মানব শরীরে একটি টুকরো আছে, এটা যদি ভাল হয় তবে সারা শরীর ভাল হয়। আর এটা যদি নষ্ট হয়ে যায়, তবে সারা শরীর নষ্ট হয়ে যায়। আর এটা (টুকরোটা) হলো কালব-হৃদয়।[১৭]

তাই মানুষের শরীরের যেমন চাহিদা আছে, হৃদয় ও আত্মারও তেমন চাহিদা আছে। মানবাত্মা সতত তার সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে সম্পর্ক রেখেই শান্তি ও তৃপ্তি পেয়ে থাকে, অন্যথায় দেখা দেবে তার অন্তরে প্রভূত মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা ও সংকট। কোন ব্যক্তিকে পৃথিবীতে হয়তো কেউ আশ্রয় দেয় না বা ভালোবাসে না, কিংবা কারো উপকার করলে সে ধন্যবাদ পায় না, কিন্তু যদি সৃষ্টিকর্তার সাথে তার সম্পর্ক থাকে, তবে সে সদা এটা ভাববে যে, মহান প্রভু তাকে দেখছেন। ঐ ব্যক্তি তার প্রভুকে যেমন ভালোবাসে, তিনিও তাকে ভালোবাসেন। তিনি তাকে আশ্রয় দেবেন, ভালো কাজের প্রতিদান দেবেন। এই যে মনস্তাত্ত্বিক গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা, তা দা'ওয়াতে ইসলামের মাধ্যমে দেয়া হয়ে থাকে।

এই শিক্ষার অভাবে মানব জীবনে বিভিন্ন রকম সমস্যা অবশ্যই দেখা দেবে। বর্তমান পাশ্চাত্য সমাজের দিকে তাকালে তাই লক্ষ্য করা যায়। বস্তুতান্ত্রিকতা সেখানে এমন প্রকট আকার ধারণ করেছে যে, সেখানে আধ্যাত্মিকতা চরমভাবে উপেক্ষিত ও অবহেলিত।

আধ্যাত্মিক বিষয়টিকে গৌণ করে রাখে শুধু অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের চিন্তা। যার জোয়ার প্রাচ্যেও এসে দোলা দিয়েছে। এ জন্য সেই বস্তুতন্ত্র প্রধান সমাজগুলোতে মানসিক রোগীর সংখ্যা এবং মানসিক হাসপাতালের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে, যে বৃদ্ধি মুসলিম বিশ্বে অনুপস্থিত। তাই মানবতার স্বার্থে দা'ওয়াতে ইসলামের সেই আধ্যাত্মিক চেতনাকে ব্যাপকাকারে সমগ্র বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরা দরকার। এর কোন বিকল্প নেই। মানবতা আজ ধ্বংসের মুখোমুখী। আধ্যাত্মিক সমস্যা মানুষের এমন একটি মৌলিক সমস্যা যা সর্বাগ্রে বিবেচ্য। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, কোন ব্যক্তি যদি পানিতে নিমজ্জিত হয়, সর্বপ্রথম কাজ হলো তাকে পানি থেকে উঠানো। তা না করে যদি ঐ ব্যক্তির অন্ন বস্ত্র বাসস্থানের সমস্যার সমাধানে ব্যস্ত হওয়া যায়, নিশ্চয় তখন সেটা বিজ্ঞোচিত হবে না। তাই মানব সভ্যতা আজ আধ্যাত্মিক শিক্ষার অভাবে সমুদ্রের অতল তলে হারিয়ে যাওয়ার সম্মুখীন।

---

[১৪] সূরা সাদ : ২।

[১৫] সূরা যারিয়াত : ৫৬।

[১৬] সূরা মূলক : ২।

[১৭] দ্র. *সহীহ মুসলিম*।

দা'ওয়াতে ইসলামের সামাজিক তাৎপর্য

সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করা দা'ওয়াতে ইসলামের কাজের প্রধান অঙ্গ। তারপর মানুষের অন্তরে আল্লাহ-ভীতি ও তাকওয়া সৃষ্টি দা'ওয়াতে ইসলামের মৌলিক কর্মপন্থার অন্তর্গত। এতদুভয়ের মাধ্যমে ইসলাম দা'ওয়াহ মানুষের সামাজিক প্রেক্ষাপটে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম। আজ সামাজিক স্থিতিশীলতা ও সামাজিক অপরাধ রোধে সমাজ বিশেষজ্ঞগণ বিভিন্ন রকম পদ্ধতি ও কৌশল অবলম্বন করার প্রয়াস চালাচ্ছেন। তাঁদের মতে মানুষ বিভিন্ন কারণে সামাজিক অপরাধ থেকে বিরত থাকে। উদাহরণ স্বরূপ, সামাজিক অপরাধ বিবেচনা করা, অথবা জাতীয় স্বার্থ রক্ষা, কিংবা ব্যক্তিগত ক্ষতি থেকে আত্মরক্ষার খাতিরে ইত্যাদি। কিন্তু বিভিন্ন পরিসংখ্যানে দেখা গিয়েছে যে, এ সমস্ত উপলক্ষ ধরে বিভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। মানব সমাজে সামাজিক অপরাধ হার হ্রাস পায় নি। শুধু ঐ সব চিন্তা করে মানুষ অপরাধ থেকে বিরত থাকে না। যেমন বলা হয়েছে, ঘুষ গ্রহণ করা সামাজিক অপরাধ কিংবা ট্রেনে টিকিটবিহীন ভ্রমণ করা সামাজিক অপরাধ। কিন্তু এসব বলে কি মানুষকে ঘুষ গ্রহণ বা ট্রেনে টিকিটবিহীন ভ্রমণ থেকে বিরত রাখা সম্ভব হয়েছে? এভাবে সরকারী কোন সম্পদ সম্পর্কে বলা হয়, এটা জাতীয় সম্পদ, এটি রক্ষার দায়িত্ব সকলের। যেমন রেলগাড়ী, বিদ্যুৎ, গ্যাস, ওয়াসার পানি ইত্যাদি। কিন্তু জাতীয় স্বার্থের দোহাই দিয়ে কি জনগণকে ঐ সমস্ত সম্পদের অপব্যবহার থেকে বিরত রাখা সম্ভব হয়েছে? হয় নি। তাহলে এ পদ্ধতিও ব্যর্থ। এমনিভাবে বলা হয় যে, ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। এ শ্লোগান প্রচারে সরকার কোটি কোটি টাকা ব্যয় করছে। সরকারের উদ্যোগের কথা বাদ দিলেও একজন ধূমপায়ী কি নিজের স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করে ধূমপান থেকে বিরত থাকছে? অতএব দেখা যাচ্ছে, ব্যক্তি স্বার্থের কথা চিন্তা করেও কেউ ধূমপান থেকে বিরত থাকছে না।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে যুক্তরাষ্ট্র তার নাগরিকদের ক্যান্সারের কথা চিন্তা করে মদ নিষিদ্ধ ঘোষণা করার উদ্যোগ নেয়। তাই প্রথমে তারা জনসাধারণের মন-মানসিকতা এ পক্ষে নিয়ে আসার জন্য বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম ব্যবহার করতে গিয়ে ৭৫ মিলিয়ন ডলার ব্যয় করে। মদের অপকারিতা সম্পর্কে ৯ হাজার মিলিয়ন বই-পুস্তক, লিফলেট ইত্যাদি ছাপিয়ে প্রচার করে। অতঃপর ১৯৩০ সালে মদ নিষিদ্ধ করার আইন সরকারীভাবে জারী করা হয়। মদ তৈরি, আমদানী তথা ক্রয়-বিক্রয়ের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। কিন্তু ১৯৩৩ সালের জানুয়ারীতে এক পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেখা গেছে, এ উপলক্ষ্যে ২০০ লোক মারা গেছে। পাঁচ লক্ষ ব্যক্তিকে কারাগারে আবদ্ধ করা হয়েছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রায় এক হাজার চার মিলিয়ন ডলার জরিমানা করা হয়েছে, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র সরকারের জনগণকে মদ থেকে বিরত রাখার উদ্যোগ প্রায় ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ফলে ১৯৩৩ সালের শেষের দিকে এ অধ্যাদেশ বাতিল করা হয়।[১৮]

অতএব দেখা যাচ্ছে, মানুষের নৈতিক চেতনাবোধ উন্নয়ন এবং সামাজিক বিভিন্ন রকম অপরাধ থেকে বিরত রাখার জন্য এ ধরনের জাতীয় সামাজিক, ব্যক্তিগত স্বার্থ সংরক্ষণের কথা বলে কোন রকম সফলতা আসবে না। এর জন্য প্রয়োজন দা'ওয়াতে ইসলাম কর্তৃক সেই তাকওয়া বা আল্লাহ ভীতির চেতনা অন্তরে বদ্ধমূল করার নীতি অবলম্বন এবং ইসলামের সৎ কাজের আদেশ দান ও অসৎ কাজের নিষেধ প্রদানের পদ্ধতি গ্রহণ। মহানবী সা.-এর যুগে মদীনায় যখন মদ হারাম ঘোষিত হয়, তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে আদেশ এসেছে :

يايها الذين امنو انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطن فاجتنبوه لعلكم تفلحون-

> হে মু'মিনগণ, মদ, জুয়া, মূর্তি পূজার বেদী ও শর দ্বারা ভাগ্য নির্ণয় করা ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা তা বর্জন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।[১৯]

---

[১৮] দ্র. ড. আবদুল করীম যায়দান, *উসূলুদ দা'ওয়াহ্*, ইসকান্দারিয়া : দারু উমর ইবনুল খাত্তাব, ১৯৭৬, পৃ ৪৬।

[১৯] সূরা মায়িদা : ৯০।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, এ আদেশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানগণ শুধু মদ পান করাই ত্যাগ করে নি; বরং মদ পান করা এবং এতে ব্যবহার করার বিভিন্ন পাত্রগুলোও ভেঙে ফেলেছিল আল্লাহর প্রতি তাদের ভয়-ভীতি, আনুগত্য এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য। একজন খাঁটি মুসলমান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য যে কোন স্বার্থ ত্যাগ করতে কুণ্ঠাবোধ করেন না। এ আত্মত্যাগী প্রবণতা সমাজ কল্যাণ মূলক কাজে অত্যন্ত সহায়ক। তাই মানব সমাজে নৈতিক চেতনাবোধ জাগ্রত করতে এবং সামাজিক স্থিতিশীলতা রক্ষা করতে এবং সামাজিক বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করতে সমাজ কল্যাণে আত্মত্যাগী সুনাগরিক গঠন করতে চাইলে প্রয়োজন দা'ওয়াতে ইসলাম কর্মসূচী।

অপরাধ, সন্ত্রাস এবং পাশ্চাত্যের অপসংস্কৃতিক আগ্রাসন মোকাবেলা, শিরক ও কুসংস্কার দূর করে উন্নত সংস্কৃতি চর্চা ও সভ্যতার উন্মেষ ঘটাতে, সামাজিক স্থিতিশীলতা সৃষ্টি, সামাজিক ঐক্য ও সহমর্মিতার ভাব সৃষ্টি, সামাজিক সমস্যা সমাধানে এবং সমাজ কল্যাণমূলক কাজে দা'ওয়াতে ইসলাম অনন্য অবদান রাখতে সক্ষম। বরং এটাই একমাত্র কার্যকর ও ফলপ্রসূ কর্মসূচী। এজন্য বাংলাদেশে খান জাহান আলীসহ প্রত্যেক পীর মাশায়েখ খানকা, মুসাফিরখানা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে সমাজ কর্ম ও সমাজ সংস্কারের মাধ্যমে দা'ওয়াতী কাজ করতেন। সকল যুগের ইসলামী দা'ঈগণও সে সমস্ত কর্মসূচী গ্রহণ করলে দা'ওয়াতের সামাজিক তাৎপর্য, মাহাত্ম্য এবং গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পাবে। বস্তুতঃ সমাজকল্যাণমূলক কাজে ইসলামী প্রেরণা যথাযথ। যেমন পূর্বেই বলা হয়, কেউ কারো উপকার করলে হয়তো সে ধন্যবাদ পায় না; বরং কিছু কিছু ক্ষেত্রে উল্টো বুঝে বা ক্ষতি করে। কিন্তু যদি সৃষ্টিকর্তার সাথে তার সম্পর্ক থাকে, তবে সে সব সময় এটা ভাববে যে, মহান প্রভু তাকে দেখছেন। তিনি সকল কাজের প্রতিদান দেবেন। আল-কুর'আনে এ দিকেই ইশারা করা হয়েছে এ আয়াতে :

ادفع بالتى هى احسن السيئة نحن أعلم بما يصفون -

> মন্দের মোকাবেলায় তাই করুন যা তার চেয়ে উত্তম, তারা যা বলে আমি সে বিষয়ে সবিশেষ অবগত।[২০]

মোটকথা, এই যে চেতনা ও প্রেষণা, যা লালন করা ইসলামী দা'ঈগণের উপর ফরয, তা সমাজকল্যাণমূলক কাজে প্রধান নিয়ামক।

মানব জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা ও দা'ওয়াতে ইসলাম

মানুষ সীমাবদ্ধ জ্ঞান ও শক্তির অধিকারী। কুর'আনুল কারীমে বলা হয়েছে :

وما وأتيتم من العلم الا قليلا -

> তোমাদেরকে সামান্য জ্ঞান দেয়া হয়েছে।[২১]

মানুষের শক্তি সামর্থ সম্পর্কে কুরআনুল কারীমে আরো এসেছে :

ولا تمش فى الارض مرحا إنك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا -

> পৃথিবীতে দম্ভভরে পদচারণা করো না। নিশ্চয় তুমি তো ভূপৃষ্ঠকে কখনোই বিদীর্ণ করতে পারবে না এবং উচ্চতায় তুমি কখনই পর্বতপ্রমাণ হতে পারবে না।[২২]

প্রাকৃতিক নিয়ম-শৃঙ্খলা নিয়ে যতই গবেষণা হচ্ছে ততই মানব জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা এবং সৃষ্টিকর্তার কার্যাবলীর অসীমত্ব প্রস্ফুটিত হচ্ছে। এজন্য আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

سنريهم ايتنا فى الافاق وفى إنفسهم حتى يتبين لهم انه الحق -

> আমি তাদেরকে আমার নিদর্শনাবলী দেখাব বিশ্বজগতে এবং তাদের নিজেদের মধ্যেও আমার অনেক নিদর্শন রয়েছে। ফলে তাদের নিকট সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, এটাই সত্য।[২৩]

---

[২০] সূরা মু'মিনুন : ৯৬।

[২১] সূরা বনী ইসরা'ঈল : ৮৫।

[২২] সূরা বনী ইসরাঈল : ৩৭।

[২৩] সূরা হা-মীম-আস্ সাজদাহ : ৫৩।

আসলে এ সৃষ্টিজগতে ও মানুষের মধ্যে নতুন নতুন আবিষ্কারগুলোর মাধ্যমে তারই সত্যতা প্রমাণিত হচ্ছে।

যদি মানুষের চোখের সামনে আলো না থাকে, তা হলে সে চোখ থাকা সত্ত্বেও কিছুই দেখতে পাবে না। তখন অন্ধকারে চোখওয়ালা আর অন্ধ ব্যক্তি সমান। কোন ব্যক্তি তার নিজের বা অপরের ভবিষ্যত সম্পর্কে যথাযথভাবে কিছু বলতে পারে না। সুতরাং মানুষের পক্ষে জ্ঞানের এ সীমাবদ্ধতা দ্বারা অন্য মানুষের পূর্ণ নিরপেক্ষ কল্যাণ চিন্তা করা সম্ভব নয়। এ কারণেই দেখা যায়, মানুষের কল্যাণ ও মুক্তির লক্ষ্যে মানব রচিত সকল বিধি-ব্যবস্থা বাস্তব ক্ষেত্রে ব্যর্থতা বরণ করে কিংবা স্থায়ী সুফল আনয়নে সক্ষম হয় না। কিছুকাল পর পরই সে বিধান পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। আজকের আইন কালকেই অচল হয়। এতে বৈজ্ঞানিক থিওরীগুলোকেও আওতাভুক্ত করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, নিউটন ও আইনস্টাইন যে থিওরী দিয়ে গিয়েছিলেন, আজকে তা পরিমার্জন ও সংশোধন করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। আবার এটা অসম্ভব নয় যে ভবিষ্যতে এ সংশোধনীতেও আবার সংশোধন করা লাগবে। কারণ এটা মানব রচিত। এছাড়া একটা সমস্যার সমাধান দিতে এর দ্বারা আরেকটি সমস্যার সৃষ্টি হয়। এ জন্য বলা হয়, মানব রচিত মতবাদ মানব সভ্যতার জন্য বড় সমস্যা। তাছাড়া মানুষের উদ্ভাবিত আইন দ্বারা কোন এক শ্রেণী স্বার্থ কোন না কোন পর্যায়ে কাজ করে। তাই এ সমস্ত বিধান ও আইন এমন সত্তা কর্তৃক হওয়া প্রয়োজন, যিনি মানবীয় ঐ সকল স্বার্থ-দ্বন্দ্বের উর্ধ্বে। তিনিই হতে পারেন সব বিচার ও স্থান-কাল-পাত্র ভেদে সকল মানুষের একমাত্র সৃষ্টিকর্তা। তাঁরই বিধান ইসলাম। আর যিনি সৃষ্টিকর্তা তিনিই ভালোভাবে জানেন তাঁর সৃষ্টি মানুষের জন্য সবচেয়ে কল্যাণকর কি কি হতে পারে। আল্লাহ তা'আলাও বলেছেন :

الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير-

যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি কি তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে জানেন না; অথচ তিনি সূক্ষ্মজ্ঞানী, সম্যক জ্ঞাত।[২৪]

তাঁর প্রদত্ত জীবনবিধান ইসলাম ভুল-ত্রুটির উর্ধ্বে হবে এটাই স্বাভাবিক। অতএব দা'ওয়াতী কাজ করে সেই ইসলামের প্রচার করা মানব জীবনের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন। এটা স্বতঃসিদ্ধ যে, যদি কোন একটি কাজ সম্পাদন ব্যতীত আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদন সম্ভব না হয়, তবে সে কাজটিও গুরুত্বপূর্ণ। তাই ইসলামের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যের আবেদনের মধ্যেও দা'ওয়াতে ইসলামের তাৎপর্য ও গুরুত্ব নিহিত। মানব সমাজে ইসলামী জীবন-ব্যবস্থার প্রয়োজন রয়েছে, এজন্য দা'ওয়াতেরও প্রয়োজন রয়েছে।

আদর্শিক শূন্যতা পূরণে দা'ওয়াতে ইসলাম

বিশ্বে বিভিন্ন রকম জীবানাদর্শ প্রচলিত। আধ্যাত্মিকতা নির্ভর আদর্শ হোক আর বস্তুবাদ নির্ভর আদর্শ হোক, আদর্শিক মতানৈক্য চরম আকার ধারণ করেছে। দর্শন, অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অধ্যয়ন করতে গেলে দেখা যায়, একই বিষয়ে বিভিন্ন রকম থিওরী বা মতবাদ প্রচলিত। মানুষ কোনটা গ্রহণ করবে তা নিয়ে রীতিমত হিমশিম খায়, হতাশাগ্রস্ত হয়ে যায়। সকল ধর্মেই বিভিন্ন ফিরকা বা দলগুলোর মাঝে কমবেশী এমন মতবিরোধ রয়েছে, যা মানবিক ঐক্য প্রতিষ্ঠার পথে চরম বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মানব সমাজে এ অবস্থা সৃষ্টি হত না যদি ইসলামী আদর্শকে সঠিকভাবে তাদের সামনে তুলে ধরা যেত। মুসলমানদের মাঝেও কিছু কিছু মতানৈক্য আছে। কিন্তু কুরআন সুন্নাহর সুস্পষ্ট শিক্ষাকে সরাসরি পেশ করা হলে এবং এ আদর্শকে সর্বাগ্রে স্থান দিলে সে মতানৈক্যের অপনোদন হওয়া সম্ভব। তাই কুর'আন হাদীসের দা'ওয়াতকে সরাসরি মুসলিম সমাজের সামনে তুলে ধরা বড় বেশি প্রয়োজন। আল-কুর'আনে বলা হয়েছে :

ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاء هم البينت واولئك لهم عذاب عظيم -

---

[২৪] সূরা মুলক : ১৪।

> তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা তাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শন আসার পরও বিচ্ছিন্ন হয়েছে ও নিজেদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি করেছে। তাদের জন্য রয়েছে মহা শাস্তি।[২৫]

মহানবী সা. বলেছেন :

> تركت فيكم أمرين لن تضلوا من بعدى ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتى -
>
> তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না আমার পরে যদি তোমরা দু'টি জিনিস আঁকড়ে ধরো; একটি আল্লাহর কিতাব, অপরটি আমার সুন্নাত।[২৬]

তাছাড়া মহানবী সা.-এর গোটা জীবন হলো কুর'আন ও সুন্নাহর বাস্তব প্রতিচ্ছবি ও জীবন্ত উপমা। মানব জীবনের বিভিন্ন দিকের জন্য সর্বোচ্চ আদর্শের সমারোহ ঘটেছে তাঁর জীবন-চরিতে। উল্লেখ্য, হযরত মুহাম্মদ সা. ব্যতীত পৃথিবীর ইতিহাসে এমন একজন মহাপুরুষের সন্ধান মিলবে না, যাঁর জীবন কর্ম সর্বক্ষেত্রে প্রসারিত, যাঁর প্রতিটি পদক্ষেপ অনুসরণীয়, যাঁর প্রতিটি কার্য বরণীয়; যিনি সর্ব দেশের সর্ব যুগের ও সর্বস্তরের মানুষের আদর্শরূপে বিবেচিত হওয়ার যোগ্য। এ সমস্ত দিক পি.কে হিট্টি ও মাইকেল হার্টের মত পাশ্চাত্যের অনেক অমুসলিম ঐতিহাসিক ও গবেষক অকপটে স্বীকার করে গেছেন। তাই মানবজাতি তাদের জীরনাদর্শ গ্রহণ করার লক্ষ্যে কুর'আন হাদীসসহ মহানবী সা.-এর জীবন চরিত সম্পর্কে জানার প্রতি অত্যন্ত মুখাপেক্ষী। এখন প্রয়োজন হলো দা'ওয়াতে ইসলামের মাধ্যমে এসব মানব সমাজে তুলে ধরা এবং আদর্শিক শূন্যতা পূরণ করা। শায়খ আবূ যাহাবা (র) উল্লেখ করেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পর জার্মানির জনসাধারণ ইসলামের প্রতি অত্যন্ত আগ্রহ দেখিয়েছিল, কিন্তু সেখানে তখন ইসলামী দা'ঈ ছিলেন না, একমাত্র কিছু কাদিয়ানী ব্যতীত।[২৭] অতএব বিশ্বের কোন্ এলাকায় আদর্শিক শূন্যতার জন্য মুসলমানরাই দায়ী।

আদর্শ প্রচারের প্রকৃতি ও দা'ওয়াতে ইসলাম

আদর্শ যতই উন্নত ও শক্তিশালী হোক, তার প্রচার প্রয়োজন। আদর্শ সত্য হোক আর মিথ্যা হোক, তা নিজে নিজেই প্রচারিত হতে পারে না। তাকে প্রচার করতে হয়। ইসলামকে যদি অত্যন্ত উন্নত ধরনের আদর্শ হিসেবে মেনে নেয়া হয়, তবুও তা এমনিতেই প্রচার হবে না। সত্য যতই শক্তিশালী হোক তার জন্য প্রচারক প্রয়োজন। তা না হলে আল্লাহ তা'আলা যুগে যুগে এত নবী বা রাসূল পাঠাতেন না। তাই কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া ইসলাম নিজেই প্রচারিত হবে না, তাকে প্রচার করতে হবে। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, ইসলামী আদর্শ প্রচারের পরিবর্তে ইসলামী আদর্শ বিরোধী প্রচার তৎপরতা প্রকট আকার ধারণ করেছে। মিশনারীরা তাদের আদর্শ প্রচারের লক্ষ্যে সারা বিশ্বব্যাপী অগণিত মিশনারী সংস্থা নিয়োগ করেছে। বিভিন্ন রকম ভোগ-লালসার জালে আবদ্ধ করে হাজার হাজার মানুষকে ধর্মান্তরিত করেছে। এমনকি ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ অনেক মুসলিমও তাদের শিকার হচ্ছে। যেখানে মুসলমানগণ তাদের নিকট দা'ওয়াত নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল, সেখানে তারাই মুসলমানদের কাছে দা'ওয়াত পেশ করছে। তাদের ধর্মমত বিকৃত হলেও শুধুমাত্র প্রচারের ফলে বিশ্বব্যাপী প্রসার লাভ করছে। অথচ ইসলামী আদর্শ সত্য হওয়া সত্ত্বেও তা প্রচারের দীনতার কারণে অনেক পিছিয়ে আছে। পাশ্চাত্যের অধিবাসীগণও ইসলাম সম্পর্কে কিছু কিছু অবহিত হচ্ছে। কিন্তু তা হচ্ছে বিকৃত আকারে। খ্রীস্টান, ইয়াহুদী, ওরিয়েন্টালিস্টরা বিভিন্নভাবে ইসলাম সম্পর্কে বিকৃতি ঘটিয়ে তা তাদের সামনে পেশ করছে। সাথে সাথে সারা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিচ্ছে। ইসলাম বিরোধীদের ঐ সকল প্রচার ও বিকৃতি তৎপরতা অতীতেও ছিল। কিন্তু বর্তমানে বৈজ্ঞানিক কলা-কৌশল ও যান্ত্রিক যোগাযোগের উন্নতির প্রেক্ষিতে এর প্রসার ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। বলা যাক, নতুন মোড় নিয়েছে। রেডিও, স্যাটেলাইট টিভির বিভিন্ন নেটওয়ার্ক চ্যানেল, ভিডিও, বই-পুস্তক, পত্রিকা, অর্থ ও রাষ্ট্রশক্তির মাধ্যমে তাদের মতাদর্শ সারা বিশ্বে

---

[২৫] সূরা আল ইমরান : ১০৫।

[২৬] *মুসনাদে আহমাদ*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ ৫০।

[২৭] দ্র. শায়খ আবু যাহরা, *আদ দা'ওয়াতু ইলাল ইসলাম*, কায়রো : দারুল ফিকরিল আরবী, ১৯৯২, পৃ ৮৫।

অতি সহজেই ছড়িয়ে দিচ্ছে। বিভিন্ন রকমে চলছে অপসংস্কৃতির আগ্রাসন। সে জন্য মানব সভ্যতা ও মনুষ্যত্ব আজ হুমকির সম্মুখীন।

সুতরাং দা'ওয়াতে ইসলাম সত্য মনে করে এবং এ সান্ত্বনা নিয়ে বসে থাকলে চলবে না। তা প্রচার করতে হবে। আদর্শ প্রচারের কথা বাদ দিলেও ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই, কোন একটি ভাল পণ্যদ্রব্য প্রচারের অভাবে বাজারে তেমন চলে না। অথচ তার চেয়ে নিম্নমানের একটি দ্রব্য প্রচারের গুণেই বাজার দখল করে বসে। সে ভাল দ্রব্যটি বাজারে টিকতে পারে না। অনেক কবি-সাহিত্যিক এবং বিভিন্ন প্রতিভা হারিয়ে যাচ্ছে তাদের প্রচার ও পরিচর্যার অভাবে। তাই আজ যদি ইসলামকে প্রচার এবং তার অবমূল্যায়ন থেকে রক্ষা তথা পরিচর্যা করার কাজে আত্মনিয়োগ না করা হয়, ইসলাম যতই কল্যাণময় আদর্শ হোক, তার অবস্থা একদিন শোচনীয় হতে বাধ্য। ইসলামের সত্যিকারের আদর্শ মানব সমাজ থেকে হারিয়ে যাবে। এখানে একটি কথা উল্লেখ্য, যা তিক্ত হলেও সত্য, কিছু মুসলমানের মাঝে এ ধরনের একটি ধারণা ঢুকেছিল যে, দা'ওয়াত ও তাবলীগের কাজ শেষ। এখন কোন অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করতে হলে তাদের উচিত এগিয়ে আসা। ভাবটা এমন যে, সত্য দ্বীন গ্রহণ করার ব্যাপারে তারাই জিজ্ঞাসিত হবে। মুসলমানগণ তাবলীগ না করার কারণে জিজ্ঞাসিত হবে না। এটা ভুল ধারণা। কুরআন কারীমে এসেছে :

كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر -

> তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি, মানুষের জন্য তোমাদের আবির্ভাব। তোমরা মানুষকে সৎ কাজের জন্য ডাকবে এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে।[২৮]

এ ছাড়া জাতিসংঘের এক পরিসংখ্যান (১৯৯৬ সালে প্রণীত) রিপোর্ট অনুসারে বর্তমান বিশ্বের জনসংখ্যা ৫৭৫ কোটি ১০ লাখ।[২৯] তন্মধ্যে ইরান ইসলামী প্রজাতন্ত্রের ১৯৮৪ সালের রাষ্ট্রীয় পরিসংখ্যান অনুসারে প্রায় এক শ' সাত কোটি পঁচানব্বই হাজার আট শ' পঞ্চাশ জন মুসলমান। এ হিসেব মতে প্রায় ১২০ কোটি মুসলমান। এ হিসেবে ধরে নিলেও বর্তমান বিশ্বে বাকী প্রায় চার শ' কোটি মানুষ কি ইসলামী হিদায়াতের আলো থেকে বঞ্চিত হয়ে এ পৃথিবী থেকে বিদায় নেবে দা'ওয়াতে ইসলামের কাজের অভাবে? তা ছাড়া, মুসলমানদের এ বিরাট সংখ্যার কথা ধরা যাক। তারা কি সবাই ইসলাম সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানের অধিকারী? তাদের কি ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করার প্রয়োজন নেই? সুতরাং দা'ওয়াতে ইসলামের ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করা দরকার। না হয় হাশরের দিন এ মুসলিম জনগোষ্ঠি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে কি উত্তর দেয়া হবে? সুতরাং ইহ ও পারলৌকিক জীবনে মুক্তির জন্য দা'ওয়াতী কাজ করা অপরিহার্য শর্ত বটে।

প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে রক্ষায় দা'ওয়াতে ইসলামের অবদান

সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন এ জগতের প্রত্যেকটি বস্তুর জন্য একটি সুন্নত বা নিয়ম-শৃঙ্খলা কায়েম করে সমগ্র জগতে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করেছেন। তেমনি মানব জীবনেও আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত নিয়মাবলী কার্যকর, যাকে বলা হয় ফিতরাত। আল কুর'আনুল কারীমে সেই ফিতরাত সম্পর্কে বলা হয়েছে :

فطرت الله التى فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله -

> এটাই আল্লাহ প্রদেয় সহজাত প্রকৃতি, যা অনুযায়ী তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই।[৩০]

সুতরাং মানব জীবনেও সেই ফিতরাত বা বৃহত্তর প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর অংশবিশেষ। এই যে ফিতরাত, যার রূপায়ন ঘটেছে ইসলামী আদর্শে, তা থেকে বিচ্যুত হলে মানব সমাজে দেখা দেবে অজ্ঞতা, সংঘাত,

---

[২৮] সূরা আল ইমরান : ১১০।

[২৯] জাতিসংঘ থেকে সিনহুয়ার রিপোর্ট অনুসারে। দ্র. *দৈনিক ইনকিলাব,* ২১ আগস্ট, ১৯৯৭।

[৩০] সূরা রূম : ৩০।

নৈরাজ্য ও ধ্বংস। দা'ওয়াতে ইসলামের মর্ম হলো সে ফিতরাত বা আল্লাহ্ প্রদত্ত নিয়মাবলী সম্পর্কে মানব জাতিকে অবগত করণ ক্রিয়াবিশেষ। তাই দা'ওয়াতে ইসলাম কাজ করে মানব সমাজকে সে প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে রক্ষা করা বাঞ্ছনীয় তথা অত্যন্ত গুরুত্ববহ।

মানুষ যখন ইসলামের নিয়মাবলী তথা প্রাকৃতিক নিয়মাবলী থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়, সংক্ষেপে বলতে গেলে আল্লাহর অবাধ্য হয়ে যায়, তখনই তাদের সমাজের উপর আল্লাহর শাস্তি অবধারিত হয়ে যায়। এটাই প্রাকৃতিক নিয়ম, যা অপরিবর্তনীয়। এ সুন্নত বা নিয়ম সম্পর্কে কুর'আন কারীমের এ আয়াতে আল্লাহর গযবের কথা পেশ করা হয়েছে।

> واذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرنها تدميرا -
>
> আমি যখন কোন জনপদ ধ্বংস করতে চাই, তখন এর সমৃদ্ধশালী ব্যক্তিদেরকে সৎকর্ম করতে আদেশ করি, কিন্তু সেথায় অসৎ কর্ম করে। অতঃপর এর প্রতি দণ্ডাজ্ঞা ন্যায়সঙ্গত হয়ে যায় এবং আমি তা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করি।[৩১]

অতএব, দা'ওয়াতে ইসলাম এ সৃষ্টিজগতে মানব জীবনের রক্ষাকবচ– এর নিরাপত্তা ব্যবস্থা স্বরূপ। তাই মানব জীবনে সর্বোত্তম কাজটিই দা'ঈগণ করে যাচ্ছেন। দা'ঈগণ মানবজাতির প্রতি সবচেয়ে বেশী কল্যাণকামী, উপকারী।

কেউ কেউ উগ্রতাবশতঃ এটা অস্বীকার করতে পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জীবনে এটাই বাস্তব সত্য। বর্তমান বস্তুবাদী এ সমাজের হাল হকীকতের দিকে দৃষ্টি ফেরালেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায়। বৈষয়িকতার পাশাপাশি আধ্যাত্মিক দা'ওয়াতের অনুপস্থিতিতে মানব সভ্যতা আজ ধ্বংসের মুখোমুখি। শুধু বৈষয়িকতা তথা বস্তুতান্ত্রিক অভাব সমস্যা নিয়েই মানুষ আজ ব্যস্ত। পূর্বে বলা হয়েছে, কোন পুকুরের পানিতে যদি কোন ব্যক্তি নিক্ষিপ্ত হয়, তখন বিজ্ঞজনোচিত কাজ হবে সর্বপ্রথম তাকে উঠিয়ে প্রাণ রক্ষা করা। তা না করে যদি নিমজ্জিত ব্যক্তির অন্ন বস্ত্র বাসস্থান শিক্ষার সমস্যা সমাধান নিয়ে ব্যস্ত হওয়া যায়, তবে সেটা বিজ্ঞজনোচিত হবে বলে কেউ মেনে নেবে না।

দা'ওয়াতে ইসলামের তাৎপর্য

ইসলামের শ্রেষ্ঠতের কারণে এর দা'ওয়াত প্রদানও শ্রেষ্ঠ কাজ। মানব জীবনে ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় রয়েছে মানব জীবনের সকল সমস্যার সমাধান। এ কারণে দা'ওয়াতে ইসলামের তাৎপর্য অপরিসীম।

দা'ওয়াতে ইসলাম্ ইসলামী 'আকীদার অংশবিশেষ

মানুষ যা সত্য হিসেবে জানে এবং মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে, সেটা অন্যকে জানানো তার স্বভাবগত বিষয়। কেউ যদি বিশ্বাস করে যে, এক আল্লাহ আছেন, তাঁর 'ইবাদত করা দরকার, তাঁর সামনে একদিন হিসেব দেয়ার জন্য হাজির হতে হবে, তবে সে অনুসারে কাজ করা দরকার, এ ধরনের বিশ্বাস করাটাও 'আকীদার অংশবিশেষ। এটা যদি সত্য হিসেবে বিশ্বাস করে থাকে তা অন্যের নিকট প্রচার করাটাও 'আকীদার অংশবিশেষ। এ কথা জেনেও যদি দা'ওয়াতী কাজ না করে, তা হলে বুঝতে হবে যে, এটা সত্য হিসেবে বিশ্বাস স্থাপনে তথা তার 'আকীদায়ও ত্রুটি রয়েছে। দা'ওয়াতে ইসলাম মূলতঃ আল্লাহর পক্ষ থেকে দা'ওয়াত। আল্লাহ পাক কুর'আনের মাধ্যমে মানব জাতিকে আহবান জানিয়েছেন। এটা বিশ্বাস করা মুসলমানের উপর কর্তব্য। ইরশাদ হচ্ছে :

> أولئك يدعون الى النار والله يدعوا الى الجنة والمغفرة باذنه ويبين ايته للناس لعلهم يتذكرون -
>
> তারা দোযখের দিকে আহবান করে আর আল্লাহ নিজেই নিজের হুকুমের মাধ্যমে আহবান করেন জান্নাত ও ক্ষমার দিকে। আর তিনি মানুষকে নিজের নির্দেশ বাতলে দেন যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।[৩২]

---

৩১. সূরা বনী ইসরা'ঈল : ১৬।

৩২. সূরা বাকারা : ২২১।

এমনিভাবে মানব সমাজে দা'ওয়াতে ইসলামের দায়িত্ব পালন আল্লাহরই নির্দেশ। এটাতেও বিশ্বাস করা কর্তব্য। ইরশাদ হচ্ছে :

ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة -

> হিকমত ও সুন্দর ভাষণের মাধ্যমে আল্লাহর রাস্তায় দা'ওয়াত দাও।[৩৩]

যুগশ্রেষ্ঠ মহামানবদের কাজ দা'ওয়াতে ইসলাম

মানবেতিহাসে খ্যাত সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শবান মহামানবদের কাজ দা'ওয়াতে ইসলাম। এ পৃথিবীতে সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ হলেন নবী রাসূলগণ। গবেষণায় যাচাই বাছাইয়ে দেখা গেছে, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও মানব সভ্যতা বিকাশে তাঁদের অবদানই যথাযথ ও সুবিস্তৃত। যুগে যুগে প্রেরিত ঐ সব নবীগণের সুন্নত হলো দা'ওয়াত দান। তাঁরা আল্লাহর 'ইবাদত করার জন্যই আহবান জানিয়ে আসছিলেন। কুর'আনে কারীমে বলা হয়েছে :

ولقد بعثنا فى كل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت -

> আল্লাহর 'ইবাদত কর, তাগূত (আল্লাহ দ্রোহী)-কে বর্জন কর– এ নির্দেশ দিয়েই আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যে রাসূল পাঠিয়েছি।[৩৪]

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে :

انا ارسلنك بالحق بشيرا ونذيرا وان من امة الاخلا فيها نذيرا -

> হে নবী, আমি তো আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছি সুসংবাদদাতা ও সর্তকারীরূপে। এমন কোন সম্প্রদায় নেই যার নিকট সতর্ককারী প্রেরিত হয় নি।[৩৫]

অন্য আয়াতে নবীগণের দায়িত্ব সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে :

الذين يبلغون رسلت الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا -

> তারা আল্লাহর বাণী (দা'ওয়াত) প্রচার করত এবং তাঁকে ভয় করত, আর আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ভয় করত না। হিসেব গ্রহণে আল্লাহই যথেষ্ট।[৩৬]

সুতরাং দা'ওয়াতে ইসলামের কাজ হলো আম্বিয়া কিরাম 'আলাইহিমুস্ সালামের কাজ। যেহেতু কিয়ামত পর্যন্ত অন্য কোন নবী আর আসবেন না, তাই বর্তমান মুসলমানদের উপরে সে দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। এ দায়িত্ব পালনের অর্থ হলো নবুওয়তের দায়িত্ব পালন তথা যুগে যুগে শ্রেষ্ঠ ও আদর্শ মহাপুরুষদের দায়িত্ব ও সুন্নত পালন। এখানেই এ কাজের শ্রেষ্ঠত্ব ও গুরুত্ব নিহিত।

দা'ওয়াতে ইসলামের কাজ মানবকল্যাণে নিয়োজিত

এ পৃথিবীতে সকলেই কল্যাণ কামনা করেন। জীবনে কল্যাণজনক কিছু হোক, এটা পছন্দ করেন না– এমন লোক বিরল। তাই যে কেউ কোন কল্যাণমূলক কাজ করলে শত্রু-মিত্র সকলেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাকে স্বাগত জানান, সমর্থন করেন। অজ্ঞাতসারেই মানব হৃদয়ে তিনি স্থান করে নেন।

দা'ওয়াতে ইসলাম এমন একটি কাজ যা সব দিক দিয়েই মানবকল্যাণে নিয়োজিত। এর কল্যাণ বিভিন্নমুখী। যথা দা'ওয়াত কবুলকারীর বৈষয়িক ও পারলৌকিক জীবনে অফুরন্ত কল্যাণ হবে। বৈষয়িক জীবনে শান্তি, স্বস্তি-উন্নতি অগ্রগতি তথা সুষ্ঠু জীবন যাপন করতে পারবে। সাথে সাথে পারলৌকিক জীবনেও অগাধ শান্তিময় জান্নাত লাভ এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়ে সফলতা অর্জন করবে। অন্যদিকে দা'ওয়াত দাতারও উভয় জীবনে অশেষ কল্যাণ অর্জিত হবে। জাগতিক জীবনে মানুষ তাকে ভালোবাসবে, শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করবে। দা'ওয়াতী কাজের পর তিনি আত্মতৃপ্তিও লাভ করবেন। পারলৌকিক জীবনেও আল্লাহর সন্তুষ্টিতে ধন্য হয়ে তাঁর পরম সুখময় ও অনন্ত শান্তির আধার বেহেশত

---

[৩৩] সূরা নাহ্ল : ১২৫।

[৩৪] সূরা নাহ্ল : ৩৬।

[৩৫] সূরা ফাতির : ২৪।

[৩৬] সূরা আহযাব : ৩৯।

লাভ করবেন। দা'ওয়াতে ইসলাম ঐ ধরনের ব্যাপক কল্যাণের কথা আল কুর'আনে সরাসরি স্পষ্টভাবেই তুলে ধরা হয়েছে। আল্লাহ মুসলমানদের উদ্দেশ্যে বলেন :

ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر و أولئك هم المفلحون -

> তোমাদের মধ্যে এমন এক দল হওয়া দরকার যারা কল্যাণের দিকে আহবান করবে এবং সৎকাজের নির্দেশ দেবে ও অসৎ কাজে নিষেধ করবে, আর এরাই হলো মূলতঃ সফলকাম।[৩৭]

এ আয়াতে 'খায়ের' এবং 'মুফলিহুন' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কল্যাণ অর্থে প্রত্যয়দ্বয় ব্যাপক ধারণা দিয়ে থাকে 'আরবী ভাষায়। মানব জীবনে সর্বোত্তম ও সার্বিক কল্যাণ বুঝাতে এ 'খায়ের' ও 'ফালাহ' শব্দদ্বয় ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

দা'ওয়াতে ইসলামের সওয়াব বা প্রতিদান চক্রবৃদ্ধিহারে বৃদ্ধিশীল

দা'ওয়াতে ইসলামের কাজে নিয়োজিত একজন ব্যক্তির এ দুনিয়াতে যেমন বিবিধ কল্যাণ রয়েছে, তেমনি আখিরাতেও তার প্রভূত কল্যাণ রয়েছে। দা'ওয়াতী কাজের সওয়াব বা প্রতিদান অফুরন্ত। এ সওয়াব বা প্রতিদান লাভের ধরনটা হলো এটা চক্রবৃদ্ধি হারে বৃদ্ধি পায়। কোন ব্যক্তির দা'ওয়াতে অন্য একজন মানুষ হিদায়াত পাওয়ার পর তাঁর জীবনে যত সওয়াব হবে, এর সমতুল্য সওয়াব ঐ দা'ওয়াতকারীর জন্যও দেয়া হবে। এতে বুঝা যাচ্ছে, কারো দা'ওয়াতে হিদায়াতপ্রাপ্ত ব্যক্তি যদি অন্য আরো দশ জনকে দা'ওয়াত দেন, তাদের সমপর্যায়ের সওয়াবও ঐ প্রথম দা'ঈ পাবেন। এভাবে একে অপরকে দা'ওয়াত দিতে থাকলে সওয়াব বৃদ্ধি পেতে থাকবে। উদাহরণ স্বরূপ, একজন দা'ঈ অপর দশ জনকে দা'ওয়াত দিলে দা'ওয়াতপ্রাপ্ত দশ জন প্রত্যেকে আরো দশ ব্যক্তিকে দা'ওয়াত দিলে প্রথম ব্যক্তির দা'ওয়াতে একশ' জন দা'ওয়াত পেলো, এ একশ' দশ জন ব্যক্তি প্রত্যেকে আরো দশ ব্যক্তিকে দা'ওয়াত দিলে সর্বমোট (১১০x১০+১১০)= ১২১০ জন ব্যক্তি প্রত্যেকে দা'ওয়াত পেলো। এভাবে কিয়ামত পর্যন্ত এক ব্যক্তির দা'ওয়াতের কারণে চক্রবৃদ্ধি হারে এ দা'ওয়াতের প্রভাব যেমন প্রসার লাভ করতে থাকবে, তেমনি ঐ দা'ঈ ব্যক্তির সওয়াব বা প্রতিদানও ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকবে। এজন্য মহানবী সা. বলেছেন : - من دل على خير فله مثل أجر فاعله

> কেউ যদি কোন নেক কাজের পথ নির্দেশ দেয়, সে ঐ নেক কাজ সম্পাদনকারীর সমতুল্য সওয়াব পায়।[৩৮]

মহানবী সা. আরো বলেন :

> من دل إلى هدى كان له من الأمثل اجوز من تبعه لا ينقص ذلك من أجور هم شيئا -
>
> যে হিদায়াতের দিকে আহবান করে, এই হিদায়াতের যত অনুসরণকারী হবে, তাদের প্রতিদানের সমতুল্য প্রতিদান সে পাবে। তবে তাদের (অনুসরণকারীদের) প্রতিদানে কোন সংকোচন করা হবে না।[৩৯]

এই হাদীস দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, দা'ওয়াত দানকারীর সওয়াব চক্রবৃদ্ধি হারে বৃদ্ধি পায়।

দা'ওয়াতে ইসলাম ইসলামের রক্ষাকবচ

পূর্বেই বলা হয়েছে, আদর্শ যতই উন্নত হোক, তা নিজেই প্রসার লাভ করতে পারে না। তেমনি আদর্শ প্রচারিত হলেও তাকে ধরে রাখার জন্য উদ্যোগ প্রয়োজন। কারণ বিভিন্ন পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে এবং যুগ-যুগান্তরে সমাজে অনেক সময় প্রকৃত আদর্শের ক্ষেত্রে বিকৃতি ঘটতে পারে। সে আদর্শের কিছু কিছু দিক বিস্মৃত হয়ে যেতে পারে। আদর্শের সঠিক রূপ ধরে রাখার জন্য তথা পুনর্জীবিত করার জন্য প্রয়োজন দা'ওয়াতের। দা'ওয়াতী কাজ ব্যতীত যেমন ইসলাম প্রচারিত হতে পারবে না, তেমনি টিকে থাকতে পারবে না। অতএব দা'ওয়াতে ইসলাম ইসলামী আদর্শের প্রাণস্বরূপ।

---

৩৭. সূরা আল ইমরান : ১০৪।

৩৮. *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল ইমারাহ, বাবু ফাদলু ইআনাতুল গাযী ফী সাবীলিল্লাহি, ৩খ, পৃ ১৫০৬।

৩৯. প্রাগুক্ত।

দা'ওয়াতে ইসলাম ইসলামের প্রতীক

ইসলাম এমন এক আদর্শ যা প্রচার সাপেক্ষ। এ আদর্শ নির্দিষ্ট কোন ভূখণ্ডে আটকে রাখা যাবে না; কিংবা নির্দিষ্ট কোন জনগোষ্ঠীর জন্য সীমাবদ্ধ করা যাবে না। যুগে যুগে যত মানবগোষ্ঠী আসবে, সবার জন্য ইসলাম। তাই সমগ্র মানবজাতির সামনে ইসলামকে তুলে ধরতে হবে। এটা প্রচার ও প্রসারের জন্য দা'ওয়াতী কাজকে সর্বাগ্রে বিবেচনায় নিয়ে আসতে হবে। এমন মুসলমান মানেই সে একজন দা'ঈ, তার সামর্থ কম হোক বা বেশি হোক। সর্বাবস্থায় তাদের পরস্পরের মাঝে যেমন ইসলামের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করবে, তেমনি অমুসলিমদের মাঝেও ইসলামের বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরবে। এটাই ইসলামের প্রকৃতি এবং ইসলামের অনুসারীদেরও স্বভাব। এজন্য মহানবী সা. ইসলামের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে সুস্পষ্টভাবে বলেছিলেন :

الدين النصيحة -

> দ্বীন ইসলামের পরিচয় হলো নসীহত।[৪০]

মানব কল্যাণে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কোন দিক নির্দেশনা দানকে নসীহত বলা হয়। দা'ওয়াতে ইসলামও এক বিনিময়হীন কাজ। কাউকে দা'ওয়াত দিয়ে তার বিনিময়ে টাকাকড়ি চাওয়া হয় না। এটা নিঃস্বার্থভাবে অপরের জন্য কল্যাণমূলক কাজ। তাই দা'ওয়াতে ইসলামের অপর নাম নসীহত।

দা'ওয়াতে ইসলাম : মুসলিম সমাজে সামাজিক দায়িত্ব

আল কুর'আনে দা'ওয়াহকে মুসলিম সমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য তথা মুসলিম সমাজের সামাজিক দায়িত্ব হিসেবে আখ্যা দেয়া হয়েছে। আল্লাহ বলেন :

والمؤمنون والمؤمنت بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلوة
ويؤتون الزكوة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم -

> মুমিন নর-নারী একে অপরের বন্ধু। এরা সৎ কাজের নির্দেশ দেয় এবং অসৎ কাজে নিষেধ করে, সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। এদেরকেই আল্লাহ রহমত দান করেন। নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।[৪১]

উল্লেখ্য, একটা সমাজ গড়ে উঠে বন্ধুত্বের উপর, পরস্পরের প্রতি দয়া ভালোবাসার উপর। এখানে ওলী বা বন্ধু বলে মুসলিম সমাজের দিকে ইশারা করে আল্লাহ মুসলিম সমাজের যে কার্যাবলীর কথা উল্লেখ করলেন, তা দা'ওয়াতে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত।

দা'ওয়াতী কাজ মুসলমানদের শ্রেষ্ঠত্বের প্রতীক

যেখানে অন্যান্য জাতি ও গোষ্ঠী সত্য থেকে বিচ্যুত হয়ে পরস্পরের মাঝে হানাহানি ও মারামারিতে লিপ্ত; সাথে সাথে বিভিন্ন রকম ধোঁকা, সত্য বিকৃতি, হত্যা, সন্ত্রাস ও ভয়-ভীতির মাধ্যমে অন্যান্য জাতির মাঝে তথা মানব সমাজে বিশৃঙ্খলা ও অস্বস্তিকর পরিবেশ সৃষ্টিতে ব্যস্ত, সেখানে মুসলিম জাতি সমগ্র মানব জাতিকে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক দৃঢ়করণের মাধ্যমে সমাজে শান্তি, অগ্রগতি তথা সার্বিক কল্যাণে নিয়োজিত। কোনরূপ অন্যায় কাজের সমর্থন মুসলিম জাতি করতে পারে না। যতটুকু কল্যাণকর, তা যার পক্ষ থেকেই হোক, তাতে তারা যে কোন ত্যাগ স্বীকার করে সমর্থন করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আর এটাই দা'ওয়াতী কাজের মূল প্রেরণা তথা দিক নির্দেশনাসমূহের অন্তর্ভুক্ত। তাই তাদের এ কাজ ও দৃষ্টিভঙ্গী যেমন শ্রেষ্ঠ, তেমনি এ কাজের জন্যই তাদের শ্রেষ্ঠত্ব। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন মুসলমানদের এ দিকটি বিবেচনা করেই সুস্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছেন :

كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله -

---

[৪০] *সহীহ বুখারী*, কিতাবুল ঈমান, বাবু আদ দীন আন-নসীহা, ১খ, পৃ ৩৮।

[৪১] সূরা তওবা : ৭১।

> তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানব জাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে, তোমরা সৎ কাজের নির্দেশ দেবে আর অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে আর তোমরাই আল্লাহর উপর ঈমান রেখে চলবে।[৪২]

সুতরাং দা'ওয়াতের ভিত্তিতেই মুসলিম জাতির পরিচয় এবং শ্রেষ্ঠত্ব। এজন্য *থমাস আরনল্ড* বলেছেন, মুসলিম জাতি মূলত দা'ওয়াতী বা মিশনারী জাতি (Missoinary Nation)।[৪৩]

দা'ওয়াতী কাজ করা ফরয

কেউ কেউ যে ভাবে নামায রোযাকে ফরয হিসেবে অনুভব করেন, দা'ওয়াতী কাজকে সেভাবে মনে করেন না। অথচ নামায রোযা যেভাবে ফরয করা হয়েছে, তেমনি দা'ওয়াতী কাজকেও ফরয হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। আল-কুর'আনুল কারীমে সরাসরি আদেশ করা হয়েছে :

أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة -

> আল্লাহর পথে দা'ওয়াত দাও হিকমত ও উত্তম উপদেশ দ্বারা।[৪৪]

এখানে 'দা'ওয়াত দাও' বাক্যটি আদেশ জ্ঞাপক। এ অর্থে এ কাজটি ফরয। তাই কাউকেই যেমন নামায রোযার আদেশ থেকে রেহাই দেয়া যাবে না, তেমনি দা'ওয়াতী কাজ থেকেও রেহাই পাওয়া যাবে না।[৪৫] ইসলামী ফরয কাজগুলো কোনটা দৈনিক বিভিন্ন সময়ে যেমন– নামায, কোনটা বার্ষিক, যেমন– রোযা, যাকাত ইত্যাদি। কিন্তু দা'ওয়াত এমন একটি ফরয যা যথাসাধ্য সার্বক্ষণিক। অতএব এর গুরুত্ব অপেক্ষাকৃত বেশি। প্রত্যেকের শক্তি ও সামর্থ অনুসারে কিছু না কিছু দা'ওয়াতী কাজ করতেই হবে। ইসলাম সম্পর্কে যতটুকু অজানা ততটুকু জানা যেমন ফরয, তেমনি জানার পর তা অন্যকেও জানানো ফরয। এ জন্য মহানবী সা. বলেছেন– بلغوا عنى ولو اية

> একটি আয়াত হলেও আমার পক্ষ থেকে (অন্যের কাছে) পৌছে দাও।[৪৬]

কেউ কেউ দা'ওয়াতী কাজকে ফরযে কিফায়া বলে মনে করেন। একদল লোক তা সম্পাদন করলেই সকলের দায়িত্ব আদায় হয়ে যাবে, যেমন জানাযার নামায। আসলে জানাযার নামাযের সাথে দা'ওয়াতী কাজকে তুলনা করা যাবে না। যদিও :

ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير -

> তোমাদের মাঝে এমন একদল হবে যারা মানুষকে কল্যাণের দিকে আহবান করবে।

আয়াতের মাধ্যমে বিশেষ দলের উপর দায়িত্ব অর্পণের একটা ভাব বুঝা যায়, কিন্তু মূলত এর অর্থ হলো একটি বিশেষজ্ঞ দল গঠন, কিন্তু সাধারণভাবে দা'ওয়াত সবার উপরে ফরয না হওয়ার ব্যাপারে এ আয়াতে কিছু বলা হয় নি। এ আয়াতে সরাসরি আদেশ করা হয় নি যে দল গঠন কর; বরং বলা হয়েছে গঠন করা উচিত। অথচ অন্যান্য আয়াতে এবং হাদীসে দা'ওয়াতের দায়িত্বকে সকল মুসলমানের উপর ফরয করা হয়েছে এবং সরাসরিভাবে আদেশ করাও হয়েছে। অতএব মানুষের জ্ঞান, বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা ও সামর্থের দিক দিয়ে যেহেতু বিভিন্নতা আছে, সেহেতু এতটুকু বলা যায় যে, তাদের সামর্থানুসারে সে দায়িত্ব পালন করবে। তাই বলে জানাযার নামাযের সঙ্গে তুলনা করে এবং ফরযে কিফায়া বলে এ দায়িত্বের মাঝে সীমাবদ্ধতা আনা হলে আল কুর'আন ও সুন্নাহর আলোকে সঠিক নয়। জানাযার নামাযান্তে মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার পর তার ক্ষেত্র ও কার্যকারণ শেষ হয়ে যায়। পক্ষান্তরে দা'ওয়াতের ক্ষেত্র ও বিষয় অফুরন্ত। তাই দা'ওয়াতে ইসলাম সবার উপর ফরয। মহানবী সা.-এর যুগে সাহাবায়ে কিরাম ইসলাম গ্রহণ করে এমনি বিশ্বাস করতেন। তাই তাঁরা সর্বদা দা'ওয়াতী কাজে আত্মনিয়োগ

---

৪২. সূরা আল ইমরান : ১১০।

৪৩. T.W Arnold, *The Preaching of Islam,* London, 1956, P IV.

৪৪. সূরা নাহ্ল : ১২৫।

৪৫. দা'ওয়াত ফরযে আইন না কিফায়া এ নিয়ে 'উলামা কিরামের মাঝে মতানৈক্য আছে। কিন্তু তা আদায়ের ধরন অনুসারে। অর্থাৎ নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে কারো মাধ্যমে দা'ওয়াতী কাজ আদায় হয়ে গেলে সবার পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু সার্বিকভাবে ঐ কাজের কোন না কোন ক্ষেত্রে বা বিষয়ে সাধ্যমত কিছু অংশগ্রহণ করা ফরযে আইন।

৪৬. *আল জামে তিরমিযী,* কিতাবুল 'ইলম।

করেছিলেন। মুসলিম সমাজে উক্ত সীমাবদ্ধ ধ্যান-ধারণা প্রবেশ করার পরপরই তাঁদের সমাজে ধ্বস নেমে এসেছিল। বিশ্ব নেতৃত্বেও তারা পিছিয়ে গিয়েছিল এবং তা আজও বিদ্যমান। সুতরাং মুসলিম জাতিকে তাদের অতীত অবস্থান, ঐতিহ্য ও গৌরবকে পুনরুদ্ধার করতে হলে দা'ওয়াতে ইসলামের বিকল্প নেই।

দা'ওয়াতে ইসলাম রাষ্ট্রেরই অন্যতম রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব

ইসলামী দা'ওয়াতের সফলতার এক পর্যায়ে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ইসলাম তখনও মুসলমানদেরকে দা'ওয়াতের দায়িত্ব থেকে রেহাই দেয় নি। কারণ আল-কুর'আন ও সুন্নাহর জ্ঞান ভাণ্ডারের পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক। সবাই যে এসব সমান বুঝেন, এমনটি নয়। স্বয়ং সাহাবীগণও আল-কুর'আন সমানভাবে বুঝতেন না, যে জন্য পরস্পরের কাছে যেতে হতো জানা বুঝার জন্য। তাই ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হয়ে গেলেও কুর'আন সুন্নাহ সম্পর্কে জানানোর প্রয়াস চলতেই থাকা উচিত; বরং এটা দা'ওয়াতে ইসলামের অংশ। অন্য দিকে শয়তানী শক্তি যেহেতু সদা সোচ্চার, সেহেতু মুসলিম সমাজেও অপরাধ সংঘটিত হতে পারে। তা যেন সংঘটিত হতে না পারে, সে ব্যবস্থা থাকা দরকার। ঐ প্রয়াস এবং ব্যবস্থার ভাল নাম হলো আল-আমরু বিল মারূফ ওয়ান নাহী আনিল মুনকার বা সুকৃতির আদেশ দান বা প্রচার এবং দুষ্কর্মে বাধাদান প্রক্রিয়া। আল কুর'আনে ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব আলোচনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে :

الذين ان مكنهم فى الارض اقاموا الصلوة واتو الزكاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر
ولله عاقبة الامور -

> আমি এদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান করলে এরা সালাত কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে এবং সৎ কাজের নির্দেশ দেবে এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে। সকল কর্মের পরিণাম আল্লাহর এখতিয়ারে।[৪৭]

দা'ওয়াতী কার্যক্রম জিহাদে অংশগ্রহণের সমতুল্য

মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোন ইসলাম বিদ্বেষী কর্মতৎপরতা মোকাবেলার প্রয়োজনে অস্ত্র ধারণের বিষয়টির গুরুত্ব ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় অপরিসীম; বরং এর মর্যাদা ইসলামে শীর্ষ স্থান দেয়া হয়েছে। এ সত্ত্বেও আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন সকল মুসলমানকে একযোগে অমুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য বের হয়ে যাবার বিষয়টি পছন্দ করেন নি। বরং মুসলমানদের মাঝে এমন এক দল বিশেষজ্ঞ শ্রেণী হওয়া প্রয়োজন, যাঁরা দা'ওয়াতে ইসলামের কাজে এককভাবে নিবিষ্ট হবেন। দ্বীন সম্পর্কে গভীর জ্ঞানার্জন করে মানুষকে তা শিক্ষা দেবেন। বিভিন্ন বিষয়ে সতর্ক করবেন যেন তারা সত্য থেকে বিচ্যুত না হয়। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন ঘোষণা করেন :

وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم
اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون -

> মু'মিনদের সবার এক সঙ্গে অভিযানে বের হওয়া সঙ্গত নয়, ওদের প্রত্যেক দলের এক অংশ এমন হয় না কেন, যারা দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞান অন্বেষণ করবে এবং নিজেদের জাতির নিকট যখন উপস্থিত হবে, তখন তাদেরকে সতর্ক করবে, যাতে তারা সতর্ক হয়।[৪৮]

এ আয়াতে আল্লাহ জ্ঞান চর্চা ও তা সম্পর্কে অন্যকে অবহিতকরণ তথা দা'ওয়াতী কাজকে হিদায়াতের সমতুল্য হিসেবে ঘোষণা করেছেন যে, বিশেষ পরিস্থিতিতে তথা মুসলমানদের জরুরী অবস্থাতেও একাংশ যুদ্ধে চলে যাবে আর একাংশ বিশেষভাবে দা'ওয়াতী কাজে আত্মনিয়োগ করবে। দা'ওয়াতী কাজ থেকে কখনো বিচ্যুত হওয়া যাবে না। দা'ওয়াতী কাজ চরমাবস্থায় সশস্ত্র জিহাদের সমতুল্য, বরং গুরুত্বের দিক দিয়ে জিহাদের ব্যাপকার্থে দা'ওয়াতী কাজ শ্রেষ্ঠ জিহাদ। মহানবী সা. বলেছেন :

افضل جهاد كلمة حق عند سلطان جائر -

> অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে সত্যের বাণী তুলে ধরাও শ্রেষ্ঠ জিহাদ।[৪৯]

---

৪৭. সূরা হজ্জ : ৪১।

৪৮. সূরা তাওবা : ১২২।

৪৯. *সুনানু ইবন মাযা,* কিতাবুল ফিতান, ২খ, পৃ ৩৬৭।

দা'ওয়াতে সাড়া দেয়া ফরয

দা'ওয়াতী কাজ করা যেমন ফরয, তেমনি দা'ওয়াতে সাড়া দেয়াও ফরয। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন :

يايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون -

> হে মু'মিনগণ, রাসূল যখন তোমাদেরকে এমন কিছুর দিকে দা'ওয়াত করেন যা তোমাদেরকে প্রাণবন্ত করে, তখন আল্লাহ ও রাসূলের দা'ওয়াতে সাড়া দেবে এবং জেনে রাখবে, আল্লাহ মানুষ ও তার অন্তরের অন্তরালে থাকেন এবং তাঁরই নিকট তোমাদেরকে একত্র করা হবে।[৫০]

দা'ওয়াতী কাজ না হলে সাধারণ মানুষ কিসে সাড়া দেবে, কী ভাবে সত্য দ্বীন বুঝবে। তাই দা'ওয়াতে সাড়া দেয়ার জন্য দা'ওয়াত অপরিহার্য। একটা আরেকটার পরিপূরক ও অপরিহার্য।

দা'ওয়াতী কাজ থেকে বিরত থাকা মুনাফিকীর লক্ষণ

মুসলিম সমাজে মুনাফিক তারাই যারা ইসলামকে আন্তরিকভাবে মেনে নিতে পারেন নি, যদিও প্রকাশ্যে মুসলমানিত্বের দাবি করে। তারা অন্তর দিয়ে ইসলামকে বিশ্বাস করে নি বলে স্বভাবতই তারা দা'ওয়াহর ব্যাপারে অবহেলা দেখাবে, প্রয়োজনে এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবে এবং দা'ওয়াতী চেতনার বিপরীত ভূমিকা নেবে। এটা মুনাফিকদের পন্থা। আল কুর'আনে মুনাফিকদের এ চরিত্রটি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এ আয়াতে কারীমায় :

المنفقون والمنافقت بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون ايديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفسقون -

> মুনাফিক নর-নারী একে অন্যের অনুরূপ, ওরা অসৎ কর্মের নির্দেশ দেয় এবং সৎকর্মে নিষেধ করে, ওরা হাত বন্ধ করে রাখে, ওরা আল্লাহকে ভুলে গেছে, ফলে তিনিও তাদের ভুলে গেছেন, মুনফিকরা তো পাপাচারী।[৫১]

দা'ওয়াতের উদ্দেশ্য যেখানে সৎ কাজের আদেশ করা, সেখানে মুনাফিকরা নিষেধ করে। তেমনি দা'ওয়াতের উদ্দেশ্য যেখানে অসৎ কাজের নিষেধ করা, সেখানে মুনাফিকরা অসৎ কাজের আদেশ দেয়, উৎসাহিত করে। এটাই তাদের চরিত্রের মূল বৈশিষ্ট্য।

দা'ওয়াতী কাজ থেকে বিরত থাকার কারণে আল্লাহর লা'নত

অসৎ কাজে নিষেধ করার কেউ না থাকলে কোন সমাজে অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি পাওয়া অবশ্যম্ভাবী। তখনই ঐ সমাজের অধিবাসীদের উপর আল্লাহর গযব নাযিল হয়। দা'ওয়াতী কাজ ত্যাগ করার কারণে বনী ইসরা'ঈল সম্প্রদায় অভিশপ্ত হয়েছে। আল কুর'আনের ভাষায় :

لعن الذين كفروا من بنى إسرائيل على لسان داؤد عيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون -

> বনী ইসরা'ঈলের মধ্যে যারা কুফরী করেছিল, তারা দাউদ ও মরিয়ম তনয় 'ঈসা কর্তৃক অভিশপ্ত হয়েছিল। এটা এজন্য যে, তারা ছিল অবাধ্য ও সীমালঙ্ঘনকারী। তারা পরস্পরকে মন্দ কাজে নিষেধ করত না, যা তারা করত। তারা যা করত, তা অবশ্যই মন্দ ছিল।[৫২]

মুসলিম সমাজেও দা'ওয়াতী কাজ না হলে আল্লাহর অসন্তুষ্টি ও লা'নত অবধারিত। অনেকেই বিভিন্ন রকম ওযর-আপত্তি পেশ করে এবং অন্যরা তা করে করুক– এ ধরনের অজুহাতে দা'ওয়াতী কাজ থেকে বিরত থাকে। লা'নত থেকে তারা কখনো মুক্তি পেতে পারে না। এ ব্যাপারে আল্লাহ মুসলমানকে সতর্ক করে দিয়েছেন।

---

[৫০] সূরা আনফাল : ২৪।

[৫১] সূরা তাওবা : ৬৭।

[৫২] সূরা মায়িদা : ৭৮-৭৯।

> واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان الله شديد العقاب -
>
> তোমরা এমন ফিতনাকে ভয় করো যা বিশেষ করে তোমাদের মধ্যে যারা যালিম কেবল তাদেরকেই বিনষ্ট করবে না এবং জেনে রাখ যে, আল্লাহ শাস্তি দানে কঠোর।[৫৩]

হাদীস শরীফে এসেছে :

> إذا ظهر فيكم المنكر فلم تغيروه يوشك ان يعم الله الكل بعذاب -
>
> তোমাদের সমাজে যখন কোন অসৎ কর্ম প্রকাশ পাবে অথচ তোমরা তা অপনোদন করার কোন পদক্ষেপ নিবে না; অচিরেই আল্লাহ তা'আলা সবাইকে আযাবে নিপতিত করবেন।[৫৪]

দা'ওয়াতী কাজ না করার কারণে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন মুসলিম জগতের উপর বার বার দুর্যোগ দিয়েছেন ও পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করেছেন। নেমে এসেছে তাদের জন্য বিপদ আপদের অমানিশা। মুসলিম জাতি হারিয়েছে তাদের বিশ্ব নেতৃত্ব, গৌরব, ঐতিহ্য। ইতিহাসে তার অনেক জ্বলন্ত প্রমাণ রয়েছে। বিশ্বের অনেক এলাকা রয়েছে যেখানে এক সময় মুসলমান সংখ্যালঘু থাকা সত্ত্বেও তাদের তৎকালীন প্রভাব প্রতিপত্তিতে মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব অর্জন করার পর তারা তাদের মূল দায়িত্ব দা'ওয়াতে ইসলামকে ভুলে গিয়েছিল। তারা শুধু সংখ্যালঘু হিসেবেই থাকে নি; অবশেষে তাদের রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বও বিলীন হয় বরং তাদের অনেকের অস্তিত্বও বিলীন হয়। ইউরোপের স্পেন ও ভারতের কথা উল্লেখ করা যায়। অপর দিকে অনেক স্থানে তাদের মুক্তি এসেছিল। 'আব্বাসীয় দুর্বল খলীফাদের সাম্রাজ্য শতধা বিভক্ত হওয়ার পর মুসলিম বিশ্বের উপর তাতারদের পক্ষ থেকে সাঁড়াশী আক্রমণ এসেছিল। তাদের হাতেই পতন ঘটেছিল বাগদাদ নগরী ও ধ্বংস হয়েছিল মুসলিম সভ্যতার অজস্র নিদর্শন। লাখ লাখ মুসলমানকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছিল। তখন তারা এতই দোর্দণ্ড প্রতাপে অগ্রসর হচ্ছিল যে, তাদের মোকাবেলা অসম্ভব বলে ধারণা করা হতো। বরং লোকমুখে বলা হতো, যদি কেউ বলে তাতাররা পরাজয় বরণ করেছে, তবে তা বিশ্বাস করো না। কেউ কেউ বলতো কিয়ামত ঘনিয়ে এসেছে, ইয়াজুয মাজুয বের হয়ে গেছে, ইত্যাদি। এ অবস্থায় মুসলিম রাষ্ট্রীয় শক্তি যখন পরাস্ত, তখন অমুসলিম বর্বর তাতার সম্রাট ও নেতৃবৃন্দের সামনে ইসলামী দা'ঈ শাশ্বত ও অনিন্দ্যসুন্দর ইসলামকে তুলে ধরেন। যে তাতারদেরকে মুসলমানগণ তলোয়ার ও রাজশক্তির মাধ্যমে মোকাবেলা করতে ব্যর্থ হলো, তাদেরকে ইসলামের দা'ঈগণ অলৌকিক ঘটনার অবতারণা করেন তাদেরকে মুসলমান করার দ্বারা। যারা ছিল ইসলাম ও মুসলমানদের শত্রু, পরবর্তীতে তারাই ইসলামের রক্ষক হয়ে বীর বিক্রমে ইসলামের জন্য খিদমত করেন।'[৫৫]

দা'ওয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ মুসলমানদেরকে রক্ষা করেছিলেন। যেমনভাবে দা'ওয়াতী কাজ না করার কারণে মুসলমানদেরকে স্পেনে ও ভারতে শিক্ষা দিয়েছিলেন, আজও তার পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারে। মুসলিম বিশ্বের স্বাধীনতা, স্বকীয়তা একমাত্র ইসলামী চেতনার কারণেই রক্ষা পেতে পারে।

সুতরাং দা'ওয়াতী কাজ যেমনভাবে জীবনে কল্যাণ বয়ে নিয়ে আসবে, মুসলিম সমাজের ঐতিহ্য ও মর্যাদা বিশ্বের দরবারে আরো সুপ্রতিষ্ঠিত করবে, তেমনিভাবে দা'ওয়াতী কাজ থেকে বিরত থাকলে তাদের মর্যাদা ও ঐতিহ্যকে নস্যাত করবে, আল্লাহর লা'নতে মুসলিম জাতি বারবার অমুসলিমদের হাতে আরো নিষ্পেষিত হবে, পরাধীন হবে এবং আখিরাতে আল্লাহর অসন্তুষ্টি লাভ করে জাহান্নামের আগুনে দগ্ধ হবে।

---

[৫৩] সূরা আনফাল : ২৫।

[৫৪] *সুনানে আবূ দাউদ*, ২খ, পৃ ৬২।

[৫৫] দ্র. সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী, *ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রপথিক*, অনুবাদ : মাওলানা আবূ সাঈদ ওমর আলী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১খ, পৃ ১২০।

দা'ওয়াতী কাজের সুযোগ পাওয়া মানবাধিকারের অন্তর্ভুক্ত

যেখানে দা'ওয়াতে ইসলাম মানব কল্যাণে নিয়োজিত, যেখানে দা'ওয়াহ সত্য প্রচারের দা'ওয়াহ, সেখানে সত্য প্রচার করার অধিকার থাকা উচিত। যেহেতু সে সত্য জানা মানব সমাজের জন্যই। সুতরাং দা'ওয়াতে ইসলাম মানবাধিকারের অন্তর্ভুক্ত। আল কুর'আনে বলা হয়েছে : له دعوة الحق

> তারই সত্যের দা'ওয়াহ।[৫৬]

অন্য আয়াতে মহানবী সা. কে বলতে হচ্ছে :

> لا جرم انما تدعوننى اليه ليس له دعوة فى الدنيا و لا فى الاخرة -
>
> নিশ্চয় তোমরা আমাকে আহবান করছ এমন একজনের দিকে যে দুনিয়া ও আখেরাতে কোথাও তার দিকে আহবান পাওয়ার অধিকার রাখে না।[৫৭]

এ আয়াতদ্বয়ের ভাষায় একমাত্র ইসলামেরই দা'ওয়াত চলতে পারে, একমাত্র তারই সে অধিকার রয়েছে। অন্য কোন মানব রচিত ও প্রবর্তিত মতবাদের দা'ওয়াত চলতে পারে না। তবুও ইসলাম অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদেরকে সত্য বুঝার সুযোগ দিতে চায়, জোর-জবরদস্তি করে নয়। এটা তার উদারতা এবং দা'ওয়াতের হিকমত। অনেকে- لا اكراه فى الدين 'ধর্মের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি নেই'[৫৮]– এ আয়াতের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন। তাঁদের ভাষায় এ আয়াত দ্বারা অন্য কোন ধর্মাবলম্বীকে ইসলামে দা'ওয়াত দেয়ার বিষয়টিকে প্রশ্নাধীনে নিয়ে এসেছে। কিন্তু এখানে এ আয়াতের বাকী অংশেই তাঁদের সন্দেহের সমাধান দেয়া হয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে- قد تبين الرشد من الغى যার অর্থ হলো 'সঠিক হিদায়াত সুস্পষ্ট হয়ে গেছে।' তখন আর কাউকে তা গ্রহণের জন্য জোর-জবরদস্তি করা যাবে না। ধর্মের ব্যাপারে দা'ওয়াতী কঠিন ভূমিকা নেয়ার ক্ষেত্রে ঐ আয়াতের শর্ত হলো সত্য সবার নিকট সুস্পষ্ট থাকতে হবে। দা'ওয়াতী কাজ না হলে মানুষ কি করে বুঝবে কোনটা সত্য আর কোনটা মিথ্যা? অতএব একই আয়াতে দা'ওয়াতী কাজ করার জন্যও বলে দেয়া হয়েছে।

দা'ওয়াতে ইসলাম পাওয়াও মানুষের ধর্মীয় অধিকার

ইসলামের দিকে দা'ওয়াত দেয়া যেমন দা'ঈদের অধিকার ও কর্তব্য, তেমনি ইসলামের দা'ওয়াত পাওয়াও মানব সমাজের ধর্মীয় অধিকার। এটা অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থান ইত্যাদি মৌলিক অধিকারের চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়; বরং বেশি। কারণ আল্লাহর বান্দা হিসেবে প্রত্যেক ব্যক্তিরই তাকে চেনা এবং তার আদেশ মানা কর্তব্য। এটাই তার জীবনে পরম লক্ষ্য। দা'ঈগণ আল্লাহ সম্পর্কে না জানালে তারা জীবন পথে বিভ্রান্ত হবে আর অজ্ঞতার মাঝে নিমজ্জিত থাকবে– ইহ ও পারলৌকিক কল্যাণ লাভে ব্যর্থ হবে। তাই দা'ওয়াতী কাজের জন্য হোক কিংবা মানুষের ফিতরাতের (তথা সহজাত সুপ্তশক্তির) তাড়নায়ই হোক, যদি কেউ ইসলাম গ্রহণ করতে চায়, কোন রাষ্ট্রের তাতে বাধা দেয়ার অধিকার নেই। ইসলাম মানুষকে সত্য জানার জন্য উদ্বুদ্ধ করে। এ জন্য কেউ কিছু সত্য হিসেবে জানার পর তা ত্যাগ করে সমাজে ফাটল সৃষ্টির চেষ্টা করলে সেটা হবে তার অপরাধ। এ জন্য ইসলামে সুস্পষ্টভাবে মুরতাদের বিধান রয়েছে।

সুতরাং সমাজ থেকে ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতা ও অস্পষ্টতা নিরসনে সে সম্পর্কে অবগত হওয়া ইসলামের দৃষ্টিতে সবারই ধর্মীয় অধিকার।

দা'ওয়াত দেয়া যেমন অধিকার ও কর্তব্য, তেমনি যারা দা'ওয়াত পান নি, তাদের দা'ওয়াত পাওয়ারও অধিকার রয়েছে। মানব সভ্যতা ও সমাজ টিকিয়ে রেখে সার্বিক কল্যাণ প্রতিষ্ঠা যদি ইসলামের মিশন হয়ে থাকে, তবে সে সম্পর্কে অবহিত হওয়ারও অধিকার সবারই রয়েছে। এ জন্য আল কুর'আনে ইহুদী

---

৫৬. সূরা রাদ : ১৪।

৫৭. সূরা মু'মিনুন : ৪৩।

৫৮. সূরা বাকারা : ২৫৬।

ও নাসারাদের 'আলিমদের ভর্ৎসনা করা হয়েছে। কারণ তারা মানুষকে সত্য জানানো থেকে বিরত থেকেছে; তা গোপন রাখার প্রয়াস চালিয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে :

يا اهل الكتب لم تلبسون الحق بالباطل و تكتمون الحق و انتم تعلمون -

> হে কিতাবীগণ, তোমরা কেন সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত কর এবং তোমরা জানা সত্ত্বেও কেন সত্য গোপন কর?[৫৯]

অন্যত্র বলা হয়েছে :

ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينت و الهدى من بعد ما بينه للناس فى الكتب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللعنون -

> আমি যে সব স্পষ্ট নিদর্শন ও পথ নির্দেশ অবতীর্ণ করেছি মানুষের জন্য কিতাবে, তা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করার পরও যারা তা গোপন রাখে, আল্লাহ্ তাদেরকে লা'নত দেন এবং অভিশাপকারীগণও তাদেরকে অভিসম্পাত দেয়।[৬০]

হাদীস শরীফেও এসেছে, মহানবী সা. বলেছেন :

من كتم علما لجمه الله يوم القيامة بلجام من النار -

> যে কেউ 'ইল্‌ম (জানা বিষয়)-কে গোপন করল, তাকে কিয়ামতের দিন আগুনের লাগাম পরানো হবে।[৬১]

দা'ওয়াতে ইসলাম মানবজাতির জন্য মহাকরুণা বিশেষ

দা'ওয়াতে ইসলাম মূলতঃ মানব জাতির জন্য মহাকরুণা বিশেষ। আল্লাহ তা'আলা মানব জাতিকে আল-কুরআনের মাধ্যমে দা'ওয়াত দিয়েছেন। এ কিতাবকে তিনি রহমত হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন এ আয়াতে:

وننزل من القران ما هوشفاء ورحمة للمؤمنين -

> আমি কুর'আনে এমন বিষয় নাযিল করি যা রোগের সুচিকিৎসা এবং মুমিনদের জন্য রহমত।[৬২]

এজন্য মহানবী সা. বলেছেন :

الامر بالمعروف صدقة -

'সৎ কাজে আদেশ করা সদকা বিশেষ।' তাই কাউকে দা'ওয়াত দিলে তার মনে করা ঠিক নয় যে, এটা গ্রহণ করলে দা'ওয়াত দাতাকে সম্মান করা হবে বা করুণা করা হবে; বরং এর উল্টোটাই বটে। দা'ঈ যাকে দা'ওয়াত দিলেন, তার উপর দয়া বা করুণাই করলেন।

সবশেষে বলা যায়, দা'ওয়াতে ইসলাম সত্যের দা'ওয়াহ, সারা জাহানের প্রভু আল্লাহ প্রদত্ত পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধানের দিকে দা'ওয়াহ, ইহ-পারলৌকিক জীবনে সার্বিক কল্যাণ লাভের দা'ওয়াহ। এ দা'ওয়াহর কোন বিকল্প নেই। করুণাময় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যুগে যুগে নবী-রাসূল প্রেরণ করেছে এ দা'ওয়াহ্‌র দায়িত্ব দিয়ে। একে গোটা মুসলিম সমাজের উপর ফরয করে দিয়েছেন। ঘোষণা দিয়েছেন :

ومن احسن قولا ممن دعا إلى الله و عمل صالحا وقال اننى من المسلمين -

> যে আল্লাহ্‌র দিকে দা'ওয়াত দেয়, সৎকর্ম করে এবং বলে, আমি একজন আজ্ঞাবহ, তার কথা অপেক্ষা উত্তম কথা আর কার?[৬৩]

তাই দা'ওয়াতী কাজই শ্রেষ্ঠ কাজ। এর তাৎপর্য অপরিসীম ও গুরুত্ব অফুরন্ত। এ জন্যই এ রাস্তায় অসংখ্যা দা'ঈ তাঁদের জান মাল সব কিছু অকাতরে কুরবানী দিয়েছেন– দ্বীন ইসলাম বিশ্বব্যাপী প্রসার লাভ করেছে।

---

৫৯. সূরা আলে ইমরান : ৭১

৬০. সূরা বাকারা : ১৫৯।

৬১. দ্র. *সহীহ মুসলিম*।

৬২. সূরা বনী ইসরাঈল : ৮২।

৬৩. সূরা হা-মীম- আস্ সাজদাহ : ৩৩।

অধ্যায় : পাঁচ

দা'ওয়াতে ইসলাম : প্রকৃতি ও পরিধি

দা'ওয়াতে ইসলামের প্রকৃতি

মানব সমাজে বিভিন্ন রকম দা'ওয়াত প্রচলিত রয়েছে। কেউ কোন ধর্মের দিকে দা'ওয়াত দেয়। কেউ কোন মতবাদ বা দলের দিকে দা'ওয়াত দেয়। কিন্তু ইসলামী দা'ওয়াতের প্রকৃতি ভিন্ন রকম। তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত।

রব্বানী দা'ওয়াত

রব্বানী দা'ওয়াতের মূল কথা হলো, এটা এ সৃষ্টি জগতে আল্লাহর পক্ষ থেকে দা'ওয়াহ এবং তাঁরই দিকে দা'ওয়াত।

ক. আল্লাহর পক্ষ থেকে : এ দা'ওয়াতের মূল কথা আল্লাহর পক্ষ থেকে মানবজাতির জন্য দা'ওয়াত। তিনি মানবজাতির মধ্য থেকে কয়েকজনকে নির্বাচিত করেছেন এবং ওহী জ্ঞানে সমৃদ্ধ করে তাঁদের দা'ওয়াতের পথ নির্দেশনা দেন, যাঁরা হলেন আম্বিয়া কিরাম। তাঁদেরই মধ্যমনি হযরত মুহাম্মদ সা.। সুতরাং এ দা'ওয়াতের উৎস স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা। আমরা যদি কুর'আনুল কারীমের দিকে দৃষ্টিপাত করি, এর সমর্থনে অনেক আয়াত পাওয়া যাবে। যেমন :

اولئك يدعون الى النار و الله يدعوا الى الجنة و المغفرة باذنه ويبين ايته للناس لعلهم يتذكرون

... তারা দোযখের দিকে আহবান করে, আর আল্লাহ নিজ অনুগ্রহের মাধ্যমে আহবান করেন জান্নাত ও ক্ষমার দিকে। আর তিনি মানুষকে নিজের নির্দেশ বাতলে দেন, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।[1]

শেষ বিচারের দিন কাফিররা আফসোস করে বলবে, যা কুর'আনুল কারীমে এভাবে এসেছে :

ربنا اخرنا الى اجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل -

... হে রব, আমাদের সামান্য মেয়াদ পর্যন্ত সময় দিন, যাতে আমরা আপনার আহবানে সাড়া দিতে পারি এবং পয়গম্বরগণের অনুসরণ করতে পারি... ।[2]

উভয় আয়াত থেকে বুঝা যাচ্ছে, দা'ওয়াত আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর নবী রাসূলগণ প্রতিনিধি হিসেবে দা'ওয়াতের দায়িত্ব বহন করেছেন। ইসলামী দা'ওয়াত কোন মহামানব বা মানবীয় সংস্থা থেকে উৎসারিত নয়। যারা এ দা'ওয়াতকে দাওয়াতে মুহাম্মদী বা মোহামেডান দা'ওয়াত বলেন, তারাও প্রকৃত অর্থে সঠিক বলেন না। এ দা'ওয়াত কোন ঐতিহাসিক বিবর্তনের ফল নয়। যেমন, মার্কসবাদীরা নিজেদের মতবাদ সম্পর্কে দাবী করে থাকে। যুগে যুগে ইসলামী দা'ওয়াত আল্লাহর পক্ষ থেকে ছিল এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে, যদিও বিভিন্ন নবীর সময়ে সমাজ পরিস্থিতির কারণে বৈষয়িক জীবন যাপনের কিছু নিয়মাবলীতে পার্থক্য রয়েছে।

---

[1] সূরা বাকারা : ২২১।

[2] সূরা ইবরাহীম : ৪৪।

মূল দ্বীনে ইসলামের আহবান এক, যা এই আয়াতটি প্রমাণ করছে। ইরশাদ হচ্ছে :

شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذى اوحينا اليك وما وصينا به ابرهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ماتدعوهم اليه الله يجتبى اليه من يشاء ويهدى اليه من ينيب - وما تفرقوا الا من بعد ما جاءكم العلم بغيا بينهم ولو لا كلمة سبقت من ربك الى اجل مسمى لقضى بينهم وان الذين اورثوا الكتب من بعدهم لفى شك منه مريب - فلذلك فادع واستقم كما امرت -

> তিনি তোমাদের জন্য দ্বীনের ক্ষেত্রে সে পথই নির্ধারিত করেছেন, যার আদেশ দিয়েছেন নূহকে। (হে নবী), যা আমি প্রত্যাদেশ করেছি আপনার প্রতি এবং যার আদেশ দিয়ে ছিলাম ইবরাহীম, মূসা, 'ঈসা আ.-কে এই মর্মে যে, তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং তাতে মতপার্থক্য সৃষ্টি করো না। আপনি মুশরিকদের যে বিষয়ের প্রতি আমন্ত্রণ জানান, তা তাদের কাছে দুর্বহ বলে মনে হয়। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন এবং যে তার অভিমুখী হয়, তাকে পথ প্রদর্শন করেন। তাদের কাছে জ্ঞান আসার পরেই তারা পারস্পরিক বিদ্বেষের কারণে মতভেদ করেছে। যদি আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশের পূর্ব সিদ্ধান্ত না থাকত, তবে তাদের ফয়সালা হয়ে যেত। তাদের পর যারা কিতাব প্রাপ্ত হয়েছে তারা কুর'আন সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর সন্দেহে পতিত রয়েছে। সুতরাং আপনি (উক্ত দ্বীন)-এর প্রতিই দা'ওয়াত দিন এবং আদেশ অনুযায়ী অবিচল থাকুন ...।[৩]

এ আয়াত কটিতে আল্লাহ তা'আলা সকল যুগে তাঁর দা'ওয়াতে ইসলামের মর্মবাণীর ঐক্য বর্ণনা করেছেন এবং শেষোক্ত আয়াতটিতে সে দা'ওয়াতের উপরই প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য মহানবী হযরত মুহাম্মদ সা.-কে নির্দেশ দিয়েছেন।

খ. আল্লাহর দিকে দা'ওয়াত : ইসলাম যেমন আল্লাহর পক্ষ থেকে মানবজাতির উদ্দেশ্যে দা'ওয়াত, তেমনি ইসলামী দা'ওয়াত সেই রব আল্লাহর দিকেই দা'ওয়াত। এ দা'ওয়াতের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আল্লাহ প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থার অনুসরণ করে একমাত্র আল্লাহরই সন্তুষ্টি অর্জন। এ দিকটির উপর অনেক আয়াতে বিভিন্নভাবে আলোকপাত করা হয়েছে। মহানবী সা.-এর দা'ওয়াতী কাজের পরিচয় দিতে বলা হচ্ছে এভাবে :

قل هذه سبيلى ادعوا الى الله على بصيرة انا ومن اتبعنى وسبحن الله وما انا من المشركين -

> বলে দিন, এই আমার পথ। বুঝে-সুঝেই আল্লাহর দিকে দা'ওয়াত দেই আমি এবং আমার অনুসারীরাও। আল্লাহ পবিত্র এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।[৪]

কুর'আন কারীমের অন্য স্থানে মহানবী সা.-এর পরিচয় দেয়া হয় আল্লাহর দিকে দা'ওয়াত দানকারী হিসেবে :

يايها النبى انا ارسلنك شاهدا ومبشرا ونذيرا - وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا -

> হে নবী, আমি তো আপনাকে সাক্ষী, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি এবং আল্লাহর আদেশে দা'ঈ ইলাল্লাহ (আল্লাহর প্রতি আহবানকারী) রূপে এবং উজ্জ্বল প্রদীপরূপে প্রেরণ করেছি।[৫]

অপর আয়াতে মহানবী সা.-কে তাঁর রব আল্লাহর দিকেই দা'ওয়াত দিতে বলা হয়েছে এভাবে :

ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة -

> আপনি আপনার প্রভুর পথে হিকমত ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে দা'ওয়াত দিন...।[৬]

দা'ওয়াত আল্লাহর দিকে এবং মহানবী সা.-কে সে দা'ওয়াতের দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হয়েছিল। তিনি সে দায়িত্ব পালন করেছেন আল্লাহর অনুমতিক্রমে ও নির্দেশক্রমে। সুতরাং যে কোন যুগে

---

[৩] সূরা শূরা : ১৩-১৫।

[৪] সূরা ইউসুফ : ১০৮।

[৫] সূরা আল আহযাব : ৪৫-৪৬।

[৬] সূরা আন নাহল : ১২৫।

বা স্থানেই হোক না কেন, সে রব্বানী দা'ওয়াতী কাজের আঞ্জাম দিতে ধর্মযাজক-এর সনদ বা মানবীয় সংস্থার সার্টিফিকেট বা নির্দেশের প্রয়োজন নেই। যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য মেনে নিয়ে সে দিকে মানব সমাজকে দা'ওয়াত দিতে পারেন।

বিশ্বজনীন

এ দা'ওয়াত কোন আঞ্চলিক বা কোন গোষ্ঠীগত বা কোন নির্দিষ্ট ভাষাভাষীর প্রতি নয়। এ সারা বিশ্বময় মানুষের জন্য। এর উত্তরাধিকার কেবল আরববাসীরা পান নি, কিয়ামত পর্যন্ত সকল মানবগোষ্ঠীই এর হকদার। এতে সাদা কালো লাল বর্ণের মানুষের মাঝে কোন ভেদাভেদ নেই। 'আরব, অনারব, আমেরিকান, ইউরোপীয়, এশীয় বা প্রাচ্য পাশ্চাত্য পার্থক্য বৈধ হবে না।

মহানবী সা.-এর পূর্বে আগত সকল দা'ওয়াত কোন কোন বিশেষ কওম বা জনগোষ্ঠীর সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল, বিশ্বব্যাপী ছিল না। এ জন্য দেখা যায়, একই সময়ে একাধিক নবী আ. পৃথিবীতে আগমন করেছেন। যেমন- হযরত ইবরাহীম ও লূত একই সময়ে, তেমনি হযরত মূসা ও হারুন আ. প্রমুখ। কিন্তু হযরত মুহাম্মদ সা.-এর দা'ওয়াত বিশ্বজনীন। এ বিষয়ে কুর'আন কারীমে মহানবী সা.-এর উদ্দেশ্যে বলা হয়েছেঃ

قل يايها الناس انى رسول الله اليكم جميعا -

বলুন, হে মানবমণ্ডলী, আমি তোমাদের সবার প্রতিই আল্লাহর রাসূল ...।[৭]

এ আয়াতখানা সূরা আরাফের। মক্কী সূরা। অতএব, মহানবী সা.-এর দা'ওয়াতী কার্যক্রমের প্রারম্ভিক অবস্থায়ই বিশ্বজনীন প্রকৃতি নিয়ে শুরু হয়েছিল।

وما ارسلنك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا -

আপনাকে সমগ্র মানব জাতির সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে প্রেরণ করেছি।[৮]

অন্য আয়াতে ব্যাপকভাবে বলা হয়েছে :

وما ارسلنك الا رحمة للعلمين -

আমি আপনাকে সকল জগতের রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছি।[৯]

মহানবী সা. বিদায় হজ্জের ভাষণে অধিকাংশক্ষেত্রে 'হে মানবমণ্ডলী' বলে সম্বোধন করেছেন। তিনি অনারব অনেক বাদশাহ ও সম্রাটের নিকট দা'ওয়াত দিয়ে চিঠি পাঠিয়েছেন– তাঁর সাহাবীগণকে সারা বিশ্বময় ছড়িয়ে দিয়েছেন। এমনকি হিজরতের পূর্বেই প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবূ ওয়াক্কাস রা. চীন পর্যন্ত গিয়ে দা'ওয়াতী কাজ করেছেন। এ জন্য দেখা যায় বিদায় হজ্জের সময় মহানবী সা.-এর সঙ্গে লক্ষাধিক সাহাবা থাকলেও দু' হাজার সাহাবা রা.-এর কবরও 'আরবীয় উপদ্বীপে পাওয়া যায় নি। তাঁরা বিশ্বময় বিশ্বজনীন ইসলামী দা'ওয়াত নিয়ে ছড়িয়ে পড়েছিলেন।

প্রাচীন

ইসলামী দা'ওয়াত শুরু হয় পৃথিবীতে প্রথম মানব হযরত আদম আ. হতে। আল্লাহর পাকের বান্দা হিসেবে চলার জন্য মানুষের যতটুকু জ্ঞান ও তরবীয়ত (প্রশিক্ষণ) প্রয়োজন, হযরত আদম আ. নিজেই তাঁর সন্তান সন্ততিকে সে তরবীয়ত দান করেছিলেন। দা'ওয়াতী কাজে দেখা যায় কেউ তা মেনে নিলে সেটাই প্রাথমিক ও মৌলিক কর্মসূচী। আদম আ. স্বীয় সন্তানদের আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে অবগত করিয়ে একমাত্র সেই আল্লাহরই 'ইবাদত ও তাকওয়া অবলম্বনের দিক নির্দেশনা দিয়েছিলেন। এ জন্য তাঁর পুত্র হাবিলকে বলতে শুনা যায়, কুর'আন কারীমে এসেছে এ ভাষায় :

قال انما يتقبل الله من المتقين - لئن بسطت الى يدك لتقتلنى ما انا بباسط يدى اليك لاقتلك
انى اخاف الله رب العلمين -

---

[৭] সূরা আরাফ : ১৫৮।
[৮] সূরা সাবা : ২৮।
[৯] সূরা আম্বিয়া : ১০৭।

> আল্লাহ তা'আলা ধর্মভীরুদের পক্ষ থেকেই তো (কুরবানী ও মানত) গ্রহণ করেন। যদি তুমি আমাকে হত্যা করতে আমার দিকে তোমার হস্ত প্রসারিত কর, তবুও আমি তা করবো না। কেননা, আমি বিশ্বজগতের পালনকর্তা আল্লাহকে ভয় করি।[১০]

আদম তনয়ের এ পরহেযগারীর শিক্ষা হযরত আদম আ.-এর দা'ওয়াতী তরবিয়তেরই ফল নিঃসন্দেহে। দা'ওয়াতের ইতিহাস হযরত নূহ আ. থেকে শুরু, এটা ঠিক নয়।[১১] প্রথম মানব হযরত আদম আ. থেকে দা'ওয়াত শুরু। অতঃপর হযরত নূহ, ইবরাহীম, মূসা, 'ঈসা, মুহাম্মদ সা. সবাই যুগে যুগে একই দা'ওয়াতের দায়িত্ব পালন করে এসেছেন। আর তা হল একমাত্র আল্লাহকে ভয় করা এবং তাঁর ইবাদত করা, আনুগত্য মেনে নেয়া। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

ولقد بعثنا فی کل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت -

> প্রত্যেক জাতির প্রতি আমি রাসূল পাঠিয়েছি এই আদেশ দিয়ে যে, তোমরা একমাত্র আমারই 'ইবাদত কর এবং তাগূত শয়তানী বা আল্লাহ দ্রোহী শক্তির আনুগত্য হতে দূরে থাক।[১২]

অতএব যদিও বিভিন্ন যুগে বৈষয়িক জীবন যাপনে কিছু কিছু আচার-ব্যবহারে যুগের অবস্থা অনুসারে কিছু নিয়ম পদ্ধতির পার্থক্য ছিল, তবুও প্রাচীন কাল থেকে দা'ওয়াতের মূল বিষয় একই ছিল।

উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা বলেন :

شرع لکم من الدین ما وصی به نوحا الذی اوحینا الیك وما وصینا به ابرهیم وموسی وعیسی ان
اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیه -

> তিনি তোমাদের জন্য দ্বীনের ক্ষেত্রে সে পথই নির্ধারিত করেছেন, যার আদেশ দিয়েছেন নূহকে; (হে নবী), যা আমি প্রত্যাদেশ করেছি আপনার প্রতি এবং যার আদেশ দিয়েছিলাম ইবরাহীম, মূসা ও 'ঈসাকে এই মর্মে যে, তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং এতে মতপার্থক্য করো না।[১৩]

সুতরাং এ সকল নবীকে শিরকের মোকাবেলা করে তাওহীদী জীবন প্রতিষ্ঠা করার[১৪] যে দা'ওয়াত দিয়ে পাঠানো হয়েছিল, তেমনি মহানবী হযরত মুহাম্মদ সা.-কে সেই প্রাচীন দা'ওয়াতী দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হয় মানব জাতির কাছে। দা'ওয়াতের উৎপত্তি ও ক্রমধারা অতি প্রাচীন। এতে রয়েছে চিরন্তন সত্য সুন্দর জীবনাদর্শ তাওহীদের শিক্ষা। এ সত্য চিরন্তন ও প্রাচীন। তা ছাড়া সকল নবীর যুগেই তাওহীদ, রিসালাত, আখিরাত ইত্যাদি 'আকীদাসহ তাহারাত, নামায, রোযা, যাকাত, হজ্জ, নফল 'ইবাদত, সৎ কাজের আদেশ, অসৎ কাজের নিষেধ ইত্যাদির বিষয়ের প্রচলন ছিল। তেমনি সকল নবীর যুগে বিয়ের প্রচলন, ব্যভিচার হারাম, ন্যায় প্রতিষ্ঠা, অত্যাচার হারাম, অপরাধের শাস্তি বিধান, আল্লাহ দ্রোহীদের বিরুদ্ধে জিহাদ এবং আল্লাহর দ্বীন প্রচার প্রসারে প্রচেষ্টা ইত্যাদি বিদ্যমান ছিল। এ সব বিষয় দ্বীনের মূল। সকল যুগে মৌলিক দিক দিয়ে এগুলো কোন পার্থক্য নেই; পার্থক্য হল তার বাস্তবায়নের প্রকৃতি ও ধরনে। যেমন- হযরত মূসা আ.-এর যুগে কিবলা ছিল বায়তুল মুকাদ্দাস, আর হযরত মুহাম্মদ সা.-এর যুগে কিবলা হল কা'বা শরীফ।[১৫] সুতরাং মৌলিকভাবে দা'ওয়াতের বিষয়গুলো প্রাচীন কাল থেকেই চলে আসছে। আল কুর'আনে মহানবীকে এভাবেই ঘোষণা দিতে বলা হয় :

قل ما کنت بدعا من الرسل وما ادری ما یفعل بی ولا بکم ان اتبع الا ما یوحی الی وما انا
الا نذیر مبین -

---

[১০] সূরা আল মায়িদা : ২৭-২৮।

[১১] দ্র. ড. গালুস, প্রাগুক্ত, পৃ ১২৯, শায়খ আদম আলোরী, *তারিখুদ দা'ওয়াত ইলাল্লাহ*, কায়রো : মাকতাবাতু ওয়াহাবা, ১৩৯৯ হি, পৃ ৪৫। তাঁরা উভয়ে দা'ওয়াতের ইতিহাস হযরত নূহ আ. থেকে শুরু করেছেন।

[১২] সূরা নাহল : ৩৬।

[১৩] সূরা শূরা : ১৩।

[১৪] কুর'আনুল কারীমের ভাষ্য অনুসারে শিরকের উৎপত্তিও হযরত নূহ আ.-এর যুগ থেকেই। দ্র. সূরা নূহ।

[১৫] দ্র. শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলবী, *হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ*, বৈরুত : দারুল মাআরিফ, তা.বি, ১খ, পৃ ৮৭।

> বলুন, আমি তো প্রথম রাসূল নই। আমি জানি না, আমার ও তোমাদের সাথে (আখিরাতে) কি ব্যবহার করা হবে। আমি কেবল তারই অনুসরণ করি যা আমার প্রতি ওহী করা হয়েছে। আমি স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র।[১৬]

সর্বশেষ ও চূড়ান্ত

মহানবী হযরত মুহাম্মদ সা. যে দা'ওয়াত নিয়ে এসেছেন, সে দা'ওয়াত মানবেতিহাসে সর্বশেষ। হযরত মুহাম্মদ সা. শেষ নবী। আর কোন নবী আসবেন না। উল্লেখ্য, দা'ওয়াতে ইসলামের বিষয়গত মূল প্রকৃতি প্রাচীনকাল থেকে যুগে যুগে চলে এলেও হযরত মুহাম্মদ সা.-এর পূর্ববর্তী দা'ওয়াতগুলো বিশেষ সময় এবং বিশেষ জাতির প্রতি নির্দিষ্ট ছিল। এজন্য একজন নবীর পর নতুন নবী আসার প্রয়োজন হয়। আর সেটা ত্রিবিধ কারণে।

প্রথমত পূববর্তী নবীর শিক্ষা বিলুপ্ত বা বিকৃত হয়ে গেলে এবং পুনরায় পেশ করার প্রয়োজন হলে। এ বিলুপ্ত হওয়াটা কোন কোন আল্লাহদ্রোহী অত্যাচারী শক্তির দম্ভ ও কারসাজিতে বা পথ প্রদর্শকের আগমনে দেরীর কারণে বা ধর্ম ব্যবসায়ীদের বৈষয়িক স্বার্থে বিকৃত কর্মের বা অন্য কোন কারণেও হতে পারে। সে জন্য মানুষ জাহিলিয়াতের অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে যায়। প্রকৃত ইলাহ আল্লাহ পাকের সাথে তাদের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ইয়াহুদী, নাসারা সকল ধর্মাবলম্বীদের ধর্মে তা-ই ঘটেছে, এ কারণে যুগে যুগে নবী প্রেরণ করে তাদের হিদায়াত অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল। এ প্রেক্ষাপটে কুর'আনুল কারীমে বলা হয়েছে :

يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظامما ذكروا به -

> ... তারা আল্লাহর কালামের শব্দগুলোর আসল অর্থ বিকৃত করে এবং তাদের জন্য যা প্রত্যাদিষ্ট করা হয়েছিল তার একাংশ ভুলে গিয়েছে ...।[১৭]

দ্বিতীয়ত যুগে যুগে মানুষ জ্ঞান-বিজ্ঞানে উৎকর্ষের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন রকম জীবনাচারণ ও উপায় উপকরণের সৃষ্টি হয়। ফলে মানুষের মন-মানসিকতা লক্ষ্য করে যুগোপযোগীভাবে দা'ওয়াত উপস্থাপন অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। এ জন্য নতুন রিসালাতের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়, যেন মানুষের চাহিদা ও মন মানসিকতা লক্ষ্য করে যুগে যুগে চলে আসা রিসালাতের মৌলিক বিষয়গুলো পেশ করা যায়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্রমবৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে নতুন নতুন সমস্যা দেখা দিলে নতুন রাসূল প্রেরণ করে নব নব সমস্যার সমাধান দেয়া হয়, পূর্ববতী মূলনীতিগুলোর পুনর্জীবন ও প্রয়োগ করার নিমিত্ত। এ জন্য যুগে যুগে অসংখ্য নবীর আগমন ঘটেছে এবং বৈচিত্রময় অলৌকিক বিষয় তথা বিভিন্ন প্রকার মুজিযা দেখানো অপরিহার্য হয়েছে।

তৃতীয়ত যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত না হওয়া এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের বৈচিত্র্যের কারণে কোন নবীর শিক্ষা বিশেষ জাতির জন্য সীমাবদ্ধ হলে অন্য জাতির কাছে পৃথক নবী প্রেরণ অপরিহার্য হয়ে যায়।
উল্লেখ্য, মহানবী হযরত সা.-এর আগমনের পূর্বে উপরোক্ত তিনটি কারণই বিরাজমান ছিল।

প্রথমত ইয়াহুদীরা নিজেদের তাওহীদপন্থী বলে দাবী করলেও তারা হযরত উযাইরকে আল্লাহর পুত্র হিসেবে মেনে নেয় এবং বস্তু পূজায় মত্ত হয়। তেমনি নাসারারা তাওহীদপন্থী হিসেবে দাবী করলেও 'ঈসা আ.-কে আল্লাহর পুত্র হিসেবে মনে করে এবং তাদের ধর্মযাজকদের আইনদাতা হিসেবে মেনে নেয়। তেমনি ভারত ও 'আরবের পৌত্তলিকদের মাঝে এক স্রষ্টার ধারণা থাকলেও দেব-দেবীদের পূজা-অর্চনায় মত্ত হয়। তাদের ধর্মগ্রন্থসমূহ অবিকৃত থাকে নি।

---

[১৬] সূরা আহকাফ : ৯।
[১৭] সূরা মায়িদা : ১৩।

দ্বিতীয়ত তৎকালীন বিশ্বসমাজ বিজ্ঞানে এবং পরিবেশ পরিস্থিতি ও যোগাযোগ ব্যবস্থা উৎকর্ষতায় এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে যখন এক বিশ্বজনীন দ্বীন প্রচলন সম্ভব, তখন আল্লাহ তা'আলা বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সা.-কে প্রেরণ করেন। তাঁর দ্বীন কোন অবস্থায় বিশেষ পরিবেশের জন্য সীমাবদ্ধ নয়; বরং কিয়ামত পর্যন্ত সারা বিশ্বের মানুষের জন্য একমাত্র জীবন ব্যবস্থা ইসলাম; নতুন কোন দা'ওয়াতের প্রয়োজন নেই। এর কয়েকটি কারণ :

১. ইসলামে কোন রকম বিকৃতি ঘটেনি বা তার কোন বিষয় বিস্মৃত হয় নি। কুর'আনুল কারীম নাযিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা সংরক্ষণ করা হয় এমনভাবে যে, তা সন্দেহাতীত। অতঃপর হাজার হাজার মানুষ কণ্ঠস্থ ও লিখিতভাবে তা সংরক্ষণ করেন। বর্তমান যুগ পর্যন্ত বিশ্বময় কুর'আন কারীমের লক্ষ লক্ষ হাফেয সহ কোটি কোটি পাণ্ডুলিপি আছে। পৃথিবীর কোন স্থানে গেলে এসব কপির মাঝে কিঞ্চিত পরিমাণও পার্থক্য পাওয়া যাবে না। অন্য কোন ধর্মগ্রন্থের ক্ষেত্রে এমনটি ঘটে নি। এ জন্য ড. মরিস বুকাইলী বলতে বাধ্য হয়েছেন যে, কুর'আনের বিশুদ্ধতা তর্কাতীত। বাইবেলের পুরাতন নিয়ম বা নতুন নিয়ম তথা আসমানী কিতাব সমূহের মধ্যে সঠিকত্ব ও বিশুদ্ধতার দিক থেকে কুরআনের মর্যাদা অনন্য।

> Thanks to its undisputed authenticity, the text of the Quran hold a unique place among the book of Revelation. Shared neither by the Old nor the New Testament.[১৮]

তাছাড়া, বর্তমানে ক্যাসেট এবং কম্পিউটারের মাধ্যমে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। এভাবে কুর'আন কারীম কিয়ামত পর্যন্ত টিকে থাকবে। এ দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ নিয়েছেন। তিনি বলেছেন :

انا نحن نزلنا الذكر و انا له لحفظون -

আমিই কুর'আন অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই তার রক্ষক।[১৯]

ইসলামের মূল উৎস কুর'আন যেমন সংরক্ষণ করা হয়েছে, তেমনি মহানবী সা.-এর সুন্নাহও সংরক্ষিত আছে। হাদীস ও সীরাত গ্রন্থাবলীতে তাঁর জীবনী এমনভাবেই সংরক্ষিত আছে যে, তাঁর খাওয়া দাওয়া, চলাফেরা তথা শরীরের অবয়বের পর্যন্ত বর্ণনা পাওয়া যায়।

কিয়ামত পর্যন্ত মানব জীবনে যত সমস্যা দেখা দেবে, তার সমাধানের মৌলিক নীতিমালা সম্বলিত পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা ইসলাম। এতে নতুন কিছু সংযোজনের প্রয়োজন নেই, নতুন নবীর প্রয়োজন নেই।

যুগে যুগে যত সমস্যা দেখা দেবে, ইসলামের মূলনীতির আলোকে সেগুলোর সমাধান দেয়া সম্ভব। যেমন, শূরা বা পরামর্শকরণ ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার মূলনীতি। আল কুর'আন কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে মহানবী সা. কখনো ব্যক্তিগত, কখনো বিশেষজ্ঞগণ নিয়ে, কখনো সর্বসাধারণ নিয়ে পরামর্শ করেছেন। কুর'আনের আলোকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। এ মূলনীতি বাস্তবায়নের মাধ্যম বা উপায় উদ্ভাবন ও উপকরণ বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন রকম হতে পারে। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে সে সমস্ত উপায় উপকরণের পরিবর্তন আসবে, যেমন বর্তমানে টেলিফোন ও কম্পিউটার বিশ্লেষণের মাধ্যমে সহজেই জনমত যাচাই সম্ভব, যা পূর্বে ছিল না। তাই ইসলাম মূলনীতি নির্ধারণ করে দিয়েছে, কিন্তু উপায় উপকরণ চূড়ান্ত নির্দিষ্ট করে দেয় নি। শূরা ব্যবস্থার মত আরো অনেক ব্যবস্থা আছে, যা যুগোপযোগী উপায় উপকরণে বাস্তবায়ন সম্ভব। ইসলাম যে কিয়ামত পর্যন্ত টিকে থাকবে বা তা বাস্তবায়ন সম্ভব, ঐগুলোই তার প্রমাণ। তাই হযরত

---

[১৮] Maurice Bucaeele, *The Bible The Quran and Science,* Delhi : Taj Company, 1993, P. 131.

[১৯] সূরা হিজর, ৯।

মুহাম্মদ সা.-এর পর নতুন কোন নবী এসে কোন সংযোজনের প্রয়োজন নেই। বৈজ্ঞানিক গবেষণায়ও কুর'আন কারীমের কোন তথ্য পরিবর্তন করতে বা চ্যালেঞ্জ করতে পারে নি। বরং জ্ঞান গবেষণায় যতই অগ্রগতি হচ্ছে, কুর'আন সুন্নাহ-এর ব্যাখ্যাগুলো ততই বৈজ্ঞানিক হিসেবে প্রমাণিত হচ্ছে। এজন্য আল কুর'আনে বলা হয় :

الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير -

যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি কি জানেন না? তিনি অত্যন্ত সূক্ষ্মদর্শী সম্যক জ্ঞাত।[২০]

২. পূববর্তী ধর্মাবলম্বীদের নতুন দ্বীন অন্বেষণের প্রয়োজন নেই। কারণ তাদের ধর্মের সার কথা এ ইসলামে রয়েছে। পূববর্তী নবীগণকেও ইসলাম স্বীকৃতি দিয়ে থাকে; বরং মুসলমানদের ওপর তাঁদের সম্পর্কে ঈমান আনা অপরিহার্য। কুর'আনুল কারীমে এসেছে :

يايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله والكتب الذى نزل على رسوله والكتب الذى انزل من قبل ومن يكفر بالله وملئكته وكتبه ورسله واليوم الاخر فقد ضل ضللا بعيدا -

হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহ, তাঁর রাসূল, তিনি যে কিতাব তাঁর রাসূলের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন তাতে এবং যে কিতাব তাঁর পূর্বে অবতীর্ণ করেছেন তাতে ঈমান আন; আর যে কেউ আল্লাহ, তাঁর ফিরিশতা, তাঁর কিতাব, তাঁর রাসূলগণ এবং পরকাল অস্বীকার করে, সে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে।[২১]

উপরোক্ত কারণে মহানবী সা.-এর দা'ওয়াতের মাধ্যমে পূর্বেকার সকল দা'ওয়াত রহিত হয়ে যায়। এখন পূর্বতন কোন ধর্মের দিকে দা'ওয়াত দিলে সেটাকে দা'ওয়াতে ইসলাম বলা যাবে না। মহানবী সা. যেহেতু পূর্ববর্তী দা'ওয়াতেরই নির্যাস নিয়ে দা'ওয়াত দিয়েছেন, তাই পূর্ববর্তী জাতিগুলোকেও মুক্তি ও কল্যাণের লক্ষ্যে তাঁর দা'ওয়াত বা আহবানে সাড়া দিতে হবে। এটাই নসখের অর্থ। এ জন্য আল্লাহ তা'আলা আহলে কিতাবদের এভাবে আহবান করে বলেছেন :

قل ياهل الكتب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله ط فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون -

আপনি বলুন, হে আহলে কিতাব (কিতাবপ্রাপ্তগণ), এসো সে কথায় যা আমাদের ও তোমাদের মাঝে একই। সেটা হলো আমরা একমাত্র আল্লাহরই 'ইবাদত করবো, তাঁর সঙ্গে কাউকে শরীক করবো না এবং আমাদের কেউ আল্লাহ ব্যতীত কাউকে প্রতিপালকরূপে গ্রহণ করবো না। অতপর তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তখন আপনি বলুন, তোমরা সাক্ষী থাক, আমরা মুসলমান।[২২]

উল্লেখ্য, এ আয়াত দ্বারা কেউ কেউ বাহ্যত সকল ধর্মের সাথে সমন্বয় অর্থ নিতে পারেন। আসলে এ আয়াতটির মর্মমূলে চিন্তা করলে এ অর্থ আসে না। বরং মহানবী সা.-কে সর্বশেষ নবী হিসেবে মেনে নিয়ে তাওহীদের দা'ওয়াত গ্রহণ করার আহবান জানানো হয়েছে। উক্ত আয়াতটিতে স্পষ্টভাবে বলে দেয়া হয়, যেন তাদের মনগড়া তাওহীদের ব্যাখ্যা পরিত্যাগ করে আল্লাহর 'ইবাদতের জন্য মহানবী সা.-এর দা'ওয়াতের অধীনে একত্রিত হয়। কেননা, মহানবী হযরত মুহাম্মদ সা.-এর দা'ওয়াতই নবীগণের কাফেলার শেষ দা'ওয়াত। কুর'আন কারীমে তিনি শেষ নবী হওয়া এবং তাঁর দ্বারা ধর্মের আহবান চূড়ান্ত হওয়ার পক্ষে আরো অনেক আয়াত বিদ্যমান। যেমন :

ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين -

মুহাম্মদ তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী...।[২৩]

وهو الذى ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا -

---

২০. সূরা মূলক : ১৪।

২১. সূরা নিসা : ১৩৬।

২২. সূরা আল ইমরান : ৬৪।

২৩. সূরা আহযাব : ৪০।

> তিনি তাঁর রাসূলকে পথনির্দেশ ও সত্য দ্বীনসহ প্রেরণ করেছেন অপর সমস্ত দ্বীনের উপর একে জয়যুক্ত করার জন্য। সাক্ষী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।[২৪]

একমাত্র দ্বীন ইসলামকে জয়যুক্ত করার অর্থ কিয়ামত পর্যন্ত একমাত্র জীবন ব্যবস্থা আল ইসলাম– মানব জাতির জন্য চূড়ান্ত ও সর্বশেষ পয়গাম।

এর সমর্থনে বলা যায় যে, পূর্ববর্তী সকল নবী রাসূলগণ কেউই এ দাবী করেন নি যে, তিনি শেষ নবী। বরং সবাই পরবর্তী নবী আগমনের সুসংবাদ দিয়েছেন। হযরত মুহাম্মদ সা.-এর পূর্বে ঈসা আ. একই সংবাদ দিয়েছেন। একমাত্র হযরত মুহাম্মদ সা. বলে গিয়েছেন, তিনিই শেষ নবী। এ সম্পর্কে অনেক হাদীস রয়েছে।

> বনী ইসরাঈল নেতৃত্ব করতেন আল্লাহর নবীগণ, যখন কোন নবী ইন্তিকাল করতেন তখন অন্য নবী তাঁর স্থলাভিষিক্ত হতেন। কিন্তু আমার পরে আর কোন নবী হবেন না। হবে শুধু খলীফা।[২৫]

তিনি আরো বলেছেন :

> আমি ও আমার পূর্ববর্তী নবীগণের দৃষ্টান্ত এই যে, এক ব্যক্তি একটি দালান তৈরী করল এবং খুব সুন্দর ও শোভনীয় করে সেটি সজ্জিত করল। কিন্তু তার এক কোণে একটি ইটের শূণ্য স্থান ছিল। দালানটির চতুর্দিকে মানুষ ঘুরে ঘুরে তার সৌন্দর্য দেখে বিস্ময় প্রকাশ করছিল এবং বলছিল, এ স্থানে একটি ইট রাখা হয় নি কেন? কাজেই আমিই সেই ইট এবং আমিই শেষ নবী।[২৬]

এ জন্য মুসলিম উম্মাহ ইজমা' হয়েছে যে, হযরত মুহাম্মদ সা. শেষ নবী। উপরোক্ত যুক্তি প্রমাণের আলোকে বলা যায়, মহানবী সা.-এর দা'ওয়াতই সর্বশেষ তাওহীদী দা'ওয়াত। এ জন্য কুর'আনে কারীমে বলা হয়েছে :

> ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الاخرة من الخسرين -
>
> ইসলাম ব্যতীত কেউ অন্য দ্বীন গ্রহণ করতে চাইলে সেটা কখনো কবুল করা হবে না। এবং সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।[২৭]

পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থার আহবান

ইসলামী দা'ওয়াত শুধু নির্দিষ্ট কিছু 'আকীদা-বিশ্বাসের দা'ওয়াত নয় বা নিছক কোন অর্থনৈতিক দা'ওয়াত নয় বা শুধু কোন রাজনৈতিক পরিবর্তনের দা'ওয়াত নয়। ইসলামী দা'ওয়াত মানব জীবনের সকল দিকের পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা তুলে ধরে। ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক, আধ্যাত্মিক তথা সর্বদিক এর অন্তর্ভুক্ত। সে পূর্ণাঙ্গতার আহবান জানিয়ে কুর'আন কারীমের ঘোষণা :

> يايها الذين امنوا ادخلوا فى السلم كافة -
>
> হে ঈমানদারগণ, তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও...।[২৮]

ইসলামী দা'ওয়াত-এর উৎস আল্লাহর বাণী কুর'আন কারীমই পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থার কথা আলোচনা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে :

> ونزلنا عليك الكتب تبيانا لكل شئ وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين -
>
> আমি আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি, সেটি এমন যে, বস্তুর সুস্পষ্ট বর্ণনা, হিদায়াত ও রহমত এবং মুসলমানদের জন্য সুসংবাদ স্বরূপ।[২৯]

---

[২৪] সূরা ফাতহ : ২৮।

[২৫] *বুখারী শরীফ*।

[২৬] *মুসলিম শরীফ*।

[২৭] সূরা আল ইমরান : ৮৫।

[২৮] সূরা বাকারা : ২০৮।

[২৯] সূরা আন নাহল : ৮৯।

সুতরাং দা'ওয়াতে ইসলাম শুধু আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতার দা'ওয়াত নয়, এটা শুধু বস্তুতান্ত্রিক উৎকর্ষতার দা'ওয়াত নয়; জীবনের বিভিন্ন অংশকে আলাদা করার কোন অবকাশ নেই এতে। দা'ওয়াতে ইসলাম পূর্ণাঙ্গ দা'ওয়াত, যা মানব জীবনের সকল দিকে বিচরণ করে থাকে– সকল দিকের সংশোধন বা পরিবর্তন এনে থাকে। উল্লেখ্য, দা'ওয়াতে ইসলাম উপস্থাপনে শুধু আধ্যাত্মিক বা আখিরাতের কথা দ্বারা উদ্বুদ্ধ করা উচিত নয়। তেমনি শুধু বৈষয়িক উপকারিতার কথা উল্লেখ করা ঠিক নয়। বরং দা'ওয়াত উপস্থাপন ও ব্যাখ্যায় উভয় জগতের কল্যাণের কথা তুলে ধরে দা'ওয়াত পেশ করা উচিত। দাওয়াতে আধ্যাত্মিক ও বৈষয়িক দিকসমূহের মাঝে সমন্বয় সাধন বাঞ্ছনীয়। কুর'আনুল কারীমে এসেছে:

وابتغ فيما اتك الله الدار الاخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا -

> আল্লাহ যা তোমাকে দিয়েছেন তার দ্বারা আখিরাতের আবাস অনুসন্ধান কর এবং দুনিয়ায় তোমার অংশও ভুলে যেও না।[৩০]

স্থায়িত্ব ও গতিশীলতার সমন্বয়

দা'ওয়াতে ইসলামের ক্ষেত্রে সার্বজনীন কিছু নীতিমালা আছে, যা অপরিবর্তনীয় ও স্থায়ী। আবার যেহেতু সেটা কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী, সেহেতু তার দা'ওয়াতের পথ-প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন উপায় ও মাধ্যমে পরিবর্তন স্বীকার করে নিয়েছে। যেমন পূর্বে যোগাযোগের মাধ্যম ছিল ঘোড়া ও চিঠিপত্র। মক্কা হতে মদীনা তিন দিনের পথ ছিল। কিন্তু বর্তমানে সংবাদ পাঠানোর জন্য সুদূর আমেরিকা থেকে বাংলাদেশে মুহূর্তেই তা সম্ভব। তাই দা'ওয়াতে ইসলামে এ উপায় অবলম্বন করা যায়। কেননা, তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য গতিশীলতা ও যুগোপযোগী থাকা। কুর'আন কারীমে এসেছে :

واوحى الى هذا القران لانذركم به ومن بلغ -

> ... কুর'আন আমার প্রতি নাযিল করা হয়েছে যেন এর দ্বারা সতর্ক করতে পারি তোমাদের এবং এটা যাদের নিকট পৌঁছে তাদেরও ... ।[৩১]

এ কুর'আন কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে এবং তার দা'ওয়াত থাকবে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের নতুন উদ্ভাবনের প্রেক্ষাপটে আল্লাহ প্রদত্ত মানবপ্রতিভা ও মেধাশক্তির ফলাফল হতে উপকৃত হওয়ার ব্যাপারে দা'ওয়াতের মূলনীতিসমূহ বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। বরং নতুন নতুন আবিষ্কার ও উপায়-উপকরণ সম্পর্কে কুর'আন কারীমে স্পষ্টভাবে বলে দেয়া হয়েছে :

والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون -

> তোমাদের আরোহণের ও শোভার জন্য ঘোড়া খচ্চর ও গাধা সৃষ্টি করেছেন। আর তিনি এমন জিনিসও সৃষ্টি করেন যা তোমরা জান না।[৩২]

বর্তমান ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া, বিমান ইত্যাদি বাহনগুলো কুর'আন নাযিল হওয়ার সময় ছিল না, আর তা যে আবিস্কৃত হবে এবং ভবিষ্যতে আরো নতুন নতুন অনেক কিছু হবে, তা তখনই বলে দেয়া হয়েছে। সুতরাং দা'ওয়াতে ইসলামী কর্মতৎপরতায় আধুনিক প্রযুক্তি ও যোগাযোগ মাধ্যম, সাংবাদিকতার কলা-কৌশল ব্যবহার করতে নিষেধ করে না। সূরা নাহলের পূর্বোক্ত ও দু'খানা আয়াতই সে মাধ্যম ও উপায়গুলো কাজে লাগাতে উৎসাহিত করেছে। এ দাওয়াতে যেমনি রয়েছে স্থায়িত্ব (যেমন বিষয়বস্তু, হিকমত, মাওইযা ইত্যাদিতে) তেমনি রয়েছে উপায়-উপকরণ উপস্থাপন ও অধ্যয়নে গতিশীলতা।

মানব প্রকৃতি ও স্বভাবোপযোগী

দা'ওয়াতে ইসলামের মূল কথা মানুষের মাঝের আত্মশক্তি বা ফিতরাতকে জাগিয়ে তোলার প্রচেষ্টা। মানুষের মাঝে সত্য গ্রহণ করার যে আত্মশক্তি বা প্রবণতা আছে, তার বিকাশ ঘটিয়ে ইসলামের সত্য

---

[৩০] সূরা কাসাস : ৭৭।

[৩১] সূরা আন'আম : ১৯।

[৩২] সূরা আন নাহল : ৮।

সুন্দরকে গ্রহণ করার প্রতি আমন্ত্রণ জানানো নয়। এটা দা'ওয়াতে ইসলামের সর্বাগ্রে অনুসরণীয় কার্যকর কৌশল। তাই ইসলাম যেমন স্বভাব ধর্ম, তেমনি তার দা'ওয়াতও স্বভাবসুলভ। এ দা'ওয়াত হল মানুষকে তার নিজের ভিতরই সত্য গ্রহণের সুপ্তশক্তি ও যোগ্যতাকে কাজে লাগিয়ে ইসলামের সুমহান আদর্শকে গ্রহণ করতে অনুপ্রাণিত করা, যে শক্তির উৎস রূহ বা আত্মা। যে আত্মা নূরানী ফিরিশতাদের পরশ লাভে ধন্য, সে আত্মার ঝোঁক তার সৃষ্টিকর্তা এবং অস্তিত্ব দাতা আল্লাহর দিকে হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা মানবাত্মা ও মানব সৃষ্টি সম্পর্কে কুর'আন কারীমে বলেছেন :

> الذى احسن كل شئ خلقه وبدا خلق الانسان من طين - ثم جعل نسله من سللة من ماء مهين -
>
> যিনি তাঁর প্রত্যেকটি সৃষ্টিকে সৃজন করেছেন উত্তমরূপে, আর তিনি কর্দম থেকে মানব সৃষ্টির সূচনা করেছেন। অতঃপর বংশ উৎপন্ন করেছেন তরল পদার্থের নির্যাস থেকে। অতঃপর তিনি এটাকে সুঠাম করে দিয়েছেন...।[৩৩]

আল্লাহর পক্ষ থেকে এই যে রূহ, যার ঝোঁক সেই আল্লাহর দিকে, তাকে তিনি হিদায়াত হিসেবেও অভিহিত করেছেন অন্য আয়াতে এসেছে :

> وكذالك اوحينا اليك روحا من امرنا -
>
> আর এভাবে আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করেছি রূহ তথা আমার নির্দেশ ...।[৩৪]

তিনি এ রূহের আত্মশাসনের কথা উল্লেখ করে বলেন-

> اولئك كتب فى قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه -
>
> ... এদের অন্তরে আল্লাহ ঈমানকে সুদৃঢ় করেছেন এবং তাদেরকে তাঁর পক্ষ থেকে রূহ দ্বারা শক্তিশালী করেছেন ...।[৩৫]

মানুষের এই যে ফিতরাত বা আত্মিক ক্ষমতা ও যোগ্যতা, তার জন্মলগ্ন থেকেই তাকে দেয়া হয়েছে। এ জন্য মহানবী সা. বলেছেন :

> প্রত্যেক ভূমিষ্ট শিশু ফিতরাতের উপর জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু তার মাতা পিতাই তাকে হয় ইয়াহুদী, না হয় নাসারা বা অগ্নিপূজক বানিয়ে থাকে।[৩৬]

ইসলামের ঐ মানব স্বভাবধর্মী দা'ওয়াতের দিকে ইশারা করেই আল্লাহ বলেন :

> فاقم وجهك للدين حنيفا - فطرت الله التى فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون -
>
> তুমি একনিষ্ঠ হয়ে নিজকে দ্বীনে প্রতিষ্ঠিত কর। আল্লাহর প্রকৃতির অনুসরণ কর, যে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন; আল্লাহর সৃষ্টিতে কোন পরিবর্তন নেই। এটাই সরল দ্বীন, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।[৩৭]

সহজবোধ্য

দা'ওয়াতে ইসলামের অন্যতম দিক হল এটাতে অত্যন্ত সহজ পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। তার বিষয়বস্তু এবং সে বিষয়বস্তু উপস্থাপনার সকল ক্ষেত্রে সহজবোধ্যতা বিরাজমান, যেন মানুষের অন্তরে সহজেই তা প্রভাব বিস্তার করতে পারে। দা'ওয়াতে ইসলাম উপস্থাপন করা হয় এমনভাবে যেন সর্বসাধারণ সহজেই বুঝতে পারে। তাই আধুনিক অর্থনীতিবিদদের মত গাণিতিক জটিলতা বা শুধু গ্রীক দার্শনিকদের ন্যায় তার্কিক ও তাত্ত্বিক কাঠিন্যতা বিধান করে দা'ওয়াত পেশ করা দা'ওয়াতে ইসলামের প্রকৃতি বিরুদ্ধ। দা'ওয়াতে ইসলামের বিষয়বস্তু যেন সর্বস্তরের জনতা হৃদয়ঙ্গম করতে সহজ হয়, এভাবেই পেশ করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা মহানবী সা.-কে বলেন :

---

[৩৩] সূরা সাজদাহ : ৭-৯।

[৩৪] সূরা শূরা : ৫২।

[৩৫] সূরা মুজাদালা : ২২।

[৩৬] *সহীহ মুসলিম শরীফ।*

[৩৭] সূরা রূম : ৩০।

فقل لهم قولا ميسورا -

... আপনি ... তাদের সাথে নম্রভাবে কথা বলুন।[৩৮]

মহানবী সা. যখন হযরত আবূ মূসা আশ'আরী রা. ও মু'আয ইবন জাবাল রা.-কে ইয়ামনে পাঠিয়েছিলেন, তখন তাঁদেরকে দা'ওয়াতে ইসলামের সহজ পন্থা অবলম্বন করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

সহজ পন্থা অবলম্বন করো, কাঠিন্যতা অবলম্বন করবে না। সুসংবাদ দেবে, নিরুৎসাহিত করবে না।[৩৯]

তিনি আরো বলেছেন :

তোমাদের প্রেরণ করা হচ্ছে সহজতর পন্থা অবলম্বনকারী হিসেবে; কাঠিন্য আরোপ করার জন্য নয়।[৪০]

এ জন্য কুর'আন কারীমে দার্শনিক বাকবিতণ্ডা ও তাত্ত্বিক জটিলতার অবতারণা না করে সাধারণভাবে বোধগম্য ভাষায় বিভিন্ন বিষয় উপস্থাপন করা হয়েছে, যেন দা'ঈদের জন্য তা আদর্শ হিসেবে কাজ করে। আল্লাহ তা'আলা কুরআনের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন :

ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر -

কুরআনকে আমি সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য। অতঃপর কে আছে উপদেশ গ্রহণকারী।[৪১]

দা'ওয়াতে ইসলামের বিষয়বস্তু তথা ইসলামী 'আকীদা ও শরী'অতেও সহজ পন্থা বিদ্যমান। 'আকীদার ক্ষেত্রে এমন সীমা নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে বা এমন বিষয়গুলো 'আকীদা পোষণ করতে অপরিহার্য বলা হয়েছে, যা হৃদয়ঙ্গম করতে মানব সমাজের কোন অসুবিধা বা জ্ঞানগত জটিলতায় পড়তে হয় না। উদাহরণস্বরূপ, আল্লাহর অস্তিত্বের হাকীকত আলোচনা না করে তাঁর সৃষ্টি কর্মের রহস্য তুলে ধরে অস্তিত্ব প্রমাণের পন্থা অবলম্বন করা হয়েছে। তেমনি শরী'অতের বিধি বিধানও সহজতর করা হয়েছে। কোন সমস্যা দেখা দিলে ওযু-গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুমের বিধান, হায়েয ও নিফাস অবস্থায় রোযার নির্দেশ অপসারণ, সফর অবস্থায় নামাযে কসরের বিধান, যাকাতের হার নির্ধারণ, ক্ষুধায় মুমূর্ষু ব্যক্তির জন্য অগত্যা হারাম জিনিস ভক্ষণের অনুমতি, ইত্যাদি বিষয়গুলো সহজতর করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা কুর'আন কারীমে বলেছেন :

يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر -

... আল্লাহ তোমাদের জন্য যা সহজ, তাই চান এবং যা ক্লেশকর, তা চান না ...।[৪২]

এজন্য সহজকরণ নীতিকে ইসলামী শরী'অতের একটা মূলনীতি হিসেবে ধরা হয়েছে। বলা হয়েছে :

কোন কঠিনতার স্থানে সহজতা অবলম্বন করতে হবে।[৪৩]

বুদ্ধিভিত্তিক

দা'ওয়াতে ইসলামে অন্ধ বিশ্বাসের স্থান নেই। প্রতিটি বিষয় দলীল প্রমাণ সহকারে উপস্থাপন করা এর সাধারণ নিয়ম। অন্ধ অনুকরণের জন্য ইসলাম উৎসাহিত করে না। এ জন্য কুর'আন কারীমে ৪৬ বার 'আকল[৪৪] বা বুদ্ধিকে সম্বোধন করা হয়েছে। কোন কোন স্থানে বলা হয়েছে, 'তারা কি 'আকল রাখে না?' এবং কোন স্থানে বলা হয়েছে; 'তোমাদের কি আকল বুদ্ধি নেই?' আবার অন্য বার বলা হয়েছে- 'এতে বুদ্ধিমান লোকের জন্য অনেক নির্দশন রয়েছে।' এভাবে অনেক স্থানে বলা হয়েছে- 'তারা কি চিন্তাভাবনা করে না?' আবার অন্য স্থানে বলা হয়েছে- 'তারা কি গভীরভাবে চিন্তা গবেষণা করে না?' আল কুরআনে দা'ওয়াতের এ পদ্ধতিই দা'ওয়াতে ইসলামের সার্বজনীন রূপ।

---

[৩৮] সূরা বনী ইসরা'ঈল : ২৮।

[৩৯] *মুসলিম শরীফ*।

[৪০] প্রাগুক্ত।

[৪১] সূরা কামার : ১৭।

[৪২] সূরা বাকারা : ১৮৫।

[৪৩] দ্র. ইবন নাজীম হানাফী, *আল আশবাহ ওয়ান নাযাইর,* ১খ।

[৪৪] *আল মুজামুল মুফাহারিস লি আল ফাযিল কুর'আন,* প্রাগুক্ত, পৃ ৪৮৬-৪৬৯।

ব্যবহারিক

ইসলামী দা'ওয়াত এমন কোন দার্শনিক তত্ত্ব নয় বা কল্পনাপ্রসূত কোন বিষয় নয়, যা জীবনে বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। যেমন- অতীতে গ্রীক দার্শনিকদের জীবন-বিচ্ছিন্ন তত্ত্বাদি এবং বর্তমান দ্বান্দ্বিক বস্তুতান্ত্রিক তত্ত্বমালা। হযরত মুহাম্মদ সা. তাঁর দা'ওয়াতের প্রতিটি দিক বাস্তবে রূপ দিয়ে গেছেন। আল্লাহ বলেছেন :

لقد كان لكم فى رسول الله اسوة حسنة -

> ... নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূলের মাঝে তোমাদের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ রয়েছে।[৪৫]

শুধু তাই নয়, এ দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে যারা আহবানকারী, তাদের বাস্তব জীবনেও তা করতে হবে। এ জন্য মুসলমানদের জীবনে কথাকর্মে বৈপরীত্যকে সহ্য করা হয় নি; বরং কুরআনে এটাকে নিন্দা জানানো হয়েছে :

يايها الذين امنوا لم تقولون مالا تفعلون - كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون -

> হে মুমিনগণ, তোমরা যা কর না, তা বল কেন? তোমরা যা কর না, তা বলা আল্লাহ তা'আলার দৃষ্টিতে অতিশয় অসন্তোষজনক।[৪৬]

এ ছাড়া দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে ব্যবহারিক পদ্ধতির উপরও জোর দেয়া হয়েছে, কুরআন কারীমে ১৪ স্থানে জমিনে ভ্রমণ করতে বলা হয়েছে অত্যাচারী বা রিসালাতের মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের অবস্থা জানার জন্য। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

قل سيروا فى الارض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين -

> কাফিররা বলে আমরা ও আমাদের পিতৃপুরুষরা মৃত্তিকায় পর্যবসিত হয়ে গেলেও কি আমাদের পুনরুত্থিত করা হবে? এ বিষয়ে আমাদের এবং আমাদের পূর্বপুরুষদেরও ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছিল। এ তো পূর্ববর্তীদের উপকথা ব্যতীত অন্য কিছু নয়। (হে নবী) আপনি বলুন, পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর এবং দেখ, অপরাধীদের পরিণাম কিরূপ হয়েছে।[৪৭]

পৃথিবীতে জরিপের পদ্ধতি অবলম্বন করা যায়। পাশ্চাত্যবাসীদের ধর্মবিমুখতা এবং তাদের সমাজ সভ্যতার ধ্বংস বিপর্যয় অবলোকন করলেই দা'ওয়াতে ইসলাম গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। দা'ওয়াতে ইসলামের এ ব্যবহারিক দিক চিরন্তন ও সার্বজনীন।

সত্যের আহবান

দা'ওয়াতে ইসলামের প্রকৃতির একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক এটা। এ দা'ওয়াতের পরিচয় দানে বলা হয়েছে, এটা সত্যের দা'ওয়াত, এটা তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ সত্য, জগত সত্য, জীবন ও জগতে সত্য সুন্দর নির্ভর এ দা'ওয়াত। আল্লাহ এ দা'ওয়াত সম্পর্কে বলেন- له دعوة الحق 'সত্যের দা'ওয়াত তাঁরই।'[৪৮] অন্যত্র তিনি বলেন :

قل يايها الناس قد جاءكم الحق من ربكم -

> বলুন, হে মানুষ সকল, তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তোমাদের নিকট সত্যের আগমন ঘটেছে...।[৪৯]

ইসলাম বিরুদ্ধ অন্যান্য আহবান সম্পর্কে বলা হয়েছে :

فماذا بعد الحق الا الضلل -

> সত্য ত্যাগ করার পর গোমরাহী ছাড়া কী থাকে?[৫০]

---

[৪৫] সূরা আহযাব : ২১।

[৪৬] সূরা সফ : ২-৩।

[৪৭] আন'আম : ১১।

[৪৮] সূরা রা'দ : ১৪।

[৪৯] সূরা ইউনূস : ১০৮।

আল্লাহ তা'আলা মহানবী সা.-কে হযরত মূসা আ.-এর মত ঘোষণা দিতে বলেছেন :

ويقوم مالى ادعوكم الى النجوة وتدعوننى الى النار - تدعوننى لاكفر بالله و اشرك به ما ليس لى به
علم و انا ادعوكم الى العزيز الغفار - لا جرم انما تدعوننى اليه ليس له دعوة فى الدنيا ةلا فى الاخرة
-

> হে আমার সম্প্রদায়, কি আশ্চর্য, আমি তোমাদের দা'ওয়াত দিচ্ছি মুক্তির দিকে আর তোমরা আমাকে দা'ওয়াত দিচ্ছ জাহান্নামের দিকে! তোমরা আমাকে দা'ওয়াত দিচ্ছ আল্লাহকে অস্বীকার করতে এবং তাঁর সমকক্ষ দাঁড় করাতে; যার কোন প্রমাণ আমার কাছে নেই। পক্ষান্তরে আমি তোমাদের দা'ওয়াত দিচ্ছি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল আল্লাহর দিকে। এতে সন্দেহ নেই যে, তোমরা আমাকে দা'ওয়াত দিচ্ছ এমন একজনের দিকে, যার জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে কোন দা'ওয়াত চলে না ...।[৫১]

সব দা'ওয়াতের উপর দ্বীনে হকের দা'ওয়াত প্রতিষ্ঠা করার দায়িত্ব দিয়েই মহানবী সা.-কে এ পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে :

هو الذى ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون -

> তিনিই তাঁর রাসূলকে প্রেরণ করেছেন হিদায়াত ও সত্য দ্বীন সহ সকল দ্বীনের উপর একে শ্রেষ্ঠত্ব দানের জন্য, যদিও মুশরিকরা এটা অপছন্দ করে।[৫২]

একদিন সংশয়ী মানুষ ভাবত একটা বিকট শব্দের মাধ্যমে কি করে এ জগত ধ্বংস হতে পারে- কিয়ামত হতে পারে? কিন্তু আজকে সাউণ্ড বম্ব আবিষ্কারের পর এটা বৈজ্ঞানিক সত্যে পরিণত হয়েছে। কিছু সংখ্যক সংশয়ী মানুষ বুরাক বা বিদ্যুৎময় বাহনে উর্ধ্বগমন বা মি'রাজকে অবৈজ্ঞানিক বা কাল্পনিক ভাবত। আজকের বিজ্ঞান তা সম্ভব মনে করে। তাই বিজ্ঞানের যতই অগ্রগতি হচ্ছে, ইসলামের সত্যই প্রমাণিত হচ্ছে।

কল্যাণমূলক

দা'ওয়াতে ইসলাম মানব সমাজের জন্য কল্যাণকর। মানুষের ইহ ও পারলৌকিক জগতে সার্বিক কল্যাণ প্রতিষ্ঠাই তার লক্ষ্য। যারা এ দা'ওয়াত নিয়ে কাজ করবে, যারা তাদের অনুসরণ করবে তারাও কল্যাণ লাভ করবে। এ জন্য কুর'আন কারীমে এসেছে :

ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر- واولئك هم المفلحون -

> তোমাদের মধ্যে এমন একদল হোক যারা কল্যাণের দিকে দা'ওয়াত দেবে এবং সৎ কাজের নির্দেশ দেবে এবং অসৎ কাজে নিষেধ করবে; এরাই সফলকাম।[৫৩]

আয়াতের শেষেই বলা হয়- 'তারাই সফলকাম'।

আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের বলেন :

يايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون -

> হে মুমিনগণ, তোমরা রুকু' কর, সিজদা কর এবং তোমাদের প্রভুর 'ইবাদত কর এবং কল্যাণের কাজ কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।[৫৪]

এখানে 'খায়ের' বা 'কল্যাণ' শব্দটি ব্যাপকার্থে। মানুষের ইহ ও পারলৌকিক কল্যাণের জন্যই দা'ওয়াতে ইসলাম নিবেদিত।

---

৫০. সূরা ইউনুস : ৩২।

৫১. সূরা মুমিন : ৪১-৪৩।

৫২. সূরা সফ : ৯।

৫৩. সূরা আল ইমরান : ১০৪।

৫৪. সূরা হাজ্জ : ৭৭।

সুস্পষ্ট ও উন্মুক্ত

দা'ওয়াতে ইসলামের সবই সুস্পষ্ট। এর মূলনীতি বিষয়বস্তু লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, পথ ও পদ্ধতি এবং উৎস– সবই সুস্পষ্ট। তার মূল বিষয়বস্তু হল কতকগুলো বিশ্বাস, যেমন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং আখিরাতের ওপর বিশ্বাস, কতিপয় নৈতিক আচার-আচরণ ও জীবন চলার পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থাদি। এ দা'ওয়াতের উদ্দেশ্য হল ব্যক্তি পরিবার ও সমাজ গঠন এবং ইহ ও পারলৌকিক জীবনে কল্যাণ লাভ তথা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। দা'ওয়াতের উৎস আল কুর'আন ও সুন্নাহ। এর প্রথা-পদ্ধতি নিহিত বিভিন্ন 'ইবাদত আখলাক এবং জীবনাচরণের মাধ্যমে মানবজাতিকে আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক দৃঢ়করণ কৌশলের আশ্রয়ে। দা'ওয়াতে ইসলামের ঐ অবস্থা ধনী গরীব, শিক্ষক, কর্মচারী, শ্রমিক, ছাত্র, জনতা তথা সকল স্তরের মুসলিম হোক আর অমুসলিম হোক সবার নিকট সুস্পষ্ট হতে অসুবিধা নেই। যে কেউ ইচ্ছা করলে তা জানতে পারে, বুঝতে পারে, অনুসরণ করতে পারে। এ দা'ওয়াতের উপরোক্ত দিকগুলো শুধু ধর্মবিশারদের জন্য সংরক্ষিত বা নির্দিষ্ট নয়। দা'ওয়াতে ইসলামের উৎস আল কুর'আন যে কেউ অধ্যয়ন করার অধিকার রাখে। সবার জন্য তাকে উন্মুক্ত ও সুস্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ বলেন :

> بالبينت والزبر وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون -
>
> আপনার প্রতি কুর'আন অবতীর্ণ করেছি মানুষকে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেয়ার জন্য ঐ সবকিছু, যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে, যাতে তারা চিন্তা গবেষণা করে।[৫৫]

এখানে 'নাস' শব্দটি দ্বারা সকল মানুষ বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ আরো বলেন :

> ولقد انزلنا اليك ايت بينت وما يكفر بها الا الفسقون -
>
> নিশ্চয়ই আমি আপনার প্রতি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ অবতীর্ণ করেছি। ফাসিকরা ব্যতীত অন্য কেউ তা প্রত্যাখ্যান করে না।[৫৬]

দাওয়াতে ইসলামে কিছু গোপন রাখাকে লানত জানানো হয়েছে :

> فبدل الذين ظلموا قولا غير الذى قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون
>
> নিশ্চয়ই যারা গোপন করে ছিল আমি যে সব বিস্তারিত তথ্য এবং হিদায়াতের পথ নাযিল করেছি মানুষের জন্য, সুতরাং সে সব লোকের প্রতি আল্লাহর লানত; কারণ তারা সত্য ত্যাগ করেছিল।[৫৭]

ইয়াহুদী ধর্মে দা'ওয়াতী কাজ সীমিত। যতটুকু হয়, তা বনী ইসরা'ঈল জাতিতেই। তবে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে তাদের সহযোগী বা সহকর্মী সংগ্রহে বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে কিছু কিছু অনুসারী সংগ্রহ করে থাকে। বাহ্যত এগুলো সমাজ কর্মের কথা বললেও তাদের বিভিন্ন সদস্যের মাধ্যমেই এগুলোর অন্যরকম লক্ষ্য উদ্দেশ্য প্রকাশ পেয়েছে। তাদের মূল উদ্দেশ্য ইয়াহুদীদের অনুসারী বানানো, অন্যান্য ধর্ম থেকে মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে বস্তুবাদিতা চর্চা করা ইত্যাদি।[৫৮] এ উদ্দেশ্যগুলো তাদের ধর্মীয় নেতাদের বাৎসরিক বক্তৃতাবলীতে ফুটে উঠেছে।[৫৯]

ব্যাপক সংস্কার কর্মসূচী

হযরত আদম আ.-এর পুত্রদের প্রশিক্ষণমূলক দা'ওয়াতী কার্যাবলী বাদ দিলে যুগে যুগে সকল নবীই সমাজের সংস্কার কর্মসূচীতে হাত দিয়েছিলেন। তেমনি সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সা.-এর আগমনকালেও বিশ্ববাসীর 'আকীদা-বিশ্বাস, 'ইবাদত ও কাজকর্ম এবং আখলাকের ক্ষেত্রে চরম বিভ্রান্তি, বিকৃতি ও অজ্ঞতা বিরাজ করছিল। চতুর্দিকে জাহিলিয়াতের সয়লাব ছড়িয়ে পড়ছিল। ধর্মের নামে অধর্ম, শিরক ও শোষণ, নীতির নামে দুর্নীতি, শাসনের নামে স্বৈরাচার, সভ্যতার নামে অসভ্যতা, নৈতিকতার

---

৫৫. সূরা নাহল : ৪৪।

৫৬. সূরা বাকারা : ৯৯।

৫৭. সূরা বাকারা : ৫৯।

৫৮. দ্র. জেনারেল জুওয়াইদ, *আসরারুল মাসুনিয়া,* পৃ ১৯।

৫৯. দ্র. ড. আলী জারীশা, *আসালীবুল গাযউল ফিকরী লিল 'আলামিল ইসলামী,* কায়রো : দারুল ইহতিসাম, তা.বি, পৃ ১৭০-১৭৫।

নামে পাপাচার, শিক্ষার নামে কুশিক্ষা ছড়িয়ে পড়েছিল। মহানবী সা. তাঁর দা'ওয়াতের শুরু থেকে তাওহীদ রিসালাত আখিরাতের বিশ্বাস প্রচার, 'ইবাদত পদ্ধতি এবং স্বভাব চরিত্রের ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ সংস্কার আনেন। সর্বশক্তিমান আল্লাহর পরিচয়, তাঁর প্রতি কর্তব্য তথা তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের প্রচেষ্টাই ছিল তাঁর দা'ওয়াতের মুখ্য বিষয়। যুগে যুগে দা'ওয়াতে ইসলামের এ রূপ অপরিবর্তনীয়। এজন্য আল্লাহ বলেন :

هو الذى بعث فى الامين رسولا منهم يتلوا عليهم ايته ويزكيهم ويعلمهم الكتب والحكمة وان كانوا من قبل لفى ضلل مبين -

> তিনিই উম্মীদের নিকট তাদেরই একজনকে রাসূলরূপে পাঠিয়েছেন, যিনি তাদের নিকট তাঁর আয়াতসমূহ আবৃত্তি করেন, তাদের পবিত্র করেন এবং শিক্ষা দেন কিতাব ও হিকমত, ইতিপূর্বে তো তারা ঘোর গোমরাহীতে ছিল।[৬০]

এ আয়াতে তাযকিয়া বা পবিত্রকরণ দ্বারা সংস্কার ও পরিশুদ্ধির দিকেই ইশারা করা হয়েছে।

বৈপ্লবিক

বিপ্লব অর্থ প্রচলিত ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন। ইসলাম মানব সমাজে আমূল পরিবর্তন আনতে চায়। তাই তার দা'ওয়াত ও স্বাভাবিক অবস্থায় প্রচলিত অনৈসলামী অবস্থাকে ইসলামের আলোকে সাজানোর মাধ্যমে ব্যাপক পরিবর্তনের কর্মসূচী দিয়ে থাকে। এ অর্থে দা'ওয়াতে ইসলাম বৈপ্লবিক। হানাহানি, নৈরাজ্য বা হত্যা সন্ত্রাস নয়; বরং সুস্থ সরল এবং স্বাভাবিক পট পরিবর্তন। মহানবী সা.-এর রিসালাতের দায়িত্বের অপর নাম 'দা'ওয়াতে ইসলাম' । সে রিসালাতের দায়িত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আল কুর'আনে বলা হয়েছে :

الر - كتب انزلنه اليك لتخرج الناس من الظلمت الى النور باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد -

> এই কিতাব, যা আপনার প্রতি নাযিল করেছি, যাতে আপনি মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে বের করে আনেন, পরাক্রান্ত প্রশংসাই পালনকর্তার নির্দেশে তাঁরই পথের দিকে।[৬১]

এ আয়াতে সে পরিবর্তনের স্পষ্ট ঘোষণা দেয়া হয়েছে। অন্ধকার অবস্থা, গোমরাহী অবস্থা পরিবর্তন করতে হবে এবং মানুষকে হিদায়াতের আলোয় নিয়ে আসতে হবে। এ ব্যাপক পরিবর্তনের কথাই যুগে যুগে প্রকৃত ঈমানদারগণ বুঝে আসছেন।

মুসলমানগণ কর্তৃক পারস্য সাম্রাজ্যের তৎকালীন ইরাক অভিযানের প্রাক্কালে পারস্য সম্রাট কিসরার সেনাপতি রুস্তম মুসলিম বীর সেনা রাবী ইবন আমেরকে প্রশ্ন করেছিল, তোমরা কেন যুদ্ধ করতে এসেছ? তিনি বলেছিলেন দা'ওয়াতের জন্য, যার লক্ষ্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন :

> মানুষের মাঝে যারা ইচ্ছা করে তাদের আমরা মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে আল্লাহর আনুগত্যে এবং দুনিয়ার বৈষয়িক সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত করে এর প্রশস্ততায় এবং প্রচলিত ধর্মগুলোর অত্যাচার শোষণ থেকে মুক্ত করে ইসলামের ইনসাফের সুশীতল ছায়ায় নিয়ে আসার দা'ওয়াত নিয়ে এসেছি।[৬২]

এ কথার মাঝে একটি আমূল পরিবর্তনের সুর স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

বর্তমান যুগেও প্রফেসর বাহী খাওলী দা'ওয়াতের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন :

> দা'ওয়াতে ইসলাম জাতিকে এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় রূপান্তরিত করার নাম।[৬৩]

ধর্মীয় স্বাধীনতার পরিপন্থী নয়

কেউ কেউ ধারণা করে থাকেন দা'ওয়াতে ইসলাম বিশেষ ধর্মের প্রতি, এ দা'ওয়াত দ্বারা অমুসলিমদের ধর্মীয় স্বাধীনতা খর্ব করা হয়। এ ধারণা যথার্থ নয়। কারণ, কোন একটি বিষয় অন্যের নিকট উপস্থাপন

---

[৬০] সূরা জুম'আ : ২।

[৬১] সূরা ইবরাহীম : ১।

[৬২] দ্র. ইবন জারীর তাবারী, *তারীখুর রসূল ওয়াল মুলক,* মিসর : দারুল মা'আরিফ, ১৩৮৭হি, ৩খ, পৃ ৫২০।

[৬৩] দ্র. প্রফেসর বাহী খাওলী, *তাযকিরাতুত দুয়াত,* কায়রো :দারুত তুরাব, ১৪০৮ হি/১৯৮৭, পৃ ৩৫।

করলেই যে অন্যের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হবে, এমনটি নয়। উপস্থাপিত বিষয় মানা না মানার স্বাধীনতা না থাকলে এবং উপস্থাপনের পর জোর-জবরদস্তি করে চাপিয়ে দিলে বা উপস্থাপিত বিষয়কে জোর করে মানতে বাধ্য করলে, বলা যাবে ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হয়েছে।

দা'ওয়াতে ইসলাম গ্রহণ করণার্থে শক্তির মাধ্যমে জোর-জবরদস্তি নীতি প্রয়োগকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আল কুর'আনে স্পষ্ট ঘোষণা করা হয়েছে-

لا اكر اه فى الدين قد تبين الرشد من الغى -

> দ্বীনের ব্যাপারে কোন জোর-জবরদস্তি বা বাধ্যবাধকতা নেই। নিঃসন্দেহে হিদায়াত গোমরাহী থেকে পৃথক হয়ে গেছে... ।[৬৪]

অতএব গোমরাহী ও হিদায়াতের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করার জন্য শুধু দা'ওয়াতী কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। তা চাপিয়ে দেয়ার জন্য নয়। এটা এ দা'ওয়াতের প্রকৃতি।
আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাস্তায় দা'ওয়াতদানকারীকে এ দা'ওয়াত নিতে শিক্ষা দিয়েছেন-

ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة -

> আপনি মানুষকে আপনার পালনকর্তার পথের প্রতি আহবান করুন জ্ঞানের কথা বুঝিয়ে ও উপদেশ শুনিয়ে উত্তমরূপে।[৬৫]

আল্লাহ আরো বলেছেন : فذكر انما انت مذكر - لست عليهم بمصيطر -

> অতএব আপনি উপদেশ দিন, আপনি তো কেবল উপদেশদাতা, আপনি তাদের কর্মনিয়ন্ত্রক নন।[৬৬]

সুতরাং দা'ওয়াতে ইসলাম সত্যকে স্পষ্ট ও যুক্তিযুক্তভাবে তুলে ধরে। মানা না মানা ব্যক্তি বিশেষের ইচ্ছাধীন। যেমন কোন ব্যক্তি অসুস্থ হলে কোন ডাক্তার তার রোগ নির্ণয় করে বলে, এ অসুখ হয়েছে এবং তাকে নির্দিষ্ট ওষুধ সেবন করতে হবে। রোগী ইচ্ছার করলে ওষুধ সেবন করতে পারে, না-ও করতে পারে; যদিও ওষুধ সেবনে তাকে বাধ্য করলে অবিচার হতো না। তারপরও তাকে স্বাধীনতা দেয়া হয় এবং ওষুধটা ভালভাবে সেবন করার জন্য কিছু মিষ্টি মিশিয়ে দেয়া হয় এবং এ ধরনের ওষুধ দ্বারা যে রোগী সুস্থ করতে তিনি সক্ষম, তার নিশ্চয়তা আছে। এমনি প্রত্যেক নবী আ. যুক্তি ও মুজিযা উভয় দ্বারা প্রমাণ করতে চাইতেন যে, তাঁরা আল্লাহ প্রেরিত এবং মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত। দা'ওয়াতের এ দিক আল কুরআনের আয়াতে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে :

وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر -

> আর আপনি বলুন, তোমাদের রবের নিকট হতে সত্য সমাগত। অতপর যার ইচ্ছা মেনে নিতে পার, আর যার ইচ্ছা প্রত্যাখ্যান করতে পার ... ।[৬৭]

এখানে কারো কারো মনে জিজ্ঞাসা উদিত হতে পারে যে, তাহলে হযরত মুহাম্মদ সা. এবং পরবর্তীতে তাঁর অনুসারীরা এতগুলো যুদ্ধ করলেন কেন? যুদ্ধগুলো ইসলাম চাপিয়ে দেয়ার জন্য ছিল না; বরং মুসলমানদের নিরাপত্তা, বিশেষত অমুসলিম এলাকায় মুসলমানদের নিরাপত্তা এবং দা'ওয়াতের পথ থেকে বাধা অপসারণের জন্যই সে যুদ্ধগুলো হয়েছিল। এটা তো ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত যে, মক্কী জীবনে তিনি কোন যুদ্ধ করেন নি। তা হলে কিভাবে শত শত মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন? আবূ বকর, ওসমান, সাদ বিন আবী ওয়াক্কাস, তালহা, যুবায়ের প্রমুখ মক্কার তৎকালীন প্রভাবশালী ব্যক্তিগণকে মহানবী সা. যুদ্ধে পরাস্ত করার মাধ্যমে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করেন নি। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া, মধ্য আফ্রিকায় কি কোন যুদ্ধ বা রাজ শক্তির মাধ্যমে ইসলাম প্রসার লাভ করেছিল? করে নি। নির্দ্বিধায় বলা যায়, ইসলামের প্রচার প্রসার যুদ্ধের মাধ্যমে হয় নি। দা'ওয়াতী কার্যক্রমের মাধ্যমেই

---

[৬৪] সূরা বাকারা : ২৫৬।

[৬৫] সূরা নাহল : ১২৫।

[৬৬] সূরা আল গাশিয়াহ : ২১-২২।

[৬৭] সূরা কাহফ : ২৯।

হয়েছিল। বুঝিয়ে শুনিয়ে, নরম আচার-আচরণ ও অনুপম আখলাকের মাধ্যমে অনুপ্রাণিত করে ইসলামের দা'ঈগণ লাখ লাখ মানুষকে ইসলামে বায়'আত দান করেন।

মহানবীই একমাত্র আদর্শ

দা'ওয়াতী কাজ ফরযে আইন। এ দা'ওয়াতের জন্য মুসলিম জাতির শ্রেষ্ঠত্ব। মহানবী সা. আল্লাহর নির্দেশে দা'ওয়াতের পদ্ধতি অবলম্বন করতেন। দা'ওয়াতী কাজসহ সকল ক্ষেত্রে মহানবী সা. অনুপম আদর্শ। আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূলের মাঝেই রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ'। মহানবীর সা. দা'ওয়াতী সুন্নাত পালন করা ওয়াজিব। তিনি হিকমত অবলম্বন করতে গিয়ে কখনো ব্যক্তিগতভাবে দা'ওয়াত দিয়েছেন, কখনো সমষ্টিগতভাবে। তিনি ব্যক্তি নির্বাচন করেছেন। এ জন্য প্রথমে আপনজন, অতঃপর পরিচিত জন, তারপর সমাজের নির্বাচিত ব্যক্তিগণকে ও পরে সর্বসাধারণকে। মহানবী সা. যুদ্ধে পরাস্ত করার মাধ্যমে ইসলাম গ্রহণ করান নি।

যেখানে যে ব্যক্তি নিয়োগ করলে অধিক ফলাফল পাওয়া যাবে, সেখানে তাকেই নিয়োগ করেছেন। ব্যবসায়ীদের মাঝে হযরত আবূ বকর ও ধনাঢ্য ব্যক্তিদের মাঝে হযরত ওসমানকে নিয়োগ করেছিলেন। তিনি স্থান নির্বাচনেও অনন্য প্রজ্ঞার পরিচয় দিতেন। যেখানে যেভাবে দা'ওয়াত দিলে দা'ওয়াত প্রসার লাভ সহজসাধ্য মনে করেছেন, তিনি তাই করতেন। যেমন হজ্জ মওসুমে হজ্জ পালনকারীদের মাঝে এবং তৎকালীন আন্তর্জাতিক ব্যবসা কেন্দ্র হাবাসায় সাহাবীদের হিজরতের মাধ্যমে দা'ওয়াতকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেন। তিনি বিষয় নির্বাচনেও হিকমত অবলম্বন করতেন। প্রথমে তাওহীদের কথা, অতঃপর 'ইবাদত। অনন্তর অন্যান্য বিষয়। তবে 'আকীদার সংশোধনের উপর জোর দিতেন। অন্যায়ের সাথে আপস করতেন না। এভাবে তিনি মাওয়েযা অবলম্বন করতে গিয়ে হৃদয় নিংড়ানো বক্তব্য দিতেন। বিভিন্ন ঘটনা ও উদাহরণ পেশ করে মানুষকে ইসলামের প্রতি উৎসাহিত করতে অত্যন্ত উদার ও নরম ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষের হৃদয় জয় করে নিয়ে দাওয়াতে প্রভাবিত করতেন। আল কুরআনের আলোকে সর্বোত্তম পন্থায় মুশরিক ও আহলে কিতাবদের সাথে যুক্তি তর্কে আলোচনায় মগ্ন হতেন যেন পরস্পর সম্পর্ক নষ্ট না হয়। অযথা অসময়ে বিরোধের কারণ হতে পারে, দা'ওয়াতী কাজে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করতেন না। দা'ওয়াত পর্যায়ক্রমে দিতেন। প্রকাশ্যভাবে দিতেন, আবার গোপনেও দিতেন। দারুল আরকানসহ বিভিন্ন স্থানে প্রশিক্ষণ, অঙ্গীকার, সংগঠন ইত্যাদির মাধ্যমে মুসলমানদের সাংগঠনিক প্রজ্ঞা বৃদ্ধির চেষ্টা করতেন। দা'ওয়াতের জন্য নির্যাতিত মানুষের সাহায্য করেছেন, সমাজকর্ম করেছেন, হিজরত করেছেন, সন্ধি করেছেন, সশস্ত্র জিহাদ করেছেন, রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের মাধ্যমে আল্লাহর বিধান চালু করেছেন। তৎকালীন বিশ্বের আরব অনারব বাদশাহ ও রাষ্ট্রনায়কদের কাছে দা'ওয়াতী চিঠি লিখেছেন। এভাবে তিনি দা'ওয়াতী কাজের প্রচার প্রসার ও প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছেন।

দাওয়াতে তাঁর পদাংক অনুসরণ করতে হবে। যারাই দা'ওয়াতী কাজ করবেন তারা তাঁর অনুসরণ করে দা'ওয়াত দিলে সফল হবেন। তাঁর অনুসারী সাহাবীগণ ও মহানবীর পদাংক অনুসরণ করে দা'ওয়াতী কাজ করেছেন। কেউ শুধু দা'ওয়াত নিয়ে, কেউ ব্যবসার পাশাপাশি দা'ওয়াতী কাজ করে বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েছিলেন। যুগে যুগে মুসলিম শাসকগণ দা'ঈগণকে সহায়তা করেছেন। পরবর্তী দা'ঈগণ ইসলামী তাহযীব-তমদ্দুন, ঐতিহ্য ও সম্পদ সংরক্ষণে বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছেন। সারা বিশ্বময় বিভিন্ন পদ্ধতিতে দা'ওয়াতী কাজ হয়েছে। কেউ খানকা প্রতিষ্ঠা করে আত্মশুদ্ধি ও সমাজ কর্মের মাধ্যমে দা'ওয়াতী কাজ করেন। কেউ লেখালেখি করে, কেউ যুক্তি তর্ক করে, কেউ ওয়ায-নসীহত বা সভা-সমিতি করে দা'ওয়াতে ইসলামের কাজ করেছেন। এভাবে দা'ওয়াতী কাজ চলে আসছে। কেউ ইসলাম কায়েমের নামে দা'ওয়াতী কাজ করে যাচ্ছেন। এসব কাজ আংশিক হলেও দা'ওয়াতে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত। সব কিছুর সমষ্টিই দা'ওয়াতে ইসলামের স্বরূপ বা প্রকৃতি নির্দেশক। আল্লাহর দ্বীন প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠার কাজে নিয়োজিত সকলের কাজই দা'ওয়াতের কাজ।

এভাবে আল কুর'আন ও সুন্নাহর নিজস্ব উপস্থাপনা পদ্ধতিতেও এতদুভয়ে বর্ণিত দা'ওয়াতের মূলনীতিসহ দ্বীনে ইসলাম প্রচার প্রসার ও প্রতিষ্ঠায় গৃহীত যুগে যুগে সকল কার্যাবলী দা'ওয়াতে ইসলামের প্রকৃতিকে বিশ্বে প্রচলিত অন্যান্য দা'ওয়াতী কার্যক্রম থেকে ঐ ধরনের বহু দিক দিয়ে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে। এ দা'ওয়াতের বৈশিষ্ট্যগুলোই এর প্রকৃতি ও স্বরূপ তুলে ধরে। এটা পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থার দা'ওয়াত। এ দা'ওয়াত মানবজাতির মতই সুপ্রাচীন। এটা সহজবোধ্য, উন্মুক্ত ও বুদ্ধিভিত্তিক ও ব্যবহারিক এবং মৌলিকত্ব ও গতিশীলতার মাঝে সমন্বয় সম্পন্ন রাব্বুল 'আলামীন আল্লাহর পক্ষ থেকে চির কল্যাণকর পয়গাম। এ দা'ওয়াত মূলত মানব জাতির জন্য আল্লাহর বিশেষ করুণা। যুগে যুগে সকল নবী সা. ও তাঁদের অনুসারীগণ নিঃস্বার্থভাবে একনিষ্ঠ চিত্তে মানব কল্যাণের পক্ষে এ দা'ওয়াতী দায়িত্ব পালন করেছেন। উদ্দেশ্য, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন– ইহ ও পারলৌকিক জগতে কল্যাণ লাভ।

দা'ওয়াতে ইসলামের পরিধি

মহানবী হযরত মুহাম্মদ সা. দা'ওয়াতের সূচনা থেকেই তাঁর সে বিশ্বজনীন দা'ওয়াতকে সারা বিশ্বময় ছড়িয়ে দিতে আজীবন চেষ্টা চালিয়ে গেছেন এবং তা বিশ্বব্যাপী প্রসার লাভ করেছে। অসংখ্য সাহাবী, তাবে'ঈ ও তাবে তাবে'ঈন ও পরবর্তী যুগে মহানবী সা.-এর ওয়ারিস হিসেবে 'উলামায়ে দ্বীন তথা দা'ঈগণ দা'ওয়াতী কাজ করে আসছেন।

দা'ওয়াতী বিষয়ে বিভিন্ন পদ্ধতির ওপর জোর দেয়া হয়। সেগুলোর মাঝে কোনটার সম্পর্ক বক্তব্য-বক্তৃতা, সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগের সাথে, কোনটার সম্পর্ক সমাজকর্মের সাথে, কোনটা মনোবিদ্যা ও সমাজবিজ্ঞানের সাথে, যেগুলো যুগ-চাহিদা ও যুগ প্রেক্ষাপট এবং অবস্থাকে সামনে রেখে নির্ণীত হয়। এ আলোচনা থেকে ইসলামী দা'ওয়াতের পরিধির বিভিন্ন দিক ফুটে উঠেছে।

সময়গত

হযরত আদম আ. থেকে শুরু করে হযরত মুহাম্মদ সা. পর্যন্ত যুগে যুগে সকল নবী আ. ইসলামের দা'ওয়াত নিয়ে এসেছিলেন। শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সা.-এর দা'ওয়াত কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। দা'ওয়াতে ইসলাম যেমন প্রাচীন তেমনি আধুনিক বা প্রতি যুগে যুগোপযোগী। মানব সভ্যতার উন্মেষ থেকেই তথা আদম আ.-এর সময় থেকেই তা শুরু, যা পরবর্তীতে শীষ, নূহ, হুদ, সালেহ, ইবরাহীম, মূসা, ঈসা আ. এবং সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সা.– সবাই এ দায়িত্ব পালন করেছেন। আল্লাহ বলেন :

شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذى أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه -

> তিনি তোমাদের জন্য দ্বীনের ক্ষেত্রে সে পথই নির্ধারিত করেছেন, যার আদেশ দিয়েছিলেন নূহকে, যা আমি প্রত্যাদেশ করেছি আপনার প্রতি এবং যার আদেশ দিয়েছিলাম ইবরাহীম, মূসা ও 'ঈসাকে, এ মর্মে যে, তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা কর এবং তাতে অনৈক্য সৃষ্টি করো না।[৬৮]

তা ছাড়া এটা সকল যুগের জন্য সকল মানব সমাজের জন্য। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

وأوحى إلى هذا القرأن لانذركم به ومن بلغ -

> এ কুর'আন আমার প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে তোমাদের এবং যাদের নিকট এটা পৌঁছে সকলকে সতর্ক করার জন্য।[৬৯]

অতএব কুর'আন শুধু রাসূল সা.-এর যুগের মানুষের জন্য নয়; বরং সকল যুগের মানুষের জন্য।

দা'ওয়াতী কাজ একজন মুসলমান বা দা'ঈর সার্বক্ষণিক দায়িত্ব। যতক্ষণ তার জীবনীশক্তি ও সামর্থ বর্তমান থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এ দায়িত্ব থেকে রেহাই নেই। যেমন হযরত নূহ আ. বলেছেন :

---

[৬৮] সূরা শূরা : ১৩।

[৬৯] সূরা আন'আম : ১৯।

رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا -

হে প্রভু আমি দিবারাত্র আমার জাতিকে দা'ওয়াত দিয়েছি।[৭০]

একজন দা'ঈ দা'ওয়াতী কাজ ছাড়া নিজেও তাঁর ঈমান বা বিশ্বাসের কাছে স্বস্তিতে থাকতে পারেন না। তাঁর দা'ওয়াতে একদল লোক হিদায়াত প্রাপ্ত হলে আরেক দল লোককে আল্লাহর দ্বীনের দিকে ডাকার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েন। এটা দা'ওয়াতী চেতনার দাবী। সর্বশ্রেষ্ঠ দা'ঈ হযরত মুহাম্মদ সা. মানুষের হিদায়াতের জন্য পেরেশান হয়ে যেতেন। এ অবস্থার দিকে ইশারা করে আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কারীমে ইরশাদ করেন :

لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين -

তারা ঈমান আনবে না বলে আপনি হয়তো মর্মব্যথায় আত্মঘাতী হবেন।[৭১]

জনসমাজগত

দা'ওয়াত নির্দিষ্ট কোন দল বা জনগোষ্ঠীর জন্য নয়। অর্থাৎ এশীয় হোক, আফ্রিকী হোক বা ইউরোপীয় হোক– সবার জন্য এ দা'ওয়াত। এ দা'ওয়াত শুধুমাত্র ছাত্রসমাজ বা শ্রমিক শ্রেণীর বা বিশেষ এক জাতি বা ভাষাভাষীর মাঝে কার্যকর নয়। ছাত্র, যুবক, শ্রমিক, শিক্ষক, কর্মকর্তা সবাই এ দা'ওয়াতের অন্তর্ভুক্ত। এ জন্য আল্লাহ তা'আলা মহানবী সা.-কে ঘোষণা করতে বলেছেন :

قل يا ايها الناس إني رسول الله إليكم جميعا -

(হে নবী) আপনি বলুন, হে মানবমণ্ডলী, আমি তোমাদের সকলের প্রতি আল্লাহর প্রেরিত রাসূল।[৭২]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন :

وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون -

আমি তো আপনাকে সমগ্র জাতির প্রতি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।[৭৩]

অতএব দা'ওয়াত সকল যুগে বিশ্বের মানব সমাজকে এ আহবানের মহাপরিকল্পনা তথা সেই অনুসারে কর্মতৎপরতার আরেক নাম দা'ওয়াত।

উল্লেখ্য, কেউ কেউ মনে করেন, অমুসলিমদেরকে ইসলামের আহবান জানানো বা তাদের নিকট ইসলাম পেশ করাই শুধু দা'ওয়াত। এ ধরনের চিন্তা আল কুর'আন ও সুন্নাহর পরিপন্থী। দা'ওয়াত মুসলিম সমাজেও কার্যকর এবং অত্যাবশ্যক। এর সমর্থনে কয়েকখানা আয়াত পেশ করা যায় :

১. কুর'আনুল কারীমে এসেছে :

يا ايها الذين امنوا أمنوا -

হে মুমিনগণ, তোমরা ঈমান আন।[৭৪]

এ আয়াতে ঈমানদারদেরকে ঈমান আনতে বলা হয়েছে। এর অর্থ কি? মুমিনরা তো এমনিতেই ঈমানদার। তাদের আবার নতুন করে ঈমান আনার প্রয়োজন কি? এর অর্থ হল, ইসলাম সম্পর্কে আরো জানা এবং এ জানার মাধ্যমে ঈমানকে আরো দৃঢ় করা। আর ইসলাম সম্পর্কে জানানোর অপর নাম দা'ওয়াত। এটি মুসলিম সমাজেও প্রযোজ্য। কারণ তারা ইসলাম সম্পর্কে জানলেও অনেক ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট বা সঠিকভাবে ইসলাম সম্পর্কে অবহিত নয়। অতএব তাদের সমাজেও দা'ওয়াতের প্রয়োজন রয়েছে।

২. এ বিষয়ে সরাসরি আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন :

وما كان المؤمنين لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون -

---

৭০. সূরা নূহ : ৫।
৭১. সূরা শুআরা : ৩।
৭২. সূরা আরাফ : ১৫৮।
৭৩. সূরা সাবা : ২৮।
৭৪. সূরা নিসা : ১৩৬।

> আর তাদের প্রত্যেক দলের একটি অংশ কেন বের হল না, যারা দ্বীনের জ্ঞান লাভ করে সতর্ক করে স্বজাতিকে, যখন তারা তাদের কাছে প্রত্যাবর্তন করবে, যেন তারা সতর্ক হতে পারে।[৭৫]

এ আয়াতে মুসলিম সমাজে সতর্কীকরণ বা ইসলাম চর্চার কথা বলা হয়েছে। এগুলো দা'ওয়াতী কার্যক্রমের অংশবিশেষ।

৩. অন্য আয়াতে মুসলিম সমাজের স্বরূপ ব্যাখ্যায় আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

> و المؤمنون و المؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلوة ويؤتون الزكوة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم -
>
> আর ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী একে অপরের সহায়ক বন্ধু। তারা ভালো কথার শিক্ষা দেয় এবং মন্দ থেকে বিরত থাকে, নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ অনুযায়ী জীবন যাপন করে। এদের উপর আল্লাহ তা'আলা দয়া করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, সুকৌশলী।[৭৬]

উপরোক্ত কার্যাবলী দা'ওয়াতের অন্তর্ভুক্ত, যা সমাজেও কার্যকর। তা ছাড়া মুসলমানদের সচেতন করা, ঐক্য শক্তির মাধ্যমে সাংগঠনিক ভিত্তি মজবুত করাও এর অন্তর্ভুক্ত। এ সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন ইরশাদ করেন :

> و أعدوا لهم ما استطعتم من قوة -
>
> আর তোমরা তাদের মোকাবেলায় যথাযথ শক্তি ও সামর্থ প্রস্তুত কর।[৭৭]

402421

সুতরাং ঐক্য, সাংগঠনিক শক্তি, যে শক্তি অর্জন করা সহজসাধ্য নয়। এ শক্তি অর্জনের প্রচেষ্টা দা'ওয়াতে ইসলামেরই অংশবিশেষ। এভাবে দেখা যাচ্ছে দা'ওয়াতের কার্যাবলী মুসলিম সমাজেও প্রযোজ্য। সুতরাং মুসলিম সমাজ হোক আর অমুসলিম সমাজ হোক, সবাই ইসলামী দা'ওয়াতের পরিধিভুক্ত। যদিও অমুসলিম সমাজের কাছে দা'ওয়াত পেশ করা একদিকে কঠিন অপরদিকে গুরুত্বপূর্ণ, তবুও মুসলিম সমাজকে এর আওতাবহির্ভূত হিসেবে দেখা সমীচীন নয়। তেমনিভাবে শুধু পুরুষদের মাঝে দা'ওয়াতী কাজ করলেই চলবে না, নারী সমাজেও দা'ওয়াতী কাজ সম্প্রসারিত করতে হবে। এ জন্য উম্মুল মুমিনীনগণকে মহিলাদের মাঝে দা'ওয়াতী কাজ করার জন্য আদেশ দেয়া হয়েছে। আল কুর'আনে এসেছে :

> واذكرن ما يتلى فى بيوتكن من ايت الله و الحكمة ان الله كان لطيفا خبيرا- ان المسلمين و المسلمات و المؤمنين و المؤمنت و القنتين و القنتت و الصدقين و الصدقت و الصبرين و الصبرت و الخشعين و الخشعت و المتصدقين و المتصدقت و الصائمين و الصئمت و الحفظين فروجهم و الحفظت و الذكرين الله كثيرا و الذكرات, اعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما – وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن بعص الله ورسوله فقد ضل ضلال مبينا -
>
> আল্লাহর আয়াত ও জ্ঞানগর্ভ কথা, যা তোমাদেরগৃহে পঠিত হয়, তোমরা সেসব স্মরণ করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী, সব বিষয়ে খবর রাখেন। নিশ্চয়ই মুসলমান পুরুষ, মুসলমান নারী, ঈমানদার পুরুষ, ঈমানদার নারী, অনুগত পুরুষ, অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ, সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ, ধৈর্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ, বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ, দানশীল নারী, রোযা পালনকারী পুরুষ, রোযা পালনকারী নারী, যৌনাঙ্গ হিফাযতকারী পুরুষ, যৌনাঙ্গ হিফাযতকারী নারী, আল্লাহর অধিক যিকিরকারী পুরুষ ও আল্লাহর দিকে যিকিরকারী নারী– তাদের জন্য আল্লাহ প্রস্তুত রেখেছেন ক্ষমা ও মহাপুরস্কার। আল্লাহ তাঁর রাসূল কোন কাজের আদেশ করলে কোন ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন ক্ষমতা নেই যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ অমান্য করে সে প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় পতিত হয়।[৭৮]

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

---

[৭৫] সূরা তওবা : ১২২।

[৭৬] সূরা তওবা : ৭১।

[৭৭] সূরা আনফাল : ৬০।

[৭৮] সূরা আহযাব : ৩৪-৩৬।

এ আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, দা'ওয়াতী কাজে নারী পুরুষ উভয়ের অংশ গ্রহণ বাঞ্ছনীয়। তেমনি নারী পুরুষ উভয়ের মাঝে দা'ওয়াতী কাজ করা বাঞ্ছনীয়। উপরোক্ত আয়াত প্রমাণ করে যে, এমনিভাবে শিশু কিশোর, যুবক বৃদ্ধ, ছাত্র ছাত্রী, শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী, শ্রমিক, মালিক, রাজনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ– সর্বস্তরের জনতার মাঝে দা'ওয়াতী কাজ করতে হবে।

বিষয়গত

বিষয়গত দিক থেকে যদি আমরা এ দা'ওয়াত নিয়ে চিন্তা করি, তাহলে দেখব যে, এটি নির্দিষ্ট বিষয় গণ্ডিমুক্ত। শুধু নামায, রোযা ইত্যাদি কিছু কিছু 'ইবাদাতের দিকে দা'ওয়াত দেয়া বা অর্থনীতি, রাজনীতি শিক্ষার ক্ষেত্রে কিছু সংস্কার কর্মসূচীতেই দা'ওয়াতে ইসলামের ধারাকে সংকীর্ণ করা ঠিক নয়। যাঁরা শুধু এ বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করেন, তাঁদের দা'ওয়াতকে খণ্ডিত দা'ওয়াত বলা যায়। বিষয়গত দিকে দা'ওয়াতের পরিধি ইসলামের খুঁটিনাটি সব বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে। খণ্ডিত ইসলাম আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। আল্লাহ বলেন : - افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون

> তোমরা কি এ কিতাবের অংশবিশেষ বিশ্বাস কর আর কিছু অংশ প্রত্যাখ্যান কর?[৭৯]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন : - ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه

> এ ছাড়া অন্য কিছু জীবন ব্যবস্থা হিসেবে অন্বেষণ করে, তা কখনো গ্রহণ করা হবে না।[৮০]

> قل ان صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العلمين - لا شريك له وبذالك امرت
> وانا اول المسلمين -

> বলুন, আমার সালাত, আমার 'ইবাদাত, আমার জীবন, আমার মরণ জগতসমূহের প্রতিপালক রবেরই উদ্দেশ্যে। তাঁর কোন শরীক নেই এবং আমি এরই জন্য আদিষ্ট হয়েছি এবং আমিই প্রথম মুসলিম।[৮১]

সুতরাং ব্যক্তি সমাজ তথা মানব জীবনের সকল বিষয়াদি এর পরিধিভুক্ত। মানব জীবনের যে কোন সমস্যা বা জিজ্ঞাসা দেখা দিক না কেন, ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে তার সমাধান দেয়া দা'ওয়াতে ইসলামীর কার্যক্রমেরই অন্তর্ভুক্ত। ইসলামের কিছু কিছু বিষয়কে বিভিন্ন অজুহাতে এড়িয়ে যাওয়া ঠিক নয়।

কার্যক্ষেত্রগত

দা'ওয়াতের কার্যক্ষেত্র অত্যন্ত ব্যাপক। একে শুধু মসজিদ মাদরাসা বা মহল্লায় হেঁটে হেঁটে দা'ওয়াতী কার্যক্রম অব্যাহত রাখায় সংকীর্ণ করা ঠিক নয়। এ সবের পাশাপাশি বিভিন্ন রকম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, প্রশিক্ষণকেন্দ্র, কলকারখানা থেকে নিজ পরিবার-পরিজন, দেশ-বিদেশে সকল ক্ষেত্রেই এ দা'ওয়াত ছড়িয়ে দিতে হবে। কারো নিকট দা'ওয়াত পেশ করতে হলে নির্দিষ্ট কোন স্থানে নিয়ে যাওয়া শর্ত নয়। যেখানে যে কোন অবস্থায়ই সুবিধা অনুসারে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির নিকট সত্য দ্বীন দা'ওয়াতে ইসলামকে পেশ করতে হবে। এ জন্য দেখা যায়, হযরত ইউসুফ আ. জেলখানায় গিয়েও দা'ওয়াত ভুলে যান নি। বরং সেখানেও তিনি আল্লাহর দ্বীনের দা'ওয়াত প্রচার করেছেন।

হযরত মুহাম্মদ সা. মক্কার বিভিন্ন মেলা উদযাপনের সময় মানুষের সামনে দা'ওয়াতে ইসলাম পেশ করতে কুণ্ঠাবোধ করেন নি।

সারা বিশ্বকে ভাষাভিত্তিক দা'ওয়াতী এলাকায় বিভাজন করা প্রয়োজন দা'ওয়াতের ক্ষেত্র নির্ধারণকর্মে। প্রাচ্য-পাশ্চাত্য হিসেবে বিভাজন করে দা'ওয়াতী কাজ থেকে বিরত থাকা সমীচীন নয়। পূর্ব-পশ্চিম সকল এলাকার প্রভু তো আল্লাহ তা'আলা।
আল কুর'আনে ইরশাদ হয়েছে :

---

[৭৯] সূরা বাকারা : ৮৫।

[৮০] সূরা আলে ইমরান : ৮৫।

[৮১] সূরা আন'আম : ১৬২-১৬৩।

> আমি শপথ করছি উদয়াচল ও অস্তাচলসমূহের পালনকর্তার। নিশ্চয় আমি সক্ষম তাদের পরিবর্তে উৎকৃষ্টতম মানুষ সৃষ্টি করতে, নিশ্চয়ই এটা সাধ্যের অতীতে নয়।

পদ্ধতি মাধ্যমগত

দা'ওয়াত কার্যক্রম সাময়িক কোন আবেগ ও উচ্ছ্বাসের বহিঃপ্রকাশ নয়; বরং এটি একটি পরিকল্পিত প্রজ্ঞাময় কার্যক্রমের নাম। মানুষের বিভিন্ন ভাব-ভাষা, বক্তব্য প্রকাশ ও প্রচারের জন্য যুগে যুগে বিভিন্ন কৌশল উদ্ভাবন করা হয়েছে– বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করে এগোচ্ছে।

মানুষকে আল্লাহর দ্বীন মেনে নিতে অনুপ্রাণিত করতে, ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের সকল স্তরে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা করতে যে কোন মাধ্যম ও কৌশল ব্যবহার দা'ওয়াতের পরিধিভুক্ত, যদি তা ইসলামের মূলনীতি বা মূল্যবোধের পরিপন্থী না হয়। সুতরাং দা'ওয়াত ওয়ায-নসীহত, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, লেখালেখি, সমাজকর্ম সহ সকল বৈজ্ঞানিক প্রচার মাধ্যম, পদ্ধতি ও প্রক্রিয়াকে অন্তর্ভুক্ত করে। বাছ-বিচার না করে বৈজ্ঞানিক বিভিন্ন রকমের প্রচারকৌশল বা মাধ্যম বিদ'আত বলে প্রত্যাখ্যান করা যেমনি, ঘোড়ার বাহন সেকেলে বলে এর গুরুত্ব অস্বীকার করাও বিজ্ঞতা প্রসূত নয়। পৃথিবীতে এখনো এমন অনেক স্থান রয়েছে, যেখানে যান্ত্রিক কোন যানবাহনের মাধ্যমে পৌঁছানো সম্ভব নয়। ঘোড়ার মাধ্যমে সেখানে পৌঁছানো সম্ভব। আফ্রিকায় মফস্বল এলাকায় খ্রীস্টান মিশনারীরা এসব বৈচিত্র্যময় বাহন ব্যবহার করে তাদের দা'ওয়াতকে ফলপ্রসূ করেছে। ইসলামী দা'ঈগণকে এসব সমাজ পরিবেশের চাহিদা অনুসারে দা'ওয়াতের পদ্ধতি ও মাধ্যম ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়।

মহানবী সা.-এর কার্যক্রমের পদ্ধতিতে দেখা যায়, তিনি এতে অত্যন্ত গতিশীলতা অবলম্বন করতেন। প্রচলিত প্রচার-পদ্ধতির সব কটি ব্যবহার করার চেষ্টা করেছেন। ব্যক্তিগত, সমষ্টিগত, প্রকাশ্য-গোপন, কথন-লিখনে সব ধরনের যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করেন। কোন সময় আবেগ-অনুভূতি, কোন সময় যুক্তি, কোন সময় বন্ধুত্ব। অন্য সময় বংশীয় বা ব্যক্তিত্বের সুসম্পর্ক ইত্যাদি বিভিন্ন দিক কাজে লাগিয়েছেন। বিভিন্ন ব্যক্তিদের বাড়িতে, হাট-বাজারে, মেলা বা হজ্জ্ব মৌসুমে যে কোন জনসমাগম স্থলে গিয়ে দা'ওয়াত দিয়েছেন। মক্কার কাফিরদের পক্ষ থেকে নিরাশ হয়ে তায়েফ যান। তায়েফ থেকে প্রত্যাবর্তন কালে প্রচলিত সামাজিক নিরাপত্তার নীতিতে আদি ইবন আবী হাতিমকে আজীর বা আশ্রয়কারী হিসেবে গ্রহণে কুণ্ঠাবোধ করেন নি। হিজরতের সময় পথপ্রদর্শক হিসেবে একজন অমুসলিমকে গ্রহণে পিছপা হন নি। মাদানী জীবনে খন্দকের যুদ্ধে সালমান ফারসীর পরামর্শে খন্দক খনন করেন। এটা পারসিক অগ্নি উপাসকদের সমরকৌশল বলে পরিত্যাগ করেন নি। এভাবে বহু উদাহরণ রয়েছে, যাতে যুগ প্রেক্ষাপট সামনে রেখে প্রচলিত কৌশল প্রযুক্তি মাধ্যম ব্যবহার করেছেন। তবে যা মূল্যবোধের পরিপন্থী, তা থেকে বিরত থেকেছেন। যেমন জাহিলী যুগে কোন জরুরী বিষয়ে ঘোষণা দিতে ঘোষক বিবস্ত্র হয়ে ডাকাডাকি করতো, যাকে নযিরুল উরিয়ান نذير العريان বলা হত। কিন্তু সাফা পাহাড়ে লোকজন একত্রিত করতে মহানবী সা. ডাক দিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু পরম মার্জিতভাবে। অতএব দা'ওয়াতের কৌশল ও মাধ্যমের পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক। দা'ওয়াতের হিকমতের মর্মকথাও তা-ই। যেখানে যা করণীয় যথাযথভাবে তাই করা হিকমত। এ ধারণাটি দা'ওয়াতের পদ্ধতিকে প্রসারিত করেছে। প্রজ্ঞাময় বাস্তবসম্মত কথা বিজ্ঞানসম্মত।

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, দা'ওয়াতের পরিধি বিভিন্ন দিক দিয়ে অত্যন্ত ব্যাপক। 'আলিম শ্রেণীর পক্ষ থেকে দা'ওয়াত নয়, তা সারা জাহানের পালনকর্তা আল্লাহ প্রদত্ত যুগে যুগে নবী রাসূলগণ কর্তৃক বাস্তবায়িত দা'ওয়াত। এ দা'ওয়াত শুধু অমুসলিমদের জন্য নয় বা শুধু পুরুষ বা কোন বিশেষ শ্রেণীর জন্য নয়। বরং নারী পুরুষ, মুসলিম অমুসলিম, শিশু যুবক, বৃদ্ধ, ছাত্র, শিক্ষক, কর্মজীবী নির্বিশেষে সবার জন্য এ দা'ওয়াত প্রযোজ্য। তা ছাড়া এটা 'আরবীয় দা'ওয়াত নয়; বরং গোটা পৃথিবীর সকল মানবগোষ্ঠীর মুক্তির একমাত্র অবলম্বন তথা সবার অধিকার। এটা জীবনে চলার রব্বানী সুন্নত

অবলম্বনের দা'ওয়াত। মানব জীবনযাত্রার ধারা জীবন পদ্ধতি প্রযুক্তি উন্নয়নের যে কোন প্রেক্ষাপটে ইসলামী মূল্যবোধ ও মূলনীতির আলোকে এ দা'ওয়াতের পথ ও পদ্ধতি গৃহীত ও বাস্তবায়িত হওয়াই এ দা'ওয়াতের স্বভাব ও গতিধারা। সে আলোকেই তার পরিধি প্রসারিত।

অধ্যায় : ছয়

দা'ওয়াতে ইসলাম
উৎস ও প্রতিপাদ্য বিষয়

দা'ওয়াতে ইসলামের উৎস

এ দা'ওয়াতে যে উৎসগুলোর সাহায্য নেয়া হয় সে সম্পর্কে এখানে আলোচনা করা হলো।

কুর'আনুল কারীম

দা'ওয়াতে ইসলামের জন্য আল কুর'আন প্রথম ও প্রধান উৎস। দা'ওয়াতে ইসলামের বিষয়বস্তু, নবীগণের দা'ওয়াতী কার্যক্রম, দা'ওয়াতের ইতিহাস, দা'ওয়াতের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, পথ ও পদ্ধতি ইত্যাদি দিক আল কুর'আনে এসেছে। এতে রয়েছে দা'ওয়াতী পথ রচনা করা ও সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার দিক নির্দেশনা। আল কুর'আনেই বলা হয়েছে :

> قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدى به الله من اتبع رضو انه سبيل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور باذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم -
>
> অবশ্যই তোমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি উজ্জ্বল জ্যোতি এবং একটি সমুজ্জ্বল গ্রন্থ এসেছে। এর দ্বারা যারা তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করে তিনি তাদেরকে নিরাপদ শান্তিময় পথ প্রদর্শন করেন এবং স্বীয় নির্দেশ দ্বারা তাদেরকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে আনয়ন করেন এবং সরল পথে পরিচালনা করেন।[১]

বস্তুত, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কালাম আল কুরআন অবতীর্ণের মাধ্যমে একটি দা'ওয়াতী আন্দোলনের দিক-নির্দেশনা দিয়েছিলেন, যা সকল যুগে কার্যকর। এ জন্য যুগে যুগে দা'ঈগণ আল কুরআন থেকে তাদের দিক-নির্দেশনা নিয়েছেন। আল কুর'আনই দা'ওয়াতে ইসলামের সংবিধান। ক্রমান্বয়ে আল কুরআন একটি দা'ওয়াতী প্রজন্ম গড়ে তোলে। ফলে এ প্রজন্ম সারা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মানবের স্থান দখল করেছিলেন। এ গ্রন্থের মাধ্যমেই মুসলমানগণ গোটা বিশ্বের নেতৃত্বের আসনে সমাসীন হয়েছিল। সাথে সাথে যখনই মুসলমানগণ এ গ্রন্থকে অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ থেকে সামান্যতম বিচ্যুত হয়েছে, তখন বিভ্রান্ত হয়েছে, পর্যদুস্ত হয়েছে পদে পদে। তবে এ গ্রন্থের ব্যাখ্যা তথা তাফসীর ব্যবহারের ক্ষেত্রে দা'ঈগণকে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। সে তাফসীর গ্রন্থসমূহে যে সব ইসরা'ঈলিয়াত তথা ইয়াহুদীদের বানোয়াট কাহিনী স্থান পেয়েছে, তা অবশ্যই পরিহার করতে হবে।

সুন্নাতে রাসূল সা.

সুন্নাতে রাসূল সা.-এর মধ্যে তাঁর বাচনিক, কার্যগত নির্দেশ ও মৌন সম্মতি সকলই এর অন্তর্ভুক্ত। আল কুর'আনের পরই সুন্নাহ দা'ওয়াতে ইসলামের দ্বিতীয় মৌলিক উৎস। এমনকি আল্লাহর আনুগত্যের সাথে রাসূল সা.-এর আনুগত্যের নির্দেশকেও জোর দেয়া হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে :

> يايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم فان تنازعتم فى شئ فردوه إلى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تأويلا -
>
> হে মুমিনগণ, আল্লাহর নির্দেশ মান্য কর, নির্দেশ মান্য কর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্যে যারা কর্তৃত্বের অধিকারী তাদের। তারপর যদি তোমরা কোন বিষয়ে বিবাদে লিপ্ত হয়ে পড়, তাহলে তা

---

[১] সূরা মায়িদা : ১৫-১৬।

> আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি প্রত্যর্পণ কর– যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালের উপর বিশ্বাসী হয়ে থাক।[২]

সুন্নাতে রাসূল সা. আল কুর'আনের ব্যাখ্যা স্বরূপ। কোন বিষয়ের সিদ্ধান্ত বা দিক-নির্দেশনা আল কুরআন থেকে উদ্ধার করতে ইসলামী দা'ঈ সক্ষম না হলে সে ক্ষেত্রে সুন্নাতে রাসূল সা.-এ পাওয়া গেলে তা-ই মানতে হবে। 'দা'ওয়াতে সুন্নাতে রাসূল' মানে রাসূল সা. দা'ওয়াতে কি পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন, কি বলেছেন ইত্যাদির বর্ণনা। এ সব দিক হাদীস গ্রন্থাবলীতে বর্ণিত আছে। একটি উৎস হিসেবে সুন্নাহকে ব্যবহারের ক্ষেত্রে দা'ঈ কয়েকটি কাজ করতে পারেন। যেমন– দা'ওয়াতের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত হাদীসগুলোর একটি সংকলন তৈরী করে তা মুখস্ত করে নিতে পারে। সহীহ্ হাদীসগুলোকে দুর্বল সূত্রে বর্ণিত হাদীস থেকে পৃথকভাবে উপস্থাপন করবেন। মাউদু বা বানোয়াট হাদীস পরিত্যাগ করবেন। এ সবের বক্তব্য যতই চমৎকার হোক না কেন, তা আল্লাহর রাসূলের বাণী হিসেবে পেশ করবেন না। যে হাদীসটি তিনি ব্যবহার করবেন, তা থেকে কি শিক্ষণীয় তাও উপস্থাপন করতে ভুলবেন না।

সীরাতুল আম্বিয়া 'আ.

সীরাত্ বলতে কারো জীবনচরিত ও তার জীবনের ঘটনাবলী বুঝায়। কুরআন-সুন্নাহসহ ইতিহাসের গ্রন্থাবলীতে সকল নবী 'আ-এর সীরাত আলোচিত হয়েছে। সকল নবী 'আ-এর জীবনীতে রয়েছে দা'ঈগণের জন্য প্রচুর শিক্ষা। যে জন্য তাদের অনুসরণের জন্য এমনকি মহানবী সা.কে আদেশ করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে :

اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده -

> তাঁরা এমন ছিল, যাদেরকে আল্লাহ পথ প্রদর্শন করেছিলেন, অতএব আপনিও তাদের পথ অনুসরণ করুন।[৩]

সুতরাং কিভাবে তাঁরা দা'ওয়াতী কাজ করেছেন তা জানা অতীব জরুরী। বিশেষত বিশ্বনবী মহানবী সা. স্বীয় দা'ওয়াতী কার্যক্রম কিভাবে পরিচালনা করেছেন, বিভিন্ন পরিস্থিতি কিভাবে মোকাবেলা করেছেন, তা দা'ঈর জন্য বিশাল উৎস। এতে তাঁর সরাসরি দিক নির্দেশনার বাইরে তাঁর জীবন চরিত ও ঘটনাবলী থেকেও অনেক শিক্ষা নেয়া প্রয়োজন। বরং দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব অনেক বেশী। বলা হয়, কুরআন কারীম হল আক্ষরিক ভাণ্ডার এবং মহানবী সা.-এর চরিত্র হল তাঁর দীপ্তিমান বিশ্লেষণ বা প্রায়োগিক নমুনা। এ জন্য 'আয়েশা রা. বলেছেন, وكان خلقه القران 'আল কুরআনই তার চরিত্র।[৪] আর দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে মহানবী সা.-এর জীবন আদর্শ ও চূড়ান্ত মডেল। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

لقد كان لكم فى رسول الله اسوة حسنة -

> নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূলের মাঝে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ।[৫]

তবে যে কাজকে মহানবী সা. নিজের একান্ত বলে ঘোষণা দিয়েছেন, যেমন সাওমে বেসাল বা অনবরত রোযা রাখা ইত্যাদি এবং যে কাজ মু'জিযা বা অলৌকিকভাবে সংঘটিত, সে ব্যাপারে অন্য কথা। তা অনুসরণ করা জরুরী নয়। বরং সম্ভবও নয়। সীরাতের গ্রন্থাবলী ব্যবহারের ক্ষেত্রেও সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। বানোয়াট বর্ণনা পরিহার করতে হবে। এ ক্ষেত্রে প্রাচীন ও বিশুদ্ধ গ্রন্থ থেকে যাচাই বাচাইমূলক তথ্যটি ব্যবহার করতে হবে। সীরাত থেকে দা'ওয়াতের জন্য শিক্ষণীয় বিষয়গুলো বের করতে হবে।

---

[২] সূরা নিসা : ৫৯।

[৩] সূরা আন'আম : ৯০।

[৪] *নাসা'ঈ শরীফ*, কিতাবুস্ সালাহ, বাবু জামই সালাতিল লাইল, ১ম খ, পৃ ১০৩।

[৫] সূরা আহযাব : ২১।

খুলাফায়ে রাশেদীন ও অন্যান্য সাহাবীগণের বাণী ও জীবনচরিত

মহানবী সা.-এর সাহাবীগণ তাঁর কর্তৃক সরাসরি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। তাছাড়া তাঁরা আল কুর'আনের অহী প্রত্যক্ষণ করেছেন। দা'ওয়াতের কোন্ পরিস্থিতিতে কী অবতীর্ণ হয়েছে এবং সে মতে মহানবী সা. কি পদক্ষেপ নিয়েছেন ইত্যাদি। অতএব তাঁদের গড়া জীবন চরিত এবং বক্তব্যগুলোও দা'ওয়াহ অধ্যয়নে তাৎপর্যপূর্ণ। মহানবী সা. বলেছেন– أصحابى كالنجوم অর্থাৎ, আমার সাহাবীগণ নক্ষত্রতুল্য।[৬]

মহানবী সা. আরো বলেন :

> وانه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين -
>
> তোমাদের মধ্যে যারা জীবিত থাকবে, তারা অনেক মতপার্থক্য দেখবে। কিন্তু তোমাদের কর্তব্য হল আমার সুন্নাত ও হিদায়াতকারী আমার খোলাফায়ে রাশিদীনের অনুসরণ করা।[৭]

সুতরাং তাঁদের জীবনী থেকে দা'ওয়াতের জন্য শিক্ষণীয় বিষয়গুলো গ্রহণ করতে হবে। বরং তাদের যুগটি যেহেতু এমন পর্যায়ে যখন মহানবী সা. তাদের মাঝে ছিলেন না, তাই কুরআন সুন্নাহর আলোকে তারা কি পদক্ষেপ নিয়েছেন, এর ফলাফল কি দাঁড়িয়েছিল, সে সবের গুরুত্ব অপরিসীম। এগুলো সুন্নাতে রাসূলের অনুসরণের পথে সহায়ক বটে। এ সব থেকে দা'ওয়াতী দরস নেয়া যেতে পারে যদি কুরআন সুন্নাহর সাথে বৈপরিত্যমূলক কিছু না হয়।

যুগে যুগে দা'ঈগণের দা'ওয়াতী অভিজ্ঞতা ও গবেষণার ফলাফল

সাহাবীগণের পরবর্তীয় সময়ে যুগে যুগে যারা দা'ওয়াতী কাজ করেছেন, এ বিষয়ের বিভিন্ন দিক নিয়ে গবেষণা করেছেন বা করছেন তাদের অভিজ্ঞতা, ইজতিহাদমূলক মতামত ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ইত্যাদিও দা'ওয়াতে ইসলামের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে স্বীকৃত। আর এ ধারা কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী থাকবে বলে আশা করা যায়। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবীকে ঘোষণা দেয়ার জন্য বলেছেন :

> وأوحى إلى هذا القران لانذركم به ومن بلغ -
>
> আর এ কুরআন আমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, যেন এর দ্বারা তোমাদের সতর্ক করি এবং এ (কুরআন) যাদের নিকট পৌঁছে তাদেরও।[৮]

তিনি আরো বলেন :

> فسئلوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون -
>
> তোমরা যদি না জান, তবে উপদেশওয়ালাদের নিকট জিজ্ঞেস করে নাও।[৯]

মানুষের মাঝে দা'ওয়াতী কাজ করতে করতে দা'ঈ কিছু কিছু বিষয়ে বা কার্যক্রমে একই ফলাফল অনুভব করবেন। এভাবে কিছু কৌশল বা বিষয় তার জন্য ধরা দিতে পারে। আর তা যদি ইসলামী মূল্যবোধের বিরোধী না হয়ে থাকে, তাহলে অন্যানরাও দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে তা ব্যবহারের অনুমতি আছে।

---

[৬] হাদীসটি যঈফ তথা দুর্বল, কিন্তু এর অর্থ সঠিক। দ্র. শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানী, *সিলসিলাতুল আহাদীসিদ দ'ঈফা*।

[৭] দ্র. ইবন মাজাহ, *সুনানু ইবন মাজাহ*, মুকাদ্দামাহ, বাবু ইত্তিবাই সুন্নাতিল খুলাফা আর রাশিদীন আল্ মাহদিয়্যীন, পৃ ৫।

[৮] সূরা আন'আম : ১৯।

[৯] সূরা নাহল : ৪৩।

দা'ওয়াতে ইসলামের প্রতিপাদ্য বিষয়

সংক্ষেপে বলতে গেলে দা'ওয়াতে ইসলামের প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে, পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান আল ইসলাম। সুতরাং পূর্ণাঙ্গ ইসলামের প্রতি দা'ওয়াত দিতে হবে। কেউ এর কোন অংশের দিকে দা'ওয়াত দিলে তার সেটা হবে আংশিক দা'ওয়াত। ইসলাম সম্পর্কে আলোচনা ব্যাপক। তবে তার মৌলিক বিষয়সমূহকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

- 'আকীদা।
- শরী'আহ।
- আখলাক।

ইসলামী 'আকীদা বা বিশ্বাস

ইসলামী 'আকীদার মৌলিক বিষয় ছয়টি।

১. আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা।
২. ফিরিশতাগণের প্রতি ঈমান আনা।
৩. নবী রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনা।
৪. পবিত্র আসমানী কিতাবের প্রতি ঈমান আনা।
৫. আখিরাতের প্রতি ঈমান আনা।
৬. তাকদীরের প্রতি ঈমান আনা।

উপরোক্ত বিষয়সমূহের প্রথম পাঁচটি সম্পর্কে একটি আয়াতে ইরশাদ হয়েছে :

يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله والكتاب الذى نزل على رسوله والكتاب الذى انزل من قبل
ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر فقد ضل ضللا بعيدا –

> হে ঈমানদারগণ, আল্লাহর উপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন কর এবং বিশ্বাস স্থাপন কর তাঁর রাসূল ও তাঁর কিতাবের উপর, যা তিনি নাযিল করেছেন স্বীয় রাসূলের উপর এবং সে সমস্ত কিতাবের উপর, যেগুলো নাযিল করা হয়েছিল ইতিপূর্বে। যে আল্লাহর উপর, তাঁর ফিরিশতাদের উপর, যারা তাঁর কিতাবসমূহের উপর এবং রাসূলগণের উপর ও কিয়ামত দিনের উপর বিশ্বাস করবে না, সে পথভ্রষ্ট হয়ে বহু দূরে গিয়ে পড়বে।[১০]

তাকদীর সম্পর্কে অন্য আয়াতে বলা হয় :

وان من شئ الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم –

> আমার কাছে প্রত্যেক বস্তুর ভাণ্ডার রয়েছে। আমি নির্দিষ্ট পরিমাণে তা অবতারণ করি।[১১]

হাদীসে জিবরা'ঈলে ঈমানের পরিচয় দিতে গিয়ে মহানবী সা. উপরোক্ত ছয়টি বিষয় একসঙ্গে উল্লেখ করেছেন।[১২] এখানে এ ছয়টি বিষয় সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

১. **আল্লাহর উপর ঈমান আনা :** আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার মানে হচ্ছে তাঁর একক রুবুবিয়্যাত, উলূহিয়্যাত এবং নাম ও সিফাত সম্পর্কে ঈমান আনা, বিশ্বাস করা। রুবুবিয়্যাত বলতে এ বিষয়ে ঈমান আনা যে, তিনি একমাত্র রব, খালিক (সৃষ্টিকর্তা), বাদশাহ, সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী ও সকল কাজেরই মহা নিয়ন্ত্রক। এ ক্ষেত্রে তিনি এক, অদ্বিতীয় ও স্বয়ংসম্পূর্ণ। উলূহিয়্যাত বলতে বুঝায় তিনি হলেন সত্য ইলাহ। তিনি ব্যতীত সব মা'বুদই বাতিল ও অসত্য। নাম ও সিফাতে

---

[১০] সূরা নিসা : ১৩৬।

[১১] সূরা হিজর : ২১।

[১২] *সহীহ্ মুসলিম*, কিতাবুল ঈমান, বাবু বায়ানিল ঈমানি ওয়াল ইসলাম ওয়াল ইহসান, ১ম খ, পৃ ৩৭।

ঈমান বলতে বুঝায়, তাঁর বহু পবিত্র নাম ও উন্নত সিফাতে কামেলা অর্থাৎ পরিপূর্ণ গুণাবলী রয়েছে। যেমন অসীম জ্ঞানী, সর্বজ্ঞাত, অপ্রতিরোধ্য ক্ষমতাধিকারী, সদা জীবন্ত ও জাগ্রত, দয়াবান, কথাবার্তা বলা, ইচ্ছা শক্তির অধিকারী, দৃষ্টিশক্তির অধিকারী, শ্রবণ শক্তির অধিকারী, আইন দাতা, রিযক দাতা। আল্লাহর ভালবাসা পাওয়া যায়, তিনি পাপীর তওবা কবুল করেন, ইত্যাদি। এ ক্ষেত্রে তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই। কোন কিছুই তাঁর মত নয়। উপরোক্ত বিষয়সমূহ সম্পর্কে আল কুর'আনে প্রচুর আয়াতে কারীমা এসেছে। যেমন আল্লাহর বাণী :

الله لا اله الا هو الحى القيوم لا تاخذه سنة و لا نوم له ما فى السموات وما فى الارض من ذا الذى يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم و لا يحيطون بشئ من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السموات و الارض و لا يؤوده حفظهما و هو العلى الظيم –

> আল্লাহ সেই চিরঞ্জীব শাশ্বত সত্তা, যিনি সমস্ত বিশ্ব চরাচরকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে আছে, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। তন্দ্র তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। তিনি নিদ্রাও যান না। আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সবই তাঁর মালিকানাধীন। এমন কে আছে যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত সুপারিশ করতে পারে? সামনে-পেছনে যা কিছু আছে সবই তিনি জানেন। তাঁর জানা বিষয়সমূহের কোন জিনিসই তাদের জ্ঞান সীমার আয়ত্বাধীন হতে পারে না। অবশ্য কোন বিষয়ের জ্ঞান যদি তিনি নিজেই কাউকে জানাতে চান (তবে তা অন্য কথা)। তাঁর সিংহাসন সমগ্র আকাশ ও পৃথিবীকে ঘিরে আছে। আসমান ও যমীনের রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত করে দিতে পারে না। বস্তুত তিনিই হচ্ছেন এক মহান শ্রেষ্ঠতম সত্তা।[১৩]

আল কুর'আনে আরো বলা হয়েছে :

هو الله الذى لا اله الا هو عالم الغيب و الشهادة هو الرحمن الرحيم, هو الله الذى لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون, هو الله الخالق البارى المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما فى السماوت و الارض و هو العزيز الحكيم

> তিনিই আল্লাহ, যিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। গোপন ও প্রকাশ্য সব কিছুই তিনি জানেন। তিনিই রহমান ও রাহীম। তিনিই আল্লাহ যিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি বাদশাহ। অতীব মহান ও পবিত্র, শান্তির ধারক। নিরাপত্তার আধার। রক্ষণাবেক্ষণকারী। তিনি পরাক্রমশালী, সর্বজয়ী, মহাশক্তিধর এবং নিজ বড়ত্ব গ্রহণকারী। লোকেরা যেসব শিরক করছে, তা থেকে আল্লাহ সম্পূর্ণ পবিত্র। তিনিই আল্লাহ যিনি সৃষ্টিকর্তা, পরিকল্পনাকারী, আকার আকৃতি রচনাকারী। তাঁর অনেক সুন্দর-সুন্দর নাম রয়েছে। আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে, সব কিছুই তাঁর প্রশংসা করে। তিনি অতীব পরাক্রমশালী ও মহা বিজ্ঞানময়।[১৪]

আল কুর'আনে আরো উল্লেখ আছে :

يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور, ويزوجهم ذكر انا و اناثا ويجعل من يشاء عقيما انه عليم قدير –

> তিনি যা-ই চান, সৃষ্টি করেন। যাকে চান কন্যা সন্তান দান করেন, যাকে চান পুত্র সন্তান দান করে। আবার যাকে চান পুত্র-কন্যা উভয় রকমের সন্তানই দান করেন। আর যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করে দেন। তিনি সব কিছুই জানেন এবং সব বিষয়েই ক্ষমতাবান।[১৫]

আল কুর'আনে আরো উল্লেখ আছে :

ليس كمثله شئ و هو السميع البصير له مقاليد السموات و الارض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر انه بكل شيئ عليم –

---

[১৩] সূরা বাকারা : ২৫৫।

[১৪] সূরা হাশর : ২২-২৪।

[১৫] সূরা শুরা : ৪৯-৫০।

> বিশ্বলোকের কোন জিনিসই তাঁর অনুরূপ নয়। তিনি সব কিছুই শুনেন ও দেখেন। আকাশ মণ্ডল ও যমীনের সকল ধন ভাণ্ডারের চাবি তাঁরই হাতে নিবদ্ধ। যাকে তিনি চান প্রচুর রিযিক দান করেন, আর যাকে চান পরিমিত দান করেন। তিনি সব বিষয়ে জ্ঞান রাখেন।[১৬]

সুতরাং ইসলাম আল্লাহ সম্পর্কে যে ঈমানের অনুমোদন করে, তা হল উপরোক্ত তাওহীদের তিন প্রকারের যৌথ ঈমান। শুধু আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করলে কিংবা শুধু সৃষ্টিকর্তা হিসেবে বিশ্বাস করলেই কাউকে ঈমানদার বলা যাবে না। মক্কার মুশরিকরা আল্লাহ তা'আলাকে সৃষ্টিকর্তা হিসেবে বিশ্বাস করত। এ মর্মে ইরশাদ করা হয়েছে:

> وان سالتهم من خلق السموات والارض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فانى يوفكون –
>
> যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, কে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছে, চন্দ্র ও সূর্যকে কর্মে নিয়োজিত করেছে? তবে তারা অবশ্যই বলবে, 'আল্লাহ'। তাহলে তারা কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে?[১৭]

কিন্তু তাদের ঈমানের জন্য ততটুকু বিশ্বাসকে যথেষ্ট হিসেবে মনে করা হয়নি। কারণ তারা আল্লাহর উলুহিয়্যাতে শরীক করত। অতএব আল্লাহর সম্পর্কে তাদের ঈমান মুসলমান হওয়ার জন্য গ্রহণযোগ্য নয়। এমনিভাবে তাওহীদুর রুবুয়্যিাতে শুধু তাকে পালনকর্তা হিসেবে মানলেই চলবে না। বরং আইন দাতা হিসেবেও মানতে হবে। এ মর্মে ইরশাদ হয়েছে :

> الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين –
>
> শুনে রাখ, তারই কাজ সৃষ্টি করা এবং আদেশ দান করা। আল্লাহ বরকতময়, যিনি বিশ্ব জগতের প্রতিপালক।[১৮]

আরো বলা হয় :

> ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون –
>
> যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখে তাদের কাছে আল্লাহর চেয়ে উত্তম হুকুমের অধিকারী আর কে হতে পারে?[১৯]

তাওহীদের উপরোক্ত পূর্ণাঙ্গ ধারণাই দা'ওয়াতে ইসলামের মূল বিষয়বস্তু। এ ধারণাকে কেন্দ্র করেই অন্যান্য শাখা প্রশাখার উৎপত্তি হয়েছে।

২. **ফিরিশতাগণের উপর ঈমান আনা :** অদৃশ্য জগতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন ফিরিশতা জাতি সৃষ্টি করেছেন, যাদেরকে বিভিন্ন কাজের দায়িত্বে নিয়োজিত করেছেন। আল কুর'আনে তাদের ব্যাপারে বিভিন্ন স্থানে ইরশাদ করা হয়েছে :

> بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بامره يعملون –
>
> বরং তারা আল্লাহর সম্মানিত বান্দা। তারা তাঁর দরবারে আগে বেড়ে কথা বলে না। শুধু তাঁরই হুকুমে তারা কাজ করে।[২০]

আরো ইরশাদ হয়েছে :

> لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون -
>
> আল্লাহর 'ইবাদত করতে ত্রুটি করো না। আর তারা অহংকার করে না। পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ে না। রাত দিন তাঁরই তাসবীহ পাঠে ব্যস্ত থাকে। এক বিন্দুও ক্লান্ত হয় না।[২১]

---

[১৬] সূরা শুরা : ১১-১২।

[১৭] সূরা আনকাবুত : ৬১।

[১৮] সূরা 'আরাফ : ৫৪।

[১৯] সূরা মায়িদা : ৫০।

[২০] সূরা আম্বিয়া : ২৬-২৭।

[২১] সূরা আম্বিয়া : ১৯-২০।

ফিরিশতাদেরকে বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। যেমন জিবরা'ঈল 'আ-এর দায়িত্ব হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাঁরই ইচ্ছা অনুযায়ী নবী ও রাসূলগণের প্রতি অহী নাযিল করা। মীকা'ঈল 'আ-এর দায়িত্ব হচ্ছে বৃষ্টি বর্ষণ, তৃণ-লতা ও শাক সবজি উৎপাদনের আনজাম দেয়া। ইসরাফীল 'আ-এর দায়িত্ব কিয়ামত ও পুনরুত্থানের সময় শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া। আজরা'ঈল 'আ-এর দায়িত্ব হচ্ছে, মৃত্যুর সময় 'রূহ' কবয করা। এমনিভাবে পাহাড় সংক্রান্ত ব্যাপারে ফিরিশতা নিয়োজিত রয়েছে। আবার জাহান্নামের রক্ষক হিসেবেও নিয়োজিত রয়েছে একদল ফিরিশতা। ফিরিশতাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক এমনও রয়েছে, যারা মানুষের আমলনামা লেখার কাজে নিয়োজিত। এ কাজে প্রতিটি মানুষের জন্য দু'জন ফেরেশতা নিয়োজিত রয়েছে। আল্লাহর বাণী :

عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد -

ডান ও বাম দিকে বসে তারা প্রতিটি কাজ লিপিবদ্ধ করে। এমন কোন শব্দ বান্দার মুখে উচ্চারিত হয় না যা সংরক্ষণের জন্য স্থায়ী পর্যবেক্ষণকারী নেই।[২২]

৩. **নবী রাসূলগণের উপর ঈমান আনা :** আল্লাহ তা'আলা মানবজাতির জন্য মৃত্যু নির্ধারণ করেছেন পরীক্ষা করার জন্য, কে কর্মে শ্রেষ্ঠ।[২৩] এ পরীক্ষা সম্পন্ন হবে না; বরং যথাযথ ও ইনসাফ পূর্ণও হবে না, যদি না মানুষকে ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় বুঝিয়ে দেয়া না হয়। অন্যথায় মানুষ অভিযোগ করে বসতে পারে। তাই তিনি যুগে যুগে মানুষের হিদায়াতের জন্য তাদের মধ্য থেকে নির্বাচিত করে নবী রাসূল পাঠিয়েছেন। তাদের উপর অহী নাযিল করেছেন :

رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل وكان الله عزيز حكيم –

সুসংবাদ দাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি, যাতে রাসূলগণের পরে আল্লাহর প্রতি অপবাদ আরোপ করার মত কোন অবকাশ মানুষের জন্য না থাকে। আল্লাহ প্রবল পরাক্রমশালী, প্রাজ্ঞ।[২৪]

হযরত আদম 'আ থেকে নিয়ে নূহ, ইবরাহীম, মূসা, 'ঈসা ও শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সা. সকলেই ছিলেন আল্লাহর নবী। তাদের একজনকে অস্বীকার করার অর্থ গোটা নবীকুলকে অস্বীকার করার শামিল। এ মর্মে ইরশাদ করা হয়েছে :

ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسوله ويقولون نؤمن ببعض
ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذالك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا واعتدنا
للكافرين عذابا مهينا –

যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণকে অস্বীকার করে এবং তাদের মধ্যে পার্থক্য করতে চায়, আর বলে, আমরা কাউকে মানবো আর কাউকে মানবো না এবং ঈমান ও কুফরের মাঝখানে কোন পথ বের করার ইচ্ছা পোষণ করে, তারা নিঃসন্দেহে কাফির। কাফিরদের জন্য আমি অপমানকর শাস্তির ব্যবস্থা করে রেখেছি।[২৫]

তাদেরকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল অহীর আলোকে ইকামাতে দ্বীন তথা দ্বীন কায়েম করার জন্য। যেমন ইরশাদ হয়েছে :

شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذى اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى
و عيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه –

তিনি তোমাদের জন্য দ্বীনের সেই নিয়ম-বিধান নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, যার উপদেশ তিনি নূহ 'আ-কে দিয়েছিলেন। আর আমি তোমার প্রতি অহীর মাধ্যমে যা পাঠিয়েছি, যার নির্দেশ আমি ইবরাহীম,

---

[২২] সূরা ক্বাফ : ১৭-১৮।

[২৩] সূরা মুলক : ২।

[২৪] সূরা নিসা : ১৬৫।

[২৫] সূরা নিসা : ১৫০-১৫১।

মূসা ও 'ঈসাকেও দিয়েছিলাম। তা হচ্ছে, তোমরা দ্বীন কায়েম করো এবং এতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ো না।[২৬]

এসব বিষয়ের 'আকীদা মানব হৃদয়ে বদ্ধমূল করা ইসলামী দা'ঈর দায়িত্ব।

৪. আসমানী কিতাবের প্রতি ঈমান আনা : আল্লাহ তা'আলা নবী রাসূলগণের উপর কিতাব নাযিল করেছেন হিদায়াতগ্রন্থ ও দলীল হিসেবে। এসব কিতাবের মাধ্যমে নবী রাসূলগণ মানুষকে হিকমত শিক্ষা দেন এবং যাবতীয় গোমরাহী হতে তাদেরকে মুক্ত করেন। সমাজে ন্যায় বিচারের মানদণ্ড প্রতিস্থাপন করেন। সাথে সাথে তাদেরকে বিভিন্ন মু'জিযা দান করেছেন। আর কুর'আনে এ মর্মে ইরশাদ হয়েছে :

لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط –

> আমি আমার রাসূলগণকে সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ পাঠিয়েছি। তাদের সাথে নাযিল করেছি কিতাব এবং মানদণ্ড। যাতে করে মানুষ ইনসাফ ও সুবিচারের উপর কায়েম থাকতে পারে।[২৭]

এভাবে অতীতে হযরত মূসার উপর তাওরাত, হযরত দাঊদ 'আ-এর উপর যবুর, হযরত 'ঈসা 'আ-এর উপর ইন্‌জীল, সর্বশেষে হযরত মুহাম্মদ সা.-এর উপর কুরআনুল কারীম নাযিল করেন। অতীতের সকল গ্রন্থের সার সংক্ষেপ আল কুর'আনে সমাহার ঘটানো হয়েছে। যেমন আল্লাহর বাণী :

رسول من الله يتلوا صحفا مطهرة فيها كتب قيمة -

> আল্লাহর একজন রাসূল যিনি আবৃত্তি করতেন পবিত্র সহীফা, যাতে আছে সঠিক গ্রন্থগুচ্ছ।[২৮]

এ গ্রন্থে পূর্ববর্তী গ্রন্থের সারসংক্ষেপ থাকলেও কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় আরো হিদায়াত সংযোজন করা হয়েছে। পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের সত্যকে সত্য বলে স্বীকৃতি দেয়ার সাথে সাথে তথ্যবিষয়ে চূড়ান্ত ফয়সালাও দান করা হয়েছে।

وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب مهمنا عليه فاحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواء هم عما جاءك من الحق –

> আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি সত্যগ্রন্থ, যা পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের সত্যায়নকারী এবং সেগুলোর বিষয়বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণকারী। অতএব আপনি তাদের পারস্পরিক ব্যাপারাদিতে আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করুন এবং আপনার কাছে যে সৎপথ এসেছে, তা ছেড়ে তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না।[২৯]

আল কুর'আনের পূর্বে যে সব গ্রন্থ এখনো পাওয়া যায় সেগুলো মূল গ্রন্থ নয়; বরং মানুষের দ্বারা এগুলো পরিবর্তিত পরিবর্ধিত ও বিকৃত এবং অধিকাংশ বাণী হারিয়ে গেছে। এ মর্মে ইরশাদ হয়েছে:

يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكرو به –

> তারা বাণীকে তার স্থাকে বিচ্যুত করে দেয় এবং তাদেরকে যে উপদেশ দেয়া হয়েছিল, তারা তার বিরাট অংশ বিস্মৃত হয়েছে।[৩০]

ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে ইয়াহুদী ও নাসারারা যা করেছে তার নিন্দা জানিয়ে আল কুর'আনে আরো বলা হয় :

فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله يشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم مما يكسبون –

---

[২৬] সূরা শুরা : ১৩।

[২৭] সূরা হাদীদ : ২৫।

[২৮] সূরা বাইয়্যিনা : ২-৩।

[২৯] সূরা মায়িদা : ৪৮।

[৩০] সূরা মায়িদা : ১৩।

> সেসব লোকের জন্য ধ্বংস অনিবার্য যারা নিজেদের হাতে শরী'অতের বিধান রচনা করে। তারপর লোকদেরকে বলে যে, এগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হয়েছে। এ রকম করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, এর বিনিময়ে তারা সামান্য স্বার্থ উদ্ধার করবে। তাই তারা নিজ হাতে যা রচনা করেছে এবং অন্যায়ভাবে যা কামাই করেছে, তার জন্য রয়েছে ধ্বংস ও শাস্তি।[৩১]

অতএব আল কুরআনই একমাত্র আসমানী সহীহ ও সংরক্ষিত গ্রন্থ। এ সংরক্ষণের ব্যবস্থা আল্লাহ তা'আলা করেছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত এ ব্যবস্থার ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন : – انا نحن نزلنا الذكر و انا له لحافظون

> আমি স্বয়ং এই উপদেশ গ্রন্থ অবতারণ করেছি এবং নিজেই এর সংরক্ষক।[৩২]

৫. আখিরাতের উপর ঈমান আনা : এ জীবনে মানুষের কৃতকর্মের বিচারের জন্য আল্লাহ তা'আলা তাদের আখিরাতর জীবন নির্ধারণ করেছেন। সে দিন মানুষ পূর্ণ জীবন লাভ করবে। বিচারের পর যারা সৎকর্মশীল হিসেবে প্রমাণিত হবে তারা বেহেশতে যাবে এবং অপরাধী বলে প্রমাণিত হলে এবং শাফায়াতের যোগ্য না হলে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। তাই আখিরাতে কয়েকটি বিষয়ের 'আকীদার কথা বলা হয়। যেমন :

ক. পুনরুত্থানের পর হাশরে একত্রিত হওয়া। যেমন আল্লাহর বাণী :

ونفخ فى الصور فصعق من فى السموات ومن فى الارض الا من شاء الله ثم نفخ فيه اخرى فاذاهم قياما ينظرون –

> সেদিন শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে। তখন আসমান ও যমীনের সকল প্রাণী মরে পড়ে থাকবে। অবশ্য আল্লাহ যাদেরকে জীবন্ত রাখবেন তারা ছাড়া। অতপর শিঙ্গায় আরেকবার ফুঁক দেয়া হলে সবাই উঠে দাঁড়াবে এবং তাকিয়ে থাকবে।[৩৩]

খ. আমল নামা : আমল নামা হয় ডান হাতে দেয়া হবে নয়তো পেছন দিক থেকে বাম হতে দেয়া হবে। ইরশাদ হয়েছে :

فاما من اوتى كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى اهله مرورا واما من اوتى كتابه وراء ظهره فسوف يدعوا ثبورا ويصلى سعيرا –

> অতঃপর যার আমল নামা ডান হাতে দেয়া হবে তার হিসাব সহজভাবে নেয়া হবে। আর সে আপনজনদের কাছে হাসিখুশী ও আনন্দচিত্তে ফিরে যাবে। আর যে ব্যক্তির আমল নামা পেছন দিক থেকে দেয়া হবে, সে ভয়ে মৃত্যুকে ডাকবে। সে জলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হবে।[৩৪]

গ. মীযান : কিয়ামতের দিন 'মীযান' বা ভাল মন্দ ওযন করার ব্যবস্থা থাকবে। কোন ব্যক্তির প্রতি যুলুম করা হবে না। ইরশাদ করা হয়েছে :

فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فاولئك الذين خروا انفسهم فى جهنم خالدون تلفح وجوههم النار و هم فيها كالحون -

> যাদের (নেক আমলের) আমলের পাল্লা ভারী হবে তারাই সফলকাম হবে। আর যাদের পাল্লা হাল্কা হবে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তারা অনন্তকাল জাহান্নামে থাকবে। আগুন তাদের মুখমণ্ডলের চামড়া চেটে-চেটে খাবে। এর ফলে তাদের জিহবা বের হয়ে আসবে।[৩৫]

---

[৩১] সূরা বাকারা : ৭৯।

[৩২] সূরা হিজর : ৯।

[৩৩] সূরা যুমার : ৬৮।

[৩৪] সূরা ইনশিকাক : ৭-১২।

[৩৫] সূরা মুমিনুন : ১০২-১০৪।

ঘ. শাফা'আত : রাসূলে কারীম সা.-এর জন্য 'শাফা'আতে ওযমা' বা (মহান শাফা'আত) বিশেষভাবে নির্দিষ্ট রয়েছে। বান্দাদের বিচার ফায়সালার করার জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে তাঁরই অনুমতিক্রমে এ শাফাআত এমন এক সময়ে করবেন যখন মানুষ হাশরের মাঠে সীমাহীন দুশ্চিন্তা আর সংকটের মধ্যে পড়ে যাবে। লোকেরা প্রথমে হযরত আদম 'আ-এর কাছে যাবে। তারপর নূহ 'আ, তারপর ইবরাহীম 'আ, মূসা, ঈসা, এবং সর্বশেষে হযরত মুহাম্মদ সা.-এর কাছে যাবে।

ঙ. জান্নাত-জাহান্নাম : জান্নাত পরম সুখ ও শান্তির স্থান। আল্লাহ তা'আলা মুত্তাকী মুমিনদের জন্য জান্নাত তৈরী করেছেন। জান্নাতে এমন সুখ-শান্তির উপকরণ রয়েছে যা কোন চোখ দেখে নি। কোন কান যা শোনে নি। কোন অন্তর যা কখনো কল্পনা করে নি। এ সম্পর্কে ইরশাদ করা হয়েছে :

فلا تعلم نفس ما اخفى لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون –

> তাদের কর্মের প্রতিফল হিসেবে চক্ষু শীতলকারী যে সুখ-সামগ্রী তাদের জন্য গোপন রাখা হয়েছে কোন প্রাণীই তা জানে না।[৩৬]

জাহান্নাম হচ্ছে শাস্তির স্থান। যালিম, কাফিরদের জন্য আল্লাহ তা'আলা জাহান্নাম তৈরী করেছেন। এতে এমন দুঃখ-কষ্ট এবং শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে যা কোন হৃদয় কল্পনা করতে পারে না।

انا اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوى الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا -

> আমি যালিমদের জন্য আগুনের (জাহান্নামের) ব্যবস্থা করে রেখেছি। এ আগুনের লেলিহান শিখা তাদেরকে পরিবেষ্টিত করবে। সেখানে তারা পানি চাইলে এমন পানি সরবরাহ করা হবে যা গলিত পদার্থের মত। এর ফলে তাদের মুখমণ্ডল বিদগ্ধ হয়ে যাবে। এটা কতই না নিকৃষ্ট পানীয়। কতই না খারাপ আশ্রয়স্থল।[৩৭]

আল্লাহ আরো বলেন :

وان الله لعن الكافرين واعدلهم سعيرا خالدين فيها ابدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم فى النار يقولون يا ليتنا اطعنا الله واطعنا رسولا –

> আল্লাহ কাফিরদের উপর লানত করেছেন এবং তাদের জন্য জ্বলন্ত আগুন তৈরী করে রেখেছেন। তারা সেখানে অনন্ত কাল ধরে থাকবে। সেখানে কোন সাহায্যকারী বন্ধু তারা পাবে না। যেদিন তাদের চেহারা আগুনের উপর উলট-পালট করা হবে সেদিন তারা বলবে, হায়, আমরা যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করতাম।[৩৮]

চ. কবরে মৃত ব্যক্তির পরীক্ষা : কবরে মৃত ব্যক্তির পরীক্ষা হবে। সে পরীক্ষাটা হচ্ছে, কবরে মৃত ব্যক্তিকে ফিরিশতারা তাঁর রব, দ্বীন এবং নবী সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। তখন: يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الاخرة – 'শাশ্বত বানীতে বিশ্বাসীগণকে আল্লাহ ইহকালে এবং পরকালে সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন।[৩৯]

ছ. কবরের শান্তি : কবরে মুমিনদের জন্য সুখ-শান্তি আছে। আল্লাহ বলেন :

الذين تتوفهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون –

---

[৩৬] সূরা সাজদাহ : ১৭।

[৩৭] সূরা কাহাফ : ২৯।

[৩৮] সূরা আহযাব : ৬৪-৬৬।

[৩৯] সূরা ইবরাহীম : ২৭।

পবিত্র থাকা অবস্থায় ফিরিশতারা যাদের রূহ কবয করে, তাদেরকে তারা বলেন, তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। তোমরা তোমাদের আমলের বিনিময়ে জান্নাতে প্রবেশ করো।[৪০]

জ. কবরের আযাব : যালিম, কাফিরদের জন্য কবরে আযাবের ব্যবস্থা রয়েছে। যেমন :

ولو ترى اذ الظالمون فى عمرات الموت والملائكة باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم اليوم
يجزون العذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن اياته تستكبرون

হায়, তুমি যদি যালিমদেরকে সে অবস্থায় দেখতে পেতে যখন তারা মৃত্যুর যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকে। ফিরিশতারা তখন হাত বাড়িয়ে বলতে থাকে, দাও, বের করে দাও তোমাদের প্রাণ। আর তোমাদের সে সব অপরাধের শাস্তি হিসেবে লাঞ্ছনার আযাব দেয়া হবে, যে অপরাধ আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা ও অন্যায় বলার মাধ্যমে এবং তাঁর আয়াতসমূহের মোকাবেলায় অহংকার ও বিদ্রোহের মাধ্যমে তোমরা করেছো।[৪১]

৬. **তাকদীরের উপর বিশ্বাস :** তাকদীর হলো সর্বজ্ঞাত হিসেবে আল্লাহ তা'আলা পূর্ব জ্ঞান ও হিকমতের দাবী অনুযায়ী সমগ্র বিশ্বের ভাগ্যলিপি। বিশ্ব জগতের কি ছিল, কিভাবে হবে, এ সব তিনি তাঁর চিরন্তন অপরিসীম জ্ঞান শক্তির মাধ্যমে জেনে নিয়েছেন। এবং লাওহে মাহফুযে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। এটাই তাকদীর। ইরশাদ হয়েছে :

الم تعلم ان الله يعلم ما فى السماء والارض ان ذلك فى كتاب ان ذلك على الله يسير –

তুমি কি জান না যে, আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে, তার সব কথাই আল্লাহ তা'আলা জানেন। সব কিছুই একটি কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। আল্লাহর পক্ষে এসব কাজ খুবই সহজ।[৪২]

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের জগতে কিছু নিয়ম জারি করেছেন, সে অনুসারে বিভিন্ন বিষয়ে ঘটে থাকে। তাই কোন কিছু ঘটার আগে তিনি অবহিত, কিন্তু মানুষের জ্ঞান সীমিত। তাই সে ভবিষ্যত সম্পর্কে যথাযথভাবে জানে না। তাই যা ঘটে তার নিয়ম অনুসারেই ঘটে। এবং এই নিয়মের এই পরিমাপটি তথা তাকদীরের বিষয়টি মানুষের স্বাধীনতা বা ইচ্ছা শক্তির পরিপন্থী নয়। কারণ মানুষকে ভাল-মন্দ জানিয়ে দেয়া হয়েছে। সে ভাল মন্দের উপরই ইচ্ছা শক্তির প্রয়োগের ক্ষেত্রেই তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। যদিও সকল কিছু আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায়ই সংঘটিত হয়। ইরশাদ হয়েছে :

لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين –

তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সোজা-সরল পথে চলতে চায় (তার জন্য এ কিতাব উপদেশ স্বরূপ)। আর যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা না চান ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের চাওয়ায় কিছুই হয় না।[৪৩]

তারপরও মানুষকে দায়ী করা হয়, কারণ আল্লাহর পক্ষ থেকে কাজ করার শক্তি সৃষ্টি এবং বান্দার পক্ষ থেকে ইচ্ছা এই দুয়ের সমন্বয়ে কোন কাজ সংগঠিত হয়। আর বান্দার ইচ্ছা শক্তির প্রয়োগের হিসাব নিকাশ করা হয়। আল্লাহ যা ইচ্ছা তাই করেন– এর অর্থ হল আল্লাহর ক্ষমতা অপ্রতিরোধ্য। কিন্তু বান্দাকে কিছু ইচ্ছার স্বাধীনতা দিয়েছেন পরীক্ষা করার জন্য–

ليبلوكم ايكم احسن عملا –

যেন তিনি তোমাদের পরীক্ষা করতে পারেন, কে কাজে কর্মে উত্তম।[৪৪]

উল্লেখ্য যে, ইসলামী 'আকীদা উপরোক্ত ছয়টি বিষয়ের মধ্যে আল্লাহর উপর ঈমান আনার বিষয়টি তাওহীদ তত্ত্ব হিসেবে পরিচিত। আর ফিরিশতাদের উপর ও তাকদীরের উপর ঈমান মহান

---

[৪০] সূরা নাহল : ৩২।
[৪১] সূরা আন'আম : ৯৩।
[৪২] সূরা হজ্জ : ৭০।
[৪৩] সূরা তাকবীর : ২৮-২৯।
[৪৪] সূরা মূলক : ২।

আল্লাহর সৃষ্টি জগতের নিয়ন্ত্রণের মহা আয়োজনের অংশ বিশেষ। তাই এগুলো তাওহীদ-তত্ত্বের সাথে সংশ্লিষ্ট। আর রাসূলের উপর ঈমান মানে তাকে প্রদত্ত অহী গ্রন্থের আলোকে রিসালাতের উপর ঈমান আনাও বটে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামী 'আকীদার মৌলিক বিষয়গুলোকে তিন ভাগে ভাগ করা যায় :

তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত। এ তিন তত্ত্বের উপর বিশ্বাস ইসলামী দা'ওয়ার বৈপ্লবিক তত্ত্ব। মানুষের চিনতা-চেতনায় এ বিশ্বাসগুলো বদ্ধমূল করতে পারলে তাদের অন্তরে বিপ্লব সৃষ্টি করে। চিন্তা ও কর্ম নিয়ন্ত্রিত হয়। তাদের সুপ্ত শক্তির বিকাশ ও অফুরন্ত সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হয়। জীবনে তাদের ভূমিকাকে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে রূপান্তরিত করে। তাই ইসলামী 'আকীদা মানব জীবনে পরিবর্তন আনতে এক মূখ্য ভূমিকা পালন করে নিঃসন্দেহে।

ইসলামী শরী'আহ

ইসলামী শরী'আহ মানে মানব জীবনের বিভিন্ন সম্পর্কের বিধিবদ্ধ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা। যা আল কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে স্থিরকৃত। সংক্ষেপে, একে 'ইবাদত ও মো'আমেলাত হিসেবেও নামকরণ করা হয়। ঐ সব সম্পর্ক বিভিন্ন ধরনের :

প্রথমত আল্লাহ ও সৃষ্টিজগতের সম্পর্ক

এক্ষেত্রে ইসলামী শরী'আর দৃষ্টিভঙ্গি হল, জগতে যা কিছু আছে সব কিছুর মালিক আল্লাহ।

وﷲ ما فى السموات وما فى الارض وكفى بالله وكيلا –

> আর আল্লাহর জন্যই সে সব কিছু, যা কিছু রয়েছে আসমানসমূহে ও যমীনে। আল্লাহই যথেষ্ট কর্মবিদায়ক।[৪৫]

দ্বিতীয়ত আল্লাহ ও মানুষের মাঝে সম্পর্ক

এর মধ্যে আল্লাহ তা'আলা সকলের আহারের ব্যবস্থা করেন। যেমন :

وما من دابة فى الارض الا على الله رزقها –

> পৃথিবীতে বিচরণশীল সকল প্রাণীর জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহর।[৪৬]

এর অর্থ হলো এ ক্ষেত্রে কেউ অক্ষম হলে সমাজ তার দায়িত্ব নিতে হবে। মোটকথা খিলাফতের ভিত্তিতে এ ব্যবস্থা আল্লাহর পক্ষ থেকে। তেমনি তিনি বান্দার প্রতি সাহায্য রহম ও হিদায়াতের ব্যবস্থা করেন।

অপর দিকে বান্দার দায়িত্ব হল, তার হিদায়াত অনুসারে চলা তথা 'ইবাদত বন্দেগী করা। তাদের সৃষ্টি লক্ষ্য তা-ই। এ মর্মে ইরশাদ হয়েছে :

وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون –

> জ্বীন ও মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছি আমার 'ইবাদতের জন্যই।[৪৭]

ইসলামী শরী'আহ এখানে 'ইবাদতের নুন্যতম পরিমাণ নির্ধারণ করে দিয়েছে। আর তা হলো নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত আদায় করা। 'ইবাদতের সর্বোচ্চ পরিমাণ বান্দার প্রচেষ্টার উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। তাছাড়া, ইসলামের দৃষ্টিতে বান্দার প্রতিটি কাজই 'ইবাদত। যদি সে কাজের পেছনে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে নিহিত থাকে।

তৃতীয়ত মানুষ ও প্রকৃতির মাঝে সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ

---

[৪৫] সূরা নিসা : ১৩২।

[৪৬] সূরা হুদ : ৬।

[৪৭] সূরা যারিয়াত : ৫৬।

আসমানে যমীনে অবস্থিত গোটা প্রকৃতি জগতকে মানুষের অনুগত করে দেয়া হয়েছে। আল্লাহর দেয়া সুন্নত বা নিয়ম অনুসারে তা থেকে মানুষ সেবা গ্রহণ করতে পারে। যেমন :

> الم تروا ان الله سخر لكم ما فى السموات وما فى الارض –
>
> 'তোমরা কি দেখ না, অবশ্যই আল্লাহ আসমান যমীনে যা কিছু আছে সব কিছুকে তোমাদের অনুগত করে দিয়েছেন।[৪৮]

ইসলামী শরী'আহর দৃষ্টিতে তাই যমীন আবাদ করা এবং প্রাকৃতিক শক্তি আবিষ্কার ও ব্যবহার করা ফরয। তবে প্রাকৃতিক সে ভারসাম্য নষ্ট করে এ ধরনের কিছু করা শরী'আর দৃষ্টিতে অবৈধ। যথা বর্জ্য নিক্ষেপ ও বাষ্পীয় ধোঁয়ায় পরিবেশ দূষণ করা, নদীর উজানে বাঁধ দিয়ে পানির স্বাভাবিক প্রবাহ বাধাগ্রস্ত করা, যেমন গঙ্গা বাঁধসহ বাংলাদেশে প্রবাহিত নদীর উজানে বাঁধ দেয়া অবৈধ ও অমানবিক। আল্লাহ বলেন :

> ولا تبغ الفساد فى الارض ان الله لا يحب المفسدين –
>
> পৃথিবীতে বিপর্যয় ডেকে আনবে না। নিশ্চয় বিপর্যয় সৃষ্টিকারীকে আল্লাহ পছন্দ করেন না।[৪৯]

নদী-নালা, পাহাড়-পর্বত, চন্দ্র-সূর্য সব কিছুতে সকলের সমান অধিকার সকলের কল্যাণে প্রকৃতিগতভাবে নিয়োজিত। ইরশাদ হয়েছে :

> الله الذى خلق السموات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم, سخر لكم الفلك لتجرى فى البحر بامره وسخر لكم الانهار, وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار واتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدو نعمت الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم كفار –
>
> তিনিই আল্লাহ, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃজন করেছেন এবং আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে অতঃপর তা দ্বারা তোমাদের জন্য ফলের রিযিক উৎপন্ন করেছেন এবং নৌকাকে তোমাদের আজ্ঞাবহ করেছেন, যাতে তার আদেশে সমুদ্রে চলাফেরা করে এবং নদ-নদীকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন আর তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন সূর্যকে এবং চন্দ্রকে সর্বদা এক নিয়মে এবং রাত্রি ও দিবাকে তোমাদের কাজে লাগিয়েছেন। যে সকল বস্তু তোমরা চেয়েছ, তার প্রত্যেকটিই তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন। যদি আল্লাহর নেয়ামত গণনা কর, তবে গুণে শেষ করতে পারবে না। নিশ্চয় মানুষ অত্যন্ত অন্যায়কারী, অকৃতজ্ঞ।[৫০]

চতুর্থত মানুষের মাঝে সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ

একজন আরেকজনের সাথে একত্রে বাস করলে গড়ে উঠে সম্পর্ক। তাই মনব সমাজে পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক, রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রয়েছে বিভিন্ন রকমের সম্পর্ক। এসব সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণে ইসলাম মানুষের জন্য একদিক দিয়ে অধিকার নির্ধারণ করে দিয়েছে, অন্যদিকে তার দায়িত্বও বলে দেয়া হয়েছে। আর এসব ক্ষেত্রে ইসলামের বিস্তারিত বিধি বিধান ও ব্যবস্থাদি রয়েছে, যা এ ক্ষুদ্র পরিসরে আলোচনা করা সম্ভব নয়। এখানে একান্ত মৌলিক কিছু দিক তুলে ধরা হলো :

ক. পারিবারিক

ইসলামের দৃষ্টিতে একদিকে যেমনি পুত্র-কন্যাসহ পরিবার পরিজনদের ভরণ পোষণের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে উপার্জনে সক্ষম ব্যক্তিদের উপর। অন্যদিকে পিতা মাতার ভরণ পোষণ ও তাদের প্রতি সদাচারের বিধানও চালু করা হয়েছে। এ মর্মে ইরশাদ হয়েছে :

> وبالوالدين إحسانا –
>
> আর পিতা-মাতার প্রতি ইহসান কর।[৫১]

---

[৪৮] সূরা লুকমান : ২৯।

[৪৯] সূরা কাসাস : ৭৭।

[৫০] সূরা ইবরাহীম : ৩২-৩৪।

আরো বলা হয় :

واولو الارحام بعضهم اولى ببعض فى كتاب الله –

বস্তুত, যারা আত্মীয়, আল্লাহর বিধান মতে তারা বেশী হকদার।[৫২]

খ. সামাজিক

১. সৎ প্রতিবেশী সুলভ উঠাবসা করা, ইয়াতীম, মিসকীন তথা দুর্বলদের অসহায়দের প্রতি দয়া-দাক্ষিণ্য ও সহযোগিতা করা ফরয। যা একই আয়াতে স্পষ্টভাবে বলা হয় :

وبالوالدين إحسانا وبذى القربى واليتامى والمساكين والجار ذى القربى والجار الجنب, والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا

পিতা-মাতার সাথে সৎ ও সদয় ব্যবহার কর এবং নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম-মিসকীন, প্রতিবেশী, অসহায় মুসাফির এবং নিজের দাস-দাসীর প্রতিও। নিশ্চয়ই আল্লাহ পছন্দ করেন না দাম্ভিক গর্বিতজনকে।[৫৩]

২. ভ্রাতৃত্ব, পরস্পর সহযোগীতামূলক বিনিময় হৃদ্যতা ও ভালোবাসা বজায় রাখা। আল্লাহ বলেছেন :

انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم –

নিশ্চয়ই মুমিনরা ভাই ভাই। অতএব তোমাদের ভাইদের মাঝে আপোস মীমাংসা কর।[৫৪]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন :

تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان –

তোমরা নেক কাজ ও পরহেযগারীতে একে অন্যের সহযোগিতা কর, গুনাহ ও শত্রুতা চড়ানোর ক্ষেত্রে সাহায্য করো না।[৫৫]

সহীহ হাদীসে এসেছে, মহানবী সা. বলেছেন :

مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد اذا اشتكى منه عضوته اشتكى كله الجسد السهر والحمى –

ভালোবাসা, দয়া ও সহমর্মিতার ক্ষেত্রে মু'মিনগণ এক দেহের ন্যায়। যার এক অঙ্গ আক্রান্ত হলে সারা শরীর জাগ্রত হয়ে যায় ও জ্বরে আক্রান্ত হয়।[৫৬]

৩. সাম্য : আল্লাহ তা'আলা বলেন :

يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلنكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقكم –

হে লোক সকল, আমি তোমাদের নারী-পুরুষ করে সৃষ্টি করেছি এবং বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভাজিত করেছি (তোমাদের পরিচিতির জন্য), তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সেই শ্রেষ্ঠ যে তোমাদের মাঝে তাকওয়ায় শ্রেষ্ঠ।[৫৭]

তাই সকল মানুষ সমান। তাদের মাঝে পার্থক্য তাকওয়া তথা পরহেযগারীতার ভিত্তিতে। জ্ঞান ও কুরবানীর ভিত্তিতে। ইরশাদ হয়েছে–

---

৫১. সূরা নিসা : ৩৬।
৫২. সূরা আনফাল : ৮৫।
৫৩. সূরা নিসা : ৩৬।
৫৪. সূরা হুজরা : ১০।
৫৫. সূরা মায়িদা : ২।
৫৬. *সহীহ আল বুখারী*, কিতাবুল আদব, বাবু রাহমাতুন নাসি বিল রাহাইম, ৮খ, পৃ ১৭।
৫৭. সূরা হুজুরাত : ১৩।

هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون –

যারা জানে আর যারা জানে না তারা কি সমান?[৫৮]

আরো বলা হয় :

فضل الله المجاهدين على القاعدين اجر عظيما –

যারা জিহাদ থেকে বিরত তাদের উপর জিহাদকারীদের আল্লাহ তা'আলা মহা প্রতিদান দ্বারা বেশী সম্মান দান করেছেন।[৫৯]

৪. নসীহত করা এবং সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করা।

المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر –

মু'মিন পুরুষ, মহিলা পরস্পরের বন্ধু, তারা সৎকাজে আদেশ করে ও অসৎকাজে নিষেধ করে।[৬০]

মহানবী সা. বলেছেন– ধর্মই হল নসীহত। (সাহাবা কিরাম বলেন) আমরা বললাম, কার জন্য? মহানবী সা. বললেন, আল্লাহর জন্য, তার কিতাবের জন্য, তার রাসূলের জন্য, মুসলমানদের নেতার জন্য ও সর্বসাধারণের জন্য।[৬১]

৫. এককভাবে সিদ্ধান্ত না নিয়ে পরামর্শের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেয়া। আল্লাহ তা'আলা বলেন– امرهم شورى بينهم 'তাদের কাজ পরস্পরের পরামর্শের ভিত্তিতে।'[৬২]

গ. রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক

এ দিকটি সামাজিক দিকের সাথে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। সামাজিক ঐ মূলনীতিসমূহ সহ রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে আরো কিছু মূলনীতি রয়েছে।

১. হুকুমত চলবে আল্লাহ প্রদত্ত শরী'আতের মাধ্যমে।

ان الحكم الا لله -

আদেশ করার অধিকার একমাত্র আল্লাহর।[৬৩]

২. প্রশাসকের আনুগত্য করা। আল্লাহর বাণী :

اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم -

আল্লাহর আনুগত্য কর, রাসূলের আনুগত্য কর। আর তোমাদের মধ্য থেকে যারা আদেশ দাতা তাদের আনুগত্য কর।[৬৪]

৩. সকল দায়িত্ব ইনসাফ ও আমানতের সাথে পালন করতে হবে। ইরশাদ হয়েছে–

ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل –

নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দেন যে, তোমরা যেন প্রাপ্য আমানতসমূহ প্রাপকদের নিকট পৌছে দাও। আর যখন তোমরা মানুষের কোন বিচার-মীমাংসা করতে আরম্ভ কর, তখন মীমাংসা কর ন্যায়ভিত্তিক।[৬৫]

ঘ. অর্থনৈতিক

১. যমীন আবাদ করা, উৎপাদন করা : আল্লাহর বাণী :

---

[৫৮] সূরা যুমার : ৯।

[৫৯] সূরা নিসা : ৯৫।

[৬০] সূরা তাওবা : ৭১।

[৬১] *বুখারী*, কিতাবুল ঈমান, বাব আদ্‌দ্বীন আন্‌ নাসীহাহ, ১খ, পৃ ৩৮।

[৬২] সূরা শুরা : ৩৮।

[৬৩] সূরা ইউসুফ : ৪০।

[৬৪] সূরা নিসা : ৫৯।

[৬৫] সূরা নিসা : ৫৮।

هو انشاكم من الارض وستعمركم فيها –

তিনি তোমাদের যমীন থেকেই সৃজন করেছেন এবং এটা আবাদ করার কাজেই তোমাদেরকে নিয়োজিত করেছেন।[৬৬]

২. ব্যবসা হালাল আর সুদ হারাম। যেমন আল্লাহর বাণী :

احل الله البيع وحرم الربا –

আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল এবং সুদকে হারাম করেছেন।[৬৭]

৩. হালাল রুজি-রোজগার করা এবং অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ না করা। অন্যায় পন্থা বলতে চুরি, ঘুষ, ছিনতাই ইত্যাদি। আল্লাহর নির্দেশ হল :

لا تاكلوا اموالكم بالباطل –

অন্যায়ভাবে তোমাদের মধ্যে ধন-সম্পদ আত্মসাৎ করো না।[৬৮]

৪. যাকাত ও সদকার মাধ্যমের সম্পদে আল্লাহর হক আদায় করা। কেননা সম্পদের প্রকৃত মালিক আল্লাহ তা'আলা। ইরশাদ হয়েছে :

واتوهم من مال الله الذى اتاكم –

তোমরা তাদেরকে আল্লাহর ধন-সম্পদ থেকে দান কর, যা তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন।[৬৯]

৫. অপব্যয় না করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

كلو واشربوا ولا تسرفوا –

খাও এবং পান কর, আর অপব্যয় করো না।[৭০]

৬. নারী, পুরুষ সকলের ওয়ারেসী হক আদায় করা। আল্লাহর বাণী :

للرجال نصيب مما ترك الوالدين والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والقربون

পুরুষের জন্য তাদের পিতা-মাতা ও আত্মীয় স্বজন যা রেখে গেছে, তাতে অংশ রয়েছে এবং নারীদেরও অংশ রয়েছে ...।[৭১]

ঙ. আইন ও বিচার-আদালত

১. ফয়সালা করতে হবে ইনসাফভিত্তিক। যেমন পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

২. একজনের অপরাধের জন্য আরেকজনকে দায়ী করা যাবে না। যেমন আল্লাহর বাণী :

ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازرة ذرر اخرى –

যে ব্যক্তি কোন গোনাহ করে, তা তারই দায়িত্বে থাকে। কেউ অপরের বোঝা বহন করবে না।[৭২]

৩. ইসলাম চুরি-ডাকাতি, ব্যভিচার, হত্যা ইত্যাদির প্রতিরোধে দণ্ডবিধি জারি করেছে।

৪. আইন প্রণয়ন হবে কুরআন সুন্নাহর আলোকে।

চ. সামাজিক ও আন্তর্জাতিক

১. যুদ্ধের উপর শান্তিকে প্রাধান্য দিতে হবে। চুক্তি মেনে চলতে হবে। যেমন আল্লাহর বাণী :

وان جنحوا للسلم فاجنح لها –

যদি তারা শান্তিচুক্তি করতে চায়, তাহলে তা-ই কর।[৭৩]

---

[৬৬] সূরা হুদ : ৬১।

[৬৭] সূরা বাকারা : ২৭৫।

[৬৮] সূরা বাকারা : ১৮৮।

[৬৯] সূরা নূর : ৩৩।

[৭০] সূরা আরাফ : ৩১।

[৭১] সূরা নিসা : ৭।

[৭২] সূরা আন'আম : ১৬৪।

২. যুদ্ধ শুরু করা যাবে ফেতনা ফ্যাসাদ দূর করার জন্য এবং দা'ওয়াতের পথ থেকে বাধা অপসারণের জন্য।

– وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فان انتهوا فلا عدوان الا على الظالمين

আর তাদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাও যতক্ষণ না ফেতনা বিদূরিত হয় এবং দ্বীন একমাত্র আল্লাহর জন্যই হয়। অতঃপর এ যুদ্ধ থেকে যদি তারা বিরত হয়, তখন একমাত্র যালিম ব্যতীত অন্য কারো সাথে শত্রুতা নয়।[৭৪]

৩. ইসলামী দা'ওয়াত বিশ্ব মানবতার জন্য।

৪. শত্রুর মোকাবেলায় প্রস্তুতি নিতে হবে। যেমন আল্লাহর বাণী :

واعدوا لهم ماستطعتم من قوة –

তাদের মোকাবেলায় যথাসাধ্য শক্তি সঞ্চয়ে প্রস্তুতি নাও।[৭৫]

৫. যারা শান্তিপ্রিয় আহ্‌লে কিতাব, তাদের নিকট থেকে জিযিয়া গ্রহণ করা যাবে।

এ হল সংক্ষিপ্ত আলোচনা মাত্র। বিস্তারিত বর্ণনা ফিক্‌হের গ্রন্থাবলীতে আছে।

ইসলামী শরী'আহ ইনসাফভিত্তিক ও মানব কল্যাণের বিবেচনায় রচিত।

وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا –

আপনার প্রভুর বাণী সত্য ও আদলের পরিপূর্ণ হয়েছে।[৭৬]

এ শরী'আর অধীনে প্রত্যেকের অধিকার নির্দিষ্ট হয়েছে এবং দায়িত্ব বন্টন করা হয়েছে–

كلكم راع وكلكم مسؤل عن رعيته –

তোমরা সকলই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।[৭৭]

ইসলামী আখলাক

ইমাম গাযালীর মতে, আখলাক হলো মনের এমন মজবুত অবস্থার নাম যা থেকে কোন চিন্তা ভাবনা ছাড়াই অনায়াসেই ক্রিয়া-কর্ম বের হয়ে আসে।[৭৮]

ইসলামের দৃষ্টিতে ইসলামী 'আকীদা ও শরী'আর ফসল হল ইসলামী আখলাক। অন্যভাবে বলতে গেলে আখলাকের মূলে তাক্‌ওয়া। এ থেকে বাহ্য আচরণ জন্ম নেয়। উত্তম চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। ইসলামী আখলাকের দু'টি দিক আছে। একটি আদেশকৃত, যা প্রশংসনীয়। অপরটি নিষিদ্ধ, যা নিন্দনীয়।

প্রথমত আদেশকৃত আখলাক

১. ওয়াদা ও আমানত পূর্ণ করা।

والذين هم لامنٰتهم وعهدهم راعون –

যারা তাদের আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে।[৭৯]

২. সবর অবলম্বন করা।

يا ايها الذين امنوا واصبرو وصابروا –

হে ঈমানদারগণ, সবর কর ও সবরের কথা পরস্পর বল।[৮০]

---

৭৩. সূরা আনফাল : ৬১।

৭৪. সূরা বাকারা : ১৯৩।

৭৫. সূরা আনফাল : ৬০।

৭৬. সূরা আন'আম : ১১৫।

৭৭. *সহীহ বুখারী,* কিতাবুল জুম'আ, বাবুল জুম'আ ফিল কুরা ওয়াল মুদ্‌ন, ২য় খ, পৃ ৩৩।

৭৮. ইমাম গায্‌যালী, *ইয়াহ ইয়াই উলূমিদ দীন,* বৈরুত : দারুল মা'রিফা তা.বি, ৩য় খ, পৃ ৫৩।

৭৯. সূরা মু'মিনুন : ৮।

৩. সত্যবাদিতা।

يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين –

হে ঈমানদারগণ, তাক্ওয়া অবলম্বন কর, আর সত্যবাদীদের সাথে থাক।[৮১]

৪. নম্র, শান্তশিষ্ট থাকা এবং চলাফেরায় ভারসাম্য রক্ষা করা।

واقصد فى مشئك –

তোমার চলাফেরায় মধ্যপন্থা অবলম্বন করা।[৮২]

মুমিনদের গুণাবলীতে উল্লেখ করা হয় :

وعباد الرحمن الدين يمشون على الارض هونا۔

আর দয়াময়ের বান্দা তারাই যারা যমীনে নম্রভাবে চলে।[৮৩]

৫. আওয়ায নীচু রাখা।

واحفض من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحمير –

তোমার আওয়াজ নীচু কর, নিশ্চয় সব চেয়ে খারাপ আওয়াজ গাধার আওয়াজ।[৮৪]

৬. যে কোন মূল্যে সত্যের উপর অটল থাকা।

ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التى كنتم توعدون –

নিশ্চয় যারা বলে, আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ, অতঃপর তাতেই অবিচল থাকে, তাদের কাছে ফিরিশতা অবতীর্ণ হয় এবং বলে, তোমরা ভয় করো না, চিন্তা করো না এবং তোমাদের প্রতিশ্রুত জান্নাতের সুসংবাদ শোন।[৮৫]

৭. ক্রোধ সংবরণ করা ও ক্ষমা করা।

الذين ينفقون فى السراء والضراء والكاظمين غيضا والعافين عن الناس والله يحب المحسنين

যারা স্বচ্ছলতায় ও অভাবের সময় ব্যয় করে, যারা নিজেদের রাগকে সংবরণ করে, আর মানুষের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করে, বস্তুত আল্লাহ সৎকর্মশীলদেরকেই ভালোবাসেন।[৮৬]

8. 'ইবাদতে একনিষ্ঠ হওয়া। – والذين هم فى صلاتهم خاشعون

যারা তাদের নামাযে আল্লাহর কাছে কাকুতি মিনতি করে।

9. নরম ও হৃদ্যতাপূর্ণ আচরণ করা। – فما رحمة من الله لنت لهم

আপনি আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমতের ছায়ায় ছিলেন যে, তাদের সাথে নরম ব্যবহার করতেন।

১০. বিনয়।

আমি আমার নিদর্শনসমূহের মধ্য হতে তাদেরকে ফিরিয়ে রাখি, যারা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে গর্ব করে।[৮৭]

১১. যে কোন কাজ উত্তমভাবে করার চেষ্টা করা।

انا جعلنا ما على الارض زينة لها لنبلوهم ايهم احسن عملا –

আমি পৃথিবীস্থ সব কিছুকে পৃথিবীর জন্য শোভা করেছি, যাতে লোকদের পরীক্ষা করি যে, তাদের মধ্যে কে ভাল কাজ করে।[৮৮]

---

৮০. সূরা আলে ইমরান : ২০০।
৮১. সূরা তাওবা : ১১৯।
৮২. সূরা লুকমান : ১৯।
৮৩. সূরা লুকমান : ৬৩।
৮৪. সূরা লুকমান : ১৯।
৮৫. সূরা হা-মীম-সাজদা : ৩০।
৮৬. সূরা আলে ইমরান : ১৩৪।
৮৭. সূরা আ'রাফ : ১৪৬।

১২. প্রতিটি কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করা।

انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا –

আমি তোমাদেরকে খাওয়াচ্ছি তো আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। এতে কোন প্রতিদান পাওয়ার জন্যও নয়, আর ধন্যবাদ পাওয়ার জন্যও নয়।[৮৯]

13. আল্লাহর উপর ভরসা করা। – وعلى الله فليتوكل المؤمنون

মুমিনদের উচিত একমাত্র আল্লাহর উপরই ভরসা করা।[৯০]

১৪. বেশী বেশী তওবা করা।

وتوبو إلى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون –

তোমরা সকলে আল্লাহর নিকট তওবা কর, হে মুমিনগণ, তাহলেই তোমরা সফল হবে।[৯১]

১৫. সবকিছুর উপর আল্লাহর ভালবাসাকে স্থান দেয়া।

ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حب لله –

আর মানুষের মধ্যে এমন ব্যক্তি আছে যারা আল্লাহ ব্যতীত অন্যদেরকে শরীক বানায়, তারা এদেরকে আল্লাহর মতই ভালবাসে। আর যারা মু'মিন তারা একমাত্র আল্লাহকেই প্রচণ্ড ভালবাসে।[৯২]

১৬. দা'ওয়াতে জোর জবরদস্তি না করা; বরং হিকমতের সাথে দা'ওয়াত দেয়া।

ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة –

আল্লাহর পথে দা'ওয়াত দাও হিকমত ও মাওয়েযা হাসানার দ্বারা।[৯৩]

17. লজ্জা। – الحياء شعبة من الايمان

লজ্জা ঈমানের অংশ।[৯৪]

দ্বিতীয়ত নিষিদ্ধ আখলাকসমূহ

১. দাম্ভিকতায় চলাফেরা করা।

ولا تمش فى الارض مرحا انك لن تحرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا –

পৃথিবীতে দম্ভভরে চলাফেরা করো না। নিশ্চয়ই তুমি তো ভূপৃষ্ঠকে কখনো বিদীর্ণ করতে পারবে না এবং উচ্চতায় তুমি কখনোই পর্বত প্রমাণ হতে পারবে না।[৯৫]

২. কৃপণতা অবলম্বন করা।

ولا تجعل يدك معلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا –

একেবারে ব্যয়কুণ্ঠ হয়ো না এবং একেবারে মুক্ত হস্ত হয়ো না। তাহলে তুমি তিরস্কৃত, নিঃস্ব হয়ে বসে থাকবে।[৯৬]

৩. মিথ্যা বলা : কারণ এটা নেফাক সৃষ্টি করে এবং অনেক পাপের উৎস। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

ان الله لا يهدى من هو مسرف كذاب –

নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালংঘনকারী, মিথ্যাবাদীকে পথপ্রদর্শন করেন না।[৯৭]

৪. অহংকার ও গর্ব করা :

---

[৮৮] সূরা কাহাফ : ৭।

[৮৯] সূরা আল ইনসান : ৯।

[৯০] সূরা ইবরাহীম : ১১।

[৯১] সূরা নূর : ৩১।

[৯২] সূরা বাকারা : ১৬৫।

[৯৩] সূরা নাহল : ১২৫।

[৯৪] *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল ঈমান, বাবু আদাদু শুয়াবিল ঈমান, ১খ, পৃ ৬৩।

[৯৫] সূরা বনী ইসরাঈল : ৩৭।

[৯৬] সূরা বনী ইসরাঈল : ২৯।

[৯৭] সূরা মু'মিন : ২৮।

و لا تمش فی الارض مرحا ان الله لا یحب کل فحتالا فخورا -

যমীনে গর্ব ভরে চল না, নিশ্চয়ই আল্লাহ কোন দাম্ভিক অহংকারীকে পছন্দ করেন না।[৯৮]

৫. অন্যের সুখে, সম্মানে ও সফলতায় হিংসা করা।

ام یحسدون الناس علی ما اتاهم الله من فضله -

আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষকে যে নেয়ামত দেয়া হয়েছে তাতে কি তারা হিংসা করছে?[৯৯]

মহানবী সা. বলেন, হিংসা নেক কাজের সওয়াবকে এমনভাবে ধ্বংস করে দেয়। যেমনভাবে আগুন কাষ্ঠখন্ডকে খেয়ে ফেলে।[১০০]

6. ঠাট্টা বিদ্রুপ করা। যেমন : – یا ایها الذین امنوا لا یسخر قوم من قوم

হে ঈমানদারগণ, একদল আরেক দলের সাথে ঠাট্টা যেন না করে।[১০১]

৭. গীবত করা

و لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا فکر هتموه و اتقوا الله ان الله تواب رحیم –

পরস্পরে যেন গীবত না করা হয়। তোমাদের কেউ অপর মৃত ভাইয়ের মাংস ভক্ষণ করতে পছন্দ করবে? অতএব তাকেও অপছন্দ কর, আর আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহ তওবা কবুলকারী ও দয়াময়।[১০২]

৮. পরনিন্দা করে বেড়ানো। যেমন : – ویل لکل همزة لمزة

প্রত্যেক পশ্চাতে ও সম্মুখে পরনিন্দাকারীর দুর্ভোগ।[১০৩]

৯. মিথ্যা সাক্ষী দেয়া।

و لا تکتموا الشهادة ومن یکتمها فانه اثم قلبه, و الله بما تعملون علیم –

তোমরা সাক্ষী গোপন করো না, যে তা করে সে তার অন্তরের সাথে অপরাধ করল, আর তোমরা যা কর আল্লাহ সম্যক জ্ঞাত।[১০৪]

এভাবে অপ্রয়োজনীয় কথা বলা, অযথা রাগান্বিত হওয়া ইত্যাদি। এছাড়াও অনেক নিন্দিত কাজ আছে যা ইসলামের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ। এসবের আলোচনা ইসলামের আখলাকের বই পুস্তকে রয়েছে।

মোটকথা, উপরোক্ত দিকগুলো ইসলামী আখলাকের নুন্যতম বিষয়। ইসলামী আখলাকের উচ্চতম মাত্রা পর্যন্ত পৌঁছতে বান্দার প্রচেষ্টার উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। তবে এ পূর্ণাঙ্গতা বিধান করেছেন, উচ্চতম মাত্রায় পৌঁছেছেন হযরত মুহাম্মদ সা. নিজের আচার-আচরণে, চরিত্রে তথা সর্বক্ষেত্রে। মহানবী সা. বলেছেন : - بعثت لا تمم مکارم الاخلاق

উন্নত চরিত্রের পুর্ণাঙ্গতা বিধানের জন্যই আমি প্রেরিত।[১০৫]

অতএব অন্যান্য বিষয়ের মত মহানবী সা.ই সর্বোচ্চ আদর্শের অধিকারী। তাঁকে দেখেই মানবজাতি তাদের চারিত্রিক উৎকর্ষতা অর্জন করবে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة -

নিশ্চয় আল্লাহর রাসূলের মাঝে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ।[১০৬]

---

[৯৮] সূরা লুকমান : ১৮।

[৯৯] সূরা নিসা : ৫৪।

[১০০] *ইবন মাজাহ,* কিতাবুয্ যুহুদ, বাবুল হাসাদ, ২য় খ, পৃ ১৪০৮।

[১০১] সূরা হুজুরাত : ১১।

[১০২] সূরা হুজুরাত : ১২।

[১০৩] সূরা হুমাযাহ : ১।

[১০৪] সূরা বাকারা : ২৮৩।

[১০৫] মুসনাদ আহমদ, ২খ, পৃ ৩৮১।

[১০৬] সূরা আহযাব : ২১।

অধ্যায় : সাত

দা'ওয়াতে ইসলামের শর'ঈ বিধান

ইসলামী দা'ওয়াহ মানবজাতির জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে দা'ওয়াহ। যুগে যুগে সকল নবী 'আ সে দা'ওয়াত নিয়েই এসেছিলেন। আখেরী নবী মুহাম্মদ সা.-এর সময়ে মহান আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন স্বীয় কালাম আল কুর'আনের মাধ্যমে সেই দা'ওয়াতই রেখেছেন সৃষ্টিকূলের সেরা মানবজাতির উদ্দেশ্যে।

আল কুর'আনে অবতীর্ণ আল্লাহর সেই শাশ্বত দা'ওয়াত তথা নবীগণ 'আ-এর ওয়ারিশ বহনে বর্তমান উম্মতে মুহাম্মদীকে দায়িত্ব দেয়া হয়। কিন্তু ইসলামী শরী'অতের দৃষ্টিতে ঐ দায়িত্ব পালনের প্রকৃতি কি? এটা কি ফরয না সুন্নত, না মুস্তাহাব। সেটা ফরয হলে তা ফরযে আইন (যা সকলের পালন করা কর্তব্য), যেমন ওয়াক্তীয়া নামায, রমযানের রোযা), না ফরযে কেফায়া (যা সকলের পক্ষে কিছু সংখ্যক ব্যক্তি আদায় করলেই সকলের যিম্মাদারী আদায় হয়ে যায়। যেমন জানাযার নামায, সালামের উত্তর দেয়া ইত্যাদি)। এ নিয়ে 'উলামা কিরামের মধ্যে প্রচুর মতানৈক্য রয়েছে। এখানে এ বিষয়ে আলোকপাত করা হলো।

দা'ওয়াতে ইসলাম ফরয

দা'ওয়াতে ইসলাম ফরয হওয়ার ব্যাপারে 'উলামা কিরান প্রায় সকলেই একমত। তবে প্রখ্যাত তাবে'ঈ হাসান বসরী ও আবু শাবরামাহ (র)-এর পক্ষ থেকে একটি দুর্লভ বর্ণনা বা রেওয়ায়েত পাওয়া যায় যে, সৎ কাজে আদেশ দান করা এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করার বিষয়টি মুস্তাহাব পর্যায়ের।[১] কিন্তু এই রেওয়ায়েতটি সাধারণত সমর্থনযোগ্য নয়, আর এটা অনেক কারণে।

১. উক্ত রেওয়ায়েতটি অত্যন্ত দুর্বল ও দুর্লভ, যা সঠিক হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ রয়েছে। তাছাড়া, সালফে সালেহীনের মতামত নিয়ে প্রণীত গ্রন্থাবলীতে এটা পাওয়া যায় না। 'আল্লামা আলূসী উল্লেখ করেন, হাসান বসরী (র)-এর মতে, কখনো তা মুস্তাহাব হয় বিষয় অনুসারে।[২] অর্থাৎ মুস্তাহাব বিষয়ের দা'ওয়াত মুস্তাহাব। অতএব একই ব্যক্তির নিকট থেকে বিভিন্ন বর্ণনা, যা এর দ্বারা প্রমাণিত মূল বিষয়টিকেই সংশয়িত করেছে।

২. এটি হযরত হাসান আল বসরী থেকেও রেওয়ায়েত করা হয়, অথচ তিনি শাসকদের অন্যায় কাজে প্রতিবাদমুখ ও কঠোর ভূমিকার অধিকারী হিসেবে ইতিহাসে খ্যাত হয়ে আছেন। অতএব ইসলামী আইনের মূলনীতি অনুসারে বলা যায়, কোন ব্যক্তির নিকট হতে বর্ণিত বক্তব্যের বিপরীত কর্ম প্রমাণিত হলে সে বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হয় না।[৩]

৩. সেটা ইসলামী শরী'অতের বা বিধানের মূলনীতির সাথেও পরিপন্থী বটে। কেননা দা'ওয়াহ ফরয হওয়ার ব্যাপারে আল কুর'আনে একাধিক বাণী এসেছে। আল্লাহ বলেছেন : ادع الى سبيل ربك 'অর্থাৎ তোমার রবের পথে দা'ওয়াত দাও।[৪] এখানে ادع শব্দটি আদেশসূচক।

---

১. দ্র. ড. মুহাম্মদ সাইয়িদ আবদুত তাওয়াব, *আদ-দিফা' আশ-শার'ঈ ফিল ফিকাহিল ইসলামী*, বৈরুত : 'আলামুল কুতুব, ১৯৮৩, পৃ ৩৯৮, আরো দ্র. ড. মুহাম্মদ কামালুদ্দীন ইমাম, *উসূলুল হিসবাহ ফিল ইসলাম*, মিসর : দারুল হিদায়াহ, ১৯৮৬, পৃ ৪৯।

২. আল্লামা শিহাব উদ্দীন আল-আলূসী, *রূহুল মা'আনী*, ৩খ, পৃ ২২।

৩. দ্র. মোল্লা জীওন, *নূরুল আনওয়ার*, করাচী : সাঈদ কোম্পানী, তা.বি, পৃ ১৯০।

৪. সূরা নাহল : ১২৫।

৪. মুস্তাহাব হওয়ার মতামতটি দ্বীনে ইসলামের স্বভাববিরুদ্ধও বটে। কারণ ইসলাম মানব সমাজের জন্য জীবন ব্যবস্থা। মানবীয় স্বভাব প্রকৃতি ও সামর্থ অনুসারেই তামানুষের দ্বারা বাস্তবায়িত হবে। এ জন্য যুগে যুগে মানুষের মধ্য থেকে অসংখ্য নবী রাসূল 'আ তথা দা'ওয়াত দানকারী প্রেরণ করা হয়েছে। কোন ফিরিশতা বা অমানবীয় সত্ত্বাধীকারী জীবের মাধ্যমে তা মানব সমাজে চাপিয়ে দেয়া হয়নি।

৫. এ কথা সকলেই স্বীকার করবেন, সত্য যতই শক্তিশালী হোক তা নিজে নিজে প্রচারিত হয় না, বরং তা প্রচার করতে হয়। তাই আল্লাহ পাকের শক্তি সামর্থ থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন সমাজে তাঁর দ্বীন প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় দা'ঈ পাঠিয়েছেন। তাই দা'ওয়াতের মত একটি বিষয়কে মুস্তাহাব মনে করলে সত্য প্রচার ও প্রসারের বিষয়টি অবহেলিত থেকে যাবে। গোটা মানব সমাজ বিভ্রান্ত তথা ধ্বংসের সম্মুখীন হবে।

৬. দা'ওয়াহ ফরয হওয়ার ব্যাপারে সাহাবা কিরাম রা. ও তাবে'ঈনগণের সময়ে ইজমা' অনুষ্ঠিত হয়েছে।[৫]

মোটকথা, তা ফরয হওয়ার ব্যাপারে উম্মার ইজমা' রয়েছে! ইমাম নওবী উল্লেখ করেন, ঐ ইজমার বিরোধিতা করেছে একমাত্র রাফিযিরা, যা ধর্তব্য নয়।[৬]

তাই দা'ওয়াত ফরয হওয়াটাই যুক্তিযুক্ত ও ঐতিহাসিক সত্য, কিন্তু এটা কোন ধরনের ফরয? ফরযে আইন না ফরযে কেফায়া? এ সম্পর্কে 'উলামা কিরামের মাঝে প্রচুর মতপার্থক্য বিদ্যমান। প্রত্যেকেই নিজ নিজ মত প্রকাশে কুর'আন হাদীসের আলোকে বৈচিত্র্যময় প্রমাণাদি উপস্থাপনের চেষ্টা করেছেন। তবে দু'টি পক্ষ প্রধান।

প্রথম পক্ষের মত : দা'ওয়াতে ইসলাম ফরযে কিফায়া।

দ্বিতীয় পক্ষের মত : দা'ওয়াতে ইসলাম ফরযে 'আইন।

দা'ওয়াতে ইসলাম ফরযে কিফায়া হওয়ার পক্ষে মতামত ও দলীল

'আলিমগণের মধ্যে অনেকেই বলেছেন যে, ইসলামী দা'ওয়াত ফরযে কেফায়াহ। অর্থাৎ গোটা মুসলিম উম্মাহর মাঝে কিছু সংখ্যক ব্যক্তি এ দায়িত্ব পালন করলে সকলের পক্ষ থেকে যিম্মাদারী আদায় হয়ে যাবে। ঐ 'আলিমগণের মাঝে বিশেষ করে ক'জনের নাম উল্লেখ্য।

১. আবূ বকর আল জাস্‌সাস।[৭]

২. আবুল হাসান আল মাওয়ারদী।[৮]

৩. আবূ 'আলা আল হাম্বলী।[৯]

৪. ইমাম আবূ হামেদ আল গায্‌যালী।[১০]

---

[৫] শায়খ মুহাম্মদ আবূ যাহরা, *আদ-দা'ওয়াত ইলাল ইসলাম*, কায়রো : দারুল ফিকরিল 'আরাবী, ১৯৯১, পৃ ২৫।

[৬] ইমাম ইয়াহইয়াহ ইবন শারফ নওবী, *শারহুন নওবী 'আলা সহীহ্ মুসলিম*, বৈরুত : দারু ইয়াহ ইয়া উত্ তুরাসিল 'আরাবী, তাবি, ২য় খ, পৃ ২২।

[৭] আবূ বকর আল জাস্‌সাস, *আহ্‌কামুল কুর'আন*, লাহোর : সুহাইল একাডেমী, তা.বি, ২য় খ, পৃ ২৯।

[৮] আবুল হাসান আল্ মাওয়ার্দী, *আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ*, মিসর : শারিকাতু মুস্তফা আলবাবী, ১৯৭৩, পৃ ২৪০।

[৯] কাযী আবূ 'য়েলা আল্ হাম্বলী, *আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ*, মিসর : শারিকাতু মুস্তফা আলবাবী, ১৯৮৭, পৃ ২৮৪।

[১০] ইমাম আবূ হামেদ আল গাযালী, *ইয়াহ্‌য়াউ 'উলূমুদ দীন*, বৈরুত : দারুল মারিফা, তা.বি, ২য় খ, পৃ ৩০৭।

৫. ইবনুল 'আরাবী।[১১]
৬. মুহাম্মদ ইবন আহমদ আল কুরতুবী।[১২]
৭. ইমাম ইয়াহইয়াহ ইবন শারফ নওবী।[১৩]
৮. শায়খুল ইসলাম ইবন তাইমিয়া।[১৪]
৯. ইমাম আবদুর রহমান আস্ সুয়ূতী।[১৫]
১০. আবূ আস্ সা'উদ।[১৬]
১১. মুহাম্মদ ইবন আলী আশ্ শাওকানী।[১৭]
১২. 'আল্লামা শিহাব উদ্দীন আল্ আলূসী।[১৮]

তাঁরা সকলেই 'আল আমরু বিল মারূফ, ওয়ান নাহী আনিল মুনকার' (সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধকরণ) মাসআলার বিধান বর্ণনা করতে গিয়ে উপরোক্ত মতামত দিয়েছেন। উক্ত মতামতের পেছনে কতগুলো প্রমাণ ও যুক্তি পেশ করা হয়।

নকলী (উদ্ধৃতিমূলক) দলীল

প্রথম দলীল : আল্লাহর বাণী :

ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون -

> অর্থাৎ আর তোমাদের মধ্যে এমন একটা দল থাকা উচিত, যারা আহবান জানাবে সৎকর্মের প্রতি, নির্দেশ দেবে ভাল কাজের এবং বারণ করবে অন্যায় কাজ থেকে, আর তারাই হলো সফলকাম।[১৯]

উপরোক্ত দলের মতে, অত্র আয়াতে منكم অর্থ তোমাদের মধ্য হতে। আর এ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত আয়াতে সকলকে দায়িত্ব দেয়া হয়নি, বরং তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যককে দায়িত্ব দেয়া হয়।

দ্বিতীয় দলীল : আল্লাহর বাণী :

وما كان المومنون لينفروا كافة فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الذين و لينذروا قومهم إذا رجعوا اليهم لعلهم يحزرون -

---

[১১] ইবনুল 'আরাবী, *আহ্কামুল কুর'আন*, বৈরুত : দারুল মারিফা, তাবি, ১ম খ, পৃ ২৯২।

[১২] মুহাম্মদ ইবন আহমদ আল-কুরতুবী, *আল-জামি'উ লি আহ্কামিল কুর'আন*, বৈরুত : দারু ইয়াহ ইয়া উত্ তুরাসিল 'আরাবী, তা.বি, ৪র্থ খ, পৃ ১৬৫।

[১৩] ইমাম ইয়াহইয়াহ ইবন শারফ নওবী, *শারহুন নওবী 'আলা সহীহ্ মুসলিম*, বৈরুত : দারু ইয়াহ ইয়া উত্ তুরাসিল 'আরাবী, তা.বি, ২য় খ, পৃ ২৩।

[১৪] শায়খুল ইসলাম ইবন তাইমিয়া, *মাজমু'উল ফাতাওয়া*, রিয়াদ : রুআসাতুল আমাহ লি শুউনিল হারামাইনিশ শারিফাইন, তা.বি, ১৫শ খ, পৃ ১৬৭।

[১৫] ইমাম আবদুর রহমান আস্ সুয়ূতী, *আল-ইকলিল ফী ইসতিম্যাতিত্ তানযালি*, পৃ ৭২।

[১৬] আবূ আস সা'উদ, *ইরশাদুল 'আকলিস সালীম*, ২খ, পৃ ৬৭।

[১৭] মুহাম্মদ ইবন 'আলী আশ্ শাওকানী, *ফাতহুল কাদীর*, বৈরুত : দারুল ফিকরি ১৪০৩ হি, ১খ, পৃ ৩৬৯।

[১৮] 'আল্লামা শিহাব উদ্দীন আল-আলূসী, *রুহুল মা'আনী*, বৈরুত : দারু ইয়াহ ইয়া উত্ তুরাসিল 'আরাবী, তা.বি, ৩য় খ, পৃ ২১।

[১৯] সূরা আলে ইমরান : ১০৪।

> আর সমস্ত মু'মিনের অভিযানে বের হওয়া সঙ্গত নয়। তাই তাদের প্রত্যেক দলের একটি অংশ কেন বের হলো না, যাতে এরা দ্বীনের জ্ঞান লাভ করে এবং সংবাদ দান করে স্বজাতিকে, যখন তারা তাদের কাছে প্রত্যাবর্তন করবে, যেন তারা সতর্ক হতে পারে।[২০]

উপরোক্ত 'উলামার মতে, এ আয়াতে দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন ও বিতরণের ক্ষেত্রে বিশেষ দলকে নিয়োগের কথা বলা হয়েছে। সকলকে এ কাজের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।[২১] কেননা এ আয়াতে যুদ্ধে মু'মিনদের অংশগ্রহণের নির্দেশ প্রদানের সন্ধিক্ষণে দিক নির্দেশনা দেয়া হচ্ছিল। কিছু সংখ্যক মুসলমান যুদ্ধাভিযানে যাবে, আর কিছু সংখ্যক দ্বীন সম্পর্কে পাণ্ডিত্য অর্জন করবে। তাই বুঝা গেল, দ্বীনের ব্যাপারে মানুষকে সতর্ককরণ যা দা'ওয়াতেরই অন্তর্ভুক্ত, তা সকলের উপর ফরয নয়। তাছাড়া, দা'ওয়াত দিতে গেলে জ্ঞান অর্জন শর্ত, তাও উপরোক্ত আয়াতের ভাব থেকে বুঝা যায়।

তৃতীয় দলীল : আল্লাহর বাণী :

> والذين ان مكنهم فى الارض اقاموا الصلوة واتو الزكاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الامور -
>
> আর তারা এমন লোক যাদেরকে আমি পৃথিবীতে শক্তি-সামর্থ দান করলে তারা নামায কায়েম করবে, যাকাত দেবে এবং সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করবে। প্রত্যেক কর্মের পরিণাম আল্লাহর এখতিয়ারভুক্ত।[২২]

উপরোক্ত 'উলামার মতে, অত্র আয়াতে আল্লাহ পাক দা'ওয়াতী কাজের জন্য তাদেরকে নিয়োজিত করেছেন, যাদেরকে এ যমীনে কর্তৃত্ব দেয়া হয়েছে, আর কর্তৃত্ব চর্চাকারীগণ সমাজের কিছু অংশ মাত্র, সকলে নয়।

এ মর্মে ইমাম কুরতুবী বলেন :

> قلت القول الاول أصح على ان الامر بالمعروف والنهى عن المنكر فرض على الكافية –
>
> আমি বললাম, প্রথম কথাটি সঠিক, কেননা এ আয়াতের মর্ম হল সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করা ফরযে কিফায়া। কেননা যমীনের কর্তৃত্ব কিছু সংখ্যককে দেয়া হয়, সকলকে দেয়া হয় না।[২৩]

'আকলী (বুদ্ধিনির্ভর) দলীল

এছাড়া, উপরোক্ত মতাবলম্বীগণ কিছু 'আকলী দলীলও উপস্থাপন করে থাকেন।

১. সকলে যদি দা'ওয়াতী কার্যক্রমে অংশ গ্রহণ করে তাহলে হতে পারে, যে অন্যকে দা'ওয়াত দিতে জানে না, সে দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে ভুল করে বসবে। হয়তো যেখানে কঠোর হওয়া প্রয়োজন সেখানে নরম হবে, আবার যেখানে নরম হওয়ার প্রয়োজন সেখানে কঠোর হবে। ফলে দা'ওয়াতী কাজে লাভের চেয়ে ক্ষতি বেশী হবে। অতএব সকলের উপর ফরয না বলে বিশেষজ্ঞের উপর ফরয। এ ধরনের বলাটা শ্রেয়।

২. এটা যদি ফরযে কেফায়া না হত, তাহলে কিছু সংখ্যক ব্যক্তি কর্তৃক কোন ব্যক্তি বা সমষ্টিকে দা'ওয়াত দিলে সকলের পক্ষ থেকে আদায় হত না। যেমন কাফন-দাফন, সালাতুল জানাযা, সালামের উত্তর দেয়া ইত্যাদি।[২৪]

পক্ষান্তরে নামায, রোযা, কারো পক্ষ থেকে আদায় করলে তা আদায় হবে না, ব্যক্তি নিজেকে তা আদায় করতে হবে। তাই এগুলো ফরযে আইন।

---

[২০] সূরা তাওবা : ১২২।

[২১] দ্র. শাতুবী, *আল মুওয়াফিকাত*, বৈরুত : দারু ইয়াহ ইয়া উত্ তুরাসিল 'আরাবী, তা.বি, ১ম খ, পৃ ১৭৬।

[২২] সূরা হজ্ব : ৪১।

[২৩] দ্র. ইমাম কুরতুবী, *আল জামি'উ লি আহকামিল কুর'আন*, ৪র্থ খ, পৃ ১৬৫।

[২৪] দ্র. জাস্সাস, *আহকামুল কুর'আন*, ২য় খ, পৃ ২৯০।

ফরযে আইন হওয়ার দাবীদারগণের মতামত ও দলীল

যারা দা'ওয়াতে ইসলামকে ফরযে আইন মনে করেন, তাদের সংখ্যাও কম নয়। তাঁদের মধ্যে ক'জন হলেন :

১. আবূ ইসহাক ইবরাহীম আয্ যাজ্জাজ।[২৫]
২. ইবন হাযম আল আন্দোলুসী।[২৬]
৩. হাফেয 'ইমাদুদ্দীন ইবন কাসীর।[২৭]
৪. শায়খ মুহাম্মদ আবদুহু।[২৮]
৫. মুহাম্মদ রশীদ রিযা।[২৯]
৬. শায়খ মুহাম্মদ আবূ যাহরা[৩০] প্রমুখ।

তাঁরাও আল কুর'আন-সুন্নাহ ও বুদ্ধিভিত্তিক দলীল উপস্থাপন করে থাকেন।

আল কুর'আন থেকে দলীল

ক. উপরোক্ত আল্লাহর বাণী :

ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون[31]

এ আয়াতে منكم শব্দটি 'কিছু সংখ্যক' (تبعيض) বুঝানোর জন্য নয়; বরং এটা 'ব্যাখ্যামূলক' (تبيين) অর্থাৎ তোমরা সকলে এমন দল হয়ে যাও, তোমরা কল্যাণের দিকে দা'ওয়াত দিবে। তাছাড়া, ইমাম শা'আলাবী বলেন– যাজ্জাজ ও প্রমুখের মত হল উক্ত আয়াতে (تبيين) শব্দটি সমগ্র জাতিকে অন্তর্ভুক্তকরণ (جنس) মূলক প্রত্যয় বিশেষ।[৩২]

তাদের মতে, তাই আয়াতের মর্মার্থ হল, তোমরা গোটা জাতি কল্যাণের দিকে দা'ওয়াত দানকারী হয়ে যাও।

অতএব আয়াতের হুকুমটি হল সকল মুসলমানকে অন্তর্ভুক্ত করে। শুধু কিছু সংখ্যককে নয়। যেমন অন্য এক আয়াতে এসেছে :
- فاجتنبوا الرجس من الاوثان
সুতরাং তোমরা মূর্তিদের অপবিত্রতা থেকে বেঁচে থাক।[৩৩]
তাদের বক্তব্য হলো, উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় এটা বলা যাবে না যে, মূর্তিদের ভিতরে কিছু পবিত্র আর কিছু অপবিত্র, বরং সব ধরনের মূর্তি অপবিত্র। সুতরাং উক্ত আয়াতে من শব্দটি একই ধরনের সর্বজ্ঞাপক (جنسى)।

---

[২৫] ইবনুল জাওযী, *যাদুল্ মাসীর*, বৈরুত : আল মাকতাবুল ইসলামী, ১৪০৪ হি, ১ম খ, পৃ ৪২৪-৪২৫।

[২৬] ইবন হাযম আল আন্দালূসী, আল-মহল্লা, ১০ম খ, পৃ ৫০৫।

[২৭] হাফেয 'ইমাদুদ্ দীন ইবন কাসীর, *তাফসীরুল কুরআনিল 'আযীম*, বৈরুত : দারুল মারিফা, ১৯৮৭, ১ম খ, পৃ ৩০৬।

[২৮] শায়খ মুহাম্মাদ রশীদ রিযা, *তাফসীরুল মানার*, বৈরুত : দারুল মারিফা, ১৪০৭ হি, ৪র্থ খ, পৃ ২৬-৩৮।

[২৯] প্রাগুক্ত।

[৩০] শায়খ মুহাম্মদ আবূ যাহরা, প্রাগুক্ত, পৃ ২৭।

[৩১] সূরা আলে ইমরান : ১০৭।

[৩২] দ্র. তাফসীরে শালাবী, ১খ, পৃ ২৯৭; তাফসীরে মানার, ৪র্থ খ, পৃ ২৬-২৭।

[৩৩] সূরা হজ্জ : ৩০।

তারপর আয়াতে উম্মাহ শব্দ দ্বারা জামা'আত উদ্দেশ্য নয়। কেননা উম্মাহর অর্থ আরো ব্যাপক, অর্থাৎ গোটা জাতি।[৩৪]

খ. উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহর বাণী– واولئك هم المفلحون আয়াত অংশটিও ইশারা করে যে, দা'ওয়াহ সকলের উপর ফরযে আইন। কেননা তার অর্থ হল 'তারাই হল সফলকাম।' আর উপরোক্ত আয়াতে বলা হয়েছে, যারা কল্যাদের দা'ওয়াত দেয়, সৎ কাজের আদেশ দেয় ও অসৎ কাজ হতে নিষেধ করে, তারাই হল সফলকাম।

অতএব বুঝা যাচ্ছে, জীবনে সফলকাম হতে হলে দা'ওয়াতী কাজ করতে হবে। তাই ফরযে কেফায়া বলে সে ফরয আদায়কারীদের সাথে সফলতাকে সীমিত করা সহীহ নয়।[৩৫]
আর সফলতা অর্জন করা সকলেরই কাম্য। সফলতা কারো কাম্য এবং কারো কাম্য নয়– এ ধরনের বলাও সমীচীন হবে না।

সুতরাং সফলতা অর্জন করা যেমন সকলের কর্তব্য, সফলতা অর্জনে উপরোক্ত কাজগুলো করাও সকলের জন্য কর্তব্য। কেননা ইসলামী শরী'অতে বলা হয়েছে- ما لا يتم الواجب فهو واجب অর্থাৎ যা ব্যতীত একটা ওয়াজিব কাজ পূর্ণ করা সম্ভব হয় না, তা অর্জন করা ওয়াজিব।[৩৬]

গ. আল্লাহর বাণী[৩৭]–

> كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله -
>
> আর তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত, মানব জাতির কল্যাণের জন্যই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তোমরা সৎ কাজের নির্দেশ দান করবে ও অন্যায় কাজে বাধা দেবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে।[৩৮]

উপরোক্ত আয়াতের ভাষ্য থেকে বুঝা যায় যে, মুসলিম উম্মাহর অন্তর্ভুক্ত হতে হলে অবশ্যই তিনটি গুণ অর্জন করতে হবে।

১. সৎ কাজে আদেশ করা।
২. অসৎ কাজ হতে নিষেধ করা।
৩. আল্লাহর উপর দৃঢ়ভাবে ঈমান আনা।

অতএব যেখানে মুসলিম উম্মাহর অন্তর্গত হওয়া ফরযে আইন, সেখানে উক্ত গুণাবলী অর্জন করাও ফরযে আইন। কেননা উপরেই বলা হয়েছে, যে কাজ ব্যতীত একটি ওয়াজিব কাজ আদায় হয় না, সে কাজটি করাও ওয়াজিব। এটাই শরী'অতের বিধান বা মূলনীতি। তাই উপরোক্ত কাজগুলো যেহেতু ফরযে আইন, যা দা'ওয়াতেরই অন্তর্ভুক্ত, সেহেতু দা'ওয়াতী কাজও ফরযে আইন।

ঘ. আল্লাহর বাণী :

> والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر -
>
> আর ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী একে অপরের সহায়ক বন্ধু, তারা পরস্পরে সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করবে।[৩৯]

অতএব অত্র আয়াতের আলোকে দেখা যাচ্ছে, ইসলামী দা'ওয়াতী কাজের দায়িত্ব সকল মু'মিনের উপর। কেউ এই সাধারণ দায়িত্বের গণ্ডিমুক্ত নয়।

---

৩৪. শায়খ মুহাম্মাদ রশীদ রিযা, প্রাগুক্ত, ৪খ, পৃ ৩৬।

৩৫. প্রাগুক্ত।

৩৬. *তাফসীরে আবী আস্ সা'উদ*, ২খ, পৃ ৬৮।

৩৭. দ্র. আলূসী, প্রাগুক্ত, ৩খ, পৃ ২১।

৩৮. সূরা আলে ইমরান : ১১০।

৩৯. সূরা তাওবা : ১৭১।

হাদীস থেকে দলীল

ক. মহানবী মুহাম্মদ সা. বলেছেন :

> بلغوا عنى ولو اية -
>
> একটি আয়াত হলেও তার আমার পক্ষ থেকে পৌছে দাও।[৪০]

এতে বুঝা গেল, ইসলামের সামান্য একটি বিষয় হলেও তা অন্যের নিকট পৌছানো সকলের উপর দায়িত্ব।

খ. মহানবী সা. আরো বলেছেন :

> من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعفه الايمان -
>
> যে কেউ কোন অসৎ কিছু দেখবে, তা যেন তার হাত (শক্তি প্রয়োগ) দ্বারা প্রতিহত করে, অতপর এতে সামর্থ না থাকলে মৌখিকভাবে প্রতিহত করবে, এতেও সক্ষম না হলে অন্তরের (ঘৃণার) মাধ্যমে প্রত্যাখ্যান করবে। আর এটা দূর্বলতর ঈমানের পর্যায় বটে।[৪১]

এ হাদীস দ্বারা বুঝা গেল, যে কোন অবস্থায় সমাজে অন্যায় অপরাধ নিরোধে একজন মুসলমানকে অবশ্যই ভূমিকা রাখতে হবে।

বুদ্ধিভিত্তিক দলীল

উল্লেখ্য, এ মতের প্রবক্তাগণ বুদ্ধিভিত্তিক দলীলও উপস্থাপনের চেষ্টা করেছেন। যেমন শায়খ মুহাম্মদ আবদুহু বলেছেন :

> আল কুর'আন এর ভাষ্যটাকে এভাবে নিতে হবে যে, প্রত্যেক মুসলমান তার নিজের উপর যা ওয়াজিব করা হয়েছে সে সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে না। আর সে তো জ্ঞান অর্জন করা এবং সৎ ও অসতের মাঝে পার্থক্যসমূহ জানার ব্যাপারে আদিষ্ট।[৪২]

প্রত্যেক মুসলমান ইসলাম সম্পর্কে জানবে, এটাই স্বাভাবিক। সে যতটুকু জানবে ততটুকুই অন্যের নিকট পৌছাবে বা তার দা'ওয়াত দিবে। এ দৃষ্টিতে সকলকে দা'ওয়াতী কাজ করতে হবে এবং সকলের উপরই সেই কাজ করা ফরয।

এ ক্ষেত্রে আরো বলা হয় যে, দা'ওয়াতকে ফরযে কেফায়া বলা হলে গোটা দা'ওয়াতী কার্যক্রম ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কারণ একজন আরেক জনের উপর দায়িত্ব বর্তাবে এবং ব্যর্থতার জন্য দোষারোপ করবে। আর মুসলিম উম্মাহর অবস্থার দৃষ্টিতে মনে হয় বর্তমান অবস্থাও তাই। সুতরাং দা'ওয়াতকে ফরযে আইন বলাটাই অধিকতর উপযোগী ও শ্রেয়।

প্রথম পক্ষের দলীলসমূহ পর্যালোচনা

দ্বিতীয় পক্ষ থেকে প্রথম পক্ষের দলীলসমূহের সমালোচনা করা হয়। এখানে তাদের ক'টি ব্যাখ্যা উপস্থাপিত হলো :

১. প্রথম পক্ষের দলীলে উত্তরে বলা হয় যে, ولتكن منكم الخ আয়াতাংশে من শব্দটি কিছু সংখ্যক বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে– এটা নিশ্চিতভাবে বলা যথাযথ নয়। কেননা আরবী من শব্দটি একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন অনেকের মাঝে কিছু সংখ্যক বুঝাতে, বয়ান বা স্পষ্টকারী বুঝাতে, কোন বিষয় বা স্থানের শুরু বুঝাতে, এক জাতীয় বিষয়গুলো বুঝাতে (جنس), ইত্যাদি

---

[৪০] দ্র. ঈসা আত্-তিরমিযী, *আল-জামি'উস সাহীহ,* কিতাবুল 'ইলাম, ৫খ, পৃ ৩০।

[৪১] দ্র. ইবনুল মানযারী, *মুখ্তাসারু সাহীহ মুসলিম,* কিতাবুল ঈমান, ১খ, পৃ ১৬।

[৪২] শায়খ মুহাম্মদ রশীদ রিযা, প্রাগুক্ত, ৪খ, পৃ ২৯।

অর্থে আরবী من শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে আসছে। অতএব উপস্থাপিত দলীলের কোন একটা অংশে একাধিক ভাব বা অর্থ বুঝানোর সম্ভাবনা থাকলে নির্দিষ্ট একটা অর্থ নিয়ে অকাট্যতা প্রমাণের চেষ্টা করা যথাযথ নয়, যদি না অন্য কোন 'আলামত বা দলীল সেটাকে সমর্থন করে। অতএব তাদের মতে, উক্ত আয়াতে من শব্দ দ্বারা ইসলামী দা'ওয়াত ফরয হওয়ার বিষয়টিকে কিছু সংখ্যকের সাথে নির্দিষ্ট করা যথাযথ নয়।

২. দ্বিতীয় দলীলের উত্তরে বলা হয়, দা'ওয়াতী কাজ করতে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জনের শর্তটি এই আয়াত দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করা ঠিক নয়। কারণ আয়াতের ভাষ্য এই নয় যে, সে একমাত্র পাণ্ডিত্য অর্জন করতে পারলে দা'ওয়াতী কাজে অংশ গ্রহণ করতে পারবে, অন্যথায় পারবে না; বরং উপরোক্ত আয়াতটিতে বিশেষজ্ঞ দল তৈরী করার ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

৩. তৃতীয় দলীলের উত্তরে বলা হয় যে, আল্লাহর যমীনে কর্তৃত্ব করা দা'ওয়াতের পূর্বশর্ত নয়। বরং কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা দা'ওয়াতের একটা চূড়ান্ত পর্যায় বটে। ইসলামী দা'ওয়াহ কার্যক্রমের ক্রমধারায় কর্তৃত্ব পর্যায়ে পৌছতে আরো কয়েকটি পর্যায় অতিক্রম করতে হয়। যেমন প্রচার করা, এর পর দা'ওয়াতের বিষয়বস্তুর সমর্থকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, তারপর সংগঠিত করা, অতঃপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা। এটাই চূড়ান্ত পর্যায়। এর পূর্বের পর্যায়গুলো অতিক্রম না করে এ পর্যায়ে আসা সুকঠিন।

বুদ্ধিগত দলীলদ্বয়ের প্রথমটির উত্তরে বলা হয় যে, এ কথাটি সরাসরি একটি হাদীসের পরিপন্থী। তা হল–- بلغوا عنى ولو اية অর্থাৎ 'একটি আয়াত হলেও আমার পক্ষ থেকে তা অন্যের নিকট পৌছে দাও।' সুতরাং একজন মুসলমান হতে হলে সে ইসলামের কিছু না কিছু জানতে হবে। আর অন্যের নিকট তা পৌছাতেও হবে। এটাই ঈমানের দাবী। তবে সে তার যোগ্যতা ও সামর্থ অনুসারেই করবে। একজন সচেতন মুসলমান হিসেবে এই প্রশিক্ষণ নেয়া তার উপর ফরয। এই অবস্থায় সে যদি সামর্থ অনুসারে দা'ওয়াতী কাজ করে, তবে তা নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে– এমনটি বলা যথাযথ নয়।

বুদ্ধিভিত্তিক দ্বিতীয় দলীলের উত্তরে বলা হয় যে, একজনের পক্ষ থেকে অন্যের জিম্মা আদায় হয় সে ক্ষেত্রে, যেখানে জিম্মায় কার্যক্রম বা উপলক্ষ্য অবশিষ্ট থাকে না। যেমন জানাযার নামায, মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার পর তার কার্যক্রম শেষ হয়ে যায়। মৃত ব্যক্তিকে দীর্ঘ সময় মাটির উপর রেখে জানাযায় সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হলে পরিবেশ বিপর্যয়সহ আরো অনেক সমস্যা দেখা দিতে পারে। তাছাড়া, একই বিষয়ে সকলে বিশেষজ্ঞ হলে মানব জীবনের অন্যান্য দিকগুলোর ক্ষেত্রে বিপর্যয় দেখা দিতে পারে। একটি সমাজ গঠনে ডাক্তার যেমন প্রয়োজন, তেমনি ইঞ্জিনিয়ারেরও প্রয়োজন আছে, যেমন প্রয়োজন আছে অর্থনীতিবিদ ও রাজনীতিবিদদের। তাই অর্থনৈতিক কার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে শুধু অর্থনীতিবিদ নিয়োগ করলে অনেক অর্থনৈতিক কার্যক্রম বাকী থেকে যাবে। তাই সকলকেই কিছু না কিছু অর্থনৈতিক জ্ঞান থাকা এবং সেই অনুসারে কার্যক্রম পরিচালনা করা বাঞ্ছনীয়।

তাই দা'ওয়াতী বিশেষজ্ঞ হওয়া এবং তাদের দিক নির্দেশনায় দা'ওয়াতী কাজ করা এক বিষয় নয়। বিশেষজ্ঞ হওয়া ফরযে কেফায়া, কিন্তু দা'ওয়াতী কাজ করা ফরযে আইন তথা সকলের উপর ফরয।

আর দা'ওয়াতের বিষয়বস্তুর কোন শেষ নেই, তেমনিভাবে সমাজে দা'ওয়াত বিরোধী তৎপরতারও কোন শেষ নেই। তাই দা'ওয়াতের কার্যক্রম শেষ হয়েছে– এটাও বলা ঠিক নয়। কার্যক্রম যে অবস্থায় যেখানে থাকে, সেখানে সকলের উপর তা ফরয। এই দৃষ্টিতেও প্রমাণিত হয় যে, ইসলামের দা'ওয়াতে যথাসম্ভব আত্মনিয়োগ করা সবার উপর ফরযে আইন।

ফলাফল নেতিবাচক হওয়ার সম্ভাবনা– এই আশংকায় দা'ওয়াতী কাজ থেকে কাউকে বিরত রাখাও অনেক সময় যথাযথ নয়। যেমন অনেক তোতলা ব্যক্তি স্পষ্ট ও সুন্দরভাবে কথা বলতে অক্ষম। কিন্তু অনেক সময় তার কথাও মানুষ মনোযোগ দিয়ে শোনে। অতএব কোন দিক দিয়ে অযোগ্য হলেই তার

উপর দা'ওয়াত ফরয নয়– এ বলে তাকে বিরত রাখা উচিত হবে না। সব সময় শুধুই ফলাফল দেখলেই চলবে না। আল্লাহ্ আমাদেরকে কাজ করতে আদেশ দিয়েছেন। প্রকৃত ফলাফল সম্পর্কে একমাত্র তিনিই জ্ঞাত। যেমন আল্লাহর বাণী :

وقال اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله و المؤمنون وستردون إلى عالم الغيب و الشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون -

> অর্থাৎ, আর তুমি বলে দাও, তোমরা আমল করে যাও, তার পরবর্তীতে আল্লাহ্ দেখবেন তোমাদের কাজ এবং দেখবেন রাসূল ও মুসলমানগণ। তাছাড়া, তোমরা শীঘ্রই প্রত্যাবর্তিত হবে তাঁর সান্নিধ্যে যিনি গোপন ও প্রকাশ্য বিষয়ে অবগত। তারপর তিনি জানিয়ে দেবেন তোমাদেরকে যা করতে।[৪৩]

দ্বিতীয় পক্ষের দলীলসমূহ পর্যালোচনা

প্রথম পক্ষ থেকেও দ্বিতীয় পক্ষের দলীলসমূহের সমালোচনা করা হয়।

প্রথমত আল কুর'আনের আলোকে উপস্থাপিত দলীলগুলোর পর্যালোচনা

ক. আয়াতে উল্লেখিত শব্দটি নিয়ে পূর্বেই আলোচিত হয়েছে, এর বিভিন্ন অর্থের সম্ভাবনা রয়েছে। অতএব এর দ্বারা দা'ওয়াত ফরযে আইন হওয়ার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যথার্থ নয়।

খ. আয়াতে উল্লেখিত اولئك هم المفلحون শব্দটি দ্বারা দা'ওয়াত ফরযে আইন হওয়ার ব্যাপারে দলীল চয়নও যথার্থ নয়। কেননা উভয় পক্ষের মতে দা'ওয়াত ফরয হওয়ার ব্যাপারে মতবিরোধ নেই। বরং মতবিরোধ হল সেই ফরয কিভাবে আদায় করা হবে– তা নিয়ে। আর উক্ত আয়াতে দা'ওয়াত ফরয হওয়ার ব্যাপারে জোর দেয়া হয়েছে। কিন্তু ফরযে আইন বা ব্যক্তিগতভাবে সকলের উপর ফরয হওয়ার অর্থে আসেনি। সুতরাং দলীলটি যথাস্থানে ব্যবহৃত হয়নি।

তারপর সফলতা লাভের শর্তে আয়াতকে যেভাবে সীমিত করা হয়েছে, সেটাও সঠিক নয়। কেননা সফলতা লাভের জন্য আরো অনেক বিষয় আছে যেগুলো উক্ত আয়াতে আসেনি। তাই সাফল্যের শর্তাবলী শুধু উক্ত আয়াতের আলোকেই সীমিত (حصر) করা যথাযথ নয়।

গ. পরবর্তী দু'টি দলীলের উত্তরে বলা হয় যে, এগুলো দা'ওয়াতের তাৎপর্য ও গুরুত্ব এবং মুসলিম উম্মাহর জন্য এর প্রয়োজনীয়তার কথা ব্যক্ত হয়েছে। যে জন্য একে গোটা মুসলিম উম্মাহর উপর ফরয করে দেয়া হয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে, এটা নামায রোযার মত ফরযে আইন। আল কুর'আন যে বিষয়টির গুরুত্ব দিয়েছে, তা হল 'লক্ষ্যমাত্রা অর্জন' (حصول المطلوب) বা দা'ওয়াতী কাজ আন্‌জাম দেয়া, অন্যান্য সমাজের তুলনায় ইসলামী সমাজের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা এবং মুসলমানদের সফলতার কারণ বর্ণনা করা।

দ্বিতীয়ত হাদীসের আলোকে উপস্থাপিত দলীলের পর্যালোচনা

হাদীস দ্বারা যে দলীলগুলো উপস্থাপন করা হয়েছে, সেগুলো দা'ওয়াতে ইসলামের তাৎপর্য ও গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে। সত্যের প্রচার ও অসত্যের মূলোৎপাটন করার ব্যাপারে মুসলমানদের চরম দায়িত্বের দিকেও ইশারা করা হয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে একটি কাজে পূর্ণাঙ্গরূপে এককভাবে অংশগ্রহণের জন্য নির্ধারিত করা হয়েছে। যেমন নামায, রোযাতে করা হয়। সুতরাং দা'ওয়াতী কাজটি সুসম্পন্ন হওয়াটাই বড় কথা। কোন ব্যক্তি বা জামা'আতের পক্ষ থেকেও হতে পারে। যেমন একটি রাস্তা দিয়ে একদল লোক হেটে যাচ্ছে, তাদের সামনে একজন সম্মানিত ব্যক্তি আসল, ঐ দলের কেউ সে ব্যক্তিকে সালাম দিলেই সকলের পক্ষ থেকে সালাম দেয়া হয়ে যাবে। কিন্তু সকলেই যদি আলাদা আলাদা পর পর সালাম দিতে শুরু করে, তখন তা হাস্যকর বা বিরক্তিকর অবস্থায় পর্যবসিত হবে। এমনিভাবে কোন ব্যক্তি যদি

---

[৪৩] সূরা তাওবা : ১০৫।

অন্যকে নামাযের জন্য আহবান করে নামাযে নিয়ে আসে, তাহলে সকলের থেকেই দায়িত্ব পালন হয়ে যাবে। কিন্তু একমাত্র ফরয আদায়ের লক্ষ্যে যদি সকলেই এক ব্যক্তিকে দা'ওয়াত দিতে হয়, তবে বিষয়টি সকলের জন্যই জটিল আকার ধারণ করবে।

অগ্রগণ্য মত কোনটি?

উপরোক্ত দু'টি মত পর্যালোচনার পর দেখা গেল ফরযে আইন বা ফরযে কেফায়া হওয়ার পক্ষে কুর'আন হাদীসের আলোকে সুস্পষ্ট বা সুনির্দিষ্ট কোন নীতিমালা নেই। উপরোক্ত সব দলীল দা'ওয়াত ফরয হওয়ার ব্যাপারে জোর তাগিদ দিয়েছে নিঃসন্দেহে। তবে সে ফরয কিভাবে আদায় করা হবে তা বিচার করতে গেলে অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, সেটা এককভাবে ফরযে কেফায়াও নয় এবং এককভাবে নামায, রোযার মত ফরযে আইনও নয়। দা'ওয়াতী কাজটির প্রকৃতি অনুসারে বলা যায় এটা সাধারণত ফরযে কেফায়া।

কোন একটি সমাজে কিছু সংখ্যক লোক দ্বারা সেই কাজে আন্জাম দেয়া হলে সকলের পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে। এ দিক দিয়ে যা অন্যের পক্ষ থেকে আদায়যোগ্য, তা ফরযে কেফায়া, এটা মূলত ধরন হিসেবে। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্র আছে, যেখানে দা'ওয়াত ফরযে আইনের মতই ফরয হওয়ার বিবেচনার দাবী রাখে।

দা'ওয়াতে ইসলাম যখন ফরযে 'আইন

ক. রাষ্ট্রকর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হওয়া : রাষ্ট্র কর্তৃক যদি কোন ব্যক্তিকে দা'ওয়াতী কাজে নিয়োগ করা হয়, তবে তা তার উপর ফরযে আইন হিসেবেই বিবেচিত হবে। সমাজে অন্য ব্যক্তি তার পক্ষ থেকে আদায় করবে বা আদায় হবে, তা গ্রহণযোগ্য নয়। যদি না সে শরী'অতের দৃষ্টিতে স্বীকৃত কোন অসুবিধায় নিপতিত হয়।

'আল্লামা মাওয়ারদীর মতে, রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে মুহতাসেব (অপরাধ নিরোধে সমাজকর্মী) নিয়োগ হলে তার দায়িত্ব ফরযে আইন হিসেবে বিবেচিত।[৪৪]

মোটকথা, কোন দায়িত্বে নিয়োজিত হলে সেটা আমানত হিসেবে গণ্য, আর আমানত আদায় করা ফরযে আইন। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلى اهلها -

> নিশ্চয়ই আল্লাহ আদেশ করেছেন আমানতসমূহকে তার অধিকারীদের নিকট পৌঁছে দেয়ার জন্য।[৪৫]

খ. দা'ওয়াত সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ হওয়া : কোন এক ব্যক্তি যদি নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা বিষয় সম্পর্কে একক জ্ঞানের অধিকারী হয়, সে ক্ষেত্রে তার উপর দা'ওয়াতী কাজ ফরযে আইন হিসেবে পরিগণিত হয়।

আল্লাহ ইবনুল 'আরাবী বলেন :

وقد يكون فرض عين اذا عرف المرء فى نفسه صلاحية النظر والاستقلال بالجدال
او عرف ذلك منه -

> কোন ব্যক্তি এককভাবে যুক্তি তর্কে ক্ষমতাবান হলে বা এ ব্যাপারে প্রসিদ্ধি লাভ করলে তার উপর সেটা করা ফরযে আইন হয়ে যায়।[৪৬]

---

[৪৪] দ্র. আবুল হাসান আল মাওয়ারদী, *আল আহকাম আস সুলতানিয়া*, পৃ ২০।

[৪৫] সূরা নিসা : ৫৮।

[৪৬] ইবনুল 'আরাবী, প্রাগুক্ত, ২খ, পৃ ২৯২।

ইমাম নওবী বলেন :

والامر بالمعروف والنهى عن المنكر فرض كفاية وقد يكون فرض عين اذا كان فى موضع لا يعلم به الا هو -

> সত্যের আদেশ ও অসত্যের নিষেধমূলক কাজটি ফরযে কেফায়া, তবে কখনো কখনো তা ফরযে আইন হয়। বিশেষত এমন ক্ষেত্রে হয়, যে সম্পর্কে কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউ জানে না (তখন সে ব্যক্তির উপর ফরযে আইন হয়)।[৪৭]

এমনিভাবে মোল্লা আলী ক্বারীও অনুরূপ মত পেশ করেছেন।[৪৮]

মোটকথা, কেউ কোন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হলে আর তা গোপন করলে সেটা তথ্য গোপন করারই নামান্তর, যা নিষিদ্ধ। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتمو الحق وانتم تعلمون -

> সত্যকে বাতিলের সাথে মিশ্রিত করো না, আর যা জান সে সত্য গোপন করো না।[৪৯]

অর্থাৎ বিশেষজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও দা'ওয়াতী কাজ না করা তা গোপন করারই নামান্তর। সুতরাং এ ক্ষেত্রে তার উপর ফরযে আইন হয়ে যায়।

গ. **বিশেষ দা'ওয়াতী কাজে সামর্থ গুটি কয়েক ব্যক্তির মধ্যে সীমিত হওয়া :** নির্দিষ্ট কোন বিষয়ে দা'ওয়াতী কাজ করা ফরযে আইন হয়ে যায়।

আল্লামা ইবন তাইমিয়া সমাজকর্মী নিয়োগে এ মতই পোষণ করেছেন। তিনি বলেন, কোন বিষয়ে একক সামর্থবান ব্যক্তির উপর তা ফরযে আইন হয়ে যায়।[৫০]

এমনিভাবে ইমাম নওবী ও ইমাম গায্যালীও মতামত ব্যক্ত করেছেন।[৫১] আর বিষয়ে কুর'আন কারীমেরও সমর্থন আছে বলে মনে হয়। যথা আল্লাহর বাণী :

فاتقو الله ما استطعتهم –

> তোমরা যথাসাধ্য আল্লাহকে ভয় কর।[৫২]

ঘ. **আদর্শিক মডেল উপস্থাপনার মাধ্যমে দা'ওয়াত দান :** ইসলামী শরী'আহ মানা সকলের উপর ফরযে আইন। তাই ইসলামী শরী'আহ মানতে গেলে ইসলামের বিভিন্ন বিষয় তার আচার আচরণে ফুটে উঠবে। এটাই আদর্শিক মডেল উপস্থাপনের মাধ্যমে দা'ওয়াত, যা সকলের উপর ফরযে আইন। আর এ বিষয়ে কুর'আন কারীমেরও সমর্থন আছে বলে মনে হয়। ইরশাদ হচ্ছে :

وقال اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون -

> আর বলুন, তোমরা কাজ কর, অচিরেই তোমাদের কাজ আল্লাহ্ দেখবেন, আর তাঁর রাসূল ও মুমিনগণও (দেখবেন)।[৫৩]

কারো কারো মতে, পরিবর্তিত অবস্থা ভয়াবহ হলে দা'ওয়াহ ফরযে আইন। অর্থাৎ যখন দা'ঈদের সংখ্যা স্বল্প, অথচ অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও অপরাধ প্রবণতা ইত্যাদি ব্যাপক হারে প্রসার লাভ করে, তখন প্রত্যেকের সামর্থ অনুসারে দা'ওয়াতী কাজ করা সকলের উপর ফরযে আইন।

---

[৪৭] দ্র. ইমাম নওবী, *শরহে মুসলিম*, ২খ, পৃ ২৩।

[৪৮] দ্র. মোল্লা আলী ক্বারী, *আল-মুবীন আল-মুয়ীন লি ফাহমি আল আরবাঈন*, পৃ ১৮৯।

[৪৯] সূরা বাকারা : ৪২।

[৫০] দ্র. ইবন তাইমিয়া, *আল হিসবাতু ফিল ইসলাম*, পৃ ১২-১৩।

[৫১] দ্র. ইমাম নওবী, প্রাগুক্ত, ইমাম গায্যালী, *ইহয়াউ 'উলূমুদ্দীন*, ২খ, পৃ ৩১১-৩১২।

[৫২] সূরা তাগাবুন : ১৬।

[৫৩] সূরা তাওবা : ১০৫।

> যেমন বর্তমান অবস্থা। এ অবস্থায় অনেক 'উলামা কিরাম দা'ওয়াতী কাজ ফরযে আইন হওয়ার পক্ষে রায় দিয়েছেন।[৫৪]
>
> তবে এখানে কথা হলো, ফরয নির্ধারণ হয় কুর'আন-সুন্নাহর নির্দেশ দ্বারা, যুগের চাহিদার দ্বারা নয়। তাই উপরোক্ত মতটি যথাযথ নয় বলে মনে হয়।

উপসংহারে বলা যায়, আদায় পদ্ধতি বিবেচনায় এটি ফরযে কেফায়া। তবুও যারা ফরযে কেফায়া বলেছেন, তাঁরাও ক্ষেত্র বিশেষে একে ফরযে আইন হিসেবে মেনে নিয়েছেন। যেমন ইবনুল আরাবী, মাওয়ারদী, নওবী, ইবন তাইমিয়া প্রমুখ। তবে ফরযে কেফায়া ধরে নিয়ে পরস্পরে দায়িত্ব অবহেলা করা উচিত নয়। এটা সমগ্র উম্মাহর দায়িত্ব তাই সকলের যথাসাধ্য কিছু না কিছু অংশ গ্রহণ করা উচিত।

---

[৫৪] দ্র. শায়খ ইবন বায, *আদ-দা'ওয়াতু ইলাল্লাহ,* পৃ ১৬।

অধ্যায় : আট

দা'ওয়াতে ইসলাম : ব্যক্তি প্রকরণ ও কর্মকৌশল

দা'ওয়াতে ইসলাম গোটা মানবজাতির জন্য। মহানবী সা.-কে উদ্দেশ্য করে আল কুর'আনে বলা হয় :

وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا –

> গোটা মানবজাতির জন্য আপনাকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে পাঠিয়েছি।

অতএব 'আরব অনারব সকলেই ইসলামী দা'ওয়াহর লক্ষ্যস্থল।

দা'ওয়াতে ইসলামে ব্যক্তি প্রকরণ ও কর্মকৌশল

যে ব্যক্তি বা ব্যক্তি সমষ্টিকে উদ্দেশ্য করে দা'ওয়াত দেয়া হয় তাদেরকে মাদ'উ বলে। দা'ওয়াতে ইসলাম সকল মানুষের জন্য উন্মুক্ত। এর পরও দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির বিভাজন করতে হয়। এবং সে অনুযায়ী দা'ওয়াত প্রদানের পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হয়।

ক. সৃষ্টিগত দিক দিয়ে

সৃষ্টিগত দিক দিয়ে মাদ'উ নারী-পুরুষ। শুধু পুরুষদেরই দা'ওয়াত দেয়া হবে না বরং; মহিলাদেরকেও দা'ওয়াত দিতে হবে। দ্বীন সম্পর্কে জানার ক্ষেত্রে নারী পুরুষের অধিকার সমান। এ মর্মে কুরআনে বলা হয় :

من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون -

> যে সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং সে ঈমানদার পুরুষ হোক কিংবা নারী, আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং প্রতিদানে তাদেরকে উত্তম কাজের কারণে প্রাপ্য পুরস্কার দেব যা তারা করত।[1]

বরং নারীদেরকে দা'ওয়াত প্রদানের ক্ষেত্রে প্রাধান্য দেয়া উচিত। কারণ একজন নারী মানে একটি ঘর, একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। যেখান থেকে নতুন প্রজন্ম শিক্ষা লাভ করে, তাদের জীবনের ভিত্তি রচিত হয়। এজন নারীগণের মাঝে কুর'আন চর্চা ও হিকমত শিক্ষা দেয়ার জন্য আল্লাহ পাক আদেশ করেছেন। আর মহিলাদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন :

واذكرن ما يتلى فى بيوتكن من أيت الله والحكمة ان الله كان لطيفا خبيرا –

> আল্লাহর আয়াত ও জ্ঞানগর্ভ বিষয়, যা তোমাদের গৃহে পাঠ করা হয়, তোমরা স্মৃতিচারণ করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী, সর্ববিষয়ে খবর রাখেন।[2]

নারী পুরুষের মাঝে সৃষ্টিগতভাবেই কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। যা দা'ওয়াতের ক্ষেত্রেও বিবেচ্য । যেমন– পুরুষরা সাধারণত কর্কশ মেজাজী, হিম্মত ও সাহসিকতায় অগ্রগামী, ঝুঁকি নিতে পারে, অধিক কৌতুহলী, পরিশ্রমী, কোন কাজে চলমান ও অধ্যবসায়ী, অধিক চিন্তাশীল, সূক্ষ্মদর্শী এবং পরস্পর আত্মরক্ষী। পক্ষান্তরে নারীর হৃদয় অধিক কোমল, বেশী আবেগপ্রবণ, মমতাময়ী, পরসেবী, সৌন্দর্যবিলাসী, নাটকীয়তায় অধিক পারদর্শী, সামাজিক প্রবণতা প্রবল, প্রেরণাময়ী, প্রেমময়ী, আক্রমণের মুখে সহায়ক অন্বেষণী, হায়েয নেফাসে শারীরিক ও মানসিক প্রভাবে বাধাগ্রস্ত। এমনিভাবে তারা দ্রুত রাগান্বিত হয়, আবার দ্রুত থেমে যায়। দ্রুত সিদ্ধান্ত নেয় এবং নিকট অবস্থাকে প্রাধান্য দেয়, ইত্যাদি।

---

[1] সূরা নাহল : ৯৭।

[2] সূরা আহযাব : ৩৪।

অতএব দা'ওয়ার ক্ষেত্রে পুরুষের তুলনায় মহিলাদের মাঝে আবেগ উদ্দীপক দা'ওয়াতী কৌশলগুলোর প্রাধান্য থাকা বাঞ্ছনীয়। তাছাড়া, নারী পুরুষ উভয়ের মাঝে উপস্থাপন, শিক্ষা, প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রগত স্বাতন্ত্রতা কাম্য। যেহেতু সৃষ্টিগত আবেদনে দায়িত্বগত ও বৈচিত্র্য রয়েছে। যেমন– শিশু জন্মদান, লালন-পালন, প্রাথমিক শিক্ষা ও সংসার গুছানোর দায়িত্ব স্বভাবত মহিলাগণই লাভ করে থাকেন। সেহেতু শিক্ষা প্রশিক্ষণে অবশ্যই স্বাতন্ত্রতা থাকা উচিত। অপর দিকে উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থাপনা, ব্যবসা বাণিজ্য, কলকারখানা, স্থাপত্য, নির্মাণ ইত্যাদি কঠোর শ্রমনির্ভর কর্মক্ষেত্রে পুরুষের প্রাধান্য বিবেচনায় আনা উচিত। অন্যথায় এ ক্ষেত্রেও নারীদেরকে নিয়োজিত করলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম বিনষ্ট হয়ে মানব সমাজ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে পারে।

অতএব উভয় শ্রেণীর কর্মক্ষেত্র অনুসারে দা'ওয়াতী পরিকল্পনাতেও স্বতন্ত্র কর্মপরিকল্পনা থাকা বাঞ্ছনীয়।

দা'ওয়াহ বিশেষজ্ঞগণের কেউ কেউ মনে করে মাদ'উকে বুদ্ধিমান ও বালেগ হতে হবে। যেমন প্রফেসর আবদুল করীম যায়দান ও ড. মহিউদ্দীন আলওয়াঈ[৩]। আমার মতে এটা যথাযথ নয়, কারণ এটা মেনে নিলে শিশু, আহম্মক, বোকা, বোবা ও পাগল ইত্যাদি শ্রেণীর লোকজনকে দা'ওয়াতের গণ্ডী থেকে বের করে দিতে হয়। যা বিজ্ঞজনোচিত নয়। কারণ বর্তমান মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসা গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, ধর্মীয় ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ করে অনেক পাগল ও বোকা ব্যক্তিকে ভাল করা যায়। আল কুর'আন রহমত ও শেফা। আল্লাহ বলেন :

> وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الاخسارا –
>
> আমি কুরআনে এমন বিষয় নাযিল করি যা রোগের সুচিকিৎসা এবং মুমিনদের জন্য রহমত। গোনাহগারদের তো শুধু ক্ষতিই বৃদ্ধি পায়।[৪]

আর দা'ওয়াতে শিশুদের গুরুত্ব আরো বেশী। তারাই মানব সমাজের বীজস্বরূপ। আজকের শিশু কালকের নেতা, শিক্ষক, বিজ্ঞানী, আরো কত কি। হাদীস শরীফে বলা হয়েছে :

> كل مولد يولد على الفطرة فابواه يهودانه او ينصرانه او بمجسانه -
>
> প্রত্যেক শিশুই তার স্বভাবজাত অবস্থার জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তার পিতা-মাতা তাকে হয় ইহুদী বানায়, না হয় নাসারা কিংবা অগ্নিউপাসক মাজুসীতে রূপান্তরিত করে।[৫]

এমনিভাবে যারা সৃষ্টিগতভাবে প্রতিবন্ধী তাদেরকে উপেক্ষা করা যাবে না। ইসলামী দা'ঈদের জন্য উচিত নয়, পাগল ও অন্যান্য প্রতিবন্ধী এবং শিশুদেরকে দা'ওয়াতের গণ্ডী থেকে বের করে দেয়া এবং অমুসলিম মিশনারীদের হাতে ছেড়ে দেয়া। ফলে তারা লালন পালন ও চিকিৎসা করে ধর্মান্তারিত করবে, আর আমরা সকলে তাদের সমাজসেবা বলে শুধু বাহবা দেব। আল কুরআনে এক অন্ধ উম্মে মাকতূমকে উপেক্ষা করার প্রসঙ্গে পরোক্ষভাবে তিরস্কার করা হয়েছে এভাবে :

> عبس وتولى ان جاءه الا عمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى –
>
> 'তিনি ভ্রুকুঞ্চিত করলেন এবং মুখ ফিরিয়ে নিলেন। কারণ, তার কাছে এক অন্ধ আগমন করল। আপনি কি জানেন, সে হয়তো পরিশুদ্ধ হত অথবা উপদেশ গ্রহণ করতো এবং উপদেশে তার উপকার হতো।[৬]

---

[৩] শায়খ আবদুর কারীম যায়দান, *উসূলুদ দা'ওয়াহ*, ইসকান্দারিয়া : দারু উমর ইবনিল খাত্তাব, ১৯৭৬, পৃ ৩৫৮; আরো দ্র. ড. মহিউদ্দীন আলওয়াঈ, *মিনহাজুদ দু'আত*, জেদ্দাহ : মাক্তাবাহ 'উকায, ১৯৮৫, পৃ ৭৩।

[৪] সূরা বনী ইসরাঈল : ৮২।

[৫] *বুখারী*, কিতাবুল জানায়েজ, বাবু মা কীলা ফি আউলাদিল মুশরিকীন, ২খ, পৃ ২০৮।

[৬] সূরা 'আবাসা : ১-৪।

খ. আত্মীয়তার নৈকট্যতার দিক দিয়ে

অনেক মাদ'উ আছেন যারা দা'ঈর সাথে রক্ত সম্পর্কিত আত্মীয়-স্বজন। সাধারণ জনগণের চেয়ে দা'ঈর নিকট তাদের গুরুত্ব আলাদা। রক্তের টানে দা'ঈর কথার প্রভাব বেশী হয়ে থাকে। তারপর তাদের পক্ষ থেকে দা'ঈর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা বা নির্যাতন করার সম্ভাবনা কম। যদিও এর উল্টোও হতে পারে। যেমন হযরত ইবরাহীম 'আ. তাঁর পিতার পক্ষ থেকেই প্রথম বাধা পেয়েছিলেন। তবে সাধারণত পূর্ব সম্পর্কের কারণে নিকটাত্মীয় স্বজনের মাঝে দা'ওয়াতী কাজ করা দা'ঈর জন্য সহজ ও অধিকাংশ ক্ষেত্রে অধিক ফলপ্রসূ। কারণ দা'ঈ তাদেরই একজন, তিনি তাদের আবেগ উদ্দীপনা, ঝোঁক-প্রবণতা ও দুর্বলতা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত এবং এর কিছু কিছুর সাথে জড়িতও বটে।

সুতরাং দা'ওয়াত দিতে হবে প্রথমে পরিবারের স্বজনদেরকে, অতঃপর নিকটতম আত্মীয়-স্বজনকে, তারপর বন্ধু-বান্ধব ও পরিচিতজনকে, এরপর প্রতিবেশীকে, তারপর অন্যদেরকে। মাদ'উ নির্বাচনে নিকটাত্মীয়দেরকে প্রাধান্য দেয়ার বিধান আল কুরআনেও এসেছে। সেখানে মহানবী সা.কে বলা হয় :

> وانذر عشرتك الأقربين –
>
> আপনি নিকটতম আত্মীয়দেরকে সতর্ক করুন।[৭]

দা'ঈ তার নিজের পরেই নিজ পরিবারের নাযাতের চিন্তা করতে আদেশ দেয়া হয় এ আয়াতের মাধ্যমে :

> يايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا –
>
> হে মুমিনগণ, তোমরা নিজেদেরকে ও তোমাদের পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর।[৮]

গ. বয়সগত দিক দিয়ে

বয়সের তারতম্যও মাদ'উর মাঝে তারতম্য ঘটে। বয়সের দিক দিয়ে কেউ শিশু, কেউ যুবক, কেউ পৌঢ় বা বৃদ্ধ। মনস্তাত্ত্বিক গবেষণায় দেখা গিয়েছে, মানুষের বয়সের এ তারতম্যের কারণে সে সব অবস্থায় বৈচিত্র্যময় মনস্তাত্ত্বিক অবস্থায় মানুষ অতিবাহিত করে। একজন শিশু যে পরিমণ্ডলে যে চিন্তা করে, একজন যুবক তা করে না কিংবা একজন বৃদ্ধও তা করে না। প্রত্যেকের চিন্তা-চেতনা, উদ্দীপনা, কর্মতৎপরতার মাঝে পার্থক্য লক্ষণীয়। একজন শিশুকে যে ভাষায় কিংবা যে বিষয়ে যেভাবে কথা বলা হবে, একজন যুবককে অথবা একজন বৃদ্ধকে সেভাবে কথা বলা যাবে না।

শিশুদেরকে বস্তুগত দিক নির্দেশনা ও উপমা উদাহরণের উপর জোর দিতে হবে। যুবকদের বেশী বেশী স্বপ্ন ও আশা আকাঙ্খা জাগাতে হবে। জীবনে মহা পরিকল্পনা, আবেগ, উদ্দীপনা, নিয়ন্ত্রণ, শৃঙ্খলাবোধ, সাহসিকতা, নেতৃত্ব ইত্যাদির দ্বার উন্মোচন করে বাস্তববাদিতা প্রদর্শন করতে হবে। সেখানে বৃদ্ধদেরকে মৃত্যুর ভয়, পরকালীন জীবন ও পূর্বতন জীবনযুদ্ধের অভিজ্ঞতামূলক স্মৃতিচারণ করে আকৃষ্ট করতে হবে। এভাবে বিভিন্ন বয়সের বিভিন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে দা'ওয়াতে ভিন্ন ভিন্ন পরকল্পনা ও পদ্ধতি অবলম্বন করলে অধিক ফলাফল লাভ করা দা'ঈর জন্য সহজ হবে।

---

[৭] সূরা শু'আরা : ২১৪।

[৮] সূরা তাহরীম : ৬।

ঘ. ধর্মীয় দিক দিয়ে

মানুষ বিভিন্ন ধর্মের অনুসারী। যেমন আল্লাহর বাণী :

كان الناس امة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه والله يهدى من يشاء الى صراط مستقيم –

> সকল মানুষ একই .জাতিসত্তার অন্তর্ভুক্ত ছিল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা পয়গম্বর পাঠালেন সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী হিসেবে। আর তাদের সাথে অবতীর্ণ করলেন সত্য কিতাব, যাতে মানুষের মাঝে বিতর্কমূলক বিষয়ে মীমাংসা করতে পারেন। বস্তুত কিতাবের ব্যাপারে অন্য কেউ মতভেদ করেনি; কিন্তু পরিষ্কার নির্দেশ এসে যাবার পর নিজেদেরকে পারস্পরিক জেদবশত তারাই করেছে, যারা কিতাবপ্রাপ্ত হয়েছিল। অতঃপর আল্লাহ ঈমানদারদেরকে হিদায়াত করেছেন সেই সত্য বিষয়ে, যে ব্যাপারে তারা মতভেদে লিপ্ত হয়েছিল। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সরল পথ বাতলে দেন।[৯]

দা'ওয়াত দেয়ার পর প্রথমত মানুষ দু'ভাগে বিভক্ত হয়। কেউ সাড়া দিল আর কেউ সাড়া দেয় নি, অস্বীকার করল। যারা সাড়া দিল তারা মু'মিন মুসলমান। জান্নাতবাসীদের পরিচয়ে বলা হয় :

والذين امنوا باياتنا وكانوا مسلمين -

> আর যারা আমার নিদর্শনের প্রতি ঈমান আনল, আর তারা ছিল মুসলমান।[১০]

আর যারা দা'ওয়াতে সাড়া দেয় নি বরং অস্বীকার করলো তারা কাফির। এদের সম্পর্কে বলা হয় :

والذين كفروا عما انذروا معرضون –

> আর যে বিষয়ে তাদের সতর্ক করা হচ্ছে সে বিষয়ে যারা অস্বীকার করল, তারা দা'ওয়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া ব্যক্তিবর্গ।[১১]

এছাড়া মানুষের মধ্যে এমন লোক আছে, যারা বাহ্যত ইসলাম গ্রহণ করেছে বলে প্রকাশ করলেও গোপনে কুফরীর মাঝেই নিপতিত। তারা হল মুনাফিক। তাই আল কুরআনে মু'মিন ও কাফিরের মাঝামাঝি আরেক শ্রেণীর লোকের কথা উল্লেখ করা হয়েছে নিম্নোক্ত আয়াতে :

يايها النبى اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ان الله كان عليما حكيما –

> হে নবী, আল্লাহকে ভয় করুন এবং কাফের ও কপট বিশ্বাসীদের কথা মানবেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।[১২]

অতএব দা'ওয়াতে ইসলাম কবুল করা না করার দিক দিয়ে মানব সমাজ তিন ভাগে বিভক্ত।

- মু'মিন মুসলমান।
- অমুসলিম।
- মুনাফিক।

---

[৯] সূরা বাকারা : ২১৩।

[১০] সূরা যুখরুফ : ৬৯।

[১১] সূরা আহকাফ : ৩।

[১২] সূরা আহযাব : ১।

মু'মিন মুসলমান

তারা হল ঐ ব্যক্তিবর্গ যারা মনে প্রাণে কাজে কর্মে ইসলামী দা'ওয়াত কবুল করেছে। যদিও তাদের ঈমান ও আমলে পার্থক্য আছে। যে জন্য আল কুরআনে তাদেরকে তিন স্তরে বিভক্ত করে।

- কল্যাণকর ও পূণ্য কর্মে অগ্রগামী।
- নিজের উপর যুলুমকারী।
- মুক্তাসিদ বা উভয়স্তরের মাঝামাঝিতে অবস্থানকারী।

এগুলো নিম্নোক্ত আয়াতে বিবৃত হয় :

ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فنهم ظالم ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير -

> অতঃপর আমি কিতাবের অধিকার করেছি তাদেরকে, যাদেরকে আমি আমার বান্দাদের মধ্য থেকে মনোনীত করেছি। তাদের কেউ কেউ নিজের প্রতি অত্যাচারী, কেউ মধ্যপন্থা অবলম্বনকারী এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহর নির্দেশক্রমে কল্যাণের পথে এগিয়ে গেছে। এটাই মহা অনুগ্রহ।[১৩]

কল্যাণকর ও পূণ্যকর্মে অগ্রগামী : এরা ঐ শ্রেণীর খাঁটি মু'মিন মুত্তাকী লোক, যারা সব সময় আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূল সা. প্রদর্শিত বিধি বিধানের অন্বেষণকারী ও বাস্তব জীবনে অনুসরণকারী। ইসলামের বিধি-নিষেধ পালনের মাঝে তারা অমীয় তৃপ্তি লাভ করে থাকে। সব সময় অধিক যিকির, ফিকির, 'ইবাদত-বন্দেগী ও কল্যাণকর কাজে লিপ্ত থাকে এবং এতে আরো কত অধিক মনোনিবেশ করা যায়, তাতে তারা সদাচেষ্ট। কুফরী বা নেফাকী তো দূরের কথা, কোন রকম গুনাহের প্রতি তাদের ঝোঁক নেই। কোন্ কাজ করলে আল্লাহ পাক অধিক সন্তুষ্ট হবেন তা নিয়ে প্রতিযোগিতায় নিমগ্ন। আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধানের অনুসরণকেই তাদের জীবনের মূলব্রত বানিয়ে নিয়েছে। তাদের ভাষ্য এ আয়াত অনুসারে:

قل إن صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين -

> বলুন, আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও মরণ সারা জাহানের প্রভু আল্লাহর জন্যই।[১৪]

ইসলামের দা'ঈগণ এ শ্রেণীর মুসলমানদেরকে নেক কাজে আরো উৎসাহিত করবে, তাদের বাধা অপসারণে সহযোগিতা করবে, আরো অগ্রগামী হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করবে। যেন তাদের তাক্ওয়া পরহেযগারী আরো বেড়ে যায়, ঈমান আরো দৃঢ় হয়, তাদের অগ্রযাত্রায় তারা সচল থাকে। এ শ্রেণীর মু'মিন সম্পর্কে আল কুরআনে বলা হয় :

يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون –

> হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করার মত ভয় কর, আর মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ কর না।[১৫]

অতএব এ তাকওয়া ও ইসলামের পরিধি প্রশস্ত, সীমাহীন। এ সফর সুদীর্ঘ। এ সফরে প্রতিযোগীদের চলার গতি সম্পর্কে আরো বলা হয় :

اولئك يسرعون فى الخيرات وهم لها سابقون –

> তারাই কল্যাণকর দিকসমূহের দ্রুত নিবিষ্ট হয় এবং তারাই অগ্রগামী।[১৬]

---

[১৩] সূরা ফাতির : ৩২।

[১৪] সূরা আন'আম : ১৬২।

[১৫] সূরা আল ইমরান : ১০২।

[১৬] সূরা মু'মিনুনন : ৬১।

নিজের উপর যুলুমকারী মুসলমান : তারা ঐ শ্রেণীর মুসলমান যারা আল্লাহ ও তার রাসূলের উপর ঈমান এনেছে। কালিমা শাহাদাতের উপর আছে ঠিকই, কিন্তু অজ্ঞতাবশত কিংবা বৈষয়িক চাকচিক্যময়তায় মত্ত হয়ে বাস্তব জীবনে ইসলামের বিধি-নিষেধ মেনে চলে না। বরং শরী'অতের সীমালংঘন করে। যদিও তাদের মাঝে প্রকাশ্য কুফরী বা নেফাকের ভাব বা ঝোঁক নেই।

উল্লেখ্য, যালিম শব্দটি ব্যাপকার্থে ব্যবহৃত। অমুসলিম তথা কাফিরদেরকেও যালিম বলা হয়েছে। শিরককেও মারাত্মক যুলুম বলে আখ্যা দেয়া হয়েছে। কিন্তু সাধারণত শরী'অতের সীমালংঘনকেও যুলুম বলা হয়েছে। যেমন আল্লাহর বাণীতে :

ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه –

যে আল্লাহর হদ তথা সীমালংঘন করল, সে নিজেই নিজের উপর যুলুম করল।[১৭]

নিজের উপর যুলুমকারী তথা পাপাসক্ত মুসলমানের উপর দা'ঈ নীরব থাকতে পারে না। কেননা, এ যুলুম সে যালিমকে ধ্বংস করবে এবং দোযখে নিয়ে যাবে। পূর্ববর্তী অনেক জাতির ধ্বংসের মূল কারণ ছিল এই যুলুম। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

ولقد اهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا –

তোমাদের পূর্বে অনেক জাতিকে তোদের যুলুমের কারণেই ধ্বংস করেছি।[১৮]

যুলুম করা জাহান্নামে যাওয়ার উপলক্ষ্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وماواهم النار وبئس مثوى الظالمين -

তাদের ঠিকানা দোযখের অগ্নি। যালিমদের ঠিকানা কতই না নিকৃষ্ট।[১৯]

যালিমরা নেতৃত্বের যোগ্য নয়। যেমন আয়াতে কুর'আন :

قال لا ينال عهدى الظالمين -

তিনি বলেন, আমার প্রতিশ্রুতি যালিমদের বেলায় কার্যকর নয়।[২০]

তবে ঈমানদারের পক্ষ থেকে কোন যুলুম সংঘটিত হলে তা ক্ষমার যোগ্য, যদি সে তওবা করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وان ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم –

আর নিশ্চয়ই আপনার প্রভু মানুষের যুলুমের মাগফিরাতকারী।[২১]

আর এভাবে যারা তওবা করেনি, তাদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ধমক দেয়া হয়েছে বিভীষিকাময় কঠিন শাস্তির। অতএব দা'ঈর উচিত হয়ে তাদেরকে তওবার দা'ওয়াত দেয়া হবে। কোমলে কঠোর মিশ্রিত পন্থায় সতর্ক করা, ওয়ায-নসীহত করা। ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা তুলে ধরা ও তা অনুসরণে শুভ প্রতিদানের সুসংবাদ দেয়া। কারণ অধিকাংশ অপরাধ সংঘটিত হয়ে থাকে অজ্ঞতা ও অসতর্কতা থেকে এবং কোন বিষয়কে হাল্কাভাবে নেয়ার ফলে।

মুক্তাসিদ বা মধ্যম পর্যায়ের মুসলমান : উপরোক্ত দু'স্তরের মুসলমানের মাঝামাঝি যারা অবস্থান করছে, তারাই মধ্যম পর্যায়ের তথা মুক্তাসিদ। অর্থাৎ তারা চেষ্টা করছে শরী'অতের অনুসরণ করতে, কিন্তু কখনো কখনো দুনিয়ার চাকচিক্যতা, জাঁকজমকতা ও লোভ-লালসা তাদেরকে ধরে বসে, তখন তারা অন্যায় কাজে লিপ্ত হয়ে যান। এভাবে কখনো আল্লাহর কথা মনে পড়ে, আবার গুনাহের কথা।

---

১৭. সূরা তালাক : ১।

১৮. সূরা ইউনুস : ১৩।

১৯. সূরা আল ইমরান : ১৫১।

২০. সূরা বাকারা : ১২৪।

২১. সূরা রা'দ : ৬।

ফলে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব অবস্থায় সময় অতিক্রম করতে থাকে। পরহেযগারী ও খোদাভীতির দিকটি প্রাধান্য পেলেই তওবা করে বসে। অন্যথায় ভুল-ভ্রান্তি ও গুনাহের দিকটি ভারী হতে হতে এক সময় যালিমের স্তরে পৌঁছে যায়। কিন্তু যালিম ও মুকতাসিদের মাঝে পার্থক্য হল মুক্তাসিদ তওবা করে ফেলে, কিন্তু যালিম তখনও তওবা করে না।

দা'ঈগণের উচিত তাদেরকে দ্বীনের উপর অটল থাকার ব্যবস্থা নেয়া। এতে সতর্ক করা, উৎসাহ দান, আল্লাহভীতি বর্ধনে ওয়ায নসীহত, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দেয়া যেতে পারে। এ শ্রেণীর লোকদেরকে আল কুরআনে বিভিন্নভাবে দা'ওয়াত দেয়া হয়েছে। যেমন আল্লাহর বাণী :

يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون -

> মুমিনগণ তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফিল না করে। যারা এ কারণে গাফিল হয়, তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত।[২২]

আরো বলা হয় :

وان لو استقاموا على الطريقة لاسقيناهم ماء غدقا –

> আর এই প্রত্যাদেশ করা হয়েছে যে, তারা যদি সত্য পথে কায়েম থাকতো, তবে আমি তাদেরকে (বেহেশত) সুপেয় পানি পান করাতাম।[২৩]

আরো ইরশাদ হয় :

ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التى كنتم توعدون, نحن اولياكم فى الحياة الدنيا وفى الأخرة ولكم فيها ما تشتهى انفسكم ولكم فيها ما تدعون -

> নিশ্চয় যারা বলে, আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ, অতঃপর তাতেই অবিচল থাকে, তাদের কাছে ফিরিশতা অবতীর্ণ হয় এবং বলে, তোমরা ভয় করো না, চিন্তা করো না এবং তোমাদের প্রতিশ্রুত জান্নাতের সুসংবাদ শোন। ইহকালে ও পরকালে আমরা তোমাদের বন্ধু। সেখানে তোমাদের জন্য আছে যা তোমাদের মন চায় এবং সেখানে তোমাদের জন্য আছে যা তোমরা দাবী কর।[২৪]

উপরোক্ত তিনটি স্তর অপরিবর্তনশীল নয়; বরং নীচের স্তর থেকে উপরেও যেতে পারে, আবার উপরের স্তর থেকে ক্রমান্বয়ে নীচেও আসতে পারে। কেননা মানবজীবন মানে পরীক্ষা। আর শয়তান সর্বদা কুমন্ত্রণা দান ও পথভ্রষ্ট করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত। দা'ওয়াতী আন্দোলনের সকল যুগেই ঐ ধরনের বিবিধ স্তরের মুসলিম বিদ্যমান ছিল। শেষোক্ত দু'টি স্তরের কোন কোন ব্যক্তির মাঝে কাফির বা মুনাফিকের কোন একটি বা একাধিক কাজ পাওয়া যেতে পারে। প্রকাশ্যে কুফরীর ঘোষণা না দিলেও কিংবা 'আকীদাগতভাবে মুনাফিক না হয়েও এমন কোন গুণাগুণ প্রকাশ পেতে পারে, যা কুফরীর পর্যায়ের। কিন্তু তা ইসলামী মৌলিক নীতিমালা সংক্রান্ত নয়। এটা তাকে ইসলাম থেকে বের করে দিবে না বলে 'উলামায়ে কিরাম মত দেন। তাদের মতে সে গুমরাহ তথা বিভ্রান্ত ব্যক্তির অন্তর্গত। যেমন– শি'আ, খারেজী, মু'তাযিলা ইত্যাদি সম্প্রদায়। এদের বুঝাতে ইমাম বুখারী স্বীয় হাদীস গ্রন্থের একটি অধ্যায়ের নামকরণ করেন :

كفردون كفر ظلم دون ظلم –

> কুফরী ব্যতীত কুফরী, যুলুম ব্যতীত যুলুম বা কুফরীর নীচ স্তরের কুফরী, যুলুমের নীচ স্তরের যুলুম।[২৫]

---

২২. সূরা মুনাফিকূন : ৯।

২৩. সূরা জ্বীন : ১৬।

২৪. সূরা হা মীম সাজদা : ৩০-৩১।

২৫. *বুখারী*, ১খ, পৃ ২৪, ২৬।

তবে আল কুরআনের পদ্ধতি অনুসারে যা কুফরী, তাকে কুফরী বলে আখ্যা দিলে মুসলমানগণ অধিক সতর্ক হবে এবং খাঁটি ইসলামী সমাজের স্বকীয়তা স্পষ্ট হবে বলে মনে হয়। আল্লাহই অধিক জ্ঞাত। অন্যথায় মুসলমানদের মাঝে কুফরীমূলক অপরাধ অহরহ দেখা দিতে পারে। যেমন আল্লাহর আইন বাস্তবায়ন না করা কুফরী। এটা এ হিসেবে নিলে মুসলমানগণ আরো বেশী সচেতন হতেন।

অমুসলিম

তারা প্রথমত দু'ভাগে বিভক্ত।

ক. যারা প্রথম থেকেই কাফির তথা কুফরীর উপরই তাদের জন্ম। তাদের মধ্যে কারো কারো নিকট দা'ওয়াত উপস্থাপন করা হয়, কিন্তু তা কবুল করে নি। তাদের ব্যাপারে আল কুরআনে বলা হয়:

> لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم البينت –
>
> আহলে কিতাব ও মুশরিকরা তাদের কুফরী থেকে বিরত হল না, এমনকি স্পষ্ট দলীল আসার পরও।[২৬]

তাদের সকলকে ঈমান আনার দা'ওয়াত দিতে হবে। এতে হিকমত, মাউয়িযা, প্রয়োজনে মুজাদালা ও মুআকাবা (সশস্ত্র প্রতিরোধ)-এর পদক্ষেপসমূহ নিতে হবে। আর এ পর্যায়ের লোকজন উক্ত আয়াতের আলোকে দু'প্রকার :

আহলে কিতাব : আল কুরআনের পরিভাষা অনুযায়ী এরা হল ইয়াহুদী ও নাসারা। ইহুদীদের তাওরাত ও নাসারাদেরকে তাওরাত ও ইনজীল আসমানী কিতাব দেয়া হয়েছিল। সে কিতাবদ্বয়ের জ্ঞান তাদের সাথে ছিল। কিন্তু তা তারা পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে এর মূল শিক্ষা থেকে তারা বিচ্যুত হয়ে যায়। এরপর এ কিতাবদ্বয়ের মূল শিক্ষা ছিল তাওহীদ, যা পৃথিবীর অন্যান্য ধর্মীয় গ্রন্থাবলী থেকে ব্যতিক্রম। তাই ইসলাম এ কিতাবের অধিকারীদের আলাদা মর্যাদা দিয়েছে, তাওহীদের দা'ওয়াত কবুল করার করার জন্য কৌশলগত দিক বিবেচনায়। কিন্তু এ দা'ওয়াত তারা প্রত্যাখ্যান করে কাফির হয়ে গেল।

তাদের প্রথমে নিষ্কলুষ তাওহীদের দা'ওয়াত দিতে হবে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ সা.-এর উপর ঈমান আনার দা'ওয়াত দিতে হবে। অতঃপর নামায, রোযা, যাকাত ও অন্যান্যের দা'ওয়াত দিতে হবে। যেমন মু'আয (রা.)কে মহানবী সা. দাওয়াতী পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছিলেন। তাদের সাথে আইনগত উদারতা প্রদর্শন করতে হবে। যেমন তাদের রান্না করা খাবার ভক্ষণ, বিবাহ শাদী বৈধ রাখা, জিযিয়া কর গ্রহণ করা ইত্যাদি। এমনিভাবে তাদের ধর্মীয় গ্রন্থাদির অবস্থা তুলে ধরে দা'ওয়াত দিতে হবে।

মুশরিক : যারা আল্লাহর সাথে শরীক করে, আল্লাহর 'ইবাদতে শরীক করে; বরং আল্লাহর 'ইবাদত না করে তার প্রতি মাধ্যম হিসেবে অন্যের 'ইবাদত করে। এ পথে তারা শত শত নয়; বরং কোটি কোটি দেব-দেবী বানিয়ে নিয়েছে। এ মুশরিকদের ভেতর 'আরব, রোমান, গ্রীক, ভারতীয় ও অগ্নি উপাসক পারসিক সকলেই অন্তর্ভুক্ত। দেব-দেবীর মূর্তিগ্রহণ ও পূজায় এদের মাঝে প্রতিযোগিতা সদা কার্যকর।

তাদেরকে তাওহীদের দা'ওয়াতের উপর জোর দিতে হবে। এতে আল্লাহর নিদর্শন উপস্থাপন, রুবুবিয়্যাত ব্যাখ্যা করা ও উলহিয়্যাতের বাস্তব অবস্থা ও সকল কিছুতে তাওহীদের রূপায়ণ বলতে যা বুঝায় তা স্পষ্টভাবে তুলে ধরতে হবে। এমনিভাবে মূর্তিপূজার অসারতা ও মানবমর্যাদার দিকটিও প্রাধান্য দেয়া যেতে পারে।

তাদের মধ্যে আরেক শ্রেণীর লোক হল মুলহিদ বা দাহরিয়া। যারা একমাত্র দৃশ্যমান বৈষয়িক জীবনের অস্তিত্বে বিশ্বাসী। পরকালে বা অদৃশ্য জগতে বিশ্বাসী নয়। এদের কেউ কেউ জীবন মৃত্যুতে সৃষ্টিকর্তার

---

[২৬] সূরা বাইয়্যিনা : ১।

প্রভাবে বিশ্বাসী নয়। তাদের মতে জগত এমনিতেই চলছে। তারা মূলত প্রবৃত্তির দাস। হুদ জাতি ও মক্কার মুশরিকদের মাঝেই এ ধরনের এক দল লোক ছিল। তাদের বক্তব্য আল কুরআনের ভাষায় নিম্নরূপ :

> ان هى الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين –
>
> আমাদের দুনিয়ার জীবনই একমাত্র জীবন, মরি-বাঁচি এ-ই। আমরা পুনরুত্থিত হবো না।[২৭]

তাদের সম্পর্কে আল কুরআনে আরো এসেছে :

> وقالوا ما هى الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون –
>
> তারা বলে, আমাদের পার্থিব জীবনই তো শেষ; আমরা মরি-বাঁচি। মহাকালই আমাদেরকে ধ্বংস করে। তাদের কাছে এ ব্যাপারে কোন জ্ঞান নেই। তারা কেবল অনুমান করে কথা বলে।[২৮]

আল কুরআনের ভাষায় প্রবৃত্তিই তাদের খোদা। বেলেল্লাপনায় মনে যা চায় তা-ই বলে ও করে। ইরশাদ হয়েছে :

> افراءيت من اتخذ إلهه هواه واضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون –
>
> আপনি কি তার প্রতি লক্ষ্য করেছেন, যে তার খেয়াল-খুশীকে স্বীয় উপাস্য স্থির করেছে? আল্লাহ জেনে-শুনে তাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, তার কান ও অন্তরে মোহর এঁটে দিয়েছেন এবং তার চোখের উপর রেখেছেন পর্দা। অতএব, আল্লাহর পর কে তাকে পথ প্রদর্শন করবে? তোমরা কি চিন্তা-ভাবনা করো না।[২৯]

এ শ্রেণীর লোকজনের মধ্যে আরেক প্রকার হল, তারা সৃষ্টিকর্তাকেই অস্বীকার করে বসে। তারা নাস্তিক। বর্তমান যুগে মুশরিক ও খ্রীস্টান সমাজে এদের সয়লাব বয়ে যায়। এরা দার্শনিকতার আশ্রয় নিলেও মূলত তারা প্রবৃত্তির গোলাম। আল্লাহর অস্তিত্ব মাঝে মাঝে মানে, আবার অস্বীকার করে। কমিউনিস্টরা তাদেরই উত্তরসূরী।

আল কুরআনে সৃষ্টির কারণতত্ত্ব (Cosmological Theory)-এর মাধ্যমে এদের মতবাদ খণ্ডন করা হয় এ আয়াতে :

> ام خلقوا من غير شىء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا يوقنون –
>
> তারা কি আপনা-আপনিই সৃজিত হয়ে গেছে, না তারা নিজেরাই স্রষ্টা? না তারা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছে? বরং তারা বিশ্বাস করে না।[৩০]

অর্থাৎ বস্তু নিজেই নিজেকে সৃষ্টি করতে পারে না– এটা দার্শনিকভাবেই সত্য। এর পেছনে উপলক্ষ্য আছে। তিনিই সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ। এভাবে আসমান যমীনের বিভিন্ন প্রত্যক্ষ নিদর্শনের মাধ্যমে দলীল প্রমাণ উপস্থাপন করে নাস্তিকদেরকে আল্লাহর প্রতি ঈমানের দা'ওয়াত দিতে হবে।

মুরতাদ

যারা প্রথম থেকেই কাফির ছিল না। তারা ছিল মুসলিম। কিন্তু যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়াই ইসলাম ত্যাগ করে কুফরীর ঘোষণা দেয়। এদের পূর্ববর্তী সকল আমল বাতিল হয়ে যায়। এদের সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে :

---

[২৭] সূরা মু'মিনুন : ৩৭।

[২৮] সূরা জাসিয়া : ২৪।

[২৯] সূরা জাসিয়া : ২৩।

[৩০] সূরা তূর : ৩৫-৩৬।

ومن يرتد منكم عن دينه وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم فى الدنيا والاخرة واولئك هم اصحاب النار هم فيها خالدون -

> তোমাদের মধ্য থেকে যারা তার ধর্ম থেকে মুরতাদ হয়ে গেল, আর সে কাফির। তাদের দুনিয়া ও আখিরাতের সকল আমল বরবাদ হয়ে গেল। তারা দোযখের আগুনের অধিবাসী। এরা এতেই চিরকাল থাকবে।[৩১]

এদেরকে তাওবার দা'ওয়াত দিতে হবে। তাওবা না করলে তাদের বিরুদ্ধে 'আলিমগণের ইজমা' ভিত্তিক হুকুম হল কতল করা।

মুনাফিক

এরা কাফিরও না মুমিনও না; বরং মাঝামাঝি। তবে দা'ওয়াতী তৎপরতার জন্য ভয়ংকর। এজন্য এদের শাস্তি সব চেয়ে কঠিন। শজারু তার গর্তের মধ্য থেকে বের হওার জন্য কয়েকটি মুখ রাখে। একটি মুখ নরম মাটি দিয়ে বন্ধ করা থাকে। রাস্তাটি দেখতে বন্ধ হলেও আসলে বন্ধ নয়। কোন দুশমন দ্বারা আক্রান্ত হলেই সে গোপন নরম মাটির মুখ দিয়ে বের হয়ে যায়। এ গোপন রাস্তাটি দিয়ে বের হওয়ার নাম নাফিকা। মুনাফিক মানুষের চরিত্রও তা-ই। সুবিধাভোগী, সুযোগ বুঝেই মত পাল্টায়, এমনকি নিজ ধর্ম ত্যাগ করে হলেও।

বিভিন্ন ধরনের মুনাফিক আছে। 'আকীদা-বিশ্বাসে, কাজে। যার মধ্যে যতটুকু মুনাফিকের আলামত আছে সে সে হারে ততটুকুই মুনাফিক। তবে 'আকীদাগত মুনাফিক মারাত্মক। আরো মারাত্মক যে গোপনে দা'ওয়াতী কাফেলায় প্রবেশ করে এর ক্ষতি করতে চায়।

মুনাফিক চেনার উপায় : মুনাফিক ঘাপটি মেরে বসে থাকে। তাকে সহজে চেনা যায় না। তবে চেনা যায় আলামত ও গুণাগুণ বিচারে এবং নির্ভরযোগ্য লোকের সাক্ষ্যের মাধ্যমে। কুর'আন সুন্নাহে মুনাফিকের কিছু গুণাগুণ আলোচনা করা হয়। ইসলামে তার আলোকে মুনাফিক চেনার উপায় নির্ধারণ করা হয়। মুনাফিকের প্রচুর আলামত আছে। এখানে কটি উল্লেখ করা হলো :

১. বারবার একই পাপে লিপ্ত হয় (সূরা তাওবা : ১০১-১০২)।
২. বেশী মিথ্যা শপথ করে (সূরা মুনাফিকুন : ২)।
৩. ওয়াদা ভঙ্গ করে, বিশ্বাসঘাতকতা করে (সূরা তাওবা : ৫৭, ৭৫-৭৭)।
৪. আমানতে খেয়ানত করে (মহানবী সা.-এর হাদীস)।
৫. মানসিক বিকারগ্রস্ত (সূরা বাকারা : ১০)।
৬. মু'মিনদের মাঝে সম্পর্ক বিনষ্ট করতে চায় (সূরা তওবা : ৪৭)।
৭. অন্যকে পথভ্রষ্ট করতে চায় (সূরা বাকারা : ২০৫)।
৮. আত্মত্যাগী খাঁটি নিবেদিত প্রাণ মু'মিনদেরকে বোকা বলে (সূরা বাকারা : ১৩)।
৯. প্রচণ্ড ঝগড়াটে (সূরা বাকারা : ২০৪)।
১০. নসীহত শোনে না। পাপ করে গর্ববোধ করে (সূরা বাকারা : ২০৬)।
১১. কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব রক্ষা করে চলে (সূরা নিসা : ১৩৭)।
১২. দা'ঈদেরকে বিপদে ফেলার প্রতীক্ষায় থাকে (সূরা নিসা : ১৩৮-১৩৯)।
১৩. ধোকা দেয় ও প্রতারণা করে (সূরা নিসা : ১৪২)
১৪. লোক দেখানো কাজে আগ্রহী বেশী (সূরা নিসা : ১৪২)।

---

[৩১] সূরা বাকারা : ২১৭।

১৫. 'ইবাদত আদায়ে অলসতা দেখায় (সূরা নিসা : ১৪২)।
১৬. ভাল-মন্দ নির্বাচনে কিংকর্তব্যবিমূঢ় (সূরা নিসা : ১৪৩)।
১৭. তাগূতী শক্তিকে ক্ষমতায় বসাতে চায়। আর ইসলামী হুকুমতের বিরোধিতা করে (সূরা নিসা : ৬০-৬১, ১৪৩)।
১৮. সত্যপন্থীদের বেশী বেশী ভুল ধরে ও তাদের সাথে রাগান্বিত হয় (সূরা তাওবা : ৫৮)।
১৯. অসৎ কাজে উৎসাহিত করে ও সৎকাজে নিরুৎসাহিত করে (সূরা তাওবা : ৬৭)।
২০. মু'মিনদের নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে (সূরা তাওবা : ৭৯)।
২১. জিহাদ পরিত্যাগ করতে বলে (সূরা তাওবা : ৮১)।
২২. কঠিন মুহূর্তে কাপুরুষতা দেখায় (সূরা তাওবা : ৬৫, মুহাম্মদ : ২০)।
২৩. মিথ্যা গুজব ছড়ায় (সূরা নিসা : ৮৩, নূর : ১৯০)।
২৪. কথা ও কাজে মিল নেই (সূরা ফাত্‌হ : ১১)।
২৫. মিষ্টি কথা বলে বেশী বেশী ওযর পেশ করে (বাকারা : ২০৪)।
২৬. ইসলামী মানদণ্ড ও মূল্যবোধের পরিবর্তন চায় (সূরা বাকারা : ১২)।
২৭. মুসলিম ও অমুসলিম উভয় শক্তির সাথে একই সঙ্গে গোপনে আঁতাত করে চলে। যে কোন পক্ষ থেকেই ক্ষতির আশংকা না থাকে (সূরা নিসা : ৬২)।
২৮. মুসলমানদের গোপন তথ্য ফাঁস করে দেয় (সূরা নিসা : ৮৩)।
২৯. নামায রোযাসহ দ্বীনের মূল বিষয় নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে (সূরা মায়িদা : ৫৮)।
৩০. আল্লাহর রাস্তায় ব্যয়কে বেহুদা মনে করে (সূরা তাওবা : ৮)।
৩১. কঠোর সময়ে দা'ঈদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে (সূরা হজ্জ : ১১)।
৩২. দ্রুত পাপে লিপ্ত হয়, শত্রুতা ছড়ায় এবং ঘুষ খায় (সূরা মায়িদা : ৬২)।
৩৩. কাজ ছাড়াই প্রশংসা চায় (সূরা আল ইমরান : ১৮৮)।
৩৪. জিহাদে অংশগ্রহণে ওযর আপত্তি দেখায় (সূরা তাওবা : ৮৬)।
৩৫. জিহাদের ময়দান থেকে পলায়ন করে (সূরা আহযাব : ১৩)।
৩৬. ইসলামের শত্রুদের নিকট থেকে তাদের ইজ্জত সম্মান কামনা করে, এমনকি মুসলমানদের বিরুদ্ধে গিয়ে হলেও (সূরা নিসা : ১৩৯)।
৩৭. বিপদ চলে গেলে বড় গলায় কথা বলে এবং লভ্যাংশ চায় (সূরা আহযাব : ১৯)।
৩৮. ধন-সম্পদ বা কোন সুবিধা না দিলেই নাখোশ হয় (সূরা তাওবা : ৫৮)।
৩৯. নিজে ইসলাম গ্রহণ করাটাকে দা'ঈর জন্য অনুগ্রহ মনে করে (সূরা হুজরাত : ১৭)।

এ ধরনের গুণাবলী আল কুরআনের আয়াত দ্বারা প্রমাণিত। এগুলো যতটুকু যার মধ্যে পাওয়া যাবে সে ততটুকু মুনাফিক। দা'ঈর জানা উচিত, মুসলিম সমাজে নিফাক যে সব কারণে জন্ম নেয় তা অনেক। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল তিনটি :

1. যে দা'ওয়াতী কাফেলা শত্রুদের মোকাবেলায় তৎপর তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা।
2. কাপুরুষতা ও বৈষয়িক স্বার্থসিদ্ধি।
৩. দ্বীনের ব্যাপারে সন্দেহ, সংশয় ও দ্বীন মানতে দ্বিধাদ্বন্দ্ব।

মুনাফিকদের বেলায় দা'ওয়াতী পদক্ষেপ : মুনাফিকদের মাঝে সাধারণ দা'ওয়াতী পদ্ধতি অবলম্বনের পাশাপাশি ক'টি পদক্ষেপ নেয়া গুরুত্বপূর্ণ মনে করছি :

১. তাদের বাহ্য অবস্থা মেনে নেয়া। কাফির বলে বিতাড়িত না করা; বরং এদের মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।

২. চরম মুহূর্তে উদাহরণের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে তাদের নিফাকী আখলাক ধরে দেয়া।

৩. ওয়ায নসীহত করা। চরম আবেগাপ্লুতভাবে হৃদয়স্পর্শী ভাষায় দ্বীনের ব্যাপারে চরম বাণী শোনানো।

৪. কখনো কখনো ভীতি প্রদর্শন ও ধমক প্রদান করা যেতে পারে। তবে এদের সম্পর্কে সদা সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক।

৫. বয়কট করা (উপরোক্ত পদ্ধতিতে কাজ না হলে)।

৬. কঠোর ভূমিকা নেয়া। প্রয়োজনে তথা এরা যুদ্ধে লিপ্ত হতে চাইলে অস্ত্র ব্যবহার করা, যুদ্ধ করা (সূরা তাওবা : ৭৩-৭৪)।

মোটকথা, নিফাক একটি মারাত্মক ক্যান্সার ব্যাধি। এটা শুরু হয় কাপুরুষতা ও পাপাচার থেকে। তারপর ধোঁকা, প্রতারণা ও বৈষয়িক স্বার্থসিদ্ধির পর্যায় অতিক্রম করে ইসলামের শত্রুদের হাতে ঈমান বিকিয়ে দেয়ার পর্যায়ে নিয়ে যায়। নিফাক উদ্ভবের কারণগুলো নিরাময়ের ব্যবস্থা নিলে ও সতর্ক থাকলে এর প্রকোপ থেকে অনেকাংশে বেঁচে থাকা যায়।

ঙ. সামাজিক পদ সোপানগত দিক থেকে

যুগে যুগে মানব সমাজে তার সদস্যদের মাঝে গড়ে উঠেছে শ্রেণী প্রথা ও পরস্পরে পার্থক্যের দেয়াল্ কখনো ধর্মের নামে যেমন হিন্দু ধর্মের শ্রেণী প্রথায় ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈষ্ণব, শূদ্র। কখনো বা সামাজিক প্রথা ও পদমর্যাদার নামে। যেমন– পুঁজিবাদী সমাজে শাসক শ্রেণী, পুঁজিপতি, ধর্মগুরু এবং শ্রমিক শ্রেণী। উভয় ব্যবস্থাই বিভিন্ন শ্রেণীর জন্য পদমর্যাদাগত বৈশিষ্ট্য, দায়িত্ব ও অধিকার নির্ধারণ করে দিয়েছে।

ইসলাম সামাজিক ক্ষেত্রে সমতার নীতি ঘোষণা করেছে। ইসলাম ঐ ধরনের শ্রেণী বিশেষে পদমর্যাদাগত ভেদাভেদের স্বীকৃতি নেই। তবে প্রথাগতভাবে চলে আসা দায়িত্ব বন্টনে পদ সোপানগত কিছু বিভাজন মেনে নিয়েছে শৃঙ্খলা বিধানের নিমিত্তে, শ্রেণীগত বিশেষ মর্যাদার ভিত্তিতে নয়, দায়িত্বের ভিত্তিতে। এ মর্মে আল্লাহ্ পাক বলেছেন :

> نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا –
>
> আমি তাদের মধ্যে তাদের জীবিকা বন্টন করেছি পার্থিব জীবনে এবং একের মর্যাদাকে অপরের উপর উন্নীত করেছি, যাতে একে অপরকে সেবকরূপে গ্রহণ করে।[৩২]

মানব জীবনে আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন এ সুন্নাত কার্যকর করেছেন ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য, একে অন্যের পরিপূরক হিসেবে কাজ করার জন্য। অন্যথায় মানব জীবন অচল হয়ে যাবে। সমাজের জন্য যেমন প্রয়োজন শিক্ষাবিদের, তেমনি প্রয়োজন ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ব্যবসায়ী, প্রশাসক, কৃষক, মিস্ত্রী, পেশাজীবিসহ বিভিন্ন পেশার মানুষের।

তাই একজন দা'ঈকে সমাজের এ ধরনের বৈচিত্র্যময় পেশার মানুষের মাঝে দা'ওয়াতী কাজ করতে হলে প্রয়োজন বৈচিত্র্যময় মৌলিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার। দা'ঈকে মনে রাখতে হবে, প্রত্যেকেই তার আপন পেশাকে স্বভাবতই ভালোবাসে। আল কুরআনে এসেছে :

> كل حزب بما لديهم فريحون –
>
> প্রত্যেক দলের যা আছে, তা নিয়ে তারা খুশী।[৩৩]

---

[৩২] সূরা যুখরুফ : ৩২।

এভাবে সমাজে যত রকমের বিশেষজ্ঞ পেশা রয়েছে, তাদের মন-মানসিকতা সে পেশাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। দা'ঈকে তার কৌশলগত দিক বিবেচনা করতে হবে। যেমন একজন ডাক্তার স্বভাবত আল্লাহ্ ভীরু হয়। কারণ মানুষের ভিতরে ও বাইরের পরিবেশে তার জন্য রক্ষণ ব্যবস্থায় সতত সে বিস্ময় অনুভব করে। একজন ইঞ্জিনিয়ারও সৃষ্টি জগতে অবস্থিত বিভিন্ন কলা-কৌশল অবলোকনে মোহিত। এ ধরনের পেশার মানুষ সাধারণত ধার্মিক হয়। তাই তাদের মাঝে দা'ওয়াতী কাজ করা সহজ। অপর দিকে শ্রমজীবি মানুষের কাছে যদিও ধর্মের গুরুত্ব থাকে, তবুও তারা ধর্মভীরু হয়, কিন্তু অর্থনৈতিক সংকট ও সমস্যাই তাদের কাছে মূল বিষয় বলে বিবেচ্য হয়। এমনিভাবে ব্যবসায়ীগণ সাধারণত চালাক প্রকৃতির হয়ে থাকে। তাই তাদের মাঝে কর্কশ ভাব, কপটতা, লাভ লোকসানের ভিত্তিতে সম্পর্ক গড়ে তোলা ও সম্পদে দাম্ভিকতা প্রাধান্য পায়। এমনিভাবে শিক্ষকতার পেশায় মানুষ আত্মসম্মানবোধ, আদর্শবাদিতায় বেশী সচেতন থাকে। প্রশাসকদের মাঝে দম্ভ ও আত্মগরিমা বেশী কাজ করে। তারা আনুগত্য ভোগে বেশী অভ্যস্ত হয়। তারা নির্দেশ দানে খুশী। নির্দেশিত হতে অপ্রস্তুত। এভাবে সমাজের বিশেষজ্ঞ পেশার মানুষের মাঝে কিছু কিছু বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। যা দা'ঈকে বিচেনায় আনতে হবে। এখানে সমাজের অধিকাংশ মানুষ যে পদ সোপানে বিভাজিত ও পরিচালিত এবং বিশেষভাবে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত, সে সবের উপর আলাদাভাবে আলোকপাত করা হলো।

ক. শাসক ও নেতৃপর্যায়ের মানুষ : আল কুরআনে যাদেরকে মালা'আ (ملءِ) বলা হয়েছে। দেশ বা সমাজের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব তাদের হাতেই ঘুরে ফিরে আসে। সাধারণত জনগণ তাদেরই অনুসরণ করে থাকে। সমাজে তাদেরই প্রভাব বেশী। যেমন ইরশাদ করা হয়েছে :

وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيلا -

আর তারা বলল, হে আমাদের প্রভু, আমরা আমাদের নেতৃবৃন্দ ও বড় লোকদের অনুসরণ করি তারা আমাদের পথচ্যুত করেছে।[৩৪]

মহানবী সা. বলেছেন :

الناس على دين ملوكهم -

মানুষ তাদের রাজাদের ধর্মের উপরই চলে থাকে।

এ ধরনের রাজা-বাদশা, নেতা-নেত্রীগণ স্বভাবতই প্রাথমিক অবস্থায় দা'ওয়াতে ইসলামের বিরোধী হয়ে দাঁড়ায়। দা'ওয়াতে ইসলামের ইতিহাসে এ এক তিক্ত অভিজ্ঞতা। এজন্য আল কুরআনে বলা হয় :

وكذلك جعلنا فى كل قرية اكابر مجرميها ليمكرو فيها وما يمكرون الا بانفسهم وما يشعرون- واذا جاءتهم اية قالوا لن نؤمن حتى نوتى مثل ما اوتى رسل الله الله اعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين اجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون –

আর এমনিভাবে আমি প্রত্যেক জনপদে অপরাধীদের জন্য কিছু সর্দার নিয়োগ করেছি, যেন তারা সেখানে চক্রান্ত করে। তাদের সে চক্রান্ত তাদের নিজেদের বিরুদ্ধেই, কিন্তু তারা তা উপলব্ধি করতে পারে না। যখন তাদের কাছে কোন আয়াত পৌঁছে তখন বলে, আমরা কখনোই মানব না যে পর্যন্ত না আমরাও তা প্রদত্ত হই, যা আল্লাহর রাসূলগণ প্রদত্ত হয়েছেন। আল্লাহ এ বিষয়ে সুপরিজ্ঞাত যে, কোথায় স্বীয় পয়গাম প্রেরণ করতে হবে। যারা অপরাধ করছে, তারা অতি সত্ত্বর আল্লাহর কাছে পৌঁছে লাঞ্ছনা ও কঠোর শাস্তি পাবে, তাদের চক্রান্তের কারণে।[৩৫]

এখানে দেখা যাচ্ছে, তারা দা'ওয়াতের বিরুদ্ধে টিকে থাকতে যে প্রতিক্রিয়া দেখায় তাতে তাদের স্বভাব এরূপ :

---

৩৩. সূরা রূম : ৩২।
৩৪. সূরা আহযাব : ৬৭।
৩৫. সূরা আন'আম : ১২৩-১২৪।

১. তারা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়।
২. অলৌকিকতা প্রদর্শনের দাবী করে।
৩. নেতৃত্বের দম্ভ প্রদর্শন করে।

অনেক সময় পূর্ববর্তী প্রথা, ধর্ম বা জাতীয় স্বার্থও তুলে ধরে। মূলে ক্ষমতা হারানোর ভয়, যেমন মূসা ও হারুন 'আ.-কে ফিরআউন ও তার দলবল বলেছিল :

قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه اباءنا وتكون لكما الكبرياء فى الارض وما نحن لكما بمؤمنين -

> তারা বলল, তুমি কি আমাদেরকে সে পথ থেকে ফিরিয়ে দিতে এসেছ যাতে আমরা পেয়েছি আমাদের বাপ-দাদাদেরকে? আর যাতে তোমরা দুইজন এদেশের সর্দারী পেয়ে যেতে পার? আমরা তোমাদেরকে কিছুতেই মানবো না।[৩৬]

তবে কোন কোন শাসক দা'ওয়াত কবুলও করেছেন এবং তাদের সাথে হাজার হাজার মানুষ দা'ওয়াত কবুল করেছে। এজন্য যুগে যুগে দা'ঈগণ রাজা-বাদশা, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের টার্গেট করেছেন। দা'ওয়াত দিয়েছেন। যেমন ইবরাহীম 'আ. নমরূদকে, মূসা 'আ. ফিরআউনকে। তবে কোন কোন সমাজপতি দা'ওয়াতের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করলেও জনগণ সে দা'ওয়াতের বিরোধী হওয়ার কারণে তার ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার স্বার্থে দা'ওয়াত কবুল করেন নি। আবার উল্টো দিকে জনগণ দা'ওয়াত কবুল করে ফেলার কারণে তাদের নেতাও বাহ্যত দা'ওয়াতের প্রতি সমর্থন দিয়ে থাকে।

মূলত নেতারা সবেচেয়ে বেশী ভয় করে ক্ষমতা হারানো এবং আরাম-আয়েশী জীবনের অবসান। তাই এ দুটি দিক ঠিক রেখে অন্যান্য চলমান আন্দোলন বা পরিবর্তনের সাথে চলতে চায়। হয় ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে, না হয় নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে। তাই দা'ঈর উচিত হবে এ ক্ষেত্রে ক্ষমতার লোভ না দেখানো ও তাকে ভয় না দেখানো। তার সাথে সহযোগিতা দেখিয়ে তাকে ইসলামের চিন্তা চেতনায় পরিশুদ্ধ করা উচিত। সাথে সাথে ইসলামী হুকুমত চালু করার চেষ্টাই সর্বাগ্রে স্থান দেয়া বাঞ্ছনীয়। তার সাথে নরম নরম কথা ও ব্যবহার পেশ করতে হবে। একনিষ্ঠ কল্যাণকামিতার ভাব ব্যঞ্জনায় নসীহত করতে হবে। যেন তার আবেগ ও বোধ একই সঙ্গে প্রভাবিত হয়। তবে সে অত্যাচারের পথ বেছে নিলে দা'ওয়াতী পথে অন্য পদক্ষেপ আছে, যা সামনে আলোচনা করা হবে।

খ. সাধারণ জনগোষ্ঠী : তারা মুসলিম হোক বা অমুসলিম হোক, সমাজের সাধারণ মানুষ। সমাজ সদস্যগণের তারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ পেশাজীবি। তারা শাসিত এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে শোষিত, বঞ্চিত বা নিপীড়িত। তাদের অধিকাংশ দরিদ্র ও দুর্বল এবং বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত। তাদের বিভিন্ন ধরনের বৈশিষ্ট্য রয়েছে :

১. ক্ষমতাধর শক্তির সামনে প্রধানত তারা দুর্বলতাই প্রকাশ করে, বিশেষত নতুন কোন দা'ওয়াত কবুল করার ক্ষেত্রে। তা সে যে কোন সমাজেই হোক।

২. তাদের স্বভাব সাদাসিধে তথা সহজ সরল প্রকৃতির। তাই দা'ওয়াতে সাড়া দিয়ে থাকে। কারণ দা'ওয়াত কবুল করার পথে যে, সব বিষয় অন্তরায় সৃষ্টি করে তার অনেকাংশই তাদের মাঝে নেই। যেমন নেতৃত্বের লোভ, কর্তৃত্ব চর্চার আকর্ষণ, অন্যের প্রতি আনুগত্যে অনাগ্রহ, মনস্তাত্বিক ও সামাজিক দম্ভ ইত্যাদি, যা সমাজে নেতৃস্থানীয়দের মাঝে পাওয়া যায়, তা সাধারণ মানুষের মাঝে নেই। এ জন্য আম্বিয়া কিরামগণের দা'ওয়াত সবচেয়ে যারা বেশী সাড়া দেয়, তারা হল সমাজের দুর্বল শ্রেণীর মানুস। আবূ সুফিয়ানের সাথে কথাবার্তায় রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াসও তাই বলেছিলেন।[৩৭]

---

[৩৬] সূরা ইউনুস : ৭৮।

[৩৭] *সহীহ বুখারী*, বাবু বাদউল ওহী, ১খ, পৃ ৭-৯।

৩. অনুকরণ প্রবণতার প্রাধান্য। বিশেষত বাপ-দাদার পক্ষ থেকে চলে আসা 'আকীদা, বিশ্বাস, রীতিনীতির উপর তারা অটল থাকতে বেশী ভালোবাসে। যেমন আল্লাহর বাণী :

> و اذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالو بل نتبع ما الفينا عليه اباءنا اولو كان أباءهم لا يعقلون شيئا و لا يهتدون –
>
> আর যখন তাদেরকে কেউ বলে যে, সে হুকুমেরই আনুগত্য কর যা আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেছেন, তখন তারা বলে কখনো না। আমরা তো সে বিষয়েই অনুসরণ করব, যাতে আমরা আমাদের বাপ-দাদাদেরকে দেখেছি। যদিও তাদের বাপ-দাদারা কিছু জানতো না, জানতো না সরল পথও।[৩৮]

এজন্য কেউ কেউ বলেন, সাধারণ জনগণ বকরীর পালের মত। একটা যে দিকে যায়, সবগুলোই সেদিকে যায়।

৪. সমাজের নেতৃস্থানীয় ও বিজয়ী শক্তির দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং তাদের অনুসরণ করে। আর এটা কয়েকটি কারণে :

প্রথমত শাসকদের ভয় করে। কারণ শাসকদের হাতে থাকে সকল শক্তি প্রভাববলয় ও ধন-সম্পদ। তারা ইচ্ছা করলে সে শক্তি প্রয়োগ করে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে বঞ্চিত করতে পারে। তাই নির্যাতনের ভয়ে তাদের সব হিকমত ও সাহসিকতার স্ফূরণ স্তিমিত হয়ে যায়।

দ্বিতীয়ত শাসকগণ কিছু কিছু ব্যক্তিকে বিভিন্ন উপহার উপঢৌকন, খেতাব, বখশীশ ও সুযোগ সুবিধা দিয়ে তাদের সমর্থক করে রাখে। তাই নতুন দা'ওয়াতের দা'ঈদের বিরুদ্ধে এদেরকে ব্যবহার করে থাকে।

তৃতীয়ত দা'ঈদের বিরুদ্ধে শাসকরা বিভিন্ন ধরনের অপবাদ ও সংশয় সৃষ্টি করে। যাতে সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত হয়। ফলে তারা দা'ঈদের পরিবর্তে যালিম হলেও সে নেতাদেরই অনুসরণ করে। দা'ঈদের বিরুদ্ধে ঐ নেতারা যে সব অভিযোগ করে ও অপবাদ দেয় আল কুর'আনের ভাষায় তার কয়েকটি হলো :

১. দা'ঈরা পাগল, পথভ্রষ্ট ও বোকা ধরনের লোক। যেমন নূহ্ 'আ.-এর সময়ে :

> قال الملاء من قومه انا لنراك فى ضلال مبين –
>
> তার সম্প্রদায়ের নেতারা বলল, নিশ্চয় আমরা তোমাকে স্পষ্ট গোমরাহীতে লিপ্ত দেখেছি।[৩৯]

হুদ 'আ.-এর কওমের নেতারা যা বলেছিল :

> قال الملاء الذين كفروا من قومه إنا لنراك فى سفهه و انا لنظنك من الكاذبين –
>
> তার সম্প্রদায়ের কাফির নেতারা বলল, নিশ্চয় আমরা তোমাদের বড় আহম্মক হিসেবে দেখছি। আর অবশ্যই আমরা ধারণা করছি, তুমি মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত।[৪০]

২. রাসূল হওয়ার দাবীদার ব্যক্তিটি তাদের ন্যায় সাধারণ মানুষ। আল্লাহর সাথে সম্পর্ক দাবী করলে তাদের মতে মানুষ হওয়া উচিত নয়। আল্লাহর বাণী :

> وقال الملا الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا -
>
> তার সম্প্রদায়ের কাফির নেতারা বলল, তোমাকে তো আমাদের মতই একজন মানুষ হিসেবে দেখছি।[৪১]

---

[৩৮] সূরা বাকারা : ১৭০।

[৩৯] সূরা 'আরাফ : ৬০।

[৪০] সূরা 'আরাফ : ৬৬।

[৪১] সূরা হুদ : ২৭।

৩. নেতারা মানুষের জন্য সত্যের রক্ষক। তারা তাদের ধর্ম বিশ্বাসের হিফাযতকারী, কল্যাণকামী ও ফ্যাসাদ নিরসনকারী। যেমন কুরআনে ইরশাদ হয়েছে :

وقال فرعون ذروني اقتل موسى وليدع ربه إني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد -

> আর ফির'আউন বলল, তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও, আমি মূসাকে হত্যা করি, সে তার প্রভুকে ডাকতে থাকুক। আমার ভয় হচ্ছে, সে তোমাদের ধর্ম পরিবর্তন করে ফেলবে, যা পৃথিবীতে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করবে।[৪২]

৪. সংশয় সৃষ্টির আরেকটি হাতিয়ার হলো, এ নেতারা অনেক ধন-সম্পদ, যশ-খ্যাতি ও কর্তৃত্বের অধিকারী। আর দা'ঈদের মুখের বুলি ছাড়া কিছুই নেই। আল্লাহ্ বলেন :

ونادى فرعون في قومه قال يا قوم اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي افلا تبصرون -

> ফির'আউন তার সম্প্রদায়কে ডেকে বলল, হে আমার কওম, আমি কি মিসরের অধিপতি নই? এই নদীগুলো আমার নির্দেশে প্রবাহিত হয়, তোমরা কি দেখ না?[৪৩]

তাদের এসব বক্তব্যে সাধারণ জনগোষ্ঠী অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রভাবিত হয়। তাছাড়া এগুলো অত্যন্ত জৌলুসপূর্ণ আবেশে ও আভিজাত্যে উপস্থাপন করা হয়। যাতে মানুষ আরো বেশী মোহিত হয়ে থাকে। তাদের চাকচিক্য ও চোখ ধাঁধানো জাঁকজমকতায় সাধারণ মানুষ প্রভাবিত ও প্রতারিত হয়।

গ. 'আলিম শ্রেণী তথা শিক্ষিত সমাজ : প্রতিটি ধর্ম, সমাজ সভ্যতায় শিক্ষিত সমাজ রয়েছে। যারা জাতিকে শিক্ষিত, সংস্কৃতিবান করে গড়ে তুলে। যদিও এ কাজ পূর্বে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে পরিচালিত হতো এবং শিক্ষিত মানে ধর্মীয় শাস্ত্রে শিক্ষিত বোঝাত। বিভিন্ন সমাজে এর বিভিন্ন নাম রয়েছে। যেমন বনী ইসরা'ঈল সমাজে তাদেরকে আহ্বার, রিব্বিও বলা হত। খ্রীস্টান সমাজে উসকুপ, হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণ বা ধর্মগুরু, পণ্ডিত ইত্যাদি নামে অভিহিত করে। মুসলিম সমাজে 'আরবী ধারায় 'আলিম বলা হয়।

মুসলিম সমাজে সাধারণত 'আলিমগণই দা'ঈ। এরপরও তারা অন্যদিক দিয়ে মাদ'উ। কারণ ইসলামী জ্ঞানের ভাণ্ডার অফুরন্ত। তা আহরণ করতে হলে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিলিখিত গ্রন্থের দ্বারস্থ হতে হবে। অন্যের দেয়া তত্ত্ব ও তথ্য নিতে হবে। এভাবেই অন্যের দা'ওয়াত নেয়া হয়। তাই তাদের জ্ঞান বৃদ্ধি করার জন্য দা'ওয়াতের প্রয়োজন আছে।

অন্যান্য অমুসলিম 'আলিম বা ধর্ম বিশেষজ্ঞগণের মাঝেও দা'ওয়াতী কাজে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

- তারা জ্ঞানী মানুষ, জ্ঞানের গর্ব দেখাতে পারে। সেখানে আবেগ প্রসূত আলোচনার চেয়ে জ্ঞানগর্ব আলোচনার প্রাধান্য কাম্য।
- 'আলিমরা সাধারণত তর্কপ্রিয়। তাই তাদের সাথে সর্বোত্তম পন্থায় সত্যযুক্তি প্রদর্শনমূলক তর্ক করতে হবে।
- তারা ধর্মীয় গ্রন্থের বিশেষজ্ঞ। অতএব, দার্শনিক আলোচনার পাশাপাশি তাদের ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে আলোচনা আনতে হবে। ত্রুটি বিচ্যুতিগুলো কৌশলে ধরিয়ে দিতে হবে।
- তবে অন্যান্য ধর্মের গুরুদের অধিকাংশই সম্পদ লোভী, অর্থ উপার্জনেই ব্যস্ত। অতএব সম্পদ অর্জনের উদ্দেশ্য ও জ্ঞান চর্চার অবস্থা তুলে ধরতে হবে।

---

[৪২] সূরা মু'মিন : ২৬।

[৪৩] সূরা যুখরুফ : ৫১।

- জ্ঞানীরাই আল্লাহকে বেশী ভয় করে। আল্লাহ বলেন : انما يخشى الله من عباده العلماء
  নিশ্চয়ই আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে জ্ঞানীরাই তাকে বেশী ভয় করে।[৪৪]
- তারা মৌলিক তত্ত্বগত আলোচনা ভালোবাসেন। অতএব শাখা-প্রশাখার আলোচনা সীমিত ও সংক্ষিপ্ত থাকাই শ্রেয়।
- তারা মনের সাথে না মিললে দম্ভ প্রদর্শন করতে কুণ্ঠাবোধ করে না। 'আলিমদের মাঝে মতানৈক্য বেশী। সেক্ষেত্রে দা'ঈ ভাল ব্যবহার, সত্য ও যুক্তির পক্ষ অবলম্বন করেই জয়ী হতে পারেন।

মুসলিম আলিমগণের মাজে মতানৈক্য আছে, থাকবে। তবে তা ইজতিহাদ ও গবেষণার ক্ষেত্রে অভিবাদনযোগ্য। কিন্তু দলাদলি সৃষ্টির ক্ষেত্রে নিন্দনীয়। দা'ওয়াহকে সফল করতে হলে বিশেষ করে মুসলিম 'আলিমগণের ঐক্য অনিবার্য।

পরিশেষে কথা হল দা'ওয়াতে ইসলামের ক্ষেত্রে মাদ'উর উপরোক্ত শ্রেণীবিন্যাস বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে। তাই একই ব্যক্তির মাঝে একাধিক দিক থাকতে পারে। যেমন অমুসলিম শিক্ষিত পুরুষ নেতা, যিনি দা'ঈর আপন ভাই।

এরপরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে উপরে বর্ণিত বৈশিষ্ট্য ও দা'ওয়াতী নীতি অনুসরণ করলে দা'ওয়াত ফলপ্রসূ হবে। দা'ওয়াতী পরিকল্পনা গ্রহণ আরো সহজ হবে। এ ধরনের বৈচিত্রতা আল কুরআনের সম্বোধন রীতিতেও দেখা যায়। যেমন– কোন সময় বলা হয়, হে মানবজাতি, কোন সময় বলা হয়, হে ঈমানদারগণ, আবার কোন সময় বলা হয়, হে কিতাবীগণ, ইত্যাদি। এ বৈচিত্রতা দা'ওয়াতে ইসলামে মাদ'উর বৈচিত্রতা মূল্যায়নের গুরুত্বকে বাড়িয়ে দিয়েছে।

দা'ওয়াতে মাদ'উর গুরুত্ব

যে কোন দা'ওয়াত হোক না কেন, মাদ'উ হল তার অন্যতম স্তম্ভ। মাদ'উকে চেনা ব্যতীত কোন দা'ওয়াত কার্যক্রমের কথা অবান্তর। মাদ'উ সম্পর্কে জ্ঞান ব্যতীত দা'ওয়াতের চিন্তা করা যায় না। দা'ওয়াত দিতে হলে বিভিন্ন প্রকারের মাদ'উর বৈশিষ্ট্য ও অবস্থানাদি মূল্যায়ন করতে হবে। তখন দা'ওয়াতকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির উপর দাঁড় করানো সম্ভব।

কেউ কেউ মনে করেন, মাদ'উ হলো গ্রহীতা। তার কাছে উপস্থাপন প্রক্রিয়াই বড় কথা। তার সম্পর্কে জানার তেমন প্রয়োজন নেই।

কিন্তু বাস্তবে এ ধারণাটি যথাযথ নয়। কারণ সকল মাদ'উ সমান নয়। সবার যোগ্যতা, অবস্থা, গুণাগুণ ও গ্রহণ করার ক্ষমতা এক নয়। অতএব দা'ওয়াত ও দা'ঈর সঙ্গে সম্পর্ক বিবেচনায় মাদ'উর সম্পর্কে অধ্যয়ন করতে হবে। কারণ মানব সমাজে স্বভাবগত ও পেশাগত বৈচিত্র্যকে কখনো উপেক্ষা করা যায় না। অন্যথায় দা'ওয়াতী কাজ নিমিষে হারিয়ে যাবে শূন্যে। স্থায়ী হবে না। যে মাদ'উকে জানা ব্যতীত দা'ওয়াতের চিন্তা করে, তার অবস্থা সেই ব্যক্তির মত যে অন্ধকে রাস্তা দেখাতে চায়, বধিরকে কিছু শোনাতে চায়, পাগলের চিন্তা জাগ্রত করতে চায়, সাগরে চিত্র অংকন করতে চায়। আল্লাহ পাক প্রত্যেক নবীকে তার জনগোষ্ঠী তথা মাদ'উ সম্পর্কে জ্ঞান দিয়েই পাঠিয়েছেন :

وما ارسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم -

প্রত্যেক রাসূলকে তার স্বজাতির ভাষাভাষি করেই পাঠিয়েছেন, যেন তারা তাদেরকে বুঝাতে পারে।[৪৫]

আর মুখের যেমনি ভাষা আছে, তেমনি অবস্থারও ভাষা আছে। অতএব দা'ওয়াতী পদ্ধতিতে মাদ'উর গুরুত্ব অপরিসীম। অন্যথায় দা'ওয়াহ হবে গন্তব্যহীন।

---

৪৪. সূরা ফাতির : ২৮।

৪৫. সূরা ইবরাহীম : ৪।

অধ্যায় : নয়

দা'ওয়াতে ইসলাম : কৌশল ও কর্মপদ্ধতি

দা'ওয়াতে ইসলামের কৌশল ও কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে আল কুর'আনে সুস্পষ্ট বক্তব্য রয়েছে। দা'ওয়াতের কাজকে ফলপ্রসু করে তুলতে হলে কৌশল ও পদ্ধতির বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সত্যিকার সুন্দর উপস্থাপনা জনগণের চিন্তা ও চেতনার উন্মেষ ঘটে। উপস্থাপনার ত্রুটির কারণে অনেক গ্রহণযোগ্য বিষয়ও অগ্রহণযোগ্য হয়ে যায়। আধুনিক বিশ্ব প্রচারণা ও মিডিয়ার যুগ। ইসলামের বিরুদ্ধে বাতিলরা আজ সবচেয়ে কার্যকরীভাবে মিডিয়াকে ব্যবহার করছে। বর্তমানে কোন আদর্শকে জনগণের কাছে পৌঁছে দেয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার গণমাধ্যম। তা এক মুহূর্তে পৃথিবীর এক প্রান্তের খবর অন্য প্রান্তে পৌঁছে দেয়। এটি হাজার হাজার পরমাণু বোমার চেয়েও ক্ষমতাধর। বিশ্বের গণমাধ্যমের ৮০% ইসলামের চিরশত্রু ইয়াহুদীদের কব্জায়। ১৮৯৭ সালের ২৯ ও ৩০ আগস্ট সুইজারল্যাণ্ডের বাযিল নগরীতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল বিশ্ব ইহুদী সম্মেলন। সেদিন তারা বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য সর্বসম্মতভাবে দু'টি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিল।

১. বিশ্বের সকল অর্থ ভাণ্ডার নিজেদের করায়ত্ত্বে আনা।

২. আন্তর্জাতিক প্রচার মাধ্যমগুলোতে নিজেদের একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করা।

এ সিদ্ধান্তকে তারা ফলপ্রসূ করেছে। এক রয়টার্সই পৃথিবীর ৯০% সংবাদ সংগ্রহ ও সরবরাহ করছে।[১] দা'ওয়াতে ইসলামীর কর্মপদ্ধতি কি হতে পারে তা নির্ধারণের জন্য আমাদের বিশ্বনবীর দা'ওয়াতের কর্ম পদ্ধতির প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে।

সর্বকালের সর্বযুগের বিশ্বনবীর জীবনী পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, তিনি দা'ওয়াতে ইসলামের প্রসারের জন্য বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। তিনি খাওয়ার মজলিসে দা'ওয়াত প্রদান করেছেন। জাবালে আবু কোবায়েসের চূড়ায় দাঁড়িয়ে স্বীয় কওমকে ইসলামের পথে আহবান জানিয়েছেন। মক্কার বিভিন্ন মেলায় অত্যন্ত গোপনে ঘুরে ঘুরে ইসলামের শাশ্বত বিধানের কথা প্রচার করেছেন।

এ ছাড়া নবী করীম সা. হজ্জের মওসুমে যে সব সম্প্রদায় মক্কার আশে পাশে তাবু ফেলতো তাদের গোত্রপতিদের সাথে তিনি দেখা করতেন এবং ইসলামের দা'ওয়াত পেশ করতেন। কখনো বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিদের কাছে প্রতিনিধি পাঠাতেন। কখনো বা বিভিন্ন রাজা বাদশাহদের কাছে পত্র পাঠিয়ে দা'ওয়াত প্রদান করতেন।[২]

রাসূল সা. বসরার শাসনকর্তার নিকট দিহইয়া কালবীর মারফত একটি পত্র পাঠিয়েছিলেন। সেটির ভাষ্য:

بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله الى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى
اما بعد فانى ادعوك بدعاية الاسلام أسلم تسلم يوتك الله اجرك مرتين فان توليت فان عليك اثم
اليريسيين ويا اهل الكتاب تعالو الى كلمة سواء بيننا وبينكم ان لا نعبد الا الله ولانشرك به شيئا
ولايتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون -

দয়ালু ও দাতা আল্লাহর নামে শুরু করছি। আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল মুহাম্মদ সা. থেকে রোমের শাসনকর্তা হিরাকলের নিকট। সঠিক পথের অনুসারীর উপর শান্তি বর্ষিত হোক। অতঃপর আমি

---

[১] অধ্যাপক মফিজুর রহমান, *দাওয়াতে দ্বীন*, ঢাকা : এস এস প্রকাশনী, ২০০২, পৃ ১৩-১৪।

[২] মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহী, *দাওয়াতে দ্বীন ও তার কর্মপন্থা*, মুহাম্মদ মূসা অনূদিত, ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯৫, পৃ ৭৯।

> আপনাকে ইসলামের আহবান জানাচ্ছি। ইসলাম গ্রহণ করুন, নিরাপদে থাকবেন। আল্লাহ্ আপনাকে দ্বিগুণ পুরস্কার দেবেন। তবে যদি আপনি (এ আহবানে) সাড়া না দেন, তা হলে সমস্ত প্রজাদের পাপের ভাগী হবেন আপনি। আর হে কিতাবীগণ, তোমরা সেই বাণীর দিকে চলে এসো, যা তোমাদের ও আমাদের মধ্যে সমান। আমরা একমাত্র আল্লাহরই 'ইবাদত করবো এবং তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবো না। আমাদের কেউ এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে প্রভু বলে গ্রহণ করবে না, তবে যদি তারা এ বাণী গ্রহণ না করে, তাহলে তোমরা (মুসলিমগণ) বলে দাও, তোমরা সাক্ষী থাক, আমরা আল্লাহর অনুগত।[৩]

নবী করীম সা. দা'ওয়াতে ইসলামের জন্য মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেছেন, প্রয়োজনে বহুবার সম্মুখযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন। দা'ওয়াতের যা যা প্রয়োজন ও যুগোপযোগী মনে করেছেন, তাই করেছেন। তবে নৈতিক নিয়মাবলী কখনো ভঙ্গ করেন নি। দা'ওয়াতে ইসলামের ব্যাপারে নবীর সুন্নত হলো একটি উদারনীতি।

দা'ওয়াতে ইসলাম পদ্ধতি একটি মুক্ত ও উদার বিষয় হওয়ার প্রেক্ষাপটে বর্তমান বিশ্বের বিভিন্ন ইসলামী আন্দোলন বিভিন্ন কর্ম পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। পর্যায়ক্রমে সংক্ষিপ্ত আকারে তা পেশ করা হলো।

দা'ওয়াতের প্রকৃতি ও পদ্ধতি

দা'ওয়াত যতই সুন্দর ও কল্যাণকর হোক না কেন, দা'ওয়াতদাতা যদি শ্রোতাদের মেজাজ অনুধাবন করে তা সুন্দরভাবে উপস্থাপন করতে না পারে তাহলে শ্রোতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা কোনক্রমেই সম্ভব নয়। এজন্য দা'ঈকে শ্রোতাদের মেজাজ বুঝে এমন আকর্ষণীয় পদ্ধতিতে দা'ওয়াত পেশ করতে হবে, যেন শ্রোতাগণ আল্লাহর দিকে এমনিতেই ঝুঁকে পড়ে। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন :

> ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هى احسن -
>
> হে নবী, তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহবান কর, হিকমত ও সদুপদেশ দ্বারা এবং তাদের সাথে আলোচনা কর সদ্ভাবে।[৪]

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন তিন পদ্ধতিতে লোকদেরকে দা'ওয়াত দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। কারণ সাধারণত সমাজে তিন প্রকার মানুষ বাস করে।

১. সরলমনা সাধারণ মানুষ।

২. যুক্তিবাদী মানুষ।

৩. বিতর্ক পছন্দ বক্র হৃদয়ের মানুষ।

সরলমনা মানুষকে দা'ওয়াত দিতে হবে সদুপদেশের মাধ্যমে। যুক্তিবাদী লোকদেরকে দা'ওয়াত দিতে হবে হিকমত ও দার্শনিক ভঙ্গিতে। আর বক্র হৃদয়ের লোকদেরকে দা'ওয়াত দিতে হবে বিতর্কমূলক আলোচনা পেশ করার মাধ্যমে। দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে পদ্ধতিসমূহের প্রতি লক্ষ্য রাখা একান্তভাবে অপরিহার্য। অন্যথায় দা'ওয়াত অর্থবহ হবে না।

পূর্ণাঙ্গ দ্বীনের দা'ওয়াত

ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। তাই এর দা'ওয়াতও পূর্ণাঙ্গ হতে হবে। কেউ কেউ দা'ওয়াত দিতে গিয়ে অতি উদারতার পরিচয় দিয়ে থাকেন। তারা বলেন, সকল ধর্মেই কিছু না কিছু সত্য অবশ্যই আছে। তবে ইসলামই হলো সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ। বস্তুতঃ এ ধরনের ধারণা একজন আপসকামী লোকের মধ্যেই থাকতে পারে। কুর'আন এ ভ্রান্ত ধারণা খণ্ডন করে বলেছে : - ان الدين عند الله الاسلام

> আল্লাহর নিকট একমাত্র গ্রহণযোগ্য দ্বীন হচ্ছে ইসলাম।[৫]

---

৩. আবদুল মান্নান তালিব সম্পাদিত, *সহীহ আল বুখারী,* ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ২০০০, ১ম খ, পৃ ২৫-২৬।

৪. সূরা নাহল : ১২৫।

৫. সূরা আলে ইমরান : ১৯।

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে :

> ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الاخرة من الخسرين -
>
> কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন গ্রহণ করতে চাইলে তা কখনো কবুল হবে না এবং আখিরাতে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।[৬]

সূরা মায়িদায় অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে : - افحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون

> তবে কি তারা জাহেলী যুগের বিধি-বিধান কামনা করে? বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য বিধান দানে আল্লাহ অপেক্ষা কে শ্রেষ্ঠতর?[৭]

কুর'আনের এ পরিষ্কার ঘোষণার পরও কি কোন বুদ্ধিমান লোক সব ধর্মে সত্য আছে বলে মন্তব্য করতে পারে? কখনো নয়। অবশ্য এর অর্থ এ নয় যে, অন্য ধর্মকে গালি দিতে হবে। আমাদের বক্তব্য হলো, মানব জাতির জন্য ইসলামই একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। তাই দা'ওয়াতও হতে হবে পূর্ণাঙ্গ দ্বীনের।

ইরশাদ হয়েছে :

> هو الذى ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا -
>
> আল্লাহ তা'আলা তার রাসূলকে পথনির্দেশ ও সত্য দ্বীনসহ প্রেরণ করেছেন, অপর সমস্ত দ্বীনের উপর একে জয়যুক্ত করার জন্য। সাক্ষী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ঠ।[৮]

বর্তমানে কেউ কেউ শুধু রাজনীতিকেই পূর্ণাঙ্গ দ্বীন হিসেবে পেশ করছে, আবার কেউ শুধু আমরু বিল মারুফ তথা সৎ কাজের আদেশ দেয়াকে দ্বীনের মুকাম্মাল দা'ওয়াত হিসেবে মনে করছে। বস্তুতঃ উভয় দলই ভ্রান্তির শিকার। এ অভিশাপ থেকে বাঁচার লক্ষ্যে কুর'আনে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন :

افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض - فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزى فى الحيوة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب -

> তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশকে বিশ্বাস কর এবং কিছু অংশকে প্রত্যাখ্যান কর? তোমাদের যারা এরূপ করে তাদের একমাত্র প্রতিফল পার্থিব জীবনে হীনতা এবং কিয়ামতের দিন তারা কঠিনতম শাস্তির মাঝে নিক্ষিপ্ত হবে।[৯]

অতএব দা'ঈকে অবশ্যই ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় দিক থেকে দা'ওয়াত দিতে হবে এবং পূর্ণাঙ্গ দ্বীনের দা'ওয়াত দিতে হবে। অন্যথায় মুসলিম উম্মাহর মধ্যে চরম বিভ্রান্তি দেখা দেবে। ফলে উম্মত শতধা বিভক্ত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন পথ অনুসরণ করতে বাধ্য হবে। এ বিভক্তির জন্য দা'ঈকে জবাবদিহী করতে হবে মহান আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের দরবারে। তাই আমরু বিল মারূফ (সৎকাজের আদেশ) এবং নাহী আনিল মুনকার (অসৎ কাজে বাধাদান) এর সকল বিষয়ের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা দা'ঈর জন্য একান্ত কর্তব্য।

সকলের জন্য দা'ওয়াত

ইসলামের দা'ওয়াত হবে সকলের জন্য। কুর'আন মজীদে সমস্ত মানুষকে সত্য দ্বীন গ্রহণের প্রতি আহবান জানানো হয়েছে। বর্ণ, গোত্র, ভাষা, দেশ ইত্যাদির সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠে সকল মানুষকে এর পতাকাতলে সমবেত হওয়ার জন্য দা'ওয়াত দেয়া হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে-

> قل يايها الناس إنى رسول الله اليكم جميعا -
>
> তুমি বল, হে মানুষ, আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহর রাসূল।[১০]

---

[৬] সূরা আলে ইমরান : ৮৫।

[৭] সূরা মায়িদা : ৫০।

[৮] সূরা ফাত্হ : ২৮।

[৯] সূরা বাকারা : ৮৫।

[১০] সূরা আরাফ : ১৫৮।

অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে : تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للعلمين نذيرا -

> কত মহান তিনি- যিনি তার বান্দার প্রতি কুর'আন অবতীর্ণ করেছেন, যাতে সে বিশ্বজাহানের জন্য সতর্ককারী হতে পারে।[১১]

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সা. এ কথাটিকে আরো সুস্পষ্টভাবে বলেছেন :

كان النبى يبعث الى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة -

> পূর্ববর্তী নবীগণকে বিশেষ সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরণ করা হতো। আর আমি প্রেরিত হয়েছি গোটা বিশ্ব জাহানের প্রতি।

প্রিয় নবী হযরত মুহম্মদ সা. এ কথাও ঘোষণা করেছেন : بعثت إلى الاسود والاحمر -

> লাল, সাদা সকলের জন্যই আমি প্রেরিত হয়েছি।

এ সকল আয়াত এবং হাদীস থেকে এ কথাই প্রতীয়মান হচ্ছে যে, ইসলাম বর্ণ, গোত্র, দেশ, সম্প্রদায়, জাতীয়তা ইত্যাদির বন্ধন ছিন্ন করে বিশ্ববাসীর কাছে এ কথাটিই বলে দিতে চায় : أدخلوا فى السلم كافة

> তোমরা সর্বাত্মকভাবে ইসলামে প্রবেশ কর।[১২]

এ উদ্দেশ্যেই কুর'আনন ও হাদীসের বিভিন্ন স্থানে তাবলীগ ও দা'ওয়াত, ওয়াজ ও নসীহত, আমর বিল মারুফ ও নাহী আনিল মুনকার, হিদায়াত ও ইরশাদ ইত্যাদি শিরোনামে দেশের কানায় কানায় এ প্রোগ্রামকে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য জোর তাকীদ দেয়া হয়েছে। এ থেকে বুঝা যায় যে, ইসলামই একমাত্র বিশ্বব্যাপী সার্বজনীন গ্রহণযোগ্য দ্বীন। এক্ষেত্রে আল্লামা ইকবালের এ কথাটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য- 'বিশ্বজোড়া মুসলিম আমি সারাটি জাহানে বেঁধেছি ঘর'- এটাই ইসলামের বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

দা'ওয়াত শুরু হবে নিজ পরিমণ্ডল থেকে

দা'ওয়াতের কাজ শুরু করতে হবে নিজের পরিচিত পরিবেশ থেকে। এ ব্যাপারে অনেকেরই ত্রুটি রয়েছে। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বর্তমানে কেউ কেউ শত শত মাইল দূরে গিয়ে দা'ওয়াত দেয়ার চেষ্টা করছেন। অথচ তার স্ত্রী পুত্র বা নিকটাত্মীয়দের কোন খবরই তার কাছে নেই। এর অর্থ এ নয় যে, দেশ ছেড়ে গিয়ে দা'ওয়াতী কাজ করা যাবে না। বরং বাইরে দা'ওয়াত দেয়ার পাশাপাশি নিজ পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-পড়শীদের খবরও রাখতে হবে বিশেষভাবে। এ প্রসঙ্গে মুসলিম মিল্লাতের পিতা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দা'ওয়াতের তরীকাটি উল্লেখযোগ্য।

'আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই' -এ সত্যটি হযরত ইবরাহীম (আ) বুঝতে পারলেন এবং তিনি ভাবলেন যে, শুধু বুঝলেই চলবে না; বরং এ সত্য সকলের মাঝে ছড়িয়ে দিতে হবে। তাই তিনি নিয়ত করলেন যে, প্রথমে পিতাকেই দা'ওয়াত দিবেন। ইচ্ছানুসারে একদিন তিনি পিতাকে প্রশ্ন করলেন, আব্বা, মূর্তিগুলো কিসের? এ ব্যাপারে পিতা ও পুত্রের মাঝে বিশদ আলোচনা হয়। রাব্বুল 'আলামীন এ ঘটনা থেকে উপদেশ গ্রহণের জন্য আল-কুর'আনে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। ইরশাদ হয়েছে :

واذ قال ابراهيم لابيه ازر اتتخذ اصناما الهة انى اراك وقومك فى ضلال مبين -

> যখন ইবরাহীম (আ) নিজ পিতা আযরকে বললেন, আপনি কি (মাটির তৈরি) মূর্তিগুলোকে নিজের ইলাহ্ বানিয়ে নিয়েছেন? নিশ্চয়ই আমি আপনাকেও আপনার সম্প্রদায়কে স্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে দেখতে পাচ্ছি?[১৩]

পিতা মূর্তিপূজা করছে, ইবরাহীম (আ) তা বরদাশ্‌ত করতে পারছেন না। তাই পিতার কাছে গিয়ে পিতা ও তার কওমের ভ্রান্তির কথা ঘোষণা করলেন। এর পরও বসে থাকেন নি। সব সময় একই চিন্তা, কি

---

[১১] সূরা ফুরকান : ১।

[১২] সূরা বাকারা : ২০৮।

[১৩] সূরা আন'আম : ৭৪।

করে এদেরকে দ্বীনে হানিফের দিকে আনা যায়। তাই একদিন পিতা ও কওমের লোকদেরকে যুক্তিপূর্ণভাবে বুঝিয়ে বললেন। ইরশাদ হয়েছে :

اذ قال لابيه يابت لم تعبد مالا يسمع ولا يبصر ولا يغنى عنك شيئا - يابت انى قد جاءنى من العلم
مالم ياتك فاتبعنى اهدك صراطا سويا - يابت لا تعبد الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عصيا -
يابت انى اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا - قال اراغب انت عن الهتى
يابراهيم - لئن لم تنته لارجمنك واهجرنى مليا قال سلام عليك ساستغفر لك ربى انه كان بى حفيا
واعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعوا ربى عسى الا اكون بدعاء ربى شقيا -

> যখন ইবরাহীম (আ) বললেন, হে আমার পিতা, তুমি কেন তার ইবাদত কর? যে কিছু শোনে না, দেখে না এবং তোমার কোন কাজেই আসে না। হে আমার পিতা, আমার কাছে তো এসেছে ঐশীজ্ঞান যা তোমার কাছে আসে নি। সুতরাং তুমি আমার অনুসরণ কর। আমি তোমাকে সঠিক পথ দেখাব। হে আমার পিতা, শয়তানের 'ইবাদত করো না। কেননা শয়তান তো দয়াময়ের অবাধ্য। আব্বাজান, আমি আশংকা করছি তোমাকে দয়াময়ের আযাব স্পর্শ করবে এবং তুমি হবে শয়তানের বন্ধু। পিতা বললো, হে ইবরাহীম, তুমি কি আমাদের দেব-দেবী থেকে বিমুখ? তুমি যদি নিবৃত্ত না হও তবে আমি অবশ্যই প্রস্তরাঘাতে তোমার প্রাণবধ করবো। তুমি চিরদিনের জন্য আমার কাছ থেকে দূর হয়ে যাও। তিনি (ইবরাহীম) বললেন, তোমার প্রতি সালাম। আমি আমার প্রতিপালকের কাছে তোমার জন্য প্রার্থনা করবো। তিনি আমার প্রতি অতিশয় অনুগ্রহশীল। আমি তোমার কাছ থেকে এবং তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদের 'ইবাদত কর তাদের থেকে পৃথক হয়ে যাচ্ছি। আমি আমার প্রতিপালককে আহবান করবো। আশা করি, আমি আমার প্রতিপালককে আহবান করে ব্যর্থ হবো না।[১৪]

কুর'আনে কারীমে উল্লিখিত বক্তব্য থেকে পরিস্কারভাবে এ কথা বুঝা যায় যে, নিজ পরিবারের কাছে আগে দা'ওয়াত দিয়ে পরে কওমের কাছে দা'ওয়াত দিতে হবে। নতুবা দা'ওয়াত আশানুরূপ ফলপ্রসু হবে না। এরপর দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে দিতে হবে সত্যের আহবান। সাইয়্যেদুল মুরসালীন হযরত মুহাম্মদ সা.ও এ পদ্ধতিই অবলম্বন করেছিলেন। প্রথমতঃ তিনি আপনজন বন্ধু-বান্ধবদের কাছে অতি সংগোপনে দ্বীনের দা'ওয়াত দেন। এ সিলসিলা প্রায় দীর্ঘ তিন বছর পর্যন্ত স্থায়ী থাকে। পরে আল্লাহ তায়ালা নবীজীকে প্রকাশ্যে তার নিকটাত্মীয়দের মধ্যে দা'ওয়াত দেয়ার নির্দেশ দেন। ইরশাদ হয়েছে : وانذر عشيرتك الاقربين -

> হে নবী, (এবার) তোমার নিকটাত্মীয়দেরকে সতর্ক কর।[১৫]

হযরত শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ (রহ) বলেন যে, এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর রাসূল সা. নিজের চাচা, ফুফু এবং মক্কার কুরাইশদেরকে ডেকে দ্বীনের শাশ্বত আহবান শুনিয়ে দেন। এরপর হিজাযের বিভিন্ন অঞ্চলে দা'ওয়াত দেয়ার পাশাপাশি বিভিন্ন রাষ্ট্রেও তিনি দা'ওয়াতী প্রতিনিধি দল পাঠাতে আরম্ভ করেন- যেন তামাম মানুষ কালিমা তাইয়্যেবার অমিয় সুধা পান করে হিদায়াত লাভ করতে সক্ষম হয়। এভাবেই রাসূলুল্লাহ সা.-এর দা'ওয়াত ক্রমান্বয়ে পরিচিত পরিবেশ ছাড়িয়ে বাধার বিন্ধাচল ডিঙিয়ে অপরিচিত পরিবেশ পর্যন্ত ছড়িয়ে যায়।

দা'ওয়াত দফাভিত্তিক নয়

হেরা গুহা থেকে বের হয়ে এসে নবী হিসেবে যে দা'ওয়াত দিলেন তা কতগুলো সমস্যা চিহ্নিত করে, এতে দফার ফিরিস্তি ছিল না। এটি ছিল সে দা'ওয়াত যা লাখ লাখ নবী তার কওমের কাছে পেশ করেছিলেন। তা ছিল এমন একটি কথার দা'ওয়াত যে কথার মধ্যে রয়েছে জ্ঞানের বিশাল সমুদ্র, আছে অসংখ্য সমস্যার একমাত্র সমাধান, যে কথাটির মধ্যে রয়েছে সকল যুগের, সকল কালের, বিচিত্র মানুষের

---

১৪. সূরা মারইয়াম : ৪২-৪৭।

১৫. সূরা শুআরা : ২১৪।

সীমাহীন অন্তহীন সমস্যার সমাধান আর কাঙ্খিত শান্তির গ্যারান্টি। সে কথাটি বিশ্বনবী সা. হেরা গুহা থেকে এসে কাবার পাদদেশে সাফা পাহাড়ে উঠে ঘোষণা দিলেন : يايها الناس قولوا لا اله الا الله

> হে মানব সকল, এ কথার ঘোষণা দাও, এক আল্লাহ ছাড়া সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী আর কোন সত্তা নেই।[১৬]

এর মধ্যে সমস্ত কল্যাণ নিহিত আছে। এই কালেমা তাইয়্যেবা ছিল সকল যুগের সকল পয়গম্বরের দা'ওয়াত। নবীরা দফার দা'ওয়াত দেন নি। মানুষের একটি একটি সমস্যাকে এক একটি দফাতে উল্লেখ করলে তা ১০-২০ নয় লাখের ঘর ছাড়িয়ে যাবে, কিন্তু সমস্যার গণনা শেষ হবে না। আল্লাহ তায়ালা নবীদেরকে যে কালেমা দিয়ে দা'ওয়াত দিতে শিখিয়েছেন তা এতই বিস্তৃত যে, জীবনের তাবৎ বিষয় সেটি বেষ্টন করে নিয়েছে। সমস্ত সমস্যা ও সমস্যার উৎস তা নির্মূল করে দিয়েছে। সে কথাটির মূল হচ্ছে তাওহীদ। আল্লাহ তায়ালা সেটিকে প্রকাণ্ড এক বৃক্ষের সাথে তুলনা করে বলেন :

> الم تركيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجر طيبة اصلها ثابت وفرعها فى السماء -
>
> এ পবিত্র কথাটি যেন সে সব বিশাল মহান বৃক্ষসদৃশ যার শিকড়রাশি প্রতিটি ইঞ্চি ভূমির গভীর নিম্নদেশে প্রোথিত। আর সে বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা, পত্র-পল্লব সমগ্র শূন্যতাকে জুড়ে মহাকাশের উপর বিস্তৃত।[১৭]

এ উপমাই যথেষ্ট যে, এ মহান কথাটির মধ্যে মানুষের জীবনের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবন, অর্থনীতি, সংস্কৃতি, সাহিত্য, কলা, আইন-দর্শন ইত্যাদি সব কিছুই অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছে। আর যা বলা হয়েছে তার ভিত্তি এতই দৃঢ় যে, পৃথিবীর কোন অংশের বা বিশেষ কোন শ্রেণীর বিরোধিতা নয়, কামান-গোলার, পরমাণু বোমার হুমকি নয়; বরং সমস্ত পৃথিবীর সবকিছু ধ্বংস হওয়ার পরও সে সত্যের গায়ে এক চুল আঁচড় লাগবে না। অতএব, আজকের কুফর ও শিরকের জাহেলিয়াতের মধ্যে একজন দা'ঈ ইলাল্লাহও যদি জীবিত থাকে তাকেও সমগ্র দুনিয়ার চাকচিক্য থেকে চোখ বন্ধ করে, হুমকি ও আপসের প্রস্তাব শোনা থেকে কর্ণে অঙ্গুলি প্রবিষ্ট করে, কোন ভয়াবহ পরিণতির তোয়াক্কা না করে সমস্ত শক্তি কণ্ঠে জমা করে তাওহীদের এ কথাটি দিয়েই শুরু করতে হবে দা'ওয়াতে ইলাল্লাহ।

হিকমত সহকারে

'হিকমত' শব্দটি ব্যাপক বিস্তৃত ও তাৎপর্যপূর্ণ শব্দ। সংক্ষিপ্তাকারে এর অর্থ প্রকাশ করাও সুকঠিন। এর মধ্যে বিভিন্ন রুচির, মাপের, এলাকার, ভাষার ও কালের মানুষের নিকট দা'ওয়াতকে গ্রহণযোগ্য করে তুলে ধরার ক্ষেত্রে যাবতীয় কৌশল অবলম্বনের সুযোগ অবাধ করে দেয়া হয়েছে। নবী পাকের মৌলিক দায়িত্বের মধ্যে একটি হলো হিকমত শিক্ষা দেয়া। এ প্রসঙ্গে বলা যায়, নবীদের অনুসৃত যাবতীয় কর্মপন্থা হিকমতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। তাদের চেয়ে উত্তম কৌশল কারো হতে পারে না। যেহেতু নবীগণ ওহী থেকে প্রাপ্ত কৌশল প্রয়োগ করেছেন। নবীদের মূল পরিচয় হচ্ছে দা'ঈ ইলাল্লাহ। তাই মানুষের সাথে তাদের কথা প্রতিটি শব্দ, জীবন চলার প্রতিটি আচরণ, 'কওলী' ও ফে'লী দা'ওয়াত। আম্বিয়ায়ে কিরামের দা'ওয়াতের পদ্ধতি, ভাষা ও কওমের সাথে তাদের আচরণের বিস্তারিত বর্ণনা কুর'আনে রয়েছে। বিশ্বনবীর দা'ওয়াত পেশ করার যে শিল্প, বাগ্মীতা, আবেগ, নিজ জীবনের বাস্তব উদাহরণ, পরিশ্রম, নিঃস্বার্থতা ও ধৈর্য তা-ই দা'ওয়াতের উত্তম হিকমত। আল্লাহ তায়ালা বিষয়টিকে নির্দিষ্ট কালের ও নিয়মের সীমা দিয়ে সীমিত করেন নি। পরিবেশ, পরিস্থিতি, স্থান, কাল, পাত্র ও অবস্থার প্রেক্ষিতে দা'ঈ তার জ্ঞান-বুদ্ধি, অভিজ্ঞতাকে ব্যবহার করে দা'ওয়াত দান করবে, এটা হিকমতের দাবী।

---

[১৬] আল হাদীস।

[১৭] সূরা ইবরাহীম : ২৪।

উত্তম নসীহত সহকারে

আরেকটি মৌলিক বিষয় হলো উত্তম নসীহত তথা উত্তম উপদেশ সহকারে দা'ওয়াত প্রদান করা। এর বিস্তৃতি, আবেদন ও গভীরতা ব্যাপকতর। দা'ঈর দা'ওয়াত হবে কল্যাণের দিকে, কল্যাণকর পন্থায় মানুষের জন্য যত উত্তম উপদেশ রয়েছে তন্মধ্যে চূড়ান্ত ও সর্বোৎকৃষ্ট উপদেশ হচ্ছে 'আল কুর'আন'। কুর'আননের ভাষায়– هذا بيان للناس و هدى وموعظة للمتقين

> এ হচ্ছে মানুষের জন্য পথনির্দেশ, সকল বিষয়ের জ্ঞানগর্ভ আলোচনা। তবে খোদাভীরু লোকদের জন্য এটি জীবন চলার বিধান ও উত্তম উপদেশ।[১৮]

কুর'আনের একটি পরিচয় হচ্ছে এটি উত্তম উপদেশ। এর প্রতিটি উপদেশ জীবনের সাথে সম্পর্কিত ও বাস্তবধর্মী, প্রতিটি উপদেশই নিঃসন্দেহ ও সুদৃঢ়। যাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই, যা অলঙ্ঘনীয় ও অপরিবর্তনীয়। দা'ঈদেরকে অবস্থা ও অবস্থান বিবেচনায় এ কুর'আনের উপদেশ পেশ করতে হবে। গোমরাহীর অন্ধকার বিদূরিত করতে কুর'আনী আলোর কোন বিকল্প নেই। এটি এক অত্যাশ্চর্য কিতাব। কুর'আন নিজেই বিস্ময়কর কিতাব বলে নিজেকে অভিহিত করেছে। এর সুর ও আওয়াজ এত যাদুময় যে, তা তীরের শলাকার মত মানব হৃদয়কে বিদ্ধ করে। যে তরবারী মুহাম্মদ সা.-এর মস্তক দ্বিখণ্ডিত করার জন্য উত্তোলিত হয়েছিল সে তরবারীর ধারক দুর্ধর্ষ ওমরকে কুর'আন এতটাই আশ্চর্যান্বিত করেছিল যে, সেই ওমর উলঙ্গ তরবারী হাতে মুহাম্মদ সা.-এর চরণতলে লুটিয়ে পড়েছিলেন।

এ কুর'আনই মানুষের ঘুমন্ত বিবেককে জাগ্রত করতে প্রশ্ন তুলেছে বার বার। মানুষের চারপাশের বস্তুনিচয়কে ইঙ্গিত করে কুর'আন জিজ্ঞাসার সূরে বলছে :

> افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت - والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت -
>
> এরা কি এদের বাহন উটগুলোকে দেখছে না, কতটা বিশেষভাবে তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে? মাথার উপর সুউচ্চ নীল আকাশ দেখছে না, কিভাবে তাকে মহাশূন্যে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে? বিরাট পাহাড়গুলো কিভাবে শক্তভাবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে? আর দেখছে না, সবুজ জমীনকে কিভাবে বিছিয়ে রাখা হয়েছে।[১৯]
>
> فذكر انما انت مذكر -
>
> হে নবী, তুমি কোরআন থেকে উপদেশ দিতে থাক। তুমি তো কুর'আনের উপদেশ দাতা।[২০]

দা'ঈদেরকে তাদের দা'ওয়াত দানের সময় ব্যক্তির শিক্ষাগত যোগ্যতা, সামাজিক মর্যাদা, ঝোঁক প্রবণতা, রুচি ও মননশীলতাসহ সার্বিক মূল্যায়নে কুর'আনের এ জিজ্ঞাসার আয়াতগুলো দিয়ে খুলে দিতে হবে হৃদয়ের বন্ধ কপাট। আবার দা'ওয়াতী কাজে কুর'আনুল কারীমের সে উপদেশের আয়াতগুলো খুবই ফলপ্রসু যাতে মা'বুদের দয়া ও মেহেরবানীর কথাগুলো অত্যন্ত জীবন্তভাবে তুলে ধরা হয়েছে। প্রতিটি ইহসান স্মরণ করে দিয়ে তা মানুষের দাম্ভিক, বিদ্রোহী ও গাফেল মনকে দেয় নত করে, এক পর্যায়ে তার অজান্তেই তার মন ঈমানের বীজ গ্রহণের জন্য উদ্বেলিত হয়ে উঠে। যেমন চৈত্রের কঠিন খরাতপ্ত চৌচির হওয়া মাটি প্রচণ্ড বারিবর্ষণের পর ফসলের বীজ গ্রহণে প্রস্তুত হয়ে উঠে। কত সাধারণ বিষয়কে কুর'আন অসাধারণভাবে পেশ করেছে। যার প্রতিটি শব্দ অনুভূতির প্রতিটি তন্ত্রিতে আঘাত করে আর আবেগকে করে আপ্লুত। যেমন কুর'আন বলছে :

> فلينظر الانسان الى طعامه- انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا- فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا - وزيتونا و نخلا - وحدائق غلبا - وفاكهة وابا – متا عالكم ولا نعامكم -

---

[১৮] সূরা আলে ইমরান : ১৩৮।

[১৯] সূরা গাশিয়া : ১৭-২০।

[২০] সূরা গাশিয়া : ২১।

> মানুষের উচিত নিজের আহার্য বস্তুর দিকে লক্ষ্য করা। আমি প্রবল বারি বর্ষণ করেছি। জমিনকে সিক্ত করে দীর্ণ-বিদীর্ণ করেছি। তারপর ঐ মাটিতে খাদ্যশস্য জন্মিয়েছি। আমি উৎপাদন করেছি আঙ্গুর, বিবিধ শাক-সবজি, জলপাই আর খেজুর। সৃষ্টি করেছি সবুজ ঘন বাগবাগিচা। প্রচুর ফলফলাদি আর তৃণলতা ও ঘাস। এসব তোমাদের উপভোগ করার সামগ্রী, আর তোমাদের গৃহপালিত পশুদের জন্যও আহার্য।[২১]

দা'ওয়াত হবে ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক

দা'ওয়াতে হককে ছড়িয়ে দিতে হবে সর্বস্তরে। ব্যক্তিগতভাবে দা'ওয়াতের ফল খুবই কার্যকর। এর মাধ্যমে সমাজের সবচেয়ে যোগ্য লোকগুলো ইসলামী বিপ্লবী জামা'আতে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। টার্গেট করার সময় মানবীয় গুণসম্পন্ন ও সত্যের অন্বেষা রয়েছে এমন লোকদের আগে বেছে নিতে হবে। মনে রাখতে হবে, একটি সামাজিক বিপ্লবের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে অল্প সংখ্যক মানুষ। মনে করুন, একটি ফুটবল খেলায় মাত্র ২২ জনের দু'টো টিম খেলায় অংশগ্রহণ করে, আর ২২ হাজার লোক খেলা দেখে ও উপভোগ করে, বাকী ১১ কোটি মানুষ বেখবর থাকে। পৃথিবীর সমস্ত বিপ্লব সুসংগঠিত, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, জানবাজ একটি ক্ষুদ্র মানবগোষ্ঠীই সংগঠিত করে ও আগামীর যত বিপ্লব হবে এ Committed minority-রাই করবে। দায়ীগণকে এ বিশেষ ধাঁচের মানুষগুলোকে চিনতে হবে। টার্গেট করতে হবে, এদের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে, সময় দিতে হবে ও যোগাযোগ রাখতে হবে। এ ক্ষেত্রে তাড়াহুড়ো ও হতাশ বোধ করার বিন্দুমাত্র সুযোগ নেই। এ যেন কৃষি কাজ, এক টুকরো জমিন বাছাই করতে হবে, আগাছা তুলতে হবে, বার বার চাষ দিতে হবে, বীজ লাগাতে হবে, পানি ও সার দিতে হবে পরিমাণমত। ফসল অনিষ্টকারী প্রাণীর আক্রমণ থেকে ফসল রক্ষা করতে হবে, আর ফসল ঘরে না আসা পর্যন্ত কৃষককে জমিনে লেগে থাকতে হবে। দায়ীদেরকে এক খণ্ড মানব জমিন বাছাই করতে হবে। তা থেকে কুফর ও গোমরাহীর আগাছা তুলতে হবে, বার বার নসীহত নামক লাঙ্গল দিয়ে মনভূমিকে চাষ দিতে হবে, সময় মত ঈমানের বীজ লাগাতে হবে ও ধ্বংসকারী পরিবেশ থেকে বাঁচাতে হবে। নামায, কুর'আন ও ইসলামী জ্ঞানের পরশ দিয়ে চারায় পানি সিঞ্চন করতে হবে। সে বৃক্ষ মনজমিনে শেকড় গেঁড়ে কাণ্ডের উপর দাঁড়িয়ে যাওয়া পর্যন্ত চাষীকে লেগে থাকতে হবে। আল্লাহ তা'আলার উপমা কত বাস্তব ও সুবোধ্য।

> كزرع اخرج شطئه فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار -
>
> এ যেন কৃষিকাজ। বীজগুলো অংকুরিত হলো, চারাগুলো বড় হলো, দৃঢ়তা অর্জন করলো ও স্বীয় কাণ্ডের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত হলো, যা দেখে চাষীর মন আনন্দে নেচে উঠে। আর এই বাগান যারা ধ্বংস করতে চেয়েছিল সে অবিশ্বাসীদের মন হিংসার আগুনে জ্বলে।[২২]

দা'ওয়াত দিতে হবে ব্যাপক জনগোষ্ঠীর উদ্দেশ্যে। তা ব্যক্তিগত দা'ওয়াতের মত বিপ্লবীদের সংগঠিত করতে সহায়ক না হলেও জনমত গঠনে খুবই কার্যকর। কোন আদর্শ বিপ্লব সংগঠিত করার জন্য বেশী সংখ্যক লোকের প্রয়োজন নেই। তবে সংগঠিত বিপ্লবের সংহতির জন্য, স্থায়িত্বের জন্য, সহযোগিতার জন্য অধিকাংশ জনগোষ্ঠীর সমর্থন প্রয়োজন। দা'ঈদেরকে বেশীরভাগ জনগোষ্ঠীর নিকট পৌঁছার সকল উপায় ও উপকরণ কাজে লাগাতে হবে। মানবের বিভিন্ন শ্রেণী, আত্মীয়, শ্রমিক, চাষী, আলেম, শিক্ষক ইত্যাদির মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর সমাবেশ করে উপযোগী বক্তব্য দান, বিবিধ সময়ে জন্ম-মৃত্যুতে, বিয়ে-শাদীতে, ঈদপর্বে, রাজনৈতিক ও সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে দা'ঈদের যোগদান ও সামাজিকতা রক্ষা করাই দা'ওয়াত। মানব জীবনের সকল বিভাগের উপর সর্বশেষ তথ্যাবলী সংযোজনসহ পুস্তক রচনা, সাহিত্য, কলা, নাটক, গল্প ও প্রবন্ধ ইত্যাদিতে ঘটাতে মানবীয় রুচির সার্থক রূপায়ন। সংবাদপত্র, রেডিও, টি.ভি চ্যানেলসহ সর্বাধুনিক ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া ব্যবহারের মাধ্যমে অসংখ্য মানুষের নিকট দা'ওয়াতকে আলো-

---

[২১] সূরা 'আবাসা : ২৪-৩১।

[২২] সূরা ফাত্হ : ২৯।

বাতাসের মত প্রবাহিত করে দিতে হবে। এ দা'ওয়াতের বিস্তৃতি সমগ্র দুনিয়া জুড়ে, এর টার্গেট আজকের প্রতিটি মানুষ থেকে পৃথিবীর শেষ জীবিত মানুষটি পর্যন্ত। হাজার বছর ধরে যিনি নবুয়তী দায়িত্ব পালন করেছেন সে নূহ (আ)-এর কথা আল্লাহ তা'আলা উল্লেখ করেছেন।

> ثم الى دعوتهم جهارا ثم انى اعلنت لهم واسررت لهم إسررا -
>
> হে মাবুদ, আমি আমার জাতিকে প্রকাশ্যভাবে দা'ওয়াত দিয়েছি। গোপনে গোপনে দা'ওয়াত দিয়েছি, ব্যক্তিগতভাবে দা'ওয়াতী কাজ করেছি।[২৩]

ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক পর্যায়ে দা'ওয়াতী কাজ কোন ঐচ্ছিক বিষয় নয়। কুর'আনুল কারীম এ বিষয়টির গুরুত্ব বর্ণনা করে বিশ্ববাসীদের জন্য তাকে জরুরী হিসেবে সকল যুগে গ্রহণ করার তাগিদ দিয়েছে।

নম্রতার সাথে কথা এবং উত্তম পন্থায় জবাব প্রদান

দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় কৌশল হলো মানুষের সাথে নরম ও কোমল ভাষায় কথায় বলা। কিন্তু যাদের অন্তরে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও সন্দেহ বিদ্যমান, যারা হঠকারিতা ও একগুঁয়েমির কারণে হক কথা মেনে নিতে নারাজ, তাদের বিতর্কের প্রয়োজন হলে উত্তম ও পছন্দনীয় পন্থায় জবাব দেয়া প্রয়োজন। এ পর্যায়ে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ) ও তার ভাই হারুন (আ)-কে কাফির শাসক ফিরআউনের কাছে দা'ওয়াতের পদ্ধতি শিখিয়ে দেয়া সম্পর্কে কুর'আননুল কারীমে বলেন :

> اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى -
>
> তোমরা উভয়ে ফিরআউনের কাছে যাও। সে তো সীমালংঘন করেছে। তোমরা তার সাথে নম্র কথা বলবে, হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা ভয় করবে।[২৪]

দা'ঈদের কাজ হচ্ছে দা'ওয়াত পৌঁছে দেয়া, আর হিদায়াত করার মালিক হচ্ছেন স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন। দা'ওয়াত সকলের কাছে সমানভাবে পৌঁছে দিতে হবে। অন্য জায়গায় আল্লাহ বলেন–

> فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم
> واستغفرلهم وشاورهم فى الأمر-
>
> আল্লাহর দয়ায় তুমি তাদের প্রতি কোমল-হৃদয় হয়েছিলে; যদি তুমি রূঢ় ও কঠোরচিত্ত হতে তবে তারা তোমার আশপাশ থেকে সরে পড়ত। সুতরাং তুমি তাদেরকে ক্ষমা কর এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ কর।[২৫]

রাসূলুল্লাহ সা.-এর কোমল ও অমায়িক ব্যবহার দেখে অসংখ্য ও অগণিত লোক ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছিল। আজও যদি আমরা মহানবী সা.-এর মহান আদর্শ সামনে রেখে দা'ওয়াতী কার্যক্রম চালিয়ে যাই, তবে ইনশাআল্লাহ সফলকাম হবো।[২৬]

দা'ওয়াত পৌঁছাতে হবে সর্বমহলে ও সর্বাবস্থায়

দা'ওয়াতের জন্য কোন একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা নেই। প্রতিটি মুহূর্তে দা'ওয়াতের কাজ আঞ্জাম দিতে হবে। কুর'আন শরীফে হযরত নূহ (আ)-এর দা'ওয়াতের কথা অত্যন্ত প্রাঞ্জল ও মোলায়েম ভাষায় বর্ণিত হয়েছে :

> قال رب انى دعوت قومى ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائى الا فرارا وانى كلما دعوتهم لتغفرلهم
> جعلوا اصابعهم فى اذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا و استكبروا استكبارا ثم انى دعوتهم جهارا
> ثم انى اعلنت لهم و اسررت لهم اسرارا -

---

[২৩] সূরা নূহ : ৮-৯।

[২৪] সূরা ত্বাহা : ৪৩-৪৪।

[২৫] সূরা আলে ইমরান : ১৫৯।

[২৬] মাওলানা মোঃ আতাউর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৬।

> সে বলেছিল; 'হে আমার প্রতি পালক, আমি তো আমার সম্প্রদায়কে দিবারাত্রি আহবান করেছি, কিন্তু আমার আহবান তাদের পলায়ন প্রবণতাই বৃদ্ধি করেছে। আমি যখনই তাদের আহবান করি যাতে তুমি তাদেরকে ক্ষমা কর, তারা কানে আঙ্গুল দেয়, বস্ত্রাবৃত করে নিজেদেরকে ও জিদ করতে থাকে এবং অতিশয় ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে। অতঃপর আমি তাদেরকে আহবান করেছি প্রকাশ্যে। পরে আমি উচ্চ স্বরে প্রচার করেছি ও গোপনে উপদেশ দিয়েছি।[২৭]

দা'ওয়াত হবে সর্বাবস্থায় যে কোন পরিস্থিতিতে প্রকাশ্যে বা গোপনে, জনসমক্ষে কিংবা কারাগারে, বক্তৃতার মঞ্চে, ফাঁসির মঞ্চে, জুলুম ও নির্যাতনের চরমাবস্থায় দা'ঈর জবানে দা'ওয়াতের বাণী উচ্চারিত হতে থাকবে।

মানুষের মধ্যে নবীদের চাইতে যোগ্য আর কেউ হতে পারে না; তাদের দা'ওয়াতী তৎপরতা ওহী দ্বারা পরিচালিত হত। অসভ্য জাতি কখনো বা দা'ওয়াত কবুল না করে জুলুমের পর জুলুম করে গেছে। তবুও শহীদ না হওয়া পর্যন্ত নবীগণ দা'ওয়াত জারী রেখেছেন।[২৮]

দা'ওয়াত হবে কুর'আন ও সুন্নাহ অনুযায়ী

দা'ওয়াতে ইসলামের মূল উৎস হলো কুর'আনন ও সুন্নাহ। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

انی اتبع الا ما یوحی الی انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم-

> আমার প্রতি যা ওহী হয়, আমি কেবল তারই অনুসরণ করি। আমি আমার প্রতিপালকের অবাধ্যতা করলে অবশ্যই আমি মহাদিবসের শাস্তির আশংকা করি।[২৯]

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন : - وما ينطق عن الهوى- ان هو الا وحى يوحى

> আর তিনি মনগড়া কথাও বলেন না। এটি তো ওহী যা তাঁর প্রতি প্রত্যাদেশ হয়।[৩০]

হাদীস শরীফে এসেছে, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন :

ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب الله وسنة رسوله -

> আমি তোমাদের মাঝে দু'টি বস্তু রেখে যাচ্ছি, যদি তোমরা সে দু'টি ধরে রাখতে পার, তাহলে কখনো তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না, সে দু'টি বস্তু হচ্ছে আল্লাহর কিতাব ও তার রাসূলের সুন্নাত।[৩১]

দা'ওয়াত হবে সহজ ভাষায়

যে কোন ভাবে কিছু বলে দেয়াই দা'ওয়াতের দাবী নয়। ইসলামকে মানুষের নিকট সহজবোধ্য, যুক্তিগ্রাহ্য, গ্রহণযোগ্য ও আকর্ষণীয় করে তুলতে হবে। এক্ষেত্রে দুর্বোধ্য, কঠিন ও বুদ্ধির কসরত করা পরিহার করতে হবে। বুদ্ধি ও বিজ্ঞতা প্রকাশ দ্বীনের জন্য কোন প্রয়োজনীয় বিষয় নয়। জীবনের সাথে মিলিয়ে পরিবেশের উপমা উপস্থাপনা সহকারে দ্বীনের দা'ওয়াত পেশ করতে হবে। আল্লাহর কিতাবকে সহজবোধ্যভাবে নাযিল করা হয়েছে। পড়ার জন্য এতই সরল ও সুমধুর, বুঝার জন্য এত সুবোধ্য ও ঝরঝরে, মনে রাখার জন্য এত সহজ ও হালকা যে, একটি বর্ণ বোঝে না এমন শিশুটিও তরতর করে কুর'আন তিলাওয়াত করছে, আবার ঐ অবোধ শিশুটির সিনায় সম্পূর্ণ কুর'আন রয়েছে মুদ্রিত। সহজবোধ্যতা ও সাবলীলতা যেন কালামুল্লাহ শরীফের এক অনন্য মোজেযা। কুর'আন নিজেই এর সাক্ষ্য দিয়ে বলছে : - ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مذكر

> নিশ্চয়ই আমি কুর'আনকে সহজ করে নাযিল করেছি, উপদেশ নেয়ার কেউ আছ?[৩২]

---

[২৭] সূরা নূহ : ৫-৯।

[২৮] অধ্যাপক মফিজুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ ২০।

[২৯] সূরা ইউনূস : ১৫।

[৩০] সূরা নজম : ৩-৪।

[৩১] *মিশকাত শরীফ*, পৃ ৩১, হাদীস নং : ১৭৬।

আল্লাহ তা'আলা সকল আম্বিয়া কিরামকে তাদের নিজ জাতির মধ্য থেকে উঠিয়েছেন ও তাদের নিজ ভাষায় আল্লাহর কিতাব নাযিল করেছেন। আল্লাহ তায়ালাই সকল ভাষা শিখিয়েছেন। তিনি বলেন :

وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم -

> এমন কোন রাসূল আসেন নি যাকে আল্লাহ তাদের জাতীয় ভাষা শেখান নি, যেন তারা দ্বীনকে বুঝিয়ে দিতে পারেন।[৩৩]

ভাষা এমন এক নিয়ামত যার ফলে মানুষ সকল সৃষ্টির উপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে। ইনসানকে বলা হয় ভাষাসম্পন্ন প্রাণী। আবার ভাষার জ্ঞানে যারা সমৃদ্ধ তারা মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। দুনিয়ায় আজ পর্যন্ত যত জ্ঞান-বিজ্ঞান মানবজাতি অর্জন করেছে সবই ভাষার মাধ্যমে আমরা হাসিল করেছি, আগামী বিশ্বের নিকট আমাদের পয়গাম পৌঁছাতে হলে ভাষার উপর আধিপত্য প্রয়োজন।

আমাদের রাসূল সা.-এর রিসালাত কোন বিশেষ ভাষায় সীমিত নয়। বিশ্ব নবী সা. আরবী হলেও তিনি সকল ভাষার জন্য নবী। তাই বিশ্বনবীর উম্মতকে দা'ওয়াতের দায়িত্ব পালন করতে হলে শুধু নিজ মাতৃভাষার উপর দক্ষ থাকা যথেষ্ট নয়, সাথে তাকে আল কুর'আনের ভাষা আরবী ও বিশ্বের বহুল প্রচলিত একটি আন্তর্জাতিক ভাষা– যেমন ইংরেজী লিখতে, পড়তে ও বলতে জানতে হবে। দ্বীনি দা'ওয়াতের নেতৃত্বদানকারী সম্মানিত ব্যক্তিদেরকে ইংরেজী ও আরবী ভাষার উপর পাণ্ডিত্য অর্জন করতে হবে। অন্যথায়, ইয়াহূদী ও খ্রীস্টান মিশনারীদের তৎপরতার মোকাবেলায় আমরা অশিক্ষিত, স্বল্পশিক্ষিত কিছু সংখ্যক মানুষের মধ্যে সীমিত হয়ে যাব এবং উন্নত বিশ্বের সচেতন জনগোষ্ঠীর কাছে আমাদের ও আমাদের প্রচারিত দা'ওয়াতের আবেদন থাকবে না।

দা'ওয়াত হবে জীবন্ত ও বাস্তব

যদিও চোখের ও কানের ব্যবধান সামান্য, কিন্তু শোনা ও দেখার ব্যবধান অসামান্য। আজকের মানুষ পূর্বের চেয়ে অনেক সচেতন ও জটিল। আজকের বিশ্বে কোন আদর্শের নিছক প্রচার যথেষ্ট নয়। তারা শুধু ইসলামের প্রচার শুনতে চায় না; বরং তারা ইসলামকে দেখতে চায়। যে আদর্শ শুধু প্রচারের জন্য, গ্রহণের জন্য নয়, সে অপ্রয়োজনীয় ও অগ্রহণীয় বস্তুর প্রচার মানুষের কি প্রয়োজন? রাস্তার পাশে ডুগডুগি বাজিয়ে কিছু বেকুব জমা করে প্রতারকেরা সর্বরোগের ওষুধ নামে খৈ ফোটা গরম বক্তব্য দিয়ে তুমার বিক্রি করে। ইসলাম যদি এ ধরনের প্রতারক ও স্বার্থ সর্বস্বদের দা'ওয়াতের বিষয় হয় তবে তা হবে আমাদের জন্য ক্রন্দন করার সময়। আমরা সবাই জানি, উদাহরণ উপদেশের চাইতে অনেক শক্তিশালী। ইসলামের আদর্শ কোথাও যদি খুঁজতে চায় ও দেখতে চায় পৃথিবীর কোটি কোটি মুসলমান ও প্রায় অর্ধশয়েরও বেশী মুসলিম দেশ ঘুরে তাকে ব্যর্থ হতে হবে। ইসলামের পূর্ণাঙ্গ অবয়ব কোথাও পাওয়া কঠিন হবে। কোথাও সে ইসলামের কনিষ্ঠাঙ্গুলি, কোথাও দু'টি হাত, একগোছা দাড়ি ও কয়েকখানা চুল খুঁজে পেতে পারে। এক সময় রাসূল সা. সাহাবীদের শয়ন, জাগরণ, আহার-বিহার থেকে শুরু করে তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য, বিচার-আচার, লেন-দেন, যুদ্ধ-সন্ধি, শাসন-প্রশাসন– এক কথায় তাদের থেকে যা প্রকাশিত হত তাকে লোকেরা ইসলাম বলে দেখতো এবং তাদেরকে মুসলিম বলে চিনতো। ঐ লোকগুলো ছিল ইসলামের একটি একটি পোস্টার, একটি একটি জীবন্ত চলমান কিতাব। তাদেরকে লোকেরা শুধু দেখতো না, তাদের জীবনকে লোকেরা পড়তো, আর অগণিত মানুষ অনুপ্রাণিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করতো। আজ অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত। আজ ইসলাম রয়েছে কুর'আনে, মুসলমানদের জীবনে ইসলাম নেই। ইসলাম থাকার অর্থ সে আল্লাহর হুকুম ছাড়া কারো হুকুম মানবে না। রাসূলুল্লাহ সা. ছাড়া আর কারো অনুসরণ করবে না।

---

৩২. সূরা কামার : ১৮।

[৩৩] সূরা ইবরাহীম : ৪।

দা'ঈদেরকে ইসলামের দিকে আহবান নয়; বরং ইসলামকে উপস্থাপন করতে হবে মানুষের সামনে আর দা'ঈদেরকে যবান নয়, জীবন হবে দা'ওয়াত। নবী সা. সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন :

> وانك لعلى خلق عظيم -
>
> নিশ্চয়ই আপনি সুমহান চরিত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত।[৩৪]

তিনি ইসলামের দিকে শুধু আহবান করেন নি, তার মহান জীবনের সবকিছুই ইসলামের জীবন্ত রূপ। তিনি ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি যে ইসলামের দা'ওয়াত দিচ্ছেন তার সমগ্র জীবনই তার প্রতিফলন। তিনি নিজেই জীবন্ত ও বাস্তব ইসলাম হয়ে মানুষের নিকট প্রতিষ্ঠিত ও দ্যেদীপ্যমান।

বিভিন্ন বিষয়ের দা'ওয়াত

শ্রোতাদের কাছে দা'ওয়াতকে হৃদয়গ্রাহী করে তোলার জন্য একাধিক বিষয়ের দা'ওয়াত পেশ করা আবশ্যক। যেমন, ওয়াদা ও অয়ীদ, সুসংবাদ ও দুঃসংবাদ, তারগীব ও তারহীব, ফাযায়িল ও আহকাম, দলীল ও কাহিনী, উপদেশ ও উদাহরণ, হিকমত ও রহস্য, আকর্ষণীয় লাতায়িফ ও যারায়িফ, জান্নাত ও জাহান্নাম ইত্যাদি। এতে শ্রোতাদের মনে বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি হবে। একই আলোচ্য বিষয়ের উপর যদি সর্বক্ষণ আলোচনা হয় তাহলে শ্রোতার মনে সাড়া জাগানোর চেয়ে দা'ওয়াতের উদ্দেশ্য বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে অনেকক্ষেত্রে। তাই বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোচনা করা দা'ঈর জন্য একান্ত অপরিহার্য। তবে এগুলো ধারাবাহিকভাবে হতে হবে। এ প্রসঙ্গে দারুল উলূম দেওবন্দের মুহতামিম হযরত মাওলানা ক্বারী মুহাম্মদ তৈয়্যব (রহ)-এর অভিমতটি এখানে উল্লেখ করা হলো। তিনি বলেন :

> প্রথমে দা'ঈকে নেক কাজের ফযীলত ও মন্দকাজের অপকারিতা সম্পর্কে আলোচনা করতে হবে। এগুলো 'ইবাদত, মুআমালাত, মুআশারাত ইত্যাদির যে কোন পর্যায়েরই হতে পারে। এরপর আল্লাহর দাসত্ব নবীজীর আনুগত্যের দু'একটি উদাহরণ পেশ করা যেতে পারে। এতে যদি শ্রোতাদের মাঝে মানসিক পরিবর্তন দেখা যায়, তাহলে রসনা ও হৃদয়ের হিফাযত সম্পর্কিত আলোচনা অত্যধিক ফলপ্রসূ হবে বলে আমার বিশ্বাস। এ পর্যায়ে দা'ঈকে গীবত, শিকায়াত, পরনিন্দা, পরশ্রীকাতরতা, অহেতুক কথা বলা, বাচালের মত কথা বলার মন্দ অভ্যাস এবং মানসিক দুষ্টু খেয়াল থেকে বেঁচে থাকার আবশ্যকতা, পন্থা ও পদ্ধতি সম্পর্কে জোরালো বক্তব্য রাখতে হবে। অতঃপর এ বিষয়ের প্রতি শ্রোতাদেরকে আকর্ষিত করার জন্য বুযর্গানে দ্বীনের ঘটনাবলী এবং বিভিন্ন জাতির উত্থান-পতনের কাহিনী সম্পর্কেও বিস্তারিত আলোচনা করা বাঞ্ছনীয়। এর সাথে সাথে পার্থিব জগতের লোভ ও মোহ থেকে লোকদেরকে বাঁচানোর লক্ষ্যে দুনিয়ার অস্থায়ীত্বের উপর আলোচনাও অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে আমার ধারণা। এ সব কিছু বলে পরিশেষে শ্রোতাদের মনে কোমলতা, ইনাবাত ইলাল্লাহ এবং আল্লাহভীতি জাগরিত করে তোলার জন্য মৃত্যুর ভয়াবহতা, কবরের করুণ অবস্থা এবং ময়দানে হাশরে নবীদের অস্থিরতা সম্পর্কিত আলোচনা তুলে ধরতে হবে। এতে শ্রোতাদের মনে আমুল পরিবর্তন সাধিত হবে ইনশাআল্লাহ।

উল্লেখিত আলোচনার প্রেক্ষিতে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হচ্ছে যে, শ্রোতাদের মনে দ্বীনের চেতনা জাগিয়ে তুলতে হলে দা'ঈকে অবশ্যই বিভিন্ন বিষয়বস্তুর উপর আলোচনা পেশ করতে হবে।

পালাক্রমে দা'ওয়াত

দা'ওয়াতকে ফলপ্রসূ করতে হলে দা'ঈকে অবশ্যই শ্রোতাদের মেজাজের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে। যাতে শ্রোতাদের মনে কোন প্রকার বিরক্তি ভাব সৃষ্টি না হয়। লাগাতার দা'ওয়াত দেয়াতেও এক ধরনের বিরক্তির সম্ভাবনা থাকে। তাই একাধারে দা'ওয়াত না দিয়ে পালাক্রমে দা'ওয়াত দেয়া বেশী সমীচীন। এ কারণে হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ রা. প্রত্যেক সপ্তাহে বৃহস্পতিবার রাতে দা'ওয়াতী মজলিসের

---

[৩৪] সূরা আল-কালাম : ৪।

আয়োজন করতেন। জনৈক ব্যক্তি এসে তাকে বললেন, হে 'আবদুর রহমান ('আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদের পদবী নাম), যদি আপনি আমাদেরকে প্রত্যহ ওয়াজ শোনাতেন। এ কথা শুনে তিনি বললেন:

اما انه يمنعنى من ذلك انى اكره ان املكم و انى اتخول عليكم بالموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخو لنا بها السامة علينا -

> জেনে রাখ, আমি তোমাদেরকে বিরক্ত করতে চাই না, এ জিনিসই আমাকে প্রত্যহ ওয়াজ করা থেকে বিরত রেখেছে। আমাদের তরফ থেকে বিরক্তির আশংকায় রাসূল সা. যেমনিভাবে পালাক্রমে ওয়াজ করতেন তেমনিভাবে আমিও তোমাদেরকে ওয়াজ করছি।

'মাথায় যেন পাখি বসে আছে' এ মানসিকতা নিয়ে যারা ওয়াজ শুনতেন তাদেরকে দৈনিক ওয়াজ করা রাসূল সা. ক্ষতিকর মনে করেছেন। বর্তমান যুগে দ্বীনের ব্যাপারে মানুষের চরম অনীহা। এমতাবস্থায় দৈনিক ওয়াজ করা নিশ্চয়ই ক্ষতিকর হবে। এতে কোন সন্দেহ নেই। তাই শ্রোতাদের যোগ্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সপ্তাহ বা পক্ষকাল অন্তর দা'ওয়াত দেয়া বাঞ্ছনীয়।

দা'ওয়াত কার্যকরী করার নিয়ম

মানুষ সাধারণত জাঁকজমক, শান-শওকত ইত্যাদিকে খুব ভালোবাসে। এ সবের প্রতি ঝুঁকে পড়া মানুষের স্বভাবজাত বিষয়। এ কারণে শান-শওকত ও জাঁকজমকপূর্ণ লোকদের প্রতি মানুষের এক ধরণের বিশেষ আকর্ষণ থাকে। তাই সাধারণতঃ সমাজের কম আয়ের লোকেরা প্রভাব-প্রতিপত্তিশীল লোকদের পেছনে ঘুরে থাকে। এমনকি উঁচু শ্রেণীর লোকদের ইশারা ইঙ্গিতে পরিচালিত হওয়াকে তারা স্বীয় জীবনের জন্য পরম সফলতা মনে করে থাকে। এ সব লোক ভালো মন্দ পার্থক্য করার ব্যাপারে খুব বেশী মাথা ঘামায় না। এ ধরনের লোকদের মনে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করতে হলে প্রথমে সমাজের প্রভাবশালী লোকদের নিকট ইসলামের দা'ওয়াত পেশ করতে হবে। জানাতে হবে তাদেরকে ইসলামী দা'ওয়াতের সোনাঝরা ইতিহাস। এতে যদি প্রভাবশালী লোকদের মনে ইসলামের চেতনা জাগরুক হয়ে উঠে, তাহলে সংশ্লিষ্ট এলাকায় এ কাজ জোরদারভাবে চলতে পারবে নিঃসন্দেহে। ক্রমান্বয়ে বিস্তৃত হতে থাকবে কাজের পরিধি। এ কথার প্রতি এ হাদীসে সমর্থন রয়েছে। রাসূলুল্লাহ সা. তৎকালীন সমাজের দুই প্রভাবশালী ব্যক্তির জন্য আল্লাহর দরবারে মুনাজাত করে বলেছেন :

اللهم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمرو بن هشام -

> হে আল্লাহ, ওমর ইবন খাত্তাব অথবা আমর ইবন হিশামের (আবু জাহেল) মাধ্যমে ইসলামকে শক্তিশালী করে দাও।

ওমর রা. মুসলমান হলেন। তার মুসলমান হবার সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম চার দেয়ালের বেষ্টনী অতিক্রম করে খোলা ময়দানে আত্মপ্রকাশ করার সুযোগ পেল। যে সকল দুর্বল লোকেরা ইসলাম গ্রহণের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও নির্যাতনের ভয়ে ইসলাম গ্রহণ করতে সাহস পাচ্ছিল না, তখন তারাও দলে দলে মুসলমান হতে লাগলো।

সমাজে ইসলামের দা'ওয়াত ছড়িয়ে দেয়ার যে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতেও এ পদ্ধতি প্রযোজ্য হতে পারে। অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানভিত্তিক দা'ওয়াতের কাজ চালু করতে হলে অবশ্যই প্রথমে প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ এবং শিক্ষকমণ্ডলীকে এ কাজের প্রতি ধাবিত করতে হবে। তবে তা দা'ওয়াতের মাধ্যমে নয়; বরং আখলাক ও আদর্শের মাধ্যমে। কেননা কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষকমণ্ডলীকে সরাসরি এ কাজের দা'ওয়াত দিলে উপকারের চেয়ে অপকারের আশংকাই অধিক। প্রতিষ্ঠানভিত্তিক দা'ওয়াতী কাজের ক্ষেত্রে এ নিয়ম অনুসরণযোগ্য।

১. প্রতিষ্ঠানের প্রিন্সিপ্যাল, শিক্ষকমণ্ডলী ও কর্তৃপক্ষের সাথে সম্পর্ক হবে ইতাআত, আযমত ও খিদমতের।

২. সাথী ছাত্রদের সঙ্গে সম্পর্ক হতে হবে মহব্বত, হামদরদী ও সহযোগিতার। তাহলেই অভীষ্ট লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়া সহজ হবে।

দা'ওয়াতের ক্ষেত্র ও প্রকারভেদ

মেধাগত দিক থেকে মানুষ বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে। এ সকল শ্রেণীর লোকদের প্রতি লক্ষ্য রেখেই দা'ঈকে দা'ওয়াত দিতে হবে। দা'ওয়াত সম্পর্কিত আয়াতে যেহেতু মৌলিকভাবে দা'ওয়াতকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। তাই বুঝা যাচ্ছে যে, দা'ওয়াতের ক্ষেত্রও মৌলিকভাবে তিন প্রকার।

১. তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন যুক্তিপ্রিয় মানুষ। সত্যানুসন্ধানের মানসিকতা তাদের মধ্যে পুরোপুরিভাবে বিদ্যমান। সর্ব ব্যাপারে তারা মজবুত দলীল ও ইয়াক্বীনি প্রমাণাদি অনুসন্ধান করে। এ ধরনের লোকদের সঙ্গে অকাট্য প্রমাণ ছাড়া আলোচনা করা নিরর্থক।

২. বিতর্কপ্রিয় মানুষ- যাদের মনে বস্তুনিষ্ঠ আলোচনার পরিবর্তে বিতর্ক করার প্রবণতা অতিপ্রকট। গঠনমূলক কোন কথার মূল্য তাদের নিকট নেই, তারা সারাক্ষণ বকবক করাকেই কামিয়াবী মনে করে। একমাত্র মুনাজারা ও ইলযামী দলীলই কেবল তাদেরকে নিশ্চুপ করাতে পারে। কুর'আনে বর্ণিত আয়াত- وجادلهم بالتى هى احسن (তাদের সাথে সদ্ভাবে আলোচনা কর)- দ্বারা এ সব লোকের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

৩. সরলমনা মানুষ যারা উল্লেখিত দু'দলের মাঝামাঝি স্থানে অবস্থান করে। এরা দার্শনিক ও চিন্তাশীল লোকদের মতো না তীক্ষ্ণবুদ্ধির অধিকারী এবং না অতিবেশী বিতর্কপ্রিয় লোকদের মতো বক্রতার অধিকারী; বরং তারা সাধাসিধে ধরনের মানুষ। তাদেরকে সম্বোধন করার জন্য সাধাসিধে উদাহরণ, নসীহতমূলক কথা এবং উপদেশমূলক ঘটনাবলীই যথেষ্ট। মহান প্রভু موعظة حسنة শব্দের দ্বারা এ দলটির দিকে ইশারা করেছেন।

মানুষ যেহেতু বিভিন্ন মেজাজের, তাই দা'ঈকেও শ্রোতার মেজাজের প্রতি লক্ষ্য রেখে আলোচনা করতে হবে। নতুবা আলোচনা উলু বনে মুক্তা ছড়ানোর ন্যায় নিরর্থক হয়ে যাবে।

দা'ওয়াত শ্রবণের আদব

ঐকান্তিকতা ও পূর্ণ আবেগের সাথে দা'ঈর কথাগুলো শ্রবণ করা শ্রোতার জন্য অবশ্য কর্তব্য। অন্যথায় নিজের মাঝে পরিবর্তন আনা সম্ভব নয়। অধিকন্তু এ অমনোযোগিতা ও অবহেলা দ্বীন থেকে ইনহিরাফ এবং এর সাথে ধৃষ্টতা প্রদর্শন করারই শামিল বলে গণ্য হবে। শ্রোতার এ আচরণের ফলে অকারণে দা'ওয়াতী কাজে সন্দেহ সৃষ্টি হয়। অবশেষে এতে সংঘাতের সৃষ্টি হয় দা'ঈ ও মদউর মাঝে। রাসূলুল্লাহ সা. অধিক প্রশ্ন ও অহেতুক কথা বলাবলি করতে নিষেধ করেছেন।

আল কুর'আনে দা'ওয়াতী কথা শ্রবণ অমনোযোগী লোকদের তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে : - ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون

আল্লাহ তাদেরকে শোনালেও তারা উপেক্ষা করতঃ মুখ ফিরিয়ে রাখতো।[৩৫]

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে- بل هم عن ذكر ربهم معرضون

বরং তারা তাদের প্রতিপালকের স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।[৩৬]

পূর্ণ আদব ও শালীনতা রক্ষা করে দ্বীনি কথা শোনা তো দূরের কথা, মক্কার মুশরিক ও কাফির লোকেরা কুর'আন তিলাওয়াতের সময় নানাভাবে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতো। এ সমস্ত বেআদবী ও ধৃষ্টতার কারণে তারা দ্বীন থেকে বঞ্চিত ছিল। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন :

و قال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون

কাফিররা বলে, তোমরা এ কুর'আন শ্রবণ করো না এবং (তা আবৃত্তিকালে) শোরগোল সৃষ্টি করো।[৩৭]

---

[৩৫] সূরা আনফাল : ২৩।

[৩৬] সূরা আম্বিয়া : ৪২।

[৩৭] সূরা হা-মীম- সাজদা : ২৬।

তাই এ ধরনের আচরণ বা এ ধরনের মানসিকতা শ্রোতাদের জন্য অবশ্যই বর্জনীয়। ঐকান্তিকতার সাথে দা'ওয়াাত শ্রবন করা অপরিহার্য। তাহলেই ফায়দা হবে। এ সম্পর্কে আল কুর'আনে বলা হয়েছে :

ان فی ذلك لذكر لمن كان له قلب او القی السمع وهو شهيد -

> নিশ্চয়ই এ কুর'আনে উপদেশ রয়েছে তার জন্য যার অন্তর আছে এবং যে নিবিষ্টচিত্তে তা শ্রবণ করে।[৩৮]

রাসূল সা.-এর সোহবতপ্রাপ্ত সাহাবা কিরাম এ মানসিকতা নিয়েই আলোচনা শুনতেন। এমনকি আলোচনা শুনে তারা এ কথাও বলেছিলেন- واللہ لا ازيد علی هذا و لا انقص

> আল্লাহর শপথ, যা শুনলাম এর মধ্যে বিন্দু পরিমাণ বাড়াবোও না, কমাবোও না।

উল্লেখিত আলোচনার আলোকে এ কথাটি অত্যন্ত পরিষ্কার হয়ে উঠে যে, আদবের সাথে দা'ওয়াতী কথা শ্রবণ করা বাঞ্চনীয়।

দা'ওয়াতের পূর্বে দা'ঈর লক্ষ্যণীয় বিষয়

১. দা'ওয়াতের পূর্বে সর্বপ্রথম দা'ঈকে তার নিয়ত বিশুদ্ধ করে নিতে হবে। রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, যা ইমাম বুখারী (র) স্বীয় কিতাব বুখারী শরীফে সর্বপ্রথম উল্লেখ করেছেন :

عن علقمة ابن وقاص الليثی يقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنه علی المنبر
يقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات -

> আলকামা ইবনে ওয়াক্কাস লাইসী বলেন, আমি শুনেছি, ওমর ইবনুল খাত্তাব রা. মসজিদের মিম্বরের উপর উঠে বলছিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সা.-কে বলতে শুনেছি প্রত্যেক কাজের প্রতিদান তার নিয়তের উপর নির্ভরশীল।[৩৯]

২. যে বিষয়ে দা'ওয়াত দেয়া সে বিষয়ে মৌখিক ও পূর্ণাঙ্গ ধারণা অবশ্যই অর্জন করে নেয়া। মূলতঃ দৃঢ় বিশ্বাস ও পূর্ণ আস্থা নিয়েই অন্যকে দা'ওয়াত দিতে হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন :

قل هذه سبيلی ادعوا الی اللہ علی بصيرة انا ومن اتبعنی -

> বল, এটাই আমার পথ। আল্লাহর প্রতি মানুষকে আহবান করি সজ্ঞানে; আমি এবং আমার অনুসারীগণও।[৪০]

৩. দা'ওয়াতের জন্য মানসিক প্রস্তুতিগ্রহণ।

৪. যে বিষয়ে দা'ওয়াত দেয়া হবে সে বিষয়ে নিজের আমল অপরিহার্য।

৫. দা'ওয়াত দেয়ার স্থান ঝুঁকিপূর্ণ নয় সে বিষয়ে পূর্বেই নিশ্চিত হওয়া।[৪১]

৬. দা'ওয়াতী কাজের জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ না করা। কেননা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে দা'ওয়াতী কাজ করলে মানুষ ভাববে টাকার লোভে এ কাজ করছে। এ ছাড়া দা'ওয়াতী কাজে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে হয়। আল্লাহ বলেন : - قل لا اسئلكم عليه اجرا ان هو الا ذكری للعالمين

> বল, এর জন্য আমি তোমাদের নিকট পারিশ্রমিক চাই না, এটা তো বিশ্বজগতের জন্য উপদেশ মাত্র।[৪২]

হুদ (আ) বললেন : - يقوم لااسئلكم عليه اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی

> হে আমার সম্প্রদায়, আমি এর পরিবর্তে তোমাদের নিকট পারিশ্রমিক যাঞ্চা করি না। আমার পারিশ্রমিক আছে তাঁরই নিকট, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন।[৪৩]

---

৩৮. সূরা ক্বাফ : ৩৭।

৩৯. *সহীহ আল বুখারী*, ১খ, পৃ ১৯।

৪০. সূরা ইউসুফ : ১০৮।

৪১. আহসানুল্লাহ বিন সানাউল্লাহ, *রাসূলুল্লাহ সা. যেভাবে তাবলীগ করেছেন*, দারুস সুন্নাহ প্রকাশনী, ২০০৩, পৃ ৩৪।

৪২. সূরা আন'আম : ৯০।

৪৩. সূরা হূদ : ৫১।

اتبعوا من لا يسئلكم اجرا وهم مهتدون -

অনুসরণ কর তাদের, যারা তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চায় না এবং যারা সৎপথ প্রাপ্ত।[৪৪]

এ আয়াতখানায় শিক্ষণীয় বিষয় হল দ্বীনী দা'ওয়াতের কাজে কোন পারিশ্রমিক গ্রহণ করা হলে তা ফলপ্রসু হয় না। বাস্তব অভিজ্ঞতাও সাক্ষ্য দেয় যে, যারা ওয়াজ নসিহত করে পারিশ্রমিক গ্রহণ করে তাদের কথায় শ্রোতাদের অন্তরে কোন তাসীর করতে পারে না।

৭. যার কাছে দা'ওয়াত পৌছানো হবে, তিনি মানসিকভাবে দা'ওয়াতের জন্য প্রস্তুত কি না তা জেনে নেয়া। কারণ অসময়ে কর্ম ব্যস্ততায় বা দা'ওয়াত দেয়ার পরিবেশ নয় এমন পরিস্থিতিতে দা'ওয়াত পৌছালে তা কার্যকর হয় না।[৪৫]

দা'ওয়াতের সময় দা'ঈর লক্ষণীয় বিষয়

১. দা'ওয়াতের সময় দা'ঈর অত্যন্ত নম্র ও বিনয়ের সাথে কথা বলা।
রাসূল সা. বলেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ দয়াশীল, প্রতিটি বিষয়ে নম্র ব্যবহার তিনি পছন্দ করেন, নম্রতা অবলম্বনের ফলে তিনি যা দান করেন কঠোরতার কারণে তা দেন না।[৪৬]

২. যে জাতি বা সমাজের প্রতি আহবান করা হবে তাদের ভাষাতেই তা করতে হবে। আল্লাহ বলেন:

وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم -

আমি প্রত্যেক রাসূলকেই তার স্বজাতির ভাষাভাষী করে পাঠিয়েছি তাদের নিকট পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য।[৪৭]

৩. বক্তব্য সংক্ষেপ করা এবং শ্রোতা বিরক্ত হচ্ছে কি না সেদিকে লক্ষ্য রাখা।

عن عكرمة ان ابن عباس قال حدث الناس كل جمعة مرة فان ابيت فمرتين فان اكثرت فثلاث ولاتمل الناس هذا القرآن -

ইকরামা বর্ণনা করেন যে, ইবনে আব্বাস রা. আমাকে বললেন, সপ্তাহে মাত্র একদিন লোকদের জন্য ওয়াজ নসীহত কর। অতঃপর এতে যদি রাজী না হও তাহলে দুই দিন (সপ্তাহে) এতেও যদি সন্তুষ্ট না হও তাহলে (সপ্তাহে) তিনদিন। আর মানুষের কাছে এ কুর'আননকে বিরক্তিকর করে তুলবে না।[৪৮]

৪. সহজ ও সরল ভাষায় কথা বলা, অল্পশিক্ষিত লোকের কাছে যেমন উচ্চাঙ্গের কথা বলা বোকামী তেমনি উচ্চশিক্ষিত লোকদের কাছে সাদামাটা দা'ওয়াত দেয়াও বোকামী।

৫. আবেগ ও উদ্দীপনার সাথে হাসি মুখে আহবান করা।[৪৯]

দা'ওয়াতের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পরিপন্থী পন্থা পরিত্যাজ্য

দা'ওয়াতে ইসলামের দা'ঈ এমন কোন পন্থা অবলম্বন করা উচিত নয় যা দা'ওয়াতের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। যেমন- বির্তক সৃষ্টি করা। পবিত্র কুর'আনে এ সম্পর্কে বক্তব্য এসেছে এরূপ :

ولاتجادلوا اهل الكتاب الا بالتى هى أحسن الا الذين ظلموا منهم وقولوا أمنا بالذى انزل الينا وانزل اليكم والهنا والهكم واحد ونحن له مسلمون -

---

[৪৪] সূরা ইয়াসীন : ২১।

[৪৫] আহসানুল্লাহ বিন সানাউল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৫।

[৪৬] *সহীহ মুসলিম।*

[৪৭] সূরা ইবরাহীম : ৪।

[৪৮] *সহীহ বুখারী।*

[৪৯] আহসানুল্লাহ বিন সানাউল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৬-৩৭।

> আর উত্তম রীতি ও পন্থা ব্যতীত আহলে কিতাবদের সাথে বিতর্ক করো না। তাদের মধ্যে যারা নিজেদের উপর জুলুম করেছে তাদের সাথে মূলত কোন বিতর্ক নেই। এবং তোমরা বল, আমরা ঈমান এনেছি যা আমাদের উপর নাযিল করা হয়েছে এবং তোমাদের উপর নাযিল করা হয়েছে। আর আমাদের ইলাহ এবং তোমাদের ইলাহ এবং আমরা তাঁরই অনুগত।

দা'ওয়াতে ইসলামের দিকে লোকদেরকে আকৃষ্ট করার জন্য প্রচারকের এমন সব পদ্ধতি পরিত্যাজ্য যাতে দা'ওয়াতের শান ক্ষুণ্ন হয়।

এ বিষয়ে সূরা 'আবাসা অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট আলোচনা করা যেতে পারে।

একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরাইশ সরদারদের সাথে আলোচনায় রত ছিলেন। এমতাবস্থায় আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম নামে এক অন্ধ সাহাবী সেখানে উপস্থিত হয়ে রাসূলকে দ্বীন সম্পর্কে শিক্ষা দেয়ার জন্য অনুরোধ করেন। এতে কুরাইশদের সাথে তাঁর আলোচনায় ব্যাঘ্যাত সৃষ্টি হয় বিধায় তিনি বিরক্তি প্রকাশ করেন। তখনই এ সূরা নাযিল হয়।

عبس وتولی- ان جاءه الاعمی- وما یدریك لعله یزکی- او یذکر فتنفعه الذکری- اما من استغنی- فانت له تصدی- وماعلیك الایذکی- واما من جاءك یسعی- وهو یخشی- فانت عنه تلهی- کلا انها تذکرة- فمن شاء ذکره- فی صحف مکرمة- مرفوعة مطهرة- بایدی سفرة- کرام بررة -

> সে ভ্রুকুঞ্চিত করলো এবং মুখ ফিরিয়ে নিল, কারণ তার নিকট অন্ধ লোকটি আসল। তুমি কেমন করে জানবে, সে হয়ত পরিশুদ্ধ হতো কিংবা উপদেশ গ্রহণ করতো, ফলে উপদেশ তার উপকারে আসত। পক্ষান্তরে যে পরোয়া করে না তুমি তার প্রতি মনোযোগ দিয়েছ। অথচ যে নিজে পরিশুদ্ধ না হলে তোমার কোন দায়িত্ব নেই। অপরপক্ষে যে তোমার কাছে ছুটে আসলো– আর সে সশংকচিত্ত, তুমি তাকে উপেক্ষা করলে। না, এটা কখনো ঠিক নয়, এতো উপদেশ বাণী। যে ইচ্ছা করবে সে তা স্মরণ রাখবে। এটি এমন এক সহীফায় লিপিবদ্ধ যা সম্মানিত, উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন এবং পবিত্র। মহান পূত পবিত্র লিপিকার হস্তে লিপিবদ্ধ।[৫০]

দা'ওয়াতের ব্যাপারে এমন কোন পদ্ধতি অবলম্বন করা থেকেও বিরত থাকা উচিত, যার ফলে দা'ওয়াতের ব্যাপারটি লোকদের উপর বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। হাদীস শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে :

عن ابی وائل قال کان عبدالله بن مسعود یذکر الناس فی کل خمیس فقال له رجل یا ابا عبد الرحمن لوددت انك ذکرتنا فی کل یوم قال اما انه یمنعنی من ذلك انی اکره ان املکم وانی نخولکم بالموعظة کما کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یتخولنا بها مخافة السامة علینا -

> আবু ওয়ায়েল থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রা. প্রতি বৃহস্পতিবার লোকদের সামনে ওয়াজ নসীহত করতেন। এক ব্যক্তি তাকে বললো, হে আবূ আবদুর রহমান, আমি চাচ্ছিলাম আপনি যদি প্রতিদিন আমাদের জন্য ওয়াজ নসীহত করতেন। তিনি বললেন, এ ব্যাপারে আমাকে এ বিষয়টি বাধা দেয় যে, আমি তোমাদেরকে ক্লান্ত করতে পছন্দ করি না। নবী সা. যেমন আমাদের ক্লান্তির ভয়ে বিরতি দিতেন, তেমনই আমি তোমাদের নসীহত করার ব্যাপারে বিরতি দিয়ে থাকি।[৫১]

বর্তমান পরিস্থিতিতে দা'ওয়াতে ইসলামের কর্মপদ্ধতি

বর্তমান পরিস্থিতিতে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে দা'ওয়াতে ইসলামের কর্মপদ্ধতি, আদর্শ প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য তিনটি পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে।

১. রাজনৈতিক পদ্ধতি
২. সাংস্কৃতিক পদ্ধতি
৩. সামরিক পদ্ধতি

---

[৫০] সূরা 'আবাসা : ১-১৬।

[৫১] মাওলানা আবদুল মান্নান তালিব সম্পাদিত, *সহীহ আল বুখারী*, ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ২০০০, ১ম খ, পৃ ৭২।

রাজনৈতিক পদ্ধতি হলো, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় দল গঠন, স্বাধীন সংবাদ পত্র ও প্রকাশনার সদ্ব্যবহার, নির্বাচনে অংশগ্রহণ, সরকার গঠন, আইন ও শাসনতন্ত্র প্রণয়ন ও পরিবর্তনের মাধ্যমে কাজ করে ইসলামী আদর্শ ও সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য আপ্রাণ কাজ করা।

সাংস্কৃতিক পদ্ধতি হলো, উন্নত সাহিত্যের মাধ্যমে শিক্ষিত জনগণকে এবং অন্যান্য উপায়ে সাধারণ জনগণকে ইসলামী আদর্শ সম্পর্কে অবহিত ও উদ্বুদ্ধ করে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনে ইসলামী অনুশাসন তথা আদর্শের প্রতি উৎসাহিত করা।

আর সামরিক পদ্ধতি হলো, দা'ওয়াতে ইসলামের সব রাস্তা বন্ধ করে দেয়া হলে কিংবা মুসলিম জাতির স্বকীয়তা রক্ষার উদ্দেশ্যে সামরিক বিপ্লব সংগঠিত করা।

এ বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় ও বর্তমান পরিস্থিতিতে দা'ওয়াতে ইসলামের জন্য রাজনৈতিক পদ্ধতির সাথে সাংস্কৃতিক পদ্ধতির উপর গুরুত্বারোপ করতে হবে। সামরিক পদ্ধতির মাধ্যমেও বিগত ত্রিশ বৎসরে একমাত্র ইরান ছাড়া ইসলামী বিপ্লব সংগঠিত হয় নি। অবশ্য মুসলমান যেখানে জাতিগত জুলুমের শিকারে পরিণত হয়েছে (যেমন বসনিয়া) সেখানে সামরিক পদ্ধতি গ্রহণ ছাড়া বিকল্প কোন পথ থাকে না।

বর্তমান সময় দা'ওয়াতে ইসলামের কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য সাংস্কৃতিক পদ্ধতির উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন। এর লক্ষ্য হবে জনগণকে ইসলামী আদর্শ বিধান, মূল্যবোধ ও ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞাত করানো। সাংস্কৃতিক পদ্ধতি মূলত একটি শিক্ষা আন্দোলন (Educational Movement) যতদিন পর্যন্ত জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাকে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার সিলেবাসে যথাযোগ্য মর্যাদা না দেয়া হবে; ততদিন পর্যন্ত উন্নত ইসলামী সাহিত্যের মাধ্যমেই কেবল শিক্ষিত সমাজকে বিধান, মূল্যবোধ ও ইতিহাস সম্পর্কে অবহিত ও প্রভাবিত করা সম্ভব। সৌভাগ্যক্রমে মুসলিম বিশ্বে গত পঞ্চাশ বছরে এক নূতন ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে। সমাজ বিজ্ঞানেও বর্তমান সময়ের সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে এ নতুন সাহিত্য রচিত হয়েছে। এ সাহিত্য রচনায় যারা অবদান রেখেছেন তাদের মধ্যে উপমহাদেশের আল্লামা ইকবাল, সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদূদী, মাওলানা আকরম খান ও ফররুখ আহমদ। আরব বিশ্বের সাইয়্যেদ কুতুব শহীদ, ইউসুফ আল কারযাবী, মোস্তফা আল্ জবকা, সাঈদ রমজান, মুহাম্মদ আল্ গাজালী ও অন্যান্যদের মধ্যে আলীজা ইজেহোবেগভিচ, মোহাম্মদ আসাদ, মরিয়ম জামিলার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বর্তমান বিশ্বে যে ইসলামী সাহিত্য রয়েছে তা যদিও উন্নত পর্যায়ের, তথাপি যুগের চাহিদায় ও বর্তমান বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় অতি নগণ্য। বর্তমান মুসলিম বিশ্বে সরকারী ও বেসরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় বেশ কয়েকটি রিসার্চ প্রতিষ্ঠান কাজ করছে। এ সমুদয় বিষয় দ্রুত অনুবাদ করে পৃথিবীর প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছে দেয়া দা'ওয়াতে ইসলামের দাবী।

এ কথা সত্য যে, সাধারণ জনগণকে অবশ্য সাহিত্য দিয়ে ইসলাম সম্পর্কে ধারণা দেয়া সম্ভব নয় বিধায় বর্তমান চলমান পদ্ধতি যেমন জুমআর খোতবা, ওয়াজ মাহফিল, ইসলামী সম্মেলন ও তা'লীম-তালকীনের কাজ ত্বরান্বিত করে দা'ওয়াতে ইসলামের মহান দায়িত্ব সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে হবে।

অধ্যায় : দশ

দা'ওয়াতে ইসলামের মাধ্যম

বস্তুগত হোক, আর অবস্তুগত হোক, যার সহায়তায় দা'ওয়াহ উপস্থাপন ও বাস্তবায়ন করা হয়, তাই দা'ওয়াতের মাধ্যম। দা'ওয়াতের পথে মাধ্যমগুলোকে প্রথম দু'ভাগে ভাগ করা হয়।

- অবস্তুগত মাধ্যম।
- বস্তুগত মাধ্যম।

দা'ওয়াতে ইসলামের অবস্তুগত মাধ্যম

দা'ওয়াতে ইসলামে অবস্তুগত মাধ্যম অনেক।

১. আল্লাহর সাথে দা'ঈ ও মাদ'উর সম্পর্ক দৃঢ়করণ। এর জন্য বেশী বেশী নামায আদায় করা।

২. সবর করা।

৩. দা'ঈ উন্নত চরিত্রের অধিকারী হওয়া। কেননা দা'ঈ সর্বপ্রথম দা'ওয়াতী মাধ্যম। তার সত্যবাদিতা, দয়া, আতিথেয়তা, সাহসিকতা, বিপদে ঝুঁকি নিয়ে কাউকে রক্ষা করা ইত্যাদি তার প্রতি অন্যের আকর্ষণের উপলক্ষ্য বিশেষ।

৪. পরিকল্পনা। এটা অবস্তুগত এমন মাধ্যম, যা দা'ওয়াতের চালিকা শক্তি ও নিয়ামক। ভাল পরিকল্পনার জন্য প্রয়োজন বিশেষজ্ঞের অংশগ্রহণ, পক্ষে বিপক্ষে পর্যাপ্ত তথ্য, সামষ্টিক সহযোগিতা, যুক্তিগ্রাহ্য পন্থা অনুমোদন, ভারসাম্যতার প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং ইসলামী শরী'আর অনুসরণ ইত্যাদি।

দা'ওয়াতে ইসলামের বস্তুগত মাধ্যম

দা'ওয়াহ্ বিশেষজ্ঞগণের মতে, দা'ওয়াতে বস্তুগত মাধ্যম তিন প্রকার।

১. সৃষ্টিগত মাধ্যম। যেমন বাচনিক ও বিচরণমূলক।

২. শিল্পকলা ও প্রযুক্তিগত।

৩. কার্যগত।[১]

তবে আমাদের মতে, দা'ওয়াতে বস্তুগত মাধ্যমকে চার ভাগে ভাগ করা যায়।

১. দা'ঈর জন্মগতভাবে প্রাপ্ত মাধ্যম।

২. শিল্পকলা ও প্রযুক্তিগত মাধ্যম।

৩. কার্যগত মাধ্যম।

৪. প্রাতিষ্ঠানিক তথা পরিবেশগত মাধ্যম।

---

[১] দ্র. ড. আবুল ফাতাহ বায়ানূনী, *আল মাদখালু ইলা ইলমিদ্ দা'ওয়াহ,* বৈরুত : মুআস্সাসাতুর রিসালাহ, ১৯৯১, পৃ ৩০৯।

জন্মগত মাধ্যম

দা'ঈ তার জন্মগতভাবে যে মাধ্যম পেয়েছে, তার ব্যবহারই দা'ওয়াতের জন্মগত মাধ্যম। যেমন মুখের বচন ব্যবহার তথা কথা বলা। কথা বলার বিভিন্ন ধরন আছে।

১. দা'ঈ ও মাদ'উর মাঝে ব্যক্তিগত কথাবার্তা বা আলোচনা।

২. দরস ও পাঠ দান।

৩. ওয়াজ নসীহত অনুষ্ঠান।

৪. খুৎবা বা ভাষণ। তা জুম'আর খুৎবাই হোক বা অন্য কোন প্রসঙ্গে খুৎবাই হোক যেমন– ঈদ, বিয়ে, জরুরী অবস্থা বা পরিস্থিতিতে ভাষণ ইত্যাদি।

৫. সাক্ষাৎকার প্রদান।

৬. আযান দেয়া।

৭. ঘোষণা প্রচার করা ইত্যাদি।

৮. হাতের ব্যবহার করা। এতে নিন্দিত কাজে কাউকে প্রহার করা।

৯. পায়ের ব্যবহার করা। এতে দা'ওয়াতের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত, সফর করা, হিজরত করা, কোন ব্যক্তি বা স্থান যিয়ারত তথা পরিদর্শন করা, ইত্যাদি।

১০. চোখের ব্যবহার। যেমন ইশারা করা ইত্যাদি।

১১. হাত, মুখ ও চোখের সমন্বিত ব্যবহার। যেমন লেখালেখি করা, তা পত্র-পত্রিকায় হোক কিংবা কোন লিফলেট বা জার্নালেই হোক না কেন।

শিল্পকলা ও প্রযুক্তিগত মাধ্যম

শিল্পকলা ও প্রযুক্তিগত মাধ্যমসমূহ ক্রমবিকাশমান ও ক্রমপরিবর্তনশীল। এ ধরনের মাধ্যমের ভিতরে কিছু আছে পাঠ্য মাধ্যম। যেমন বই পুস্তক, চিঠি-পত্র, পত্রিকা, সাময়িকী, । কিছু দর্শনীয় বা চাক্ষুস মাধ্যম যেমন স্থির চিত্র। কিছু শ্রবণীয় মাধ্যম যেমন মাইক্রোফোন, রেকর্ড প্লেয়ার, রেডিও, টেলিফোন। কিছু শ্রবণ দর্শন উভয়ই, যেমন টিভি, সিনেমা। আরো অন্যান্য বৈদ্যুতিক যান্ত্রিক প্রচার মাধ্যম যেমন ইন্টারনেট, ফ্যাক্স, টেলেক্স, ই-মেইল ইত্যাদি। এমনিভাবে অন্যান্য সাংস্কৃতিক মাধ্যম যেমন সঙ্গীত, নাটক, ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান, মীলাদ-মাহফিল, ধর্মীয় দিবস উদযাপন, উৎসব ইত্যাদি।

কার্যগত মাধ্যম

বিভিন্ন কাজের মাধ্যমেও দা'ওয়াতী তৎপরতা সম্প্রসারিত হয়। যেমন–

১. মসজিদ নির্মাণ।

২. জামা'আত তথা সংগঠন প্রতিষ্ঠা।

৩. বিভিন্ন সংস্থা গড়ে তোলা।

৪. মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলা।

৫. হাসপাতাল ও চিকিৎসা ক্লিনিক প্রতিষ্ঠা।

৬. পুস্তক প্রকাশনালয় প্রতিষ্ঠা ও ছাপানো।

৭. সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও সভার আয়োজন।

৮. বিভিন্ন ক্লাব প্রতিষ্ঠা ও কর্ম শিবির আয়োজন। যেমন– চক্ষু শিবির ইত্যাদি।

৯. দুর্যোগ মুহূর্তে ত্রাণ তৎপরতায় অংশগ্রহণ।

১০. অপরাধ প্রতিরোধে সামাজিক পদক্ষেপ গ্রহণ।

১১. জিহাদ করা।

১২. রাষ্ট্র ও সরকার পরিচালনা করা।

১৩. স্বেচ্ছাসেবক কর্মী বাহিনী গড়ে তোলা।

১৪. দা'ওয়াতী কাফেলা নিয়ে বের হওয়া।

১৫. প্রভাবশালী ব্যক্তিদের প্রভাবকে দা'ওয়াতের পথে কাজে লাগানো ইত্যাদি।

পরিবেশগত মাধ্যম

সমাজে দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে এমন কিছু দিক ও প্রতিষ্ঠান আছে, যা দা'ওয়াহ প্রচারের মাধ্যম হিসেবে কার্যকর। তন্মধ্যে–

১. বাড়ী ঘর : কারণ একটি শিশু বাইরের পরিবেশের সাথে মেশার পূর্বেই তার জ্ঞান অভিজ্ঞতা ও সংস্কৃতি বাড়ীর ভিতর থেকে গ্রহণ করে। যা এমনকি সারা জীবন স্থায়ী থাকে। অপর দিকে দা'ঈসহ সকলেই বাড়ীতে এসে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন। তাই বাড়ী ঘরের পরিবেশ ইসলামীকরণ করা সম্ভব হলে এর দ্বারা দা'ওয়াহ এমনিতেই প্রচারিত হতে থাকবে।

২. শিক্ষা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র : মানুষ নির্দিষ্ট একটি সময়সীমা পর্যন্ত বিশেষ পাঠ্যক্রম ও কর্মসূচীর অধীনে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ নিয়ে থাকে। তাই সে প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিবেশ হলে পাঠ্যক্রম ও কর্মসূচী ইসলামের আলোকে হলেও অনেক দা'ওয়াতী কাজ হতে পারে[1]। পাঠ্যক্রম ও কর্মসূচী ইসলামী হলে তাতো সরাসরি দা'ওয়াতের কাজ।

৩. মসজিদ : 'ইবাদতের জন্য মসজিদ প্রতিষ্ঠা যেমন দা'ওয়াতী কাজ, তেমনি মসজিদের পরিবেশও দা'ওয়াতী ইমেজ বহন করে। আল্লাহর রাসূল সা. মদীনায় সর্বপ্রথম যে কাজটি করেন তাহলো মসজিদ প্রতিষ্ঠা। সেখান থেকেই রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করেন ও প্রচার করেন। মুসলিম সমাজে দা'ওয়াতী কাজে মসজিদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৪. গণ মিলন কেন্দ্র : যেমন হাট-ঘাট, বাজার, বিপণী, দোকানপাট, অফিস, আদালত এলাকা। এগুলোতে দা'ঈগণ সহজেই অনেক মানুষের সাথে স্বাভাবিক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করতে পারেন। আল্লাহর নবী-রাসূলগণ সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করতেন। যেমন আল্লাহর বাণী :

> وما ارسلنا من قبلك من المرسلين الا انهم ياكلون الطعام ويمشون فى الاسواق –
> আপনার পূর্বে যে রাসূল পাঠিয়েছি তারা সকলেই খাবার খেতো এবং হাট-বাজারে চলাফেরা করতো।[2]

৫. সৎসঙ্গ : সমাজে শিশু থেকে নিচু সকল বয়সের মানুষ সঙ্গী-সাথীর দ্বারা প্রভাবিত হয়। অতএব আদর্শিক মডেল তৈরী করে মানুষকে তাদের সঙ্গদানের মাধ্যমেও দা'ওয়াত প্রসার করা যায়। উল্লেখ্য, এছাড়া আরো অনেক মাধ্যম আছে, তবে উপরোক্ত মাধ্যমগুলোই মোটামুটিভাবে প্রধান।

---

[2] সূরা ফুরকান : ২০।

দা'ওয়াতে ইসলামে মাধ্যমের গুরুত্ব

যে কোন মানুষ তার লক্ষ্য বাস্তবায়ন করতে হলে উসীলা বা মাধ্যম প্রয়োজন। আল কুরআনেও বলা হয়:

يا ايها الذين امنوا اتقوا الله و ابتغوا اليه الوسيلة –

হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তার নিকট উসীলা কামনা কর।[৩]

অত্র আয়াতে মাধ্যম গ্রহণের প্রতি উৎসাহিত করা হয়।

দা'ঈগণ এর প্রতি বেশী মুখাপেক্ষী। কারণ যোগাযোগ ব্যতীত দা'ওয়াহ অকল্পনীয়। আর অন্যের সাথে যোগাযোগ করতে হলে কোন না কোন মাধ্যম গ্রহণ করতে হবে। আল্লাহ পাক যেখানে মানুষকে হিদায়াতের জন্য রাসূলগণকে মাধ্যম নিয়েছেন, সেখানে আমরা কোথায়। তাই বলে তিনি অক্ষম এজন্য নয়; বরং মানব সমাজে সে সুন্নত জারী করার জন্য যে কোন লক্ষ্য অর্জনে উসীলা বা মাধ্যম গ্রহণ করা প্রয়োজন। তাই দা'ওয়াতে ইসলামে মাধ্যমের গুরুত্ব অপরিসীম।

দা'ওয়াতে ইসলামে মাধ্যম গ্রহণে সীমাবদ্ধতা ও বৈশিষ্ট্য

দা'ওয়াতে ইসলামের ক্ষেত্রে মাধ্যম ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছে। তবে এ ক্ষেত্রে কিছু সীমাবদ্ধতা ও বৈশিষ্ট্য আছে।

এক. মাধ্যম পরিবর্তনশীল। কারণ, মানব সমাজে কলা কৌশলের ক্রমবিবর্তনে মাধ্যমও পরিবর্তিত হয়, উন্নত হয়। যেমন একদিন মানুষ যোগাযোগের বাহন হিসেবে উট, ঘোড়া, গাধা, নৌকা ব্যবহার করত। আজ মানুষ তৈল যান্ত্রিক যোগাযোগে বাস, ট্রেন, উড়োজাহাজ অতিক্রম করে বৈদ্যুতিক যোগাযোগ মাধ্যম আবিষ্কারে সক্ষম হয়েছে। যা পৃথিবীকে ছোট করে ফেলেছে। যাকে গ্লোবাল ভিলেজ বা বিশ্বপল্লী বলা হচ্ছে। দ্রুত যোগাযোগের ক্ষেত্রে মানুষ আরো কত কি আবিষ্কার করে, তা আল্লাহই অধিক জ্ঞাত। এ মর্মে ইরশাদ হয়েছে :

والخيل والبغال والحمير لتركبوهم وزينة ويخلق مالا تعلمون –

ঘোড়া, খচ্চর, গাধা সৃষ্টি করা হয় যেন তোমরা তা বাহন ও আভিজাত্য হিসেবে ব্যবহার করতে পার। আরো কত কি আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন তা তোমরা জান না।[৪]

দুই. ব্যবহারে হালাল হারাম বিবেচনা। উপরোক্ত মাধ্যমগুলো ইসলামী মূল্যবোধ ঠিক রেখে শরী'অতী বিধিমালার আলোকে ব্যবহার করতে হবে। কারণ ইসলামে মাধ্যম উদ্ভাবন ও ব্যবহারে পরিবর্তনের অনুমোদন করলেও তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অপরিবর্তনশীল। তাই নৈতিকতা সম্পন্ন মাধ্যম ব্যবহার করতে হবে। ইউরোপের প্রাগমাটিজম (Pragmatism) অনুসারে End define the means 'উদ্দেশ্যই উপায় নির্ধারণ করবে'– এ ধরনের চেতনা ইসলাম অনুমোদন করে না। উদ্দেশ্য শরী'অত সম্মত হতে হবে, উপায়ও শরী'অত সম্মত হতে হবে। যেমন কোন পতিতা যদি মনে করবে যে, এ পেশার মাধ্যমে যুবকদেরকে একত্রিত করে দা'ওয়াত দেবে, তখন ইসলাম এটা অনুমোদন করবে না। অতএব ইসলামী দা'ঈর উচিত হবে শরী'আত সম্মত মাধ্যম ব্যবহার করা। অন্যথায় তাও ব্যবহার করা, যা অন্তত শরী'আত বিরোধী নয়। তবে তৃতীয়টি কখনো নয়।

---

[৩] সূরা মায়িদা : ৩৫।

[৪] সূরা নাহল : ৮।

অধ্যায় : এগার

দা'ওয়াতে ইসলামের আহবানকারী বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী

আল্লাহর দিকে দা'ওয়াত দেয়ার এ মহান লক্ষ্যে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন মানুষের হিদায়াতের জন্য যুগে যুগে নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন। সকলেই নির্দ্বিধায় স্বীয় জাতিকে আল্লাহর দিকে দা'ওয়াত দিয়েছেন।[১]

আল্লাহ তা'আলা হযরত নূহ (আ)-এর দা'ওয়াত প্রসঙ্গে বলেন :

> لقد ارسلنا نوحا الى قومه ، فقال يقوم اعبدوا الله مالكم من اله غيره اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم -
>
> নিশ্চয়ই আমি নূহকে তার কওমের নিকট পাঠিয়েছিলাম। সে তার কওমকে ডাক দিয়ে বললেন, হে আমার জাতির লোক, আল্লাহর দাসত্ব কর। আল্লাহ ছাড়া তোমাদের কোন ইলাহ নেই। আমি তোমাদের জন্য এক মহাদিনের আযাবের ভয় করছি।[২]

আল্লাহ তা'আলা হযরত সালেহ (আ)-কে দা'ওয়াতের নিমিত্ত্বে প্রাচীন 'আরবের এক অঞ্চলে সামূদ জাতির কাছে প্রেরণ করেন। সামূদ ছিল তাদের চাচাত ভাই। হযরত নূহ (আ)-এর পুত্র সাম-এর দুই পুত্র ছিল ইরাম ও আবির। আবিরের পুত্র সামূদ ও ইরামের পুত্র 'আদ। আদ সম্প্রদায়ের দু'শ বছর পর সামূদ সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তারা দক্ষিণ সিরিয়া থেকে উত্তর 'আরব সীমান্ত পর্যন্ত ভূভাগের অধিকর্তা ছিল।[৩] বিভিন্ন শিল্পকর্মে বিশেষ করে ভাস্কর্য শিল্পে সারা দুনিয়ায় তাদের জুড়ি ছিলো না। পাথরের পাহাড় খোদাই করে প্রাসাদ বানিয়ে তারা তাতে বসবাস করতো। তারা ছিল ইবলিসের সাগরেদ। এ পাপী কওমকে আল্লাহর দিকে দা'ওয়াত দেয়ার নিমিত্তে প্রেরিত হন হযরত সালেহ (আ)।[৪] তাঁর দা'ওয়াতী কার্যক্রমের বিবরণ সম্পর্কে আল কুর'আনে ইরশাদ করা হয়েছে :

> والى ثمود اخاهم صالحا قال يقوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره -
>
> আমি সামূদ জাতির কাছে তাদের ভাই সালেহকে পাঠালাম। সে বলল, হে আমার কওম, তোমরা আল্লাহর 'ইবাদত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের কোন ইলাহ নেই।[৫]

প্রাচীন 'আরবের এক প্রতাপশালী জাতি ছিল 'আদ জাতি। কুফরী জীবনধারায় এ জাতি ছিল অভ্যস্ত। এ জাতিকে আল্লাহর দিকে আহবান করার জন্য প্রেরিত হন হযরত হূদ 'আলাইহিস সালাম।[৬] তাঁর দা'ওয়াতী তৎপরতার বর্ণনা দিতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

> والى عاد اخاهم هودا قال يقوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره -
>
> 'আদ জাতির কাছে তাদের ভাই হূদকে পাঠালাম। তিনি বললেন, হে আমার জাতি, তোমরা আল্লাহর 'ইবাদত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন ইলাহ নেই।[৭]

---

১. এ কে এম নাজির আহমদ, *আল্লাহর দিকে আহবান,* ঢাকা : আহসান পাবলিকেশন্স, ২০০৩, পৃ ১৯।

২. সূরা আরাফ : ৫৯।

৩. ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, *কুরআন পরিচিতি,* ঢাকা : নুবালা পাবলিকেশন্স, ১৯৯২, পৃ ৪৯।

৪. এ কে এম নাজির আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ ১৯।

৫. সূরা আরাফ : ৭৩।

৬. এ কে এম নাজির আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ ১৯।

৭. সূরা আরাফ : ৬৫।

'আরবের প্রাচীন জনগোষ্ঠীর নাম মাদইয়ান জাতি। তাবুকের নিকটবর্তী বিস্তৃত এলাকা জুড়ে ছিল এদের বাস। এ জাতি আল্লাহ্ তা'আলাকে ভুলে নানা পাপাচারে লিপ্ত হয়েছিল। তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার দিকে দা'ওয়াত জানানোর জন্য হযরত শু'আইব 'আলাইহিস সালাম প্রেরিত হন।[৮] তাঁর দা'ওয়াতী কাজ সম্পর্কে আল কুর'আনে ইরশাদ হয়েছে :

> والى مدين اخاهم شعيبا ، قال يقوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره قد جاءكم بينة من ربكم -
>
> আর মাদইয়ান জাতির নিকট তাদের ভাই শু'আইবকে পাঠালাম। সে বলল, হে আমার কওম, আল্লাহর 'ইবাদত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন ইলাহ্ নেই।[৯]

এককালে ইরাকের উর নগর রাষ্ট্রে নমরুদের পৃষ্ঠপোষকতায় ইবলিসী জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। নমরুদ এবং তার রাষ্ট্রের অধিবাসীদেরকে আল্লাহর দিকে আহবান জানানোর লক্ষ্যে হযরত ইবরাহীম 'আলাইহিস সালাম প্রেরিত হন। তাঁর পিতাই ছিলেন সেখানকার ইবলিসী জীবনব্যবস্থার প্রধান উপদেষ্টা। তাই হযরত ইবরাহীম 'আ. তার পিতার নিকট হকের দা'ওয়াত উপস্থাপন করেন।[১০] আল কুর'আনে এ প্রসঙ্গে ইরশাদ করা হয়েছে :

> يابت انى قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني اهدك صراطا سويا -
>
> হে আব্বাজান, আমার নিকট এমন 'ইল্ম এসেছে, যা আপনার কাছে আসে নি। আপনি আমার অনুসরণ করুন। আমি আপনাকে সঠিক পথে পরিচালিত করব।[১১]

এছাড়া উরবাসীকে সম্বোধন করে হযরত ইবরাহীম 'আ. বলেন :

> قال يقوم انى برىء مما تشركون - انى وجهت وجهى للذى فطر السموات والارض حنيفا وما انا من المشركين -
>
> হে আমার জাতি, তোমরা যাদেরকে শরীক বানাচ্ছো, সেসব থেকে আমি নিঃসম্পর্ক। আমি একনিষ্ঠভাবে তাঁর দিকে মুখ ফেরাচ্ছি, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।[১২]

এছাড়া হযরত ইবরাহীম 'আ. তাঁর কওমকে সম্বোধন করে আরো বলেন :

> اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون -
>
> তোমরা আল্লাহর 'ইবাদত কর এবং তাঁকে ভয় করে চল। এটা তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা তা বুঝ।[১৩]

ফিলিস্তিনের অধিবাসী ছিলেন হযরত ইউসুফ (আ)। ঈর্ষাপরায়ণ ভাইদের চক্রান্তের শিকার হয়ে তিনি মরুভূমির এক কুয়ায় নিক্ষিপ্ত হন। জনৈক ব্যবসায়ীর কাফেলা পানির সন্ধানে কুয়ার কাছে এসে বালক ইউসুফকে উদ্ধার করে এবং কাফেলার লোকেরা মিসরে পৌঁছে সেখানকার এক প্রভাবশালী ব্যক্তির কাছে তাকে বিক্রি করে দেয়। ভালই কাটছিল ইউসুফের দাসত্বের জীবন, কিন্তু তার সৌন্দর্যে মুগ্ধ মনিবের স্ত্রী জুলায়খাকে তাঁর প্রেমাসক্ত করে তোলে। জুলায়খা তাঁকে যৌনলীলায় লিপ্ত হতে আহবান জানায়, কিন্তু হযরত ইউসুফ মনিবের স্ত্রীর আহবানে সাড়া দেন নি। এতে জুলায়খা ভীষণভাবে ক্ষিপ্ত হন এবং তার বিরুদ্ধে যৌন কেলেংকারীর মিথ্যা মামলা ঠুকে দেন। পরিশেষে ইউসুফ কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। ইতিমধ্যে ইউসুফ 'আলাইহিস সালাম নবুওয়ত প্রাপ্ত হন। কারাগারে কয়েদীরাই তার একমাত্র সঙ্গী। হযরত ইউসুফ 'আ. এ পাপী অধঃপতিত আদম সন্তানদেরকে লক্ষ্য করে দা'ওয়াতী কাজ শুরু করেন।[১৪] দা'ওয়াতী ভাষণ পেশ করতে গিয়ে তিনি যা বলেছিলেন তার একাংশ আল কুর'আনে এভাবে পরিবেশিত হয়েছে :

---

৮. এ কে এম নাজির আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ ২০।

৯. সূরা আরাফ : ৮৫।

১০. এ কে এম নাজির আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ ১৮।

১১. সূরা মারইয়াম : ৪৩।

১২. সূরা আল আন'আম : ৭৮-৭৯।

১৩. সূরা আনকাবূত : ১৬।

يصاحبى السجن أرباب متفرقون خير ام الله الراحد القهار ، ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتوها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ، ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه ، ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون -

হে কারা সঙ্গীগণ, ভিন্ন ভিন্ন বহু প্রতিপালক শ্রেয় না পরাক্রমশালী এক আল্লাহ। তাকে ছেড়ে তোমরা কেবল কতগুলো নামের 'ইবাদত করছ, যেগুলো তোমাদের পিতৃপুরুষ ও তোমরা রেখেছ। এগুলোর কোন প্রমাণ আল্লাহ পাঠান নি। বিধান দেবার অধিকার আল্লাহরই। তিনি আদেশ দিয়েছেন অন্য কারো 'ইবাদত না করতে, কেবল তাঁর ব্যতীত। এটাই শাশ্বত দ্বীন, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই অবগত নয়।[১৫]

হযরত মুসা 'আ. স্বীয় সম্প্রদায়কে যে আহবান করেছেন, আল কুর'আনে তা এভাবে বর্ণিত হয়েছে :

ولقد ارسلنا موسى بايتنا ان اخرج قومك من الظلمات الى النور -

আমি নিদর্শনাদিসহ মূসাকে পাঠালাম। তাঁকে নির্দেশ দিলাম, তোমার জাতিকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে আসো।[১৬]

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে : اذهب الى فرعون انه طغى

ফিরআউনের কাছে যাও। নিশ্চয়ই সে অবাধ্যতার সীমা ছাড়িয়ে গেছে।[১৭]

হযরত মূসা 'আ. ফিরআউনকে লক্ষ্য করে বললেন :

ان ادوا الى عباد الله اني لكم رسول أمين وان لاتعلوا على الله انى اتيكم بسلطان مبين -

(মূসা বলল) আল্লাহর বান্দাদেরকে আমার হাতে সঁপে দাও। আমি তোমাদের জন্য বিশ্বস্ত রাসূল। আর তোমরা আল্লাহর বিরুদ্ধে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করো না। আমি তোমাদের সামনে সুস্পষ্ট সনদ পেশ করছি।[১৮]

হযরত 'ঈসা 'আলাইহি সালাম আবির্ভূত হন। ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে তিনি তাঁর জাতিকে আল্লাহর দিকে আহবান জানাতে গিয়ে বলেন : وان الله ربى وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم

আল্লাহই আমার প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালক। সুতরাং তোমরা তাঁর ইবাদত কর। এটাই সরল পথ।

সর্বকালের সর্বযুগের শ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তিনি শেষ নবী, যার পরে আর কোন নবী আসবেন না। এটাই মহান রাব্বুল 'আলামীনের অমোঘ সিদ্ধান্ত, যা অখণ্ডনীয়। আজকের এ বিশ্বের সব মানুষের জন্য তাঁকে রাসূলরূপে মনোনীত করা হয়েছে।

মুহাম্মদ সা. সুদীর্ঘ ২৩ বছর নিরলস সংগ্রাম করে এ ধরাধামে ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। তাঁর গোটা জীবন পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, তিনি ছিলেন আল্লাহর দিকে আহবানকারী আদর্শ মূর্তপ্রতীক তথা মরু ভাস্করের ন্যায় সমুজ্জ্বল।

দা'ওয়াতে ইসলামের দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এখানে বর্ণিত কতিপয় আয়াত নাযিল করেছেন, যা পর্যায়ক্রমে প্রদত্ত হল :

يايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر

হে বস্ত্রাচ্ছাদিত ব্যক্তি, উঠ আর সতর্ক কর এবং তোমার প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর। আর তোমার পরিচ্ছদ পবিত্র রাখ।[১৯]

অন্যত্র ইরশাদ করা হয়েছে :

يايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته -

---

১৪. এ কে এম নাজির আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ ২১।

১৫. সূরা ইউসুফ : ৩৯-৪০।

১৬. সূরা ইবরাহীম : ৫।

১৭. সূরা ত্বাহা : ২৪।

১৮. সূরা দু'খান : ১৮-১৯।

১৯. সূরা মারইয়াম : ৩৬।

> হে রাসূল, তোমার প্রভুর নিকট থেকে যা কিছু নাযিল করা হয়েছে তা লোকদের কাছে পৌছে দাও। আর যদি তুমি তা না কর, তবে তো তুমি রিসালাতের দায়িত্বই পালন করলে না।[২০]
>
> ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هى احسن -
>
> তোমার রবের পথে (লেকদেরকে) হিকমত ও উত্তম বক্তব্য সহকারে আহবান কর। আর যুক্তি প্রদর্শন কর সর্বোত্তম পদ্ধতিতে।[২১]

অন্যত্র ঘোষিত হয়েছে :

> قل هذه سبيلي ادعو الى الله -
>
> বল, আমার পথ তো এই যে, আমি আল্লাহর দিকে আহবান জানাই।[২২]

নবী করীম সা. ২৩ বছর ধরে মানুষকে আল্লাহর পথে দা'ওয়াত করে ইসলামের অমীয় বাণী প্রচার করতে কুণ্ঠাবোধ করেন নি, থেমে যান নি। শত বাধা সত্ত্বেও মক্কার এমন কোন ঘর ছিল না যেখানে তিনি দা'ওয়াত পৌছান নি। শুধু মক্কা নগরীতেই নয়; বরং এর নিকটবর্তী জনপদ গুলোতেও আল্লাহর দিকে আহবান জানিয়েছেন।

সদা তিনি দা'ওয়াতের কাজে এতই মশগুল থাকতেন যে, স্বাভাবিক অবস্থায় তাকে ভাবাই যেতো না বিধায় কেউ কেউ তাকে মাজনুন বা পাগল বলতো। মূলতঃ তিনি ছিলেন দা'ওয়াতের ব্যাপারে তথা কর্তব্য পালনে পাগলপারা। তাঁর দা'ওয়াত সম্পর্কে আল কুর'আনে সূরা হূদে ইরশাদ হয়েছে :

الا تعبدوا الا الله اننى لكم منه نذير وبشير ، وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى ويؤت كل ذى فضل فضله وان تولوا فاني اخاف عليكم عذاب يوم كبير ، الى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير -

> তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্যের 'ইবাদত করবে না। অবশ্যই আমি তার পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা। আর তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর ও তার দিকে প্রত্যাবর্তন কর। তিনি তোমাদেরকে এক নির্দিষ্ট কালের জন্য উত্তম জীবন উপভোগ করতে দেবেন এবং তিনি প্রত্যেক গুণীজনকে তার প্রাপ্য মর্যাদা দান করবেন। যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে আমি তোমাদের জন্য আশংকা করছি মহাদিবসের শাস্তির। আল্লাহরই নিকট তোমাদের প্রত্যাবর্তন এবং তিনি সর্বশক্তিমান।[২৩]

এমনিভাবে সমগ্র আম্বিয়া কিরাম আলাইহিমুস সালাম আল্লাহর পথে আহবান করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে :

> ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت -
>
> আল্লাহর 'ইবাদত করার ও তাগূতকে বর্জন করার নির্দেশ দেয়ার জন্য আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল পাঠিয়েছি।[২৪]

আদর্শ দা'ঈ ইলাল্লাহ

সৃষ্টির সর্বোৎকৃষ্ট অংশ হচ্ছেন আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত পুরুষগণ। তাঁদের সাথে পৃথিবীর কোন কালের কোন মহামানবদের সাথে কোন তুলনাই চলে না। সকল দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁরা নিখুঁত ও অতুলনীয়। তাঁদের উপর সত্যের পথে আহবান করার এমন একটি দায়িত্ব আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে আরোপিত হয়েছে যা পালন করা তাঁদের জন্য অপরিহার্য। আল্লাহ তা'আলার দিকে মানুষকে আহবানই হচ্ছে দা'ওয়াতে ইলাল্লাহ, যা নবুওয়তের মূল কাজ। এ দা'ওয়াতী কাজ যারা করেন তারা দা'ঈ ইলাল্লাহ।

---

[২০] সূরা মুদ্দাসসির : ১-৪।

[২১] সূরা মায়িদা : ৬৭।

[২২] সূরা ইউসুফ : ১০৮।

[২৩] সূরা হূদ : ২-৪।

[২৪] সূরা নাহল : ৩৬।

সভ্যতার ক্রমবিকাশে কালের বিবর্তনে একই মৌলিক বিষয়কে যুগে যুগে মানুষের বিচিত্র রুচির সামনে সার্থকভাবে পেশ করেছেন সকল যুগের নবীগণ। যেহেতু আল্লাহর ওহী তাদেরকে পথ প্রদর্শন করেছে, তাই প্রত্যেক নবী 'আ. তাঁর সমকালীন সময়ের শ্রেষ্ঠ ও আদর্শ দা'ঈ ইলাল্লাহ। কালের শেষাংশে আগমনকারী সকল যুগের নবীদের দা'ওয়াতী চরিত্রের সার্থক সমষ্টি সকল রুচি-অভিরুচি, সময় ও কালোত্তীর্ণ দা'ঈ ইলাল্লাহ 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সা.' হলেন পৃথিবীর শেষ দিন অবধি আদর্শ দা'ঈর মূর্ত প্রতীক।

বর্তমান বিশ্ব অনেক জটিল ও প্রযুক্তি সমৃদ্ধ। রাজনীতি, অর্থনীতি ও সংস্কৃতির যে চ্যালেঞ্জ নিয়ে একবিংশ শতাব্দী মানবতার সামনে হাজির হয়েছে- এর মোকাবেলা সহজ বিষয় নয়। এটি মূলতঃ বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক চ্যালেঞ্জ। রাশিয়ার মত পরাশক্তি তার আদর্শ কম্যুনিজমকে রক্ষা করতে পারে নি। যদিও তার ছিল অপরিমেয় অর্থ আর অস্ত্রাগারে ছিল টন টন পরমাণু বোমা। কারণ তা সংস্কৃতির যুদ্ধে টিকে থাকতে পারে নি। আজকের পাশ্চাত্য গণতন্ত্র ও আগ্রাসী ধনতন্ত্রের জাহিলিয়াতকে ইসলামই মোকাবেলা করতে পারে। ইসলামে রয়েছে সার্বজনীনতা, মানবতা, সহনশীলতা ও অনন্তকাল বেঁচে থাকার খোদাপ্রদত্ত জীবনী শক্তি। তাই সমস্ত বৈরি পরিবেশ অগ্রাহ্য করে সকল পরাশক্তির রক্তচক্ষুকে পরোয়া না করে, অপপ্রচারের আক্রমণকে প্রতিহত করে চক্রান্তের সকল বেড়াজাল ছিন্ন করে ইসলাম বেঁচে রয়েছে ও বেঁচে থাকবে পৃথিবী লয় না হওয়া পর্যন্ত।

যদি ইসলামকে পরাধীনতার শিকল থেকে মুক্ত করে দেয়া হয়, বিশ্ব অর্থনীতি, সংস্কৃতি ও রাজনীতির মূল চালিকা শক্তি হিসেবে ইসলামকে গ্রহণ করা হয়, ইসলাম যদি বিজয়ী আদর্শ হিসেবে বিজয়ীদের জীবন যাপনের বিধান হিসেবে গৃহীত হয়– তবে একমাত্র ইসলামই দিতে পারে মানবতাকে শান্তি ও মুক্তির গ্যারান্টি।

হতাশার তিমিরে আচ্ছন্ন, বিভ্রান্তির চোরাবালিতে হারিয়ে যাওয়া সমস্যার অক্টোপাসে জর্জরিত বিশ্ববাসীকে কে দেবে পথের সন্ধান? কে তাদেরকে শোনাবে মুক্তির মহাবাণী? কে তাদেরকে আল্লাহ তা'আলার আখেরী পয়গাম পৌঁছে দেবে? আল্লাহ তা'আলার অনুগৃহীত, সত্যের আলোকে উদ্ভাসিত এক দল আহবানকারীর দুনিয়া কাঁপানো এক ডাকের অপেক্ষা করছে আজকের পৃথিবী। যা সম্বিত হারা মানবতাকে দেবে চেতনার অনুভূতি। পৃথিবীর প্রতিটি মৃত বস্তিতে তারা শোনাবে ইস্রাফিলের কান ফাটা চিৎকার। যাদের কণ্ঠে থাকবে কুর'আনের বাণী আর হৃদয়ে থাকবে মানবতার আবেগ। এই দা'ওয়াত দানকারী দলটি সম্পর্কে কুর'আন বলেছে :

ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر و اولئك هم المفلحون -

> তোমাদের মধ্যে এমন কিছু লোক থাকতেই হবে, যারা মানুষকে কল্যাণের দিকে ডাকবে, ন্যায়ের আদেশ দেবে আর বিরত রাখবে অন্যায় থেকে– আর তারাই সফলকাম।[২৫]

দা'ঈদের এ দল থাকা না থাকার উপর মানবতার অস্তিত্ব নির্ভর করছে। নিশ্চিত ধ্বংসের দিকে এ পৃথিবী এবং এর তাবৎ ঐশ্বর্য ও সভ্যতার শেষ অনু যাদের কারণে বেঁচে যেতে পারে তারা দা'ঈ ইলাল্লাহ।

দা'ঈদের বৈশিষ্ট্য

দা'ঈর উদ্দেশ্য সত্যকে প্রকাশ করে একে পূর্ণরূপে প্রতিভাত করা। যাতে বিশিষ্ট লোকেরা তা উত্তমরূপে বুঝে নিতে পারে এবং সাধারণ লোকদের জন্যও তা হৃদয়ঙ্গম হয়। সত্যকে অতীব সুন্দর পদ্ধতিতে উপস্থাপন করতে হবে, যাতে শ্রোতাদের মধ্যে যাদের অন্তরে সত্য গ্রহণ করার মত কিছুটা যোগ্যতা আছে তারা যেন তা গ্রহণ করে নিতে পারে। সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের কাছে তা অমান্য করার কুরুচি ও

---

[২৫] সূরা আলে ইমরান : ১০৪।

হঠকারীতা ছাড়া আর কোন কারণ না থাকে। এ উদ্দেশ্য সফল করার দাবী হচ্ছে দা'ওয়াতের ভাষা অত্যন্ত প্রভাবশালী হতে হবে এবং আহবানকারীর বাক্যরীতি স্বভাবসুলভ ও হৃদয়গ্রাহী হতে হবে।[২৬]

প্রথম বৈশিষ্ট্য হলো, তারা যে জাতির কাছে দ্বীনের দা'ওয়াত পেশ করেছেন তা তাদের ভাষায়ই পেশ করেছেন। যাতে প্রতিটি সম্প্রদায় এবং প্রতিটি স্তরের লোকদের উপর আল্লাহর চূড়ান্ত প্রমাণ পূর্ণতা লাভ করতে পারে।[২৭]

ইরশাদ হচ্ছে : وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم

> আমরা যখনই কোন রাসূল পাঠিয়েছি সে নিজ জাতির জনগণের ভাষায়ই পয়গাম পৌছিয়েছে, যেন সে তাত্তের পরিষ্কারভাবে বুঝাতে পারে।[২৮]

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য তাদের বক্তব্য হবে সুস্পষ্ট। আহবানকারী প্রচলিত কথ্য ভাষায় তার বক্তব্য উপস্থাপন করবেন, যাতে তার সম্প্রদায়ের প্রতিটি লোকের কাছে তার বক্তব্য পৌছাতে সক্ষম হয়। তার ভাষা হবে অত্যন্ত মার্জিত, পরিচ্ছন্ন এবং সৌন্দর্যমণ্ডিত। তা অস্পষ্টও নয় এবং একেবারেই সংক্ষিপ্তও নয়।

তৃতীয় বৈশিষ্ট্য তারা নিজেদের একই উদ্দেশ্যের দিকে বিভিন্ন রাস্তা দিয়ে এসে থাকেন।

কুর'আন মাজীদের পরিভাষায় এটাকে তাফসীরুল আয়াত বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অর্থাৎ যার কাছে দ্বীনের দা'ওয়াত পেশ করা হয় তাকে বিভিন্ন পন্থায় এবং বিভিন্ন কায়দায় বুঝানোর চেষ্টা করা হয়। আল কুর'আনে ইরশাদ করা হয়েছে– ولذلك نصرف الايات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون

> এমনিভাবে দলসমূহ যদি বিভিন্ন ঢংয়ে বর্ণনা করতে থাকে যাতে তারা ভালভাবে বুঝে নিতে পারে এবং বলে, তুমি শুনিয়ে দেয়ার হক আদায় করেছ। আর সেসব লোক জ্ঞান অর্জন করার ইচ্ছা রাখে তাদের জন্যও আমরা দলীলসমূহ পূর্ণরূপে ব্যাখ্যা করে দেই।[২৯]

চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হক আহবানকারীদের বক্তব্য যেভাবে অকাট্য দলীল প্রমাণে সমৃদ্ধ অনুরূপ তা আবেগ ও উদ্দীপনায়ও ভরপুর। মানুষের মধ্যে আন্দোলন সৃষ্টিকারী আসল শক্তি তার জ্ঞান নয়; বরং আবেগ। এ কারণে ইসলামের যে কোন আহবানকারী সে জীবন ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ নতুনভাবে ঢালাই করে নতুন ভিত্তির উপর কায়েম করতে চায়, সে মানুষের আবেগকে উত্তেজিত করা ব্যতীত নিজের লক্ষ্যপথে এক কদমও অগ্রসর হতে পারে না।[৩০]

রাসূলুল্লাহ সম্পর্কে বর্ণনা এসেছে :

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خطب احمرت عيناه وعلاصوته واشتد غضبه حتى كانه منذ رجيش يقول صبحكم ومساكم -

> রাসূলুল্লাহ সা. যখন ভাষণ দিতেন তাঁর চোখ রক্তবর্ণ ধারণ করতো, কণ্ঠস্বর গম্ভীর হয়ে যেত, আবেগ উত্তেজনা বৃদ্ধি পেত। এমনকি মনে হত তিনি যেন কোন শত্রুবাহিনীর আসন্ন আক্রমণ সম্পর্কে সাবধান করছেন। তিনি যেন বলছেন, তারা ভোরবেলা অথবা সন্ধ্যাবেলা তোমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।[৩১]

---

[২৬] মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহী, *দা'ওয়াতে দ্বীন ও তার কর্মপন্থা*, ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯৫, পৃ ৯০।

[২৭] মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহী, প্রাগুক্ত, পৃ ৯২।

[২৮] সূরা ইবরাহীম : ৪।

[২৯] সূরা আনাস : ১০৫।

[৩০] মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহী, প্রাগুক্ত, পৃ ৯৭।

[৩১] *মুসলিম শরীফ*, কিতাবুল জুম'আ।

পঞ্চম বৈশিষ্ট্য দা'ঈর বক্তব্যের উদ্দেশ্য মহান ঐক্য স্থাপনের লক্ষ্যে উপনীত হওয়া। তারা নিজেদের প্রতিটি শব্দ এবং বাক্যকে আল্লাহর দেয়া আমানত মনে করে। নির্দিষ্ট খাত ছাড়া অন্য কোথাও ব্যয় করে না, তাদের প্রতিটি লেখা ও বক্তব্যে একই প্রতিধ্বনি শোনা যায়।

দুনিয়ার গোটা ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, এ দুনিয়ায় ভাল অথবা মন্দ যে কোন ধরনের ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছে তা কেবল সেই সব লোকদের কলম ও মুখের দ্বারা সাধিত হয়েছে, যারা নিজেদের সমস্ত শক্তি কোন সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের জন্য ব্যয় করেছে।[৩২]

ষষ্ঠ বৈশিষ্ট্য ইসলামের আহবানকারীরা কখনো অহেতুক সমালোচনা তথা প্রতিপক্ষকে হেয় প্রতিপন্ন করার মনোভাব পোষণ করেন না; বরং যা কিছু তারা বলবেন নম্রতা ও সহানুভূতির সাথে বলবেন। এ পর্যায়ে আল কুর'আনে ঘোষিত হয়েছে :

اذهبا الى فرعون انه طغي فقو لا له قو لا لينا لعله يتذكر او يخشى -

তোমরা দু'জনে ফিরআউনের নিকট যাও, কেননা সে অহংকারী ও বিদ্রোহী হয়ে গেছে। তার সাথে নম্রভাবে কথা বলবে। সম্ভবত সে নসীহত কবুল করবে অথবা ভয় পাবে।[৩৩]

আহবানকৃত ব্যক্তির অভদ্র ব্যবহার ও কর্কশ ভাষার জবাব তারা উত্তম ও সুমধুর ভাবে দিয়ে থাকে। ইরশাদ হচ্ছে :

و لاتستوى الحسنة و لاالسيئة ادفع بالتي هى أحسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كانه ولى حميم

ভাল এবং মন্দ সমান হতে পারে না। তোমরা উত্তম জিনিসের মাধ্যমে মন্দকে দূরীভূত কর, তোমরা দেখতে পাবে যে তোমাদের সাথে যাদের শত্রুতা ছিল তারা প্রাণের বন্ধু হয়ে গেছে।[৩৪]

তারা সদা সর্বদা বিতর্কযুদ্ধে লিপ্ত হওয়া থেকে দূরে থাকতেন। আহবানকৃত ব্যক্তি সম্পর্কে যদি বিতর্কে জড়ানোর বিষয়টি অনুমান করতেন তবে আহবানকারী সালাম জানিয়ে প্রস্থান করতেন। কেননা বিতর্কযুক্ত এবং ইসলামের দা'ওয়াতের মধ্যে বৈপরিত্য বিদ্যমান। ইরশাদ হচ্ছে :

فلا ينازعنك في الأمر وادع الى ربك انك لعلى هدى مستقيم وان جادلوك فقل الله اعلم بما تعملون – الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم تختلفون -

অতএব তারা যেন এ ব্যাপারে তোমার সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত না হয়। তুমি তোমার প্রভুর দিকে দা'ওয়াত দাও। নিঃসন্দেহে তুমিই সঠিক পথে রয়েছ। তারা যদি তোমার সাথে ঝগড়া করে তবে তুমি বলে দাও, তোমরা যা কিছু করেছে তা আল্লাহ খুব ভাল করেই জানেন। তোমরা যেসব নিয়ে পরস্পরের সাথে মতবিরোধে লিপ্ত হচ্ছ, আল্লাহ কিয়ামতের দিন সেসব বিষয়ে তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করবেন।[৩৫]

সপ্তম বৈশিষ্ট্য দা'ঈর বক্তব্য হবে সংক্ষিপ্ত, কিন্তু প্রকাশভঙ্গি হবে ব্যাপক। রাসূলুল্লাহ সা. অবশ্য সংক্ষেপে বক্তব্য উপস্থাপন করাকে বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক হিসেবে অভিহিত করেছেন।[৩৬]

يقول ان طول صلاة الرجل وقصر خطبته فانه من فقهه فاطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة وان من البيان لسحر -

তিনি বলতেন, কোন ব্যক্তির নামায দীর্ঘ হওয়া এবং ভাষণ সংক্ষিপ্ত হওয়াই তার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় বহন করে। অতএব নামায দীর্ঘ কর এবং বক্তৃতা সংক্ষিপ্ত কর। কোন কোন বক্তৃতায় যাদুকরী প্রভাব রয়েছে।

---

[৩২] মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহী, প্রাগুক্ত, পৃ ৯৮।

[৩৩] সূরা ত্বাহা : ৪৩-৪৪।

[৩৪] সূরা হা-মীম- সিজদা : ৩৪।

[৩৫] সূরা হজ্ব : ৬৭-৬৯।

[৩৬] মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহী, প্রাগুক্ত, পৃ ১০০।

শ্রোতা যদি স্বল্প জ্ঞানের অধিকারী হয় অথবা কথা যদি সূক্ষ্ম হয় তাহলে কথা পুনরাবৃত্তি করতে হবে যাতে শ্রোতা ভালভাবে তা শুনতে পারে এবং বুঝতে পারে।

> كان النبى صلى الله عليه وسلم اذا تكلم بكلمة اعادها ثلاثا حتى تفهم عنه -
>
> নবী সা. যখন কোন কথা বলতেন, তিন বার তার পুনরাবৃত্তি করতেন, যাতে লোকেরা ভালভাবে বুঝতে পারে।[৩৭]

উপরোক্ত আলোচনার দ্বারা এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, দা'ঈর মুখের কথা শুনে যতখানি ইসলামী জীবন বিধানের প্রতি আস্থাবান হয়ে উঠে, তার চেয়ে বেশী আস্থাবান হয় দা'ঈর জীবনের বাস্তবমুখী বৈশিষ্ট্যগুলো দেখে। এখানে দা'ঈর জীবনে আরো কতিপয় বাস্তব বৈশিষ্ট্যের সমাবেশ অত্যন্ত জরুরী।

১. দা'ঈকে অবশ্যই জীবনদর্শন ও জীবন বিধান সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে।

২. দা'ঈকে ইসলামী জীবনদর্শন ও জীবন বিধানের মূর্ত প্রতীক হতে হবে।

৩. দা'ঈকে আল্লাহর জমীনে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে জীবনের মিশনরূপে গ্রহণ করতে হবে।

৪. আল্লাহর সন্তোষ অর্জনকেই সমগ্র তৎপরতার কেন্দ্র বিন্দু বানাতে হবে।

৫. দা'ঈকে কঠোর পরিশ্রমী ও কষ্টসহিষ্ণু হতে হবে।

৬. দা' ঈকে উদার মন ও মানবকল্যাণকামী হতে হবে।

৭. আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে দা'ঈকে সদা মানসিক প্রস্তুত থাকতে হবে, প্রয়োজনে জীবন কুরবান করার জন্য তৈরী থাকতে হবে।

৮. দা'ঈকে পূর্ণাঙ্গ ইসলামের আহবান করতে হবে, কারো ভয় বা বিদ্রোহের কারণে কিছু অংশকে সাময়িক গোপন বা মূলতবী রাখা যাবে না।

৯. দা'ঈকে সর্বাবস্থায় উত্তেজনা পরিহার করে চলতে হবে, কখনো আক্রমণাত্মক উক্তি কিংবা অস্বস্তিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করা যাবে না।[৩৮]

দা'ঈ ইলাল্লাহর গুণাবলী

দা'ঈর গুণাবলীর বিষয়টি ব্যাপক ও বিস্তৃত। এ কঠিন দুর্গম ও দীর্ঘ পথের একজন পথিকের জন্য অপরিহার্য ও প্রয়োজনীয় পাথেয় সম্পর্কে এখানে আলোচনা করা হলো।

কুর'আন ও হাদীসের জ্ঞান

দা'ঈর ব্যক্তিগত গুণাবলীর অন্যতম। 'ইল্ম ব্যতীত কেউ নিজেকে সার্থক দা'ঈ মনে করতে পারে না। দা'ওয়াতের পূর্বে কুর'আন ও হাদীসের সম্যক জ্ঞানার্জন একান্তভাবে প্রয়োজন। স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা নবী করীম সা.-কে দা'ওয়াতের পূর্বে জ্ঞানার্জন করা ও 'ইল্মসহ দা'ওয়াত দিতে আদেশ করেছেন।[৩৯]

কুর'আন মজীদে সর্বপ্রথম যে আয়াতটি নাযিল হয় তা ছিল জ্ঞানার্জন সম্পর্কিত। আল্লাহ এরশাদ করেন :

اقرأ باسم ربك الذى خلق

আপনি পড়ুন আপনার প্রভুর নামে, যিনি (সবকিছু) সৃষ্টি করেছেন।[৪০]

---

[৩৭] মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহী, প্রাগুক্ত, পৃ ১০১।

[৩৮] এ কে এম নাজির আহমদ, প্রাগুক্ত, ২০০৩, পৃ ৩৪-৩৫।

[৩৯] মাওলানা মোঃ আতাউর রহমান, প্রাগুক্ত, ২০০২, পৃ ৪৫-৪৬।

[৪০] সূরা আলাক : ১।

তিনি অন্যত্র ইরশাদ করেন– فاعلم انه لا اله الا الله

আপনি জেনে রাখুন আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কোন ইলাহ নেই।[৪১]

উপরোল্লিখিত কুর'আনের প্রথম আয়াতে اقرأ তুমি পড়, দ্বিতীয় আয়াতে اعلم আপনি জ্ঞানার্জন করুন। এ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, দা'ওয়াতের পূর্বে দা'ঈকে অবশ্যই জ্ঞানার্জন করতে হবে।[৪২]

হাদীস শরীফে এসেছে :

وعن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنة -

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, যে ব্যক্তি দ্বীনি 'ইল্ম অনুসন্ধান করার উদ্দেশ্যে পথ চলবে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেবেন।[৪৩]

গুরুত্ব উপলব্ধি করা

এ মহান দায়িত্বের আযমত দা'ঈর হৃদয়ে বসিয়ে নেয়া দরকার। যে পথে আপনজন, সহায়-সম্পদ, জান পর্যন্ত কুরবানীর ঝুঁকি নিশ্চিত সে পথে পা বাড়াবার আগে দা'ঈর এ বিশ্বাস একান্ত জরুরী। পথের দুর্গমতা, বিস্তৃতি, বেদনা ও নিঃসঙ্গতা তাকে হতাশ করতে পারে না।

জীবনের চেয়ে মৃত্যু যেখানে স্বাভাবিক। শত অভিযাত্রীর লাশ যেখানে বরফের নীচে চাপা পড়ে রয়েছে। সে অজেয় হিমালয়ের চূড়াও ইচ্ছা শক্তি ও সাধনার কাছে পদানত রয়েছে। সমগ্র পৃথিবীর মানবগোষ্ঠীর সমুদয় খুন একত্র করলে হয়তো এক মহাসমুদ্রে রূপ নেবে। কিন্তু মহানবী সা.-এর এক ফোঁটা রক্ত সকল মানুষের সাগর সাগর রক্তের চেয়ে বেশী তাৎপর্যবহ। দা'ঈর হৃদয়ে এ উপলব্ধি থাকা প্রয়োজন যে দা'ওয়াতের কঠিন ময়দানে নবী সা. স্বীয় রক্তে তায়েফের মাটি সিক্ত করে দিয়েছিলেন। তাই দা'ঈর নিকট দা'ওয়াত প্রদানের এ আবশ্যকতা যদি ভালভাবে বুঝে না আসে তবে এ পথে আসা উচিত নয়।

দরদপূর্ণ হৃদয়

দা'ঈদের মন হবে সকল মানুষের জন্য কোমল ও উদার। তাদের মনে হিংসা বিদ্বেষের কোন স্থান থাকবে না। দিশেহারা পথ ভোলা মানুষদেরকে আল্লাহর পথে আহবান করতে হবে, দেখাতে হবে জান্নাতের রাস্তা। দা'ঈদের সদা স্মরণ রাখতে হবে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সা. দা'ওয়াত পেশ করতে গিয়ে কাফির কর্তৃক নিক্ষিপ্ত পাথর দ্বারা শরীর রক্তাক্ত করেছে, তবুও তাদের জন্য বদদোয়া করেন নি, অভিশাপ দেন নি; বরং তাদের হিদায়াতের জন্য হাত তুলে এ দোয়া করেছিলেন–

اللهم اهد قومى فانهم لا يعلمون

হে আল্লাহ, আমার জাতিরা অবুঝ, তারা জানে না, তুমি তাদের হিদায়াত নসীব কর।[৪৪]

মহান রাব্বুল 'আলামীন মহানবীর মমতাপূর্ণ হৃদয়ের প্রশংসা করে পাক কালামে ইরশাদ করেছেন :

فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك -

এটি আল্লাহরই অনুগ্রহ যে তুমি লোকদের প্রতি খুবই বিনম্র। তুমি যদি পাষাণ হৃদয় ও রূঢ় ব্যবহারকারী হতে তবে এ সব লোক তোমার চারপাশ থেকে সরে যেতো।[৪৫]

বস্তুতঃ একজন দা'ঈকে প্রশস্ত ও মমত্ববোধ হৃদয়ের অধিকারী হওয়া অতীব প্রয়োজন।

নবী করীম সা.-এর চরিত্রের ভূষণই ছিল তাঁর উম্মতের প্রতি দয়া ও রহমতের ছায়া দিয়ে আচ্ছাদন করা। এ পর্যায়ে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

---

৪১. সূরা মুহাম্মদ : ১৭।
৪২. মাওলানা মোঃ আতাউর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৬।
৪৩. তিরমিযী, সনদ হাসান, পৃ ২৯৩, হাদীস নং ৫৪৩।
৪৪. অধ্যাপক মফিজুর রহমান, *দা'ওয়াতে দ্বীন,* ঢাকা : এস এস প্রকাশনী, ২০০২, পৃ ৫২।
৪৫. সূরা আল ইমরান : ১৫৯।

> لقد جاء كم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم -
> অবশ্যই তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের নিকট এক রাসূল এসেছে। তোমাদেরকে যা বিপন্ন করে তা তার জন্য কষ্টদায়ক। সে তোমাদের মঙ্গলকামী, মুমিনদের প্রতি সে দয়ার্দ্র ও পরম দয়ালু।[৪৬]

সত্য প্রকাশে অকুতোভয়

দা'ওয়াতের পথ সব সময় ঝুঁকিপূর্ণ, নিঃসঙ্গ ও যাতনার কাঁটা বিছানো। সালাত ও সিয়াম পালন করতে গিয়ে আমলকারী আবেদের উপর অত্যাচার তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু নয়। কিন্তু সালাত ও সিয়ামের দা'ওয়াত দিতে গিয়ে কোন দা'ঈ এমনকি নবীগণ পর্যন্ত অকথ্য ও অবর্ণনীয় জুলুম থেকে রেহাই পান নি। এ প্রতিক্রিয়ার ভয়াবহতা জেনে বুঝেই এ পথে পা বাড়াতে হবে। ভীরু, কাপুরুষ, হিসেবী ও অতি সাবধানীর পক্ষে দা'ওয়াতের উত্তপ্ত জমিতে কদম রাখা সম্ভব নয়। একটি ভিমরুলের চাকে যেখানে অসংখ্য বিষাক্ত ভিমরুল রয়েছে, তাতে কেউ যদি ঢিল ছুঁড়ে দেয় তবে হাজার হাজার ভিমরুল তাকে ঘিরে ধরবে ও হুল ফুটিয়ে মেরে ফেলবে। মানব সমাজ যেন এক প্রকাণ্ড ভিমরুলের চাক। মানুষরা এ চাকের অধিবাসী। কোন দা'ঈ যখনই তাদের সামনে তাওহীদের দা'ওয়াত পেশ করবে তখন সমাজের মানুষ তার সাথে ভিমরুলের মত আচরণ করবে। এটি সত্যি এক দুঃখজনক ট্রাজেডি। তাই দা'ওয়াত দানকারী মহান ব্যক্তিটিকে অসাধারণ সাহসী হতে হবে। সমগ্র পৃথিবীর চলমান স্রোতের বিপরীতে তাকে অবস্থান নিতে হবে। পৃথিবীর জীবনে প্রতিষ্ঠিত অনেক শক্তিমান ও খ্যাতিমান মানুষ ফিরআউনের মত দুর্ধর্ষ ও প্রভাবশালী রাষ্ট্রপতি, কারুনের মত অঢেল প্রাচুর্যের মালিক, নমরুদের মত অত্যাচারী শাসক, হামানের মত নিষ্ঠুর সেনাপতি, আবূ জাহিলের মত দাম্ভিক সমাজপতির নিকট তাদের নিজেদের বিশ্বাসের বিরুদ্ধে দা'ওয়াত পেশ করে জীবন নিয়ে ফিরে আসা সহজ বিষয় নয়।

হযরত মূসা (আ)-এর মত পয়গম্বরও ফিরআউনের নিকট দা'ওয়াত পেশ করার জন্য যখন আদিষ্ট হলেন, এত বড় জালিমের সামনে দা'ওয়াত প্রদানে তিনি ও তার ভাই উভয়ে ভয় পেয়ে গেলেন। এ প্রসঙ্গে কুরআন বলেছে : قالا ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى

> তারা বললো, হে আমাদের প্রভু, আমরা ভয় করছি ফিরআউন আমাদেরকে শাস্তি দিতে উদ্যত হবে অথবা সীমালংঘন করবে।[৪৭]

কোন জালিমের হুংকার আর রাষ্ট্রশক্তির অত্যাচার নয়, দুনিয়াশুদ্ধ মানুষের সম্মিলিত প্রতিরোধের মুখেও দা'ওয়াত থেকে এক চুল পেছনে আসার কোন সুযোগ নেই। দা'ঈ তো এ বিশ্বাস বুকে নিয়ে নির্ভয়ে সামনে যাবে, আকাশ ও যমীনের মালিক আল্লাহ তা'আলা দা'ঈর সাথে রয়েছেন। সে মহান প্রভুকে চ্যালেঞ্জ করার সাধ্য কার।

তাই তো আল্লাহ তা'আলা বিশ্বত্রাস ফিরআউন ও তার অস্ত্রধারী সৈন্যবাহিনীর মোকাবেলায় নির্ভয়ে দা'ওয়াতের মিশন চালিয়ে যাবার নির্দেশ প্রদান করে বলেন– قال لا تخافا انني معكما اسمع و ارى

> তোমরা ভয় করো না। আমি তোমাদের সাথে রয়েছি। আমি শুনছি ও দেখছি।[৪৮]

এ দূরন্ত সাহস দা'ঈর বড় অবলম্বন। তা যেন মূসা (আ)-এর হাতের লাঠি। অসংখ্য ফিরআউনের বাহিনীকে এই লাঠি দিয়ে মোকাবেলা করতে হবে। এটি অনেক চক্রান্তকে গিলে ফেলতে পারে। ভয় করাকে আল্লাহ তা'আলা হারাম করে দিয়েছেন। ভয়কে শুধু আল্লাহ তা'আলার জন্য নির্ধারিত করতে হবে। নিমজ্জিত যাত্রীদের বাঁচাবার জন্য ঝাঁপ দিয়েছে যারা, পাহাড়সম তরঙ্গকে তারা ভয় করে না। সর্বগ্রাসী আগুনের মাঝখান থেকে মানব সন্তানকে যারা বাঁচাতে চায় লেলিহান অগ্নি শিখাকে তাদের ভয় করলে চলবে না। গহীন অরণ্যের ভয়াল পথে চলছে যারা হিংস্র প্রাণীদের ভয় করলে তাদের পথ আগাবে না। সাহারার ধু ধু মরুভূমি যাদের পার হতে হবে, বালির তুফানকে তাদের হিসেব করলে চলবে না।

---

৪৬. সূরা তওবা : ১২৮।

৪৭. সূরা ত্বাহা : ৪৫।

৪৮. সূরা ত্বাহা : ৪৬।

হিমালয়ের চূড়া জয় করবে যারা ঠাণ্ডার কাছে তাদের নতি স্বীকার করা যাবে না। দা'ওয়াতের জমিনে দাঁড়িয়েছে যারা, বিরোধিতার প্রচণ্ড তুফানকে তারা স্বাগত জানাবে– এটাই স্বাভাবিক, এটাই নিয়তি।

নির্লোভ ও ত্যাগী হওয়া

দা'ঈদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো তারা নির্লোভ ও ত্যাগী হবে। তাদের মহান কাজের কোন বিনিময় এ পৃথিবীর কারো কাছে প্রত্যাশা করবে না। দুনিয়ার ধন-সম্পদ দা'ঈর দায়িত্ব পালনের সামান্যতম কোন বিনিময় নয়। তাদের সমস্ত ত্যাগের উদ্দেশ্য কেবলমাত্র মানব জাতির ন্যায় ও কল্যাণের পথের দিশা। একটি গোমরাহ মানুষের হিদায়াতের বিষয়টি এতই গুরুত্বপূর্ণ যে পৃথিবীর সমুদয় সম্পদের বিনিময় তুচ্ছ। পথহারা মানুষদেরকে সঠিক পথের সন্ধান দেয়া আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের কাছে অত্যন্ত নেকের কাজ। যার বিনিময় এ পৃথিবীতে কেউ দিতে পারবে না। আল্লাহ তা'আলা নবীদেরকে এ কাজটি আঞ্জাম দেয়ার জন্য এ ধরাধামে প্রেরণ করেছেন। নবীদের জন্য দা'ওয়াতী কাজে সামান্যতম উঘৃত গ্রহণ করা হারাম। দা'ঈদের মধ্যে জাগতিক কোন লোভ প্রকাশ পেলে দা'ওয়াতের কোন প্রভাব মানুষের হৃদয়ে স্থান পায় না। নিঃস্বার্থতা ও নিষ্ঠা দা'ঈর অন্যতম বৈশিষ্ট্য।[৪৯]

আল কুর'আনে এ পর্যায়ে ইরশাদ করা হয়েছে : اتبعوا من لايسئلكم اجرا وهم مهتدون

> তোমরা তাদের অনুসরণ কর, যারা তোমাদের নিকট কোন বিনিময় চায় না এবং যারা সৎপথ প্রাপ্ত।[৫০]

নবী রাসূলগণ জাতিকে এ কথা বারংবার জানিয়ে দিয়েছেন যে, তারা দা'ওয়াতের বিনিময় চান না, তারা চান পথহারা মানুষের হিদায়াত। এ কাজের প্রতিদান কেবলমাত্র মহীয়ানের কাছেই রয়েছে।

মজলুম দা'ঈ তথা নবী হযরত নূহ 'আ. প্রায় হাজার বছর স্বীয় জাতিকে আল্লাহর পথে ডেকেছেন। আল কুর'আনে ইরশাদ করা হয়েছে :

ويقوم لااسئلكم عليه مالا ان اجرى الا على الله -

> হে আমার জাতি, তোমাদের কাছে সম্পদের প্রত্যাশী আমি নই, দা'ওয়াতের পরিবর্তে আমার পারিশ্রমিক তো আল্লাহর কাছেই রয়েছে।[৫১]

এমনিভাবে নবীর দা'ওয়াত প্রত্যাখ্যান করায় 'আদ জাতির উপর সর্বগ্রাসী বিপর্যয় নেমে এসেছিল। হযরত হূদ 'আ. তার জাতিকে বলেছিলেন :

يقوم لااسئلكم على اجرا ان اجرى الا على الذى فطرني افلا تعقلون -

> হে আমার জাতি, আমি তোমাদের কাছে দা'ওয়াতের কোন বিনিময় চাই না। আমার কাজের বিনিময় আমার মহান স্রষ্টার নিকট। তোমরা কি এর পরও অনুধাবন করো না।[৫২]

উপরোল্লিখিত আয়াতের আলোকে এ কথা সুস্পষ্ট যে, নবীগণ দা'ওয়াতের বিনিময়ে কারো কাছে কোন প্রকার বিনিময় চান নি। নবীদের পথ দা'ঈদের অনুসরণীয় ও অনুকরণীয়। এ পথ অত্যন্ত কষ্টদায়ক, কখনো দিন কাটবে উপবাসে, রাত কাটবে জাগ্রত অবস্থায়, অতন্দ্রপ্রহরীর ন্যায় কারো কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করবে না কিংবা সহানুভূতি চাইবে না, সাহায্যের জন্য হাত বাড়াবে না। সদা আল্লাহর উপর ভরসা করে দা'ওয়াতের কাজে ব্রতী হতে হবে। মুবাল্লিগের কাজ শুধু দা'ওয়াত দিতে থাকা। কে দা'ওয়াত গ্রহণ করেছে আর কে করছে না- এ ব্যাপারে তার মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই। এ পর্যায়ে আরো ইরশাদ করা হয়েছে :

ما اسئلكم عليه من اجر ان اجرى الا على رب العالمين فاتقوا الله واطيعون -

> আমি এজন্য তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাই নি যে, আমার পুরস্কার তো একমাত্র রাব্বুল 'আলামীনের কাছেই আছে। সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় এবং আমার অনুসরণ কর।[৫৩]

---

৪৯. অধ্যাপক মফিজুর রহমান, প্রাগুক্ত, ৫৪।

৫০. সূরা ইয়াসিন : ২১।

৫১. সূরা হূদ : ২৯।

৫২. সূরা হূদ : ৫১।

সর্বাবস্থায় ধৈর্যশীল

ধৈর্য দা'ঈদের এমন একটি অপরিহার্য গুণ যাকে সে সারা জীবন ধারণ করে চলবে। অন্ধের যষ্ঠি যেমন তার চলার একমাত্র অবলম্বন, ধৈর্য দা'ঈদের জন্য সেরূপ। পৃথিবীর যেখানে যতটুকু সফলতা এসেছে তার অধিকাংশ ধৈর্যেরই ফসল। এ শব্দটির বিস্তৃতি ও ব্যাপকতা অনেক বেশী। জীবনের প্রতিটি অঙ্গণে রয়েছে এর ভূমিকা ও অবদান। একজন দা'ঈর পথ অনেক দীর্ঘ, বন্ধুর ও কন্টকাকীর্ণ। প্রতিটি পদক্ষেপে বিরোধিতার প্রাচীর রয়েছে। অসহিষ্ণু, চঞ্চল, তাড়াহুড়াকারীদের জন্য এ পথে সামান্য পথ অতিক্রম করার সুযোগ নেই। একটি মানুষের চিন্তা ও বিশ্বাসের মধ্যে বিপ্লব আনা, সারা জীবনের চলার পথ পরিবর্তন করে দেয়া বা ভোগ-বিলাস, আরাম-আয়েশ, ইন্দ্রিয়পূজার রোমাঞ্চকর জীবনকে পদাঘাত করে হকের মরু, কঠিন ও অনাড়ম্বর জীবনে অভ্যস্ত হওয়া দীর্ঘ সাধনার ও সময়ের ব্যাপার। দা'ঈকে তাই চরম উত্তেজনার মুহূর্তেও উত্তেজিত না হয়ে স্বাভাবিক থাকতে হবে। দীর্ঘপথ যাতে ছায়া নেই, আশ্রয় নেই, মায়া নেই, মমতা নেই, আছে শুধু কষ্ট, বেদনা, লাঞ্ছনা, অপমান, হতাশা ও নিরাশার অন্ধকার। সর্বাবস্থায় শুধু আল্লাহর দিকে চেয়ে সব কিছুকে মেনে নিতে হবে। সাময়িক উত্তেজনার মুহূর্তে কামানের সামনে দাঁড়ানো যায়, ট্যাংকের নিষ্ঠুর চাকার নিচে পিষ্ট হওয়া সম্ভব, অসম্ভব নয় ফাঁসির রশি গলায় জড়িয়ে নেয়া। এর চেয়েও অনেক কঠিন ও সাহসিকতার বিষয় হলো সত্যকে চরমভাবে গ্রহণ করে হাজারো বিরোধিতার মোকাবেলায় আপসহীন থেকে গোমরাহ মানুষকে হকের দিকে দা'ওয়াত দিতে দিতে তিল তিল করে জীবনকে সার্থক পরিসমাপ্তির দিকে নিয়ে যাওয়া।

এটা যাদের পক্ষে সম্ভব তাদের সংখ্যা অতি নগণ্য, তারা সফলতার স্বর্ণ শিখরে আরোহণকারী। কুর'আন কারীম তাদেরই প্রশংসা করে বলেছে : - وما يلقها الا الذين صبروا وما يلقها الا ذوحظ عظيم

> এ গুণ কেবল তাদেরই ভাগ্যে জোটে যারা ধৈর্যশীল, এ মর্যাদা কেবল তারাই লাভ করতে পারে যারা বড়ই ভাগ্যবান।[৫৪]

কোন অবস্থায় দা'ঈকে অধৈর্য হলে চলবে না। ধৈর্যের ঐ মিনার সে গড়বে যার চূড়া দেখা যায় না, সবরের সে সাগর তারা রচনা করবে যার জলরাশি অপরিমেয়। ধৈর্যের সে কানন তারা বুনবে যার বৃক্ষরাজি অগণন। অধৈর্য থেকে বেঁচে থাকতে হবে, কারণ তা-ই দা'ঈর সমস্ত ফসল বিনষ্ট করে দেবে। ধৈর্যের সাথে লেগে থাকাই কৃতকার্য হওয়ার পথ।

কথা বলার শিল্প জানা

একটি ক্ষুদ্র কাজও সুন্দরভাবে সম্পাদন করার জন্য সেটির কৌশল রপ্ত থাকা জরুরী। মানুষের নিকট আল্লাহ তা'আলার দ্বীনের পয়গাম পৌঁছে দেয়া ও তাকে গ্রহণযোগ্য করে তোলার ব্যাপারটি খুব সহজ নয়। এক্ষেত্রে বলার শিল্প অন্যতম হাতিয়ার। বোবাদের পক্ষে মহান কাজের দায়িত্ব পালন কিভাবে সম্ভব? মনের ভাবকে ব্যক্ত করার জন্য প্রয়োজন ভাষার। এ ভাষার জন্য মানুষ অসংখ্য ভাষাহীন ইতর প্রাণীদের উপর মর্যাদার দাবীদার। এ ভাষাই হচ্ছে ভাবের বাহন।

আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতের মধ্যে ভাষা অন্যতম। শুধু মনের ভাবকে কোন মতে প্রকাশ করাই যথেষ্ট নয়। এটি প্রকাশের দক্ষতা ও যোগ্যতার বিষয়টি দা'ঈর জন্য গুরুত্বপূর্ণ। একটি ভাষার মধ্যে মৌলিক জিনিস হচ্ছে ঐ ভাষার শব্দভাণ্ডার আয়ত্ব করা আর শব্দকে ব্যবহার করার নিয়ম জানা। নিয়ম একবার জেনে নিলে হয়। কিন্তু শব্দের জগত প্রত্যহ বেড়ে চলছে। ভাষার উপর দখল সৃষ্টির জন্য দা'ওয়াত প্রদানকারী ব্যক্তিটিকে ঐ ভাষার হাজার হাজার শব্দের বিশুদ্ধ উচ্চারণ, সঠিক অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা ও যথাস্থানে প্রয়োগ করার কৌশল রপ্ত থাকা দরকার। সঠিক শব্দ চয়ন, উচ্চারণ ও যোজনার মধ্যে কি প্রচণ্ড

---

৫৩. সূরা শুআরা : ১০৯-১১০।

৫৪. সূরা হা-মীম সিজদা : ৩৫।

শক্তি লুকিয়ে আছে কালামে ইলাহী তার জ্বলন্ত দলীল। আল্লাহ তা'আলা গায়েব। সৃষ্টির বৈচিত্র্যতার মাধ্যমে তিনি নিজেকে প্রকাশ করেছেন আর প্রকাশ করেছেন তার কালামের মাধ্যমে। জ্ঞানীদের নিকট এটা স্পষ্ট যে মিজানের এক দিকে যদি সমগ্র পৃথিবীও তুলে দেয়া হয়। আর অপর দিকে রাখা হয় কালামে রাব্বীর একটি আয়াত। কালামের পাল্লাই হবে অনেক বেশী ভারী ও তাৎপর্যপূর্ণ। নবী করীম সা.-কে আল্লাহ তায়ালা যে ছয়টি বিষয়ে সব নবীদের উপর মর্যাদা দিয়েছেন তার অন্যতম হচ্ছে সংক্ষিপ্ত ও তাৎপর্যপূর্ণ কথা বলার যাদুকরী ক্ষমতা :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلت على الانبياء بست اعطيت جوامع الكلم ...

এ ব্যাপারে নবী সা.-এর বাণী প্রণিধানযোগ্য। তিনি এতটুকু বলেছেন যে : - ان من البيان لسحرة -

> অনেক বক্তব্যের মধ্যে যাদু রয়েছে।

দা'ঈদেরকে এমন যাদু সৃষ্টিকারী বক্তব্যের ভাষা ও কৌশল রপ্ত করতে হবে যা মানব হৃদয়ে প্রভাব সৃষ্টি করবে। মৃত অন্তর জিন্দা করে দেবে, লক্ষের দিকে পাগল হয়ে ছুটে চলবে আর ছিঁড়ে ফেলবে সমস্ত সম্পর্কের পিছুটান। আর জবানে যাদের রয়েছে আড়ষ্টতা তাদেরকে প্রভুর নিকট সাহায্য চাইতে হবে আর প্রচেষ্টা চালাবে নিরন্তর। মূসা (আ)-এর মুখের জড়তার সমস্যাকে সামনে রেখে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এটা পড়ার পরামর্শ দিয়েছেন :

- قال رب اشرح لى صدرى - ويسرلى امرى - واحلل عقدة من لسانى - يفقهوا قولى -

> হে আমার প্রভু, আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দাও। আমার দায়িত্বকে সহজ করে দাও। আমার জবানের জড়তা দূর করে দাও যাতে আমার কথা তারা বুঝতে পারে।[৫৫]

সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী হওয়া

দা'ঈর সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী হওয়া অতীব জরুরী। চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কারণে দা'ওয়াতী কাজে খুবই বরকত ও ফলপ্রসু হয়। উত্তম আখলাক মানে সত্য কথা বলা, নম্র ও ভদ্রভাবে হাসিমুখে কথা বলা, সর্বদা আল্লাহকে ভয় করা, আল্লাহ তা'আলার আদেশ নিষেধ মেনে চলা, ইখলাসের সাথে 'ইবাদত করা ও লৌকিকতা পরিহার করা ইত্যাদি।

সর্বকালের সর্বযুগের শ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর উত্তম আখলাক দিয়ে জাহিলিয়াতের বর্বর মানুষগুলোকে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিলেন। কোন প্রকার অস্ত্র বা তলোয়ারের প্রয়োজন হয় নি। তার চরিত্র মাধুর্যে অসংখ্য লোক ইসলাম গ্রহণ করে। আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সা.-এর আদর্শ অনুসরণ করতে হবে।[৫৬]

পবিত্র কুর'আনে এ প্রসঙ্গে ইরশাদ করা হয়েছে :

لقد كان لكم فى رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم الأخر وذكر الله كثيرا۔

> তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও আখিরাতের ভয় করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে তাদের জন্য রাসূলুল্লাহর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।[৫৭]

অন্যত্র ইরশাদ করা হয়েছে- وانك لعلى خلق عظيم

> নিশ্চয়ই আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী।[৫৮]

উত্তম চরিত্র হচ্ছে মানুষের মহামূল্যবান সম্পদ। এ পূতপবিত্র চরিত্র দিয়ে পরম শত্রুকেও ঘায়েল করা যায়। অর্থ সম্পদ দিয়ে যা অর্জন করা আদৌ সম্ভব নয়, উত্তম চরিত্র দিয়ে তা অর্জন করা খুবই সম্ভব। হযরত 'আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন :

ان من احبكم الى احسنكم اخلاقا وفى روايته ان من خياركم احسنكم اخلاقا -

---

[৫৫] সূরা ত্বাহা : ২৫-২৮।

[৫৬] মাওলানা মোঃ আতাউর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ ৫৫-৫৬।

[৫৭] সূরা আহযাব : ২১।

[৫৮] সূরা ক্বালাম : ৪।

> তোমাদের মধ্যে আমার কাছে সে সবচেয়ে বেশি প্রিয় যার চরিত্র সবচেয়ে উত্তম। ইবনে আমর (রা)-এর বর্ণনায় এসেছে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো সে লোক যার চরিত্র উত্তম।[৫৯]

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সা. থেকে বর্ণনা করেন :

اكمل المؤمنين احسنهم خلقا -

> পরিপূর্ণ ঈমানদার সেই ব্যক্তি যার চরিত্র সবচেয়ে ভালো।[৬০]

চরিত্র তথা আখলাক এতই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে, যা অসংখ্য মানুষকে প্রভাবিত করে নির্বাক করে দিতে পারে মানুষের হৃদয়। দা'ওয়াতের আকর্ষণ সৃষ্টির জন্য দা'ঈকে সর্বোত্তম চরিত্রের ভূষণ হতে হবে।

দা'ওয়াতী উন্মাদনা

দা'ঈর মৌলিক গুণাবলীর ভিন্ন এক প্রকার হচ্ছে উন্মাদনা। যে কোন কাজে সফলতা লাভের পেছনে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে তার জন্য পাগল হয়ে যাওয়া। শয়নে, স্বপনে, নিদ্রা ও জাগরণে পথহারা মানুষের পথের সন্ধানকে মূল দায়িত্ব হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। জীবনের সমস্ত চাওয়া-পাওয়া, হাসি-কান্না, স্থিরতা-অস্থিরতা দা'ওয়াতের সাথে সম্পৃক্ত করতে হবে। এর জন্যে এমন উন্মাদনা প্রয়োজন যে গলায় রশি লাগিয়ে তাকে কংকরময় পাথরে টানা হবে, তপ্ত মরুর উপর বুকে পাথর রেখে শুইয়ে রাখা হবে, কারার অন্ধ প্রকোষ্ঠে বছরের পর বছর আটকে রাখা হবে, আত্মীয় পরিজনেরা একে একে ত্যাগ করবে, সহায় সম্পদ কেড়ে নেয়া হবে। এত কিছুর পরও তার হৃদয় থেকে দা'ওয়াতের আগুন নেভাতে পারবে না।

তার জবানের প্রতিটি কথা, চলার প্রতিটি কদম, চোখের প্রতিটি পলক, লিখনীর প্রতিটি আঁচড় দা'ওয়াতে দ্বীনের প্রয়োজনে নিবেদিত। কোন মানুষ যদি কারো প্রতি আসক্ত হয়, চরমভাবে যদি কাউকে ভালবাসা নিবেদন করে, এক কথায় যদি মজনু হয়ে পড়ে তবে স্বাভাবিক জীবন তার কাছে স্বাভাবিক থাকে না। অন্যদের মত গল্প গুজব, হাসি তামাশা, খাওয়া দাওয়া, আরাম আয়েশ, নিদ্রা, বিশ্রাম, সুখ তার জীবন থেকে চিৎকার করে বিদায় হয়ে যায়। তার পেটের ক্ষুধা, চোখের নিদ্রা, শরীরের আরাম এক কথায় সমস্ত প্রয়োজন তার কাছে অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। একটি পরম চাওয়া জীবনের আর সমস্ত চাওয়াকে ভুলিয়ে দেয়। মানব জাতির হিদায়াতের চিন্তায় নবীদের জীবন দারুণ অস্থিরতায় কেটেছে। পার্থিব জীবনের সুখ-দুঃখ, আরাম-আয়েশ, ঐশ্বর্য বৈভব কোন কিছুর প্রতি এক তিল পরিমান আকর্ষণ ছিলো না তাদের হৃদয়ে, মানব সমুদ্রের উর্মিমালায় তারা ছিলেন নিঃসঙ্গ, আনন্দের কল-কোলাহলের মধ্যে তারা ছিলেন নির্লিপ্ত। আপনজনদের পরিচিত পরিমণ্ডলে তারা ছিলেন অপরিচিত। মানুষরা যখন ভোগ বিলাসে, রসনা পূজায় ব্যস্ত তখনো তারা আনাহারে। জাতির সাধারণ মানুষেরা তাদের শ্রেষ্ঠ সন্তান নবীদেরকে পাগল, উন্মাদ ও জীনগ্রস্ত বলে অভিহিত করতো। কুর'আন তার সাক্ষ্য দিয়ে বলছে :

كذالك ما اتى الذين من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون -

> এভাবে তাদের পূর্ববর্তীদের নিকট যখনই কোন রাসূল এসেছে তারা নবীদেরকে উন্মাদ ও যাদুকর ছাড়া আর কিছু বলে নি।[৬১]

যে অবস্থার কারণে নবীদেরকে জাতির লোকেরা মজনু বলে ডাকত। আজকে সমাজ পরিবর্তনের সর্বাত্মক ডাক নিয়ে যারা উঠেছে তাদের জীবনের সার্বিক তৎপরতা এ পর্যায়ে যাওয়া প্রয়োজন, যেন সমাজ তাদেরকে পাগল ও উন্মাদ বলে ডাকতে শুরু করে। যে দিন তারা নবীদের এই বিশেষণে বিশেষিত হবে, ডাকা হবে মজনু বলে– সেদিন তারা হবে নবীদের পদচিহ্ন অনুসারী, সার্থক হবে দা'ঈ ইলাল্লাহ।

সততা

---

[৫৯] *বুখারী, মিশকাত,* হাদীস নং : ৪৮৫১, পৃ ৪৩১।

[৬০] *মিশকাত শরীফ,* হাদীস নং : ৫১০১, পৃ ১৪১১।

[৬১] সূরা যারিয়া : ৫২।

আল কুর'আনে এ সম্পর্কে অসংখ্য আয়াত বর্ণিত হয়েছে। আর মুমিনদেরকে সত্যবাদীতার অনুসরণ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।[৬২]

আল্লাহ তা'আলা বলেন– يايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين

হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীর সঙ্গ অবলম্বন কর।[৬৩]

অন্যত্র ইরশাদ করা হয়েছে :

قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجرى من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا -

আল্লাহ বলবেন, এ সেই দিন, যেদিন, সত্যবাদীগণ তাদের সততার জন্য উপকৃত হবে, তাদের জন্য আছে জান্নাত যার পাদদেশে নহর প্রবাহিত, তারা সেখানে চিরস্থায়ী হবে।[৬৪]

ধৈর্য ও সহনশীলতা

ধৈর্য ও সহনশীলতা দা'ওয়াতে ইসলামের একটি অপরিহার্য গুণ। ধৈর্য ছাড়া দা'ওয়াতী কাজ করা কখনো সম্ভব নয়। এ কাজে বিভিন্ন লোকদের সাথে মিশতে হয়, শুনতে হয় অনেক কটু কথা। রাব্বুল 'আলামীন কাফিরদের কটুকক্তির জবাবে ধৈর্য ও সহনশীলতার শিক্ষা দিয়েছেন।[৬৫]

لتبلون في اموالكم وانفسكم ولتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور -

তোমাদেরকে অবশ্যই তোমাদের ধনৈশ্বর্য ও জীবন সম্বন্ধে পরীক্ষা করা হবে। তোমাদের যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের এবং অংশীবাদীদের পক্ষ থেকে নিশ্চয়ই তোমরা অনেক কষ্টদায়ক কথা শুনবে। তবে যদি তোমরা ধৈর্যধারণ কর এবং সাবধান হয়ে চলো তাহলে এ হবে দৃঢ় সংকল্পের কাজ।[৬৬]

দা'ওয়াতী কাজ করতে 'আল আমীন' উপাধিতে ভূষিত রাসূল সা.-কে পাগল, মিথ্যুক, গণক ও যাদুকর ইত্যাদি ধৃষ্টতাপূর্ণ কটুকথা সহ্য করতে হয়েছে। এমনকি শারীরিক নির্যাতনও ভোগ করতে হয়েছে। নবীজির চলার পথে কাঁটা বিছিয়ে দেয়া হয়েছে। কখনো খানায় বিষ মেশানো হয়েছে। এছাড়া সবশেষে মাতৃভূমি মক্কা নগরী থেকে বিতাড়িতও হতে হয়েছে। এতদসত্ত্বেও নবী করীম সা. কখনোও দা'ওয়াতের কাজ থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হন নি।[৬৭]

কুর'আনে ঘোষিত হয়েছে : فاصبر كما صبر اولوا العزم من الرسل

তুমি ধৈর্যধারণ কর, যেমন ধৈয্যধারণ করেছিলেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ রাসূলগণ।[৬৮]

অন্যত্র ইরশাদ করা হয়েছে : فاصبر صبرا جميلا

সুতরাং তুমি পরম ধৈর্যধারণ কর।[৬৯]

এছাড়া সূরা নাহলের দা'ওয়াত সম্বলিত আয়াতেও এ মর্মে বর্ণিত হয়েছে : واصبر وما صبرك الا بالله

তুমি ধৈর্যধারণ কর, তোমার ধৈর্য তো আল্লাহরই সাহায্যে।[৭০]

এছাড়া ধৈর্যের প্রতিদান সম্পর্কে ইরশাদ করা হয়েছে : انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب

নিশ্চয়ই ধৈর্যশীলদেরকে অপরিমিত পুরস্কার দেয়া হবে।[৭১]

---

৬২. শায়খ আবদুল করীম যায়দান, *উসূলুদ দাওয়া,* ইসকান্দারিয়া : দারু উমর ইবনিল খাত্তাব, ১৯৭৬, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ ৩৩৩।

৬৩. সূরা তওবা : ১১৯।

৬৪. সূরা মায়িদা : ১১৯।

৬৫. মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী, *দা'ওয়াতের পদ্ধতি ও দাঈর গুণাবলী,* ১৯৯৬, পৃ ৪৫-৪৬।

৬৬. সূরা আল ইমরান : ১৮৬।

৬৭. মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৭।

৬৮. সূরা আহকাফ : ৩৫।

৬৯. সূরা মাআরিজ : ৫।

৭০. সূরা নাহল : ১২৭।

ক্ষমা

দা'ওয়াতকারীকে শুধুমাত্র ধৈর্যশীল হলেই চলবে না; বরং সাথে সাথে তাকে ক্ষমা করে দেয়ার মত মহৎগুণের অধিকারী হতে হবে। এদিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন :

فاذا الذي بينك وبينه عداوة كانه ولى حميم -

> ফলে তোমার সাথে যার শত্রুতা আছে, সে হয়ে যাবে তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধু।[৭২]

ক্ষমার মধ্যে এ বিশেষ আকর্ষণ থাকার প্রেক্ষাপটে ক্ষমার প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করে আল্লাহ তা'আলা সূরা আল ইমরানে ইরশাদ করেছেন : فاعف عنهم واستغفر لهم

> তুমি তাদেরকে ক্ষমা করে দাও এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর।[৭৩]

অন্যত্র ইরশাদ করা হয়েছে : - فاصفح الصفح الجميل

> তুমি পরম সৌজন্যের সাথে তাদেরকে ক্ষমা করে দাও।[৭৪]

দুষ্টু প্রকৃতির মানুষের সাথে সুন্দর ব্যবহার করা এবং সুন্দর ব্যবহার ও আচরণের মাধ্যমে মানুষকে দ্বীনের প্রতি আকৃষ্ট করা একজন সার্থক দা'ঈর করণীয় কাজ। এ পর্যায় নবী করীম সা. ইরশাদ করেন :

صل من قطعك واعف عمن ظلمك واحسن عمن اساء اليك

> যে তোমার সাথে আত্মীয়তা ছিন্ন করে, তুমি তার সাথে সম্পর্ক আরো দৃঢ় কর। যে তোমার প্রতি জুলুম করে তাকে ক্ষমা কর এবং যে তোমার প্রতি দুর্ব্যবহার করে তুমি তার সাথে সদ্ব্যবহার কর।

দা'ঈর এ গুণটি অত্যাবশ্যক। এ কারণেই হযরত ইউসুফ 'আ. তার ভাইদের পক্ষ থেকে সকল প্রকার নির্যাতন ও কষ্ট ভোগ করা সত্ত্বেও প্রতিশোধের পরিবর্তে অকুণ্ঠচিত্তে ঘোষণা করেছিলেন :

لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين -

> আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন এবং তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।[৭৫]

ক্ষমার এ মহৎগুণটি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষী হযরত মুহাম্মদ সা.-এর মধ্যে পরিপূর্ণভাবে বিরাজমান। এখানের এ প্রামাণ্য আলোচনায় বিষয়টি অবহিত হওয়া যায়।

> যে হারাম শরীফে রাসূলে পাকের পিঠে নামাযরত অবস্থায় উটের অপবিত্র নাড়িভুঁড়ি সংস্থাপন করা হয়েছিল; যে কাবা চত্বরে রাসূলকে লক্ষ্য করে গালি দেয়া হয়েছিল, ফলে মক্কা বিজয়ের দিন কুরাইশ নেতৃবৃন্দ সেখানে গিয়ে একত্রিত হয়েছিল। তাদের মধ্যে এমন লোকও ছিল যারা ইসলামের অমীয় বাণী এ পৃথিবী থেকে মুছে ফেলার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে ছিল যারা তায়েফের ময়দানে হুজুরের মোবারক শরীরে কংকর নিক্ষেপ করে রক্তাক্ত করেছিল, যারা রাসূলকে দুনিয়া থেকে বিদায় করার জন্য তরবারী ধারণ করেছিল, যারা সাহাবা কিরামদের অন্যায়ভাবে শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করিয়েছিল, যারা অসহায় মুসলমানদের উপর অত্যাচারের স্টীম রোলার চালিয়েছিল, সেই সকল অপরাধীরা আজ সকলেই অবনত মস্তকে হুজুরের সামনে উপস্থিত। রাসূলে পাক সা.-এর পাশে দাঁড়িয়ে আছে দশ হাজার সশস্ত্র সৈন্য। নির্দেশ পেলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে তাদের উপর। এ রকম এক সংকটময় মুহূর্তে দোজাহানের বাদশা রাহমাতুল্লিল 'আলামীন সমবেত কুরাইশ নেতৃবৃন্দকে লক্ষ্য করে আবেগ আপ্লুত কণ্ঠে ঘোষণা দিলেন, আজ আমি তোমাদের সাথে কি ব্যবহার করবো? উত্তরে তারা বললো, আপনি আমাদের ভাই, আমাদের ভ্রাতুষ্পুত্র। আত্মীয়তার মর্যাদা রক্ষা করে আপনার যা করা প্রয়োজন তা-ই করুন। একথা শুনে রাসূল সা. বললেন, হযরত ইউসুফ 'আ. তার ভাইদের সামনে لا تثريب عليكم اليوم (আজ তোমাদের প্রতি কোন অভিযোগ নেই) বলে যে ঘোষণা করেছিলেন, আমি আজ

---

৭১. সূরা জুমার : ৩৯।
৭২. সূরা হা-মীম-আস্ সাজদা, পৃ ৩৪।
৭৩. সূরা আলে ইমরান : ১৫৯।
৭৪. সূরা হিজর : ৮৫।
৭৫. সূরা ইউসূফ : ৯২।

> তোমাদেরকে তাই বলতে চাই। অতঃপর হুজুর সা. ঘোষণা করলেন– اذهبو انتم الطلقاء (তোমরা মুক্ত)।

কুরাইশ নেতাদের মাফ করে দিয়ে রাসূল সা. পৃথিবীর মাঝে যে দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন তা দা'ঈদের জীবনে বাস্তবায়ন করে দা'ওয়াতে ইসলামের কাজে নিয়োজিত থাকা অতীব জরুরী।[৭৬]

আল্লাহ তা'আলার উপর পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন

দা'ঈদের প্রতিটি কাজের পূর্বে আল্লাহ তা'আলার উপর পূর্ণ আস্থা রাখা খুবই জরুরী। ইরশাদ হচ্ছে :

قل حسبى الله عليه يتوكل المتوكلون -

> হে রাসূল, আপনি বলুন, আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, ভরসাকারীরা তার উপরই ভরসা করে।[৭৭]

অন্যত্র ঘোষিত হয়েছে :

وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما اذيتمونا و على الله فليتوكلو المتوكلون -

> আমাদের কি হয়েছে যে, আমরা আল্লাহর উপর ভরসা করবো না। অথচ তিনি আমাদেরকে হিদায়াতের পথ দেখিয়েছেন, তোমরা আমাদেরকে যতই কষ্ট দাও আমরা ধৈর্যধারণ করবোই। আর ভরসাকারীরা যেন আল্লাহর উপরই ভরসা করে।[৭৮]

তিনি আরো বলেন :

ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا -

> যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে তার জন্য তিনিই যথেষ্ট। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তাঁর কাজ পূর্ণ করবেন। আল্লাহ সব কিছুর জন্য একটি পরিমাণ স্থির করে রেখেছেন।[৭৯]

এ আয়াতসমূহের প্রেক্ষাপটে আমরা বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ তা'আলার উপর পূর্ণ আস্থা রেখে কাজ করলে আমাদের দা'ওয়াতী কাজ আরো ত্বরান্বিত ও বেগবান হবে। কেউই আমাদেরকে রুখতে পারবে না।

দা'ওয়াত অনুযায়ী আমল করা

দা'ঈ যে বিষয়ের উপর মানুষকে আহবান করে তদনুযায়ী নিজ জীবনে আমল করা খুবই জরুরী। আমল না করে দা'ওয়াত দেয়া নিন্দনীয়। তাই আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم و انتم تتلون الكتاب افلا تعقلون -

> তোমরা মানুষকে সৎকার্যের নির্দেশ দাও, আর তোমরা নিজেরাই তা করতে ভুলে যাও, অথচ তোমরা কিতাব অধ্যয়ন করেছ। তারপরও কি তোমরা উপলব্ধি করবে না।[৮০]

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করেন :

يايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون ، كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون -

> হে ঈমানদারগণ, তোমরা এমন কথা কেন বল যা তোমরা করো না। তোমরা যা করো না, তা বলা আল্লাহর কাছে অত্যন্ত ঘৃণিত কাজ।[৮১]

বস্তুত দা'ঈগণ যা বলবেন তদনুযায়ী আমল করতে হবে। তবেই তো আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন রাজী ও খুশী হবেন এবং কাজে বরকত হবে। কিন্তু যারা কথা ও কাজে মিল রাখবে না, কেবলমাত্র আদেশ করবে অথচ নিজে তা আমল করবে না, তাদেরকে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে।

---

[৭৬] মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৯-৫০।

[৭৭] সূরা জুমার : ৩৮।

[৭৮] সূরা ইবরাহীম : ১২।

[৭৯] সূরা তালাক্ব : ৩।

[৮০] সূরা বাকারা : ৪৪।

[৮১] সূরা আস্ সফ : ২-৩।

হযরত 'উসামা ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন :

> يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق اقتابه في النار فيطحن فيها تطحن الحمار برحاء فيجتمع اهل النار عليه فيقولون أى فلان ما شانك اليس كنت تامر بالمعروف تنهانا عن المنكر قال كنت أمركم بالمعروف ولااتيه وانهاكم عن المنكر واتيه -
>
> এক ব্যক্তিকে কিয়ামত দিবসে নিয়ে আসা হবে, অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এতে তার নাড়িভুঁড়ি বের হয়ে উদরের বাইরে ঝুলতে থাকবে। আর সে তা নিয়ে ঘুরতে থাকবে, যেমনিভাবে গাধা (আটা পেষার) যাঁতার সাথে ঘুরতে থাকে। জাহান্নামীরা তার কাছে একত্রিত হয়ে জিজ্ঞেস করবে, হে, তোমার এ অবস্থা কেন? তুমি কি লোকদেরকে ভাল কাজ করতে এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিতে না? উত্তরে সে বলবে হ্যাঁ, তোমাদের ভাল কাজ করতে নির্দেশ দিতাম, কিন্তু আমি নিজে তা করতাম না। মন্দ কাজ থেকে তোমাদেরকে বিরত থাকতে বলতাম, কিন্তু আমি নিজেই তা করতাম।[৮২]

যারা দা'ঈ তাদের দা'ওয়াত অনুযায়ী আমল করা একান্ত কর্তব্য। অন্যথায় উপরোল্লিখিত আযাব তাদেরকেও ভোগ করতে হবে।[৮৩]

কল্যাণকামীতা

দা'ঈর হৃদয়ে শ্রোতাদের প্রতি দরদ থাকা আবশ্যক। হৃদয়হীন ব্যক্তি কখনো প্রকৃত দা'ঈ হতে পারে না। রাসূলুল্লাহ সা.-এর চাচা ইসলাম গ্রহণ না করায় নবী করীম সা.-এর হৃদয় অত্যন্ত অস্থির হয়ে পড়ে। তাঁকে ইসলামের পতাকাতলে শামিল করার জন্য বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করেন, কিন্তু সবই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। অবশেষে অন্তিম মুহূর্তে চাচার শয্যাপাশে গিয়ে শেষবারের মত হৃদয়ের সবটুকু দরদ ঢেলে কালেমার বাণী শোনাতে লাগলেন, কিন্তু কালেমা তার নসীব হলো না। রাসূল সা.-এর অস্থিরতা দেখে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন কুর'আনের এ আয়াত নাযিল করলেন[৮৪] :

> انك لاتهدى من احببت ولكن الله يهدى من يشاء وهو اعلم بالمهتدين -
>
> তুমি যাকে ভালোবাস, ইচ্ছা করলেই তাকে হিদায়াত করতে পারবে না, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা হিদায়াত করবেন, আর তিনিই সৎপথ অনুসারীদেরকে ভালো জানেন।[৮৫]

উম্মতের প্রতি দরদ হৃদয় সব নবীদেরই ছিল। ইরশাদ করা হয়েছে :

> ابلغكم رسالات ربي وانا لكم ناصح أمين -
>
> আমি আমার প্রতিপালকের বাণী তোমাদের কাছে পৌছে দিচ্ছি এবং তোমাদের একজন বিশ্বস্ত হিতাকাঙ্ক্ষী।[৮৬]

আক্রমণাত্মক উক্তি, ঘৃণা ও তাচ্ছিল্য ভাষা এবং হঠকারিতা দা'ঈকে অবশ্যই পরিত্যাগ করতে হবে। এ লক্ষ্যে হযরত আবূ মূসা আশ'আরী এবং ইবন মুয়ায ইবন জাবাল নামক দু'জন সাহাবীকে সংখ্যাগরিষ্ঠ খ্রীস্টান দেশ ইয়ামানে পাঠানোর প্রাক্কালে নবী করীম সা. উপদেশ প্রদান করতে গিয়ে বলেছিলেন :

> بشروا وتنفروا ويسروا ولاتعسروا وتطاوعا ولاتختلفا -
>
> তোমরা সেখানকার লোকদের সুসংবাদ শোনাবে এবং ঘৃণাযুক্ত কোন কথা বলবে না। সহজ পথ অবলম্বন করবে। কঠোরতা আরোপ করবে না। পরস্পর একে অন্যের আনুগত্য করবে, বিরুদ্ধাচরণ করবে না।

---

[৮২] *বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত*, হাদীস নং ৪৯১০, পৃ ৪৩৬।

[৮৩] মাওলানা মোঃ আতাউর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ ৫২-৫৩।

[৮৪] মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী, প্রাগুক্ত, *দা'ওয়াতের পদ্ধতি ও দাঈর গুণাবলী*, পৃ ৪৩।

[৮৫] সূরা কাসাস : ৫৬।

[৮৬] সূরা আরাফ : ৬৮।

অধ্যায় : বার

দা'ওয়াতে ইসলামে নারীদের ভূমিকা

নারীরা ভরণপোষণের মতো ইসলাম সংক্রান্ত সকল দায় দায়িত্বও পুরুষের ওপর ন্যস্ত বলে মনে করে। অথচ আসল ব্যাপার তা নয়। মুহাম্মদ সা. এবং অন্য সকল নবী আল্লাহর যে দ্বীন প্রচার করে গেছেন, তার দায়িত্ব পুরুষদের ন্যায় মহিলাদের ওপরও সমভাবে অর্পিত। দায়িত্বের সীমায় তারতম্য অবশ্যই রয়েছে। কিন্তু ইসলামকে গ্রহণ করা, কায়েম করা, ইসলামের জন্য চেষ্টা সাধনা ও সংগ্রাম করা এবং আল্লাহর কাছে জবাবদিহী করার বাধ্যবাধকতার ব্যাপারে পুরুষ ও মহিলা উভয়ই সমান। কোনো মহিলা যদি তার ওপর আল্লাহর অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে শৈথিল্য প্রদর্শন করে, তাহলে এ ক্ষেত্রে পুরুষের যেমন জিজ্ঞাসাবাদ হবে, মহিলার তেমনি আল্লাহর কাছে জিজ্ঞাসাবাদ ও জবাবদিহীতার সম্মুখীন হতে হবে। দায় দায়িত্ব থেকে সে কখনো অব্যাহতি পেতে পারে না। ইসলাম কায়েম করার সংগ্রামে নারীরাও পুরুষদের সমান সমান অংশগ্রহণ করেছেন। মুহাম্মদ সা. ইসলামের দেয়া শুরু করলে সর্বপ্রথম যারা ইসলাম গ্রহণ করেন, তাদের মধ্যে হযরত খাদীজা রা. ছিলেন অন্যতম। অথচ সে সময় ইসলাম গ্রহণ করা সহজ কাজ ছিলো না; বরং অবর্ণনীয় বিপদমুসিবতের ঝুঁকি গ্রহণের পর্যায়ভুক্ত ছিলো। হযরত খাদীজা রা. শুধু যে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছেন তা নয়; বরং তিনিই মুহাম্মদ সা.কে সান্ত্বনা, অদৃশ্য সাহায্য লাভের আশ্বাস এবং আল্লাহর ওপর ভরসা করার শিক্ষা দিতে লাগলেন। তিনিই সর্বপ্রথম তাঁকে প্রবোধ দিলেন, সর্বপ্রথম সত্য ধর্মের পতাকা উত্তোলন করলেন এবং এমন আগ্রহ উদ্দীপনা ভালোবাসা ও বিশ্বস্ততা সহকারে উত্তোলন করলেন যে, তা শুধু নারীদের জন্যই নয়; বরং পুরুষদের জন্যও এবং গোটা মানব জাতির জন্য গৌরবের বিষয় হয়ে রয়েছে।[১]

তাঁর ধন-সম্পদ ও মনমগজ সবই ইসলামের জন্য উৎসর্গ করেন। রাসূল সা. তাঁর ইন্তিকালে সবচেয়ে বেশী শোকাভিভূত হন। তাঁর কারণ এটা নয় যে, তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রী তাঁকে ছেড়ে চলে গেলেন; বরং তার কারণ হলো, ইসলামের জন্য যে ব্যক্তি সবচেয়ে বেশী ত্যাগী, তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেলেন।

ইসলামের অনুসারীদের ওপর কঠিন থেকে কঠিনতর দুর্যোগের সময় অতিবাহিত হয়েছে। এমন কোনো ধরনের যুলুম নির্যাতন নেই, যা তাদের ওপর চালানো হয় নি। কাউকে কাঁটার ওপর দিয়ে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কাউকে বা উত্তপ্ত বালুর ওপর শুইয়ে দেয়া হয়েছে। উত্তপ্ত লৌহ শলাকা দিয়ে কারো কারো দেহে দাগ দেয়া হয়েছে। কাউকে বা কঠোরভাবে প্রহার করা হয়েছে। এ ধরনের নির্যাতন পুরুষদের ন্যায় নারীরাও সহ্য করেছে। বরং মহিলাদের চেয়ে বেশী কষ্ট, বিপদ, মুসিবত ও যুলুম ভোগের দৃষ্টান্ত পুরুষরাও পেশ করতে পারে নি। তারা ছিলো এমন সত্যনিষ্ঠ মহিলা, যাদেরকে কোন চেষ্টা তদবীর দ্বারাই ইসলাম থেকে বিচ্যুত ও বিচলিত করা যায় নি। এরপর যখন মক্কার পরিবেশ মুসলমানদের জন্য একেবারেই অসহনীয় হয়ে গেলো, কুরাইশরা তাদের জন্য পৃথিবীটাকে সংকীর্ণ করে দিলো এবং মুসলমানরা আবিসিনিয়ায় হিজরত করলো, তখন এই হিজরতেও কতিপয় মহিলা অংশ নিয়েছিলেন। এরপর যখন মদীনায় হিজরত করার ডাক পড়লো, তখন মহিলারাও পুরুষদের ন্যায় যাবতীয় সহায় সম্পদ, মাতৃভূমি ও আপনজনকে ছেড়ে এবং সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে সত্যের তথা ইসলামের পক্ষ নিলেন। ইসলামের ইতিহাসের পরবর্তী পর্যায়গুলোতেও নারীদের ত্যাগ ও কুরবানী, তাদের কষ্ট সহিষ্ণুতা ও ইসলামের সাথে তাদের সম্পর্কের চমকপ্রদ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। মোটকথা, নারীরা যতক্ষণ নিজেদের প্রকৃত মর্যাদা উপলব্ধি করতেন, যতক্ষণ তাদের মনে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল ছিলো

---

১. মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহী, প্রবন্ধ : *ইসলামী দা'ওয়াত : নারীদের ভূমিকা,* আবদুস শহীদ নাসিম সম্পাদিত, *ইসলামী দাওয়াত ও তার দাবী,* ঢাকা : শতাব্দী প্রকাশনী, ১৯৯৯, পৃ ১৩৮।

যে, ইসলামের দা'ওয়াত নারী-পুরুষ উভয়কেই দেয়া হয়েছে এবং ইসলাম কায়েম করার দায়িত্ব উভয়ের ওপরই অর্পিত, ততক্ষণ নারীরা ইসলামের পথে প্রাণপণ সংগ্রাম করেছেন এবং পুরুষের উপর বোঝা হয়ে থাকেন নি। 'আরবের সমাজে এমনিতে নারীর স্থান খুব নীচে ছিলো। তাই তাদের ওপর যুলুম করা সহজ ছিলো। তারা আল্লাহ ও রাসূলের ভালোবাসায় এমন সব দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন যে, তা শুনলে আজও ঈমান তাজা হয়ে ওঠে এবং মনে উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। ওহুদের যুদ্ধে রাসূল সা. ও তাঁর সাহাবীগণকে অত্যন্ত কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এই যুদ্ধে নানা রকমের অবাঞ্ছিত মিথ্যা খবরের পাশাপাশি এই মর্মেও গুজব রটে যে, রাসূল সা. শহীদ হয়ে গেছেন। এই গুজব মদীনায়ও পৌঁছে গেলো। এ কথা শুনে জনৈকা আনসারী মহিলা মদীনা থেকে বেরিয়ে সোজা রণাঙ্গণের দিকে ছুটে গেলেন। যে মহান ব্যক্তিত্ব সত্য দ্বীনের তথ্য জানার একমাত্র উৎস ছিলেন, শেষ পর্যন্ত তাঁকেও নির্যাতনের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা হলো কি না, সে সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়াই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। পথিমধ্যে ওহুদ থেকে প্রত্যাবর্তনকারী যার সাথেই দেখা হল, তাকেই তিনি রাসূল সা.-এর অবস্থা সম্পর্কে প্রশ্ন করতে লাগলেন। এক ব্যক্তি এরূপ প্রশ্নের জবাবে বললেন, 'বড়ই দুঃখ ও পরিতাপের কথা তোমাকে না বলে পারছি না যে, তোমার যুবক ছেলে, তোমার পিতা এবং তোমার স্বামী শহীদ হয়ে গেছেন।' এ খবর কত বড় মর্মান্তিক, হৃদয়বিদারক ও দুঃসহনীয় ছিলো ভেবে দেখুন। এ তিনটি কথার যে কোন একটি যথেষ্ট ছিল একজন মহিলার হৃদয়কে বিদীর্ণ করে দেয়ার জন্য। তাঁর সবচেয়ে প্রিয় সহায়গুলো এক এক করে তাকে ছেড়ে চলে গেছে। কিন্তু ইসলামের সাথে তার যে সম্পর্ক ছিলো, তা তার ভেতরে কি ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে! তিনি বললেন, 'আমি তোমার কাছে পিতা, পুত্র ও স্বামীর কাহিনী জিজ্ঞেস করি নি। মুহাম্মদ সা.-এর অবস্থা কি, তাই আমাকে বল।' ঐ ব্যক্তি আশ্বস্ত করলো যে, 'আলহামদুলিল্লাহ, তিনি ভালো আছেন।' কিন্তু আনসারী মহিলা বললেন, আমি তাঁকে স্বচক্ষে না দেখা পর্যন্ত আশ্বস্ত হতে পারছি না। অতঃপর রণাঙ্গণে গিয়ে রাসূল সা.কে সুস্থাবস্থায় দেখে বললেন, 'হে রাসূল সা., আপনি বেঁচে থাকতে আর কোনো মুসিবতের আমি তোয়াক্কা করি না।'

এ হচ্ছে একটি মাত্র উদাহরণ। মুসলিম মহিলাদের ইতিহাস খুবই উজ্জ্বল। ইসলামের সকল যুগেই এ ধরনের কীর্তি অত্যন্ত ব্যাপকভাবে বর্তমান। ইসলামের ইতিহাসের যে যুগে পুরুষদের ঈমানী শক্তি দুর্বল হয়ে গিয়েছিল, তখনও এমন মহিলাদের সন্ধান পাওয়া যাবে যাদেরকে নিয়ে মুসলমানরা গর্ববোধ করতে পারে।

ইসলামের সোনালী যুগের যুদ্ধ বিগ্রহে পুরুষরা যেখানে তীরবর্শা নিক্ষেপ করে এবং তরবারী চালিয়ে যুদ্ধ করেছে ও হতাহত হয়েছে, সেখানে নারীরা আহতদেরকে পানি খাইয়েছে, ব্যান্ডেজ করেছে, সান্ত্বনা দিয়েছে, এমনকি নিজেদের অর্থ সম্পদ ও গহনাপাতি পর্যন্ত দিয়ে সত্য দ্বীনের সাহায্য করেছে। রাসূল সা.-এর ভক্তের সংখ্যা যখন নিতান্তই কম ছিলো, তখন ছোট ছোট মেয়েরা তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়েছে, তাঁকে নিয়ে প্রশংসামূলক গান গেয়েছে। রাসূল সা. তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেছেন, 'ওহে মেয়েরা, তোমরা কি আমাকে ভালোবাস?' তারা বলেছে, 'জ্বী'। তখন তিনি বলেছেন, 'আমিও তোমাদের ভালোবাসি।' পুরুষদের মধ্যে ক'জনের এ সৌভাগ্য অর্জিত হয়েছে? এ ছিলো সেই সময়কার অবস্থা, যখন মহিলারা জানতো যে, নারী পুরুষ সকলেই ইসলামী জীবন ব্যবস্থা পালন, প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য সমভাবে দায়ী। যত প্রিয় জিনিসই হোক না কেন, এই পথে বাধা হয়ে দাঁড়ালে তারা সে বাধাকে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিত। প্রিয়তম স্বামীও বেদ্বীন হলে সে আমলের মুসলিম নারীদের চোখে ধিকৃত হত। একেবারেই দরিদ্র ও কপর্দকহীন স্বামীকে তারা নিছক তার সততার কারণে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতো। এ ক্ষেত্রে মুসলিম নারীদের কখনো সাহস ও হিম্মতের অভাব হয় নি। স্বামী যদি ইসলামের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করতো, নারী তৎক্ষণাত তার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করতো। এমনকি ইসলামের খাতিরে তারা কন্যাদের বৈবাহিক সম্পর্ক পর্যন্ত ভেঙ্গে দিয়েছে।[২]

---

২. মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহী, প্রাগুক্ত, পৃ ১৪১।

ইসলামের প্রভাব তাদের অন্তরে এত গভীর ছিলো যে, তাদের সমস্ত ভালোবাসা ও ঘৃণা একমাত্র আল্লাহকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হতো। ছেলেরা যত সম্পদশালী ও অর্থোপার্জনকারী হোক না কেন, আল্লাহর আনুগত্যের প্রেরণায় উজ্জীবিত না হলে মায়েদের দৃষ্টিতে তাদের কোন গুরুত্ব থাকতো না। স্বামীরা যদি মুমিন না হতো এবং মুহাম্মদ সা.-এর সহযোগী না হতো, তবে তারা স্ত্রীদের যথাসর্বস্ব উজাড় করে দিয়ে ভালোবাসলেও স্ত্রীদের কাছে তার কোন কদর থাকতো না। এ ছিলো সেই যুগের অবস্থা, যখন মহিলারা বুঝতো যে, তারাও ইসলাম প্রতিষ্ঠার গুরু দায়িত্বের সমান অংশীদার।

অথচ বর্তমানে মনে করা হয় যে, ভাত কাপড় দেয়া যেমন পুরুষের দায়িত্ব, ইসলামের জন্য চেষ্টা সাধনা করাও তেমনি পুরুষেরই কর্তব্য। তাদের প্রধান ভ্রান্তি হলো, তারা আল্লাহর আইন ও শরী'অতের বিধান মেনে চলাকে নিজেদের দায়িত্ব বলেই মনে করে না। অথচ রাসূল সা. নারী ও পুরুষ উভয়কেই সমভাবে ইসলামের দা'ওয়াত দিয়েছেন। এই ভ্রান্ত ধারণাই আমাদের ইসলামী জীবনকে তছনছ করে দিয়েছে। এখন পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছে এরকম, নারীরাই কার্যত তাদের স্বামী ও সন্তানদের বিপথগামী করার হাতিয়ার ও সমাজের যাবতীয় অপসংস্কৃতির বাহনে পরিণত হয়েছে। বর্তমান খোদাদ্রোহী সভ্যতার যুগে এক শ্রেণীর মহিলা শয়তানের প্রতিনিধি হয়ে জেঁকে বসেছে। তারা সমাজে যত ব্যাধি ছড়ায়, তার দ্বারা মহিলারা মারাত্মকভাবে প্রভাবিত হয় এবং তাদের কাছ থেকে তা তাদের সন্তানদের কাছে বিস্তার লাভ করে। গ্রামাঞ্চলের অবস্থা অনেকটা ভিন্ন হলেও শহরাঞ্চলের অবস্থা সাধারণত এরকমই।

নারীদের বিপথগামী হবার ফল এই হয়ে থাকে যে, গোটা প্রজন্মের মানসিক ও নৈতিক অবস্থা বিষাক্ত হয়ে পড়ে। কোনো মা তার শিশুকে যখন দুধ খাওয়ায়, তখন দুধের সাথে সাথে নিজের নৈতিক ও চারিত্রিক ভাবধারাও তার মেরুমজ্জায় সঞ্চারিত করে। মায়ের ধর্মীয় চেতনা, মানবিক চরিত্র ও ঈমানী উদ্দীপনা যদি দুর্বল ও নিস্তেজ হয়, তাহলে শিশুর দেহ ও মনমগজে এমন বিষাক্ত জীবাণু সংক্রমিত হবে, যা যক্ষ্মা ব্যাধিগ্রস্ত মায়ের দুধ খেলেও হয় না।

আমাদের মায়েরা হচ্ছেন বিশুদ্ধ ও নির্ভুল ইসলামী শিক্ষার আসল উৎস ও সর্বোত্তম মাধ্যম। আমাদের মায়েরা যতক্ষণ হযরত আসমা রা.-এর পদাঙ্ক অনুসরণ না করবেন, ততক্ষণ কিভাবে 'আবদুল্লাহ ইবন যুবায়েরের ন্যায় অকুতোভয় বীর জন্ম নেবে? ইসলামের জন্য শূলে আরোহণরত ছেলেকে দেখেও যে মা বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে বরং ছেলেকে অবিচল থাকতে বলেন, সেই মা যতক্ষণ সৃষ্টি না হবে, ততক্ষণ মৃত্যুঞ্জয়ী ছেলে কার পেট থেকে ভূমিষ্ট হবে? এই একই মহীয়সী মহিলা যখন দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছেন, তখন তাকে ছেলে এসে তার মনোভাব যাচাই করার জন্য জিজ্ঞেস করলো, 'মা, আমি কি শত্রুদের কাছে নিজেকে সোপর্দ করে দেব, না ক্ষমা চেয়ে নেব?' তিনি নিজের দুর্বল হাত দিয়ে তাকে স্পর্শ করে বললেন, 'তুমি এসব কি পরেছ?' ছেলে বললেন, 'বর্ম।' তিনি বললেন, 'সত্যের পথের সৈনিকদের এসব আবরণের প্রয়োজন নেই। এগুলো খুলে ফেল এবং সত্যের পথে বুক ফুলিয়ে লড়াই করো, যাতে শত্রুরা তোমাকে নিয়ে বিদ্রুপ করার সুযোগ না পায়।'[৩]

আমরা কেবল এক হাত দিয়ে ইসলামের ভবন নির্মাণ করতে পারি না। এ কাজে অন্য হাত অর্থাৎ নারীর সহযোগিতা প্রয়োজন। মায়ের কোলই হচ্ছে আমাদের সন্তানদের প্রথম পাঠশালা। মায়ের বুকের এক এক ফোঁটা দুধের সাথে শিশু তার আবেগ, অনুভূতি এবং চরিত্রও নিজ সত্তায় সঞ্চারিত করতে থাকে। মায়ের প্রতিটি কাজ দেখে সে কাজের ধরন ও পদ্ধতি শেখে। মা যদি মুমিন ও মুসলমান হয়, তবে শিশুও মুমিন-মুসলমান হবে। মা যদি ঈমান ও ইসলাম থেকে বঞ্চিত হয় তবে সন্তানও ঈমান ও ইসলাম থেকে বঞ্চিত হবে। আমরা শিশুকে অন্যান্যদের প্রভাব থেকে যদি বাঁচাতেও সক্ষম হই, তবে মা মন্দ হলে মায়ের মন্দ প্রভাব থেকে কিছুতেই রক্ষা করতে পারি না।

পুরুষদের খারাপ চালচলনের প্রভাবও যে শিশুদের জন্য মারাত্মক, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবে তাদের খারাপ প্রভাব থেকে শিশু সন্তানদের রক্ষা পাওয়ার কোনো না কোনো উপায় সৃষ্টি হতেই পারে,

---

[৩] প্রাগুক্ত, পৃ ১৪২।

কিন্তু মহিলাদের বিকৃতির কুপ্রভাব থেকে রক্ষা পাওয়া একেবারেই সম্ভব। কেননা তাদের সৃষ্টি করা বিকৃতি মূল ও শেকড়ের বিকৃতি, ডালপালা বা কাণ্ডের বিকৃতি নয়। তাই এর কোন চিকিৎসা সম্ভব নয়। এ কারণেই মায়েদের দায়-দায়িত্ব অত্যন্ত কঠিন। তারা যে রোগ শিশুদের মধ্যে সংক্রমিত করবে, যত দক্ষ চিকিৎসকই আসুন, তার চিকিৎসা করতে পারবেন না। যে গাছ চারা অবস্থাতেই রোগব্যাধির শিকার হয়, তার মহীরূহে পরিণত হওয়া দুঃসাধ্য হয়ে যায়।

আল্লাহর দ্বীন কি এবং আল্লাহ ও রাসূল সা. কী বলেছেন? সেটা জানা ও বুঝা নারীদের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। এটা প্রত্যেক মেয়ে ও প্রত্যেক বোনের দায়িত্ব। এটাও তাদের দায়িত্ব যে, তাদের পেট থেকে যে সন্তান জন্ম নেবে, তাদেরকে তারা শুধু দুধ খাইয়েই ক্ষান্ত থাকবে না; বরং নিজ নিজ কাজ ও চরিত্র দ্বারা এবং দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি তৎপরতা দ্বারা তাদের মধ্যে ইসলামের সেই সমস্ত মৌলিক শিক্ষা বদ্ধমূল করে দেবে যা রাসূল সা. শিখিয়ে গেছেন। নিজেদের চেষ্টা সাধনার ত্বরিত ফল দেখতে না পেয়ে তারা যেন হতাশ না হয়ে যান। তাদের মর্যাদা অত্যন্ত উঁচু। তাদের আদেশ ও উপদেশ বৃথা যেতে পারে না। নিজ সন্তানদের তারা নিয়মিত ও যথারীতি আদেশ দিতে পারেন এবং মায়ের আদেশ পালন করা প্রত্যেক সন্তানের উপর ফরয। রাসূল সা.কে একজন জিজ্ঞেস করলো, 'আমি কার সেবা করবো?' তিনি জবাবে বললেন, 'মায়ের'। সে আবার ঐ একই প্রশ্ন করলো। তিনি আবারো বললেন, 'মায়ের'। এভাবে তৃতীয়বারও একই জবাব দিলেন। কেবল চতুর্থবার বললেন, 'পিতার'। কিন্তু স্বামীর সাথে স্ত্রীর সম্পর্ক হলো সহযোগিতার। এই সহযোগিতা সাংসারিক ও ধর্মীয় উভয় ব্যাপারেই। ঘরোয়া জীবনে যেমন স্বামীর অনুগত, বিশ্বস্ত, আমানতদার ও শুভাকাঙ্খী হওয়া স্ত্রীর কর্তব্য, তেমনি ধর্মীয় ব্যাপারে তার কর্তব্য হলো, সে স্বামীকে সৎকাজ ও কল্যাণকর কাজের পরামর্শ দেবে এবং সাংসারিক ও পার্থিব কর্মকাণ্ডে তার ভুলত্রুটিতে যেমন উদ্বিগ্ন ও ব্যথিত হয়, ইসলামের ব্যাপারে তার গোমরাহী ও অসৎ কর্মে তার চেয়ে বেশী উদ্বিগ্ন হবে। এ কাজ করতে গিয়ে যত দুঃখ-কষ্টই হোক, তারা তা ধৈর্যের সাথে বরদাশত করে যাবে। কিন্তু স্বামীর অন্যায় ও পাপ কাজ কখনো শান্তভাবে গ্রহণ করবে না। আর যদি কোন স্বামী সৎকাজ করার সংকল্প নেয়, তাহলে স্ত্রীর নিছক সামাজিক ও পারিবারিক রসম রেওয়াজ ও রীতি প্রথার তাবেদারী করতে গিয়ে তার সৎকাজের ইচ্ছায় বাধা দেয়া উচিত নয়। ইসলামের শিক্ষা কী, তা তাকে অবশ্যই জানতে হবে। যখন সে জানতে পারবে যে, স্বামী সঠিক ও সৎ পথেই চলছে, তখন তাকে সান্ত্বনা ও প্রবোধ দেবে এবং তার মনোবল বাড়াবে। সুখ-দুঃখ সর্বাবস্থায় তার সহযোগী ও সমব্যথী হবে। কেননা তার সহযোগিতা ছাড়া পুরুষের হক পথে চলা অত্যন্ত কঠিন। এটি এমন একটি ক্ষেত্র, যেখানে স্বামী স্ত্রীর সহযোগিতা আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বেশী বাঞ্ছিত ও পছন্দনীয়। যে স্ত্রী ইকামাতে দ্বীনের পথে স্বামীর সহযোগী হয়, এ উদ্দেশ্য সাধনের খাতিরে বিপদ মুসিবত সহ্য করে এবং উপবাস করে, সেই স্ত্রীই উম্মুল মুমিনীনদের (নবী মহিয়সী) এবং মহিলা সাহাবীদের পবিত্র দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে। আর যে মহিলা এই পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে সে শয়তানের ভূমিকা পালন করে।

আমাদের আসল সম্পদ মহিলাদের কাছেই রয়েছে। নতুন প্রজন্ম তাঁদেরই হাতে ন্যস্ত রয়েছে। তাদের মনমগজে তারা হক কিংবা বাতিল যে ছবিই খোদাই করবে, তা কিছুতেই মোছা যায় না। মহিলা এমন লোক তৈরি করতে পারে, যারা আজকের একজন মামুলী মুসলমান জন্ম দিতে পারে। একটু ভেবে দেখুন, একদিন মাত্র হাতে গোনা কয়েকজন মানুষ ছিলো, কিন্তু গোটা পৃথিবী তাদের প্রতাপে কেঁপে উঠেছিল। আর আজ লোক গণনার দিক থেকে মুসলমানদের সংখ্যা কত বেশী, কিন্তু দুনিয়ার মানুষ তাদের অস্তিত্বই টের পায় না। আমাদের নিজেদেরই ঘোষণা করে জানাতে হয় যে, আমরা আছি। নারীরা যদি হযরত আসমা রা.-এর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেন, তাহলেই তারা ইসলামের সেই মহান সন্তানদের জন্ম দিতে পারবেন, যাদের অস্তিত্ব পৃথিবীতে অনুভূত হবে। পৃথিবী চিৎকার করে বলে উঠবে, আমার পিঠের উপর আল্লাহর পথের দুরন্ত পথিকরা চড়াও হয়েছে। তারা যদি এ পথ অনুসরণ করতে ব্যর্থ হন, তাহলে পৃথিবীতে মানুষ জন্ম নিতে ও মরতেই থাকবে। কিন্তু এমন লোকের জন্ম আর কখনো হবে না, যারা ইসলামকে বিজয়ী করতে পারবে।

অধ্যায় : তের

দা'ওয়াতে ইসলাম : সমস্যা ও সম্ভাবনা

মানবজাতির হিদায়াতের জন্য ইসলাম আল্লাহ প্রদত্ত দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থা। এটা সমগ্র মানবজাতির প্রতি তাঁর রহমত ও করুণার বহিঃপ্রকাশ। পূর্বেই বলা হয়েছে, সংক্ষেপে সেই ইসলামের দিকে আহবানের নাম দা'ওয়াতে ইসলাম'। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ইসলাম যেহেতু আল্লাহর মনোনীত ধর্ম। সেহেতু তার রক্ষার দায়িত্ব আল্লাহ পাক নিজের হাতে তুলে নিয়েছেন। যেমন তিনি বলেন :

إنا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون -

> আমি কুর'আন অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই এর সংরক্ষক।[১]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন :

يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره المشركون -

> এরা আল্লাহর নূর ফুৎকারে নিভিয়ে দিতে চায়, কিন্তু আল্লাহ পাক তার নূর পূর্ণরূপে উদ্ভাসিত করেন, যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।[২]

সুতরাং ইসলাম নিজে কখনো সংকটে নিপতিত হয় না। কিন্তু কোন ব্যক্তি তা বাস্তবায়নের চেষ্টা করে, আর কোন ব্যক্তি করে না– সে পরীক্ষার অংশ বিশেষ হলো 'দা'ওয়াতী কাজ'। আর যেহেতু শয়তানকে মানব সমাজের চিরশত্রু হিসেবে বানিয়ে দেয়া হয়েছে। তার কাজ হলো ইসলাম প্রসারে বিরোধিতা করা। সেহেতু তার লক্ষ্য বাস্তবায়নে সেও তার অনুসারী তাগূতী শক্তি দ্বারা বিভিন্ন প্রলোভন, ধোঁকা, চক্রান্ত, মিথ্যাচার, হুমকি ও ষড়যন্ত্রের মাদ্যমে দা'ওয়াতী কাজে বাধা সৃষ্টি করবেই। সে পথ ধরেই সৃষ্টি হচ্ছে এবং হবে দা'ওয়াতী কাজে সংকট ও সমস্যা। তাছাড়া সত্য-মিথ্যার দ্বন্দ্ব চিরন্তন, তাই ইসলামী দা'ওয়াতের পথে সমস্যাও চিরন্তন। এ জন্য আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

وكذالك جعلنا لكل نبى عدوا من المجرمين -

> এভাবেই প্রত্যেক নবীর জন্য আমি অপরাধীদের মধ্য থেকে শত্রু বানিয়ে দিয়েছি।[৩]

এ সব সমস্যার মাঝে কতক এমন আছে, যা দা'ওয়াতী কাজের সাথে সরাসরি সংশ্লিষ্ট। আবার কিছু কিছু দিক আছে, যা দা'ওয়াতী কাজের সাথে সরাসরি সংশ্লিষ্ট না হলেও পরোক্ষভাবে হয় দা'ওয়াতী কাজে বাধা দিচ্ছে, না হয় দা'ওয়াতী কাজে কিছু ক্ষতি সাধন করছে। সুতরাং দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে সমস্যাগুলোকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়।

১. প্রত্যক্ষ সমস্যা।

২. পরোক্ষ সমস্যা।

দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ সমস্যাসমূহ

হযরত আদম 'আ. হতে হযরত মুহাম্মদ সা. পর্যন্ত যুগে যুগে সকল নবীগণের দা'ওয়াত ব্যাপকার্থে দা'ওয়াতে ইসলামেরই অন্তর্গত। দা'ওয়াতে ইসলামের ক্ষেত্রে যুগে যুগে ইসলামবিরোধী শক্তির পক্ষ থেকে বিভিন্ন রকম বাধা বা সমস্যার সৃষ্টি হয়ে আসছে। এ বাধাগুলোর মাঝে সুদূর অতীত হোক আর

---

[১] সূরা হিজর : ৯।

[২] সূরা সফ : ৮।

[৩] সূরা ফুরকান : ৩১।

নিকট অতীত কালের হোক– অতীত কালের দা'ওয়াতী কাজের বাধা, আর বর্তমান কালের বাধার ধরনে কিছুটা বিভিন্নতা রয়েছে। অতীতে দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে বাধা মূলত তিন ধরনের ছিল।

১. দা'ওয়াতী কর্মতৎপরতা বন্ধ করার জন্য দা'ঈ এবং দা'ঈদের অনুসারীদের উপর নিপীড়ন ও নির্যাতন করা হতো। এই নির্যাতন বিভিন্ন ধরনের ছিল। কিছু ছিলো শারীরিক, কিছু ছিলো মানসিক ও সামাজিক মর্যাদাগত। যেমন দা'ঈদেরকে মিথ্যাবাদী, পাগল, যাদুকর, রাষ্ট্রদ্রোহী, নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী ইত্যাদি আখ্যায়িত করে মানসিকভাবে নির্যাতন করা হতো এবং সামাজিকভাবে হেয় করার প্রচেষ্টা চালানো হতো। তেমনি বিভিন্ন সময়ে শারীরিক নির্যাতন করারও অনেক উদাহরণ রয়েছে।

২. কখনো কখনো দা'ওয়াত থেকে বিরত রাখার লক্ষ্যে দা'ঈদের জন্য বিভিন্ন রকম লোভ-লালসা পেশ করা হতো। যেমন– নেতৃত্বের লোভ, পদমর্যাদার লোভ, সম্পদের লোভ, সুন্দরী নারীর লোভ ইত্যাদি।

৩. দা'ওয়াতে ইসলামকে অংকুরে বিনষ্ট করার জন্য প্রচেষ্টা চালানো হতো। আর এটা সরাসরি দা'ওয়াত দানকারীকে হত্যার বিনিময়ে হোক কিংবা তাকে জেলখানায় আবদ্ধ করেই হোক অথবা তাঁকে তার জন্মভূমি থেকে নির্বাসন দিয়েই হোক। এ ধরনের বিভিন্ন রকমের পদ্ধতিতে ইসলামবিরোধীরা অগ্রসর হতো। আর এসব ক'টি পদক্ষেপই ছিলো দা'ওয়াতের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত।

বর্তমান যুগে দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে উপরোক্ত বাধাগুলোও বিদ্যমান। তবে এগুলোর মাঝে বিভিন্ন রকম বৈচিত্রতা এসেছে এবং সাথে সাথে স্নায়ু যুদ্ধের যুগ হিসেবে দা'ওয়াতের বিরোধিতার নতুন আরো অনেক পদ্ধতি অবলম্বন করা হচ্ছে। এ ছাড়া অতীতে যেমনি দা'ওয়াতের বিরোধিতা আসতো ইসলামবিরোধীদের পক্ষ থেকে, বর্তমানে তেমনি বিরোধিতা যতখানি আসে এবং সেগুলোকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন রকম সমস্যার সৃষ্টি হয়, তার চেয়ে আরো বেশী সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে, সে সব লোক থেকে যারা দা'ওয়াত গ্রহণ করেছে তথা মুসলমানদের পক্ষ থেকেও। এমনকি যারা দা'ওয়াতী কাজে সরাসরি জড়িত, তাদের মাঝেও এমন অনেক ভুল-ত্রুটি রয়েছে, যেগুলোও দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে বিভিন্ন রকম সমস্যা সৃষ্টি করছে, যেজন্য দা'ওয়াতে কাঙ্খিত ফল অর্জন সম্ভব হচ্ছে না। বর্তমানে সমস্যাসমূহের বৈচিত্রতার প্রেক্ষাপটে সেগুলোকে বিভিন্ন দিক দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়।

দা'ওয়াতী তৎপরতার মাঝেই নিহিত কতিপয় সমস্যা

দা'ওয়াতে ইসলামের তৎপরতায় যে সব ত্রুটি-বিচ্যুতি লক্ষ্যণীয়, তা অনেক। তবে গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো হলো :

দা'ওয়াত দানকারীদের মাঝে পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতার অনুপস্থিতি

যারা দা'ওয়াতী কাজ করছেন যেমন– 'আলিম সমাজ, বিভিন্ন সংস্থা ও সংগঠনের কর্মীগণ অথবা দা'ওয়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ, তাদের অনেকেই দা'ওয়াতী কার্যক্রম চালাবে আবেগের বশবর্তী হয়ে নয়; বরং অভিজ্ঞতার আলোকে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

قل هذه سبيلى ادعوا إلى الله على بصيرة انا ومن اتبعنى -

> হে নবী, বলুন, আমার পদ্ধতি হলো আমি সুগভীর অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে আল্লাহর দিকে আহবান করি এবং আমার অনুসারীরাও তাই।[৪]

তাছাড়া দা'ঈগণ ইসলামের যুগোপযোগী ব্যাখ্যা প্রদানে যথাযথ ভূমিকা রাখতে পারছেন না। এক শ্রেণীর 'আলিম ওয়া'য়েজ এবং ইসলাম প্রচারকের দ্বারা বর্ণিত বানোয়াট কিস্সা কাহিনী

---

[৪] সূরা ইউসুফ : ১০৮।

দ্বারা নীতি কথা, অপর দিকে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের মাঝে বৈপরীত্য লক্ষ্য করে শিক্ষিত সচেতন মানুষ তাদের দা'ওয়াত দ্বারা তেমন প্রভাবিত হচ্ছে না।

এছাড়া, সমাজের নেতৃত্ব প্রদানে সে সকল দা'ঈর মাঝে পশ্চাদপদতা বিরাজমান। সাধারণ জনমত ইসলামের পক্ষে থাকা সত্ত্বেও তাকে ব্যাপকভাবে কাজে লাগানোর মত নেতৃত্ব দানে সক্ষম কোন ব্যক্তিত্ব সে দা'ঈগণের মাঝ থেকে তেমনটি পাওয়া যায় না। যে কারণে সারা বিশ্বে মুসলিম সমাজে বিভিন্ন রকম অপরাধের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অথবা কুচক্রী ও অসৎ ব্যক্তিবর্গ সমাজের নেতৃত্ব দিচ্ছে এবং সাধারণ মুসলমানদের ইসলামী অনুভূতিকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করছে এবং সমাজকে বিভ্রান্ত করছে।

দা'ঈ কর্তৃক ইসলামী জিন্দেগীর বাস্তব নমুনা পেশ করার উদাহরণ বিরল

ইসলামের দা'ঈগণের 'আমল-আখলাকেও ত্রুটি বিদ্যমান। যে জন্য অনেক সময় মৌখিক উপদেশকেই দা'ওয়াতের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করছেন। কিন্তু ইসলামী জিন্দেগীর বাস্তব নমুনা পেশ করতে পারছেন না। আর যে জন্য তাঁদের দা'ওয়াতে লোক সমাজ ততটা প্রভাবিত হচ্ছে না। অথচ মহানবী সা.-এর ইসলামী দা'ওয়াতের সূচনা লগ্ন থেকে দা'ঈগণের 'আমল আখলাক লক্ষ্য করেই বেশী সংখ্যক মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছে। ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলাম প্রচারের ইতিহাসেও তা-ই দেখা যায়। আর এটা সর্বজন স্বীকৃত বিষয় যে, কর্মের নীরব ভাষা মুখের ভাষার চেয়ে আরো কার্যকর।

ইসলামের প্রাথমিক যুগের দা'ওয়াত ও বর্তমান যুগের দা'ওয়াতের মাঝে এটাও একটা মৌলিক পার্থক্য যে, আগেকার সময়ে একজন মুসলমান দা'ঈর অবস্থা দেখেই সাধারণ মানুষ ইসলামগ্রহণ করে ফেলতো। কিন্তু বর্তমান যুগে একজন দা'ঈকে দেখে এমনটি খুব কমই হয়।

দা'ওয়াত দানকারীদের মাঝে উদার ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাব

ইসলামী দা'ঈদের দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে তথা বিষয় নির্বাচন, পরিস্থিতি যাচাই পদ্ধতি, অগ্রাধিকার নির্ণয়ে সক্ষমতা, উপস্থাপন, সিদ্ধান্তগ্রহণ, অন্যকে নিজের লক্ষ্যে প্রভাবিতকরণ ইত্যাদিতে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব রয়েছে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য প্রয়োজন ছিল– কথা ও কাজে বাস্তববাদীতা, বিশেষজ্ঞের মূল্যায়ন, নিজের ভুল-ত্রুটি স্বীকারে উদারতা, বিরুদ্ধবাদী বা পরমতে শ্রদ্ধা ও সহিষ্ণুতা এবং যাচাই বাছাই পদ্ধতি গ্রহণ ইত্যাদি গুণাবলী। অথচ দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বর্তমান 'আলিম সমাজ বা দা'ওয়াতী সংস্থাগুলোর মাঝে সে গুণাবলীর কোনটাই তেমনভাবে কার্যকর নেই।

দা'ওয়াত দানকারীদের মাঝে মতবিরোধ ও অনৈক্য

বিশ্বে মুসলমানদের মাঝে বিভিন্ন রকম মতভেদ বিদ্যমান। তন্মধ্যে 'আকীদাগত দিক থেকে শিয়া-সুন্নী এবং ইসলামী আইন তথা ফিক্হগত দিক থেকে হানাফী, মালেকী, শাফে'ঈ, আহলে হাদীস বা সালাফী ইত্যাদি বিভিন্ন মাযহাবে বিভক্ত। যা দা'ওয়াতী কার্যক্রমে এবং এর সফলতায় হাজারো সমস্যার সৃষ্টি করছে। তাছাড়া, সারাবিশ্বের বিভিন্ন এলাকায় যারা দা'ওয়াতী কাজ করছেন, তারা কোন ব্যক্তি হন বা সংস্থা হন, পরস্পর কাদা ছোঁড়াছুঁড়িতে ব্যস্ত। ইসলামের সাইনবোর্ড নিয়ে একজন ইসলামবিদ্বেষীর সাথে তারা হাত মেলাতে পারেন, কিন্তু ইসলামপ্রিয় বা পন্থী কারো সাথে তাদের হাত মেলানো কঠিন। সামান্য খুঁটিনাটি বিষয়কে কেন্দ্র করে মতানৈক্যের পাহাড় গড়ে তোলেন পরস্পরে। মাঝে মাঝে মাথায় টুপি গোল হবে না লম্বা হবে, নামাযের ক্বির'আতে দোয়াল্লীন হবে না যোয়াল্লীন হবে ইত্যাদি ক্ষুদ্রতম বিষয় নিয়ে ব্যাপক হাঙ্গামা শুরু হয়ে যায়। এজন্য বাংলাদেশে 'আলিমদের অবস্থা লক্ষ্য করে মিসরের আল আযহারের প্রফেসর শায়খ 'আবদুর রহীম যাদ বদরুদ্দীন তাঁর শ্রেণীকক্ষে একটি মন্তব্য

করেছিলেন যার মর্ম হলো– 'বাংলাদেশের আলিমগণ কোন ব্যাপারে একমত হবেন না, তবে একটা বিষয়ে তারা একমত, তাহলো কোন বিষয়ে একমত হওয়া যাবে না।' ইসলামী ফিক্‌হের ক্ষেত্রে খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে এমনই মতবিরোধ সৃষ্টি করা হচ্ছে যে, এমনকি একজন আরেকজনকে কুফরী ফতোয়া পর্যন্ত দিয়ে বসেন। এমনকি মতভেদকারীদের পরস্পর বিয়ে-শাদী, লেনদেন ইত্যাদি হারাম বলে ঘোষণা দিয়ে দেন। এ ধরনের মতানৈক্য দ্বারা দা'ওয়াতী কার্যক্রম চরমভাবে ব্যাহত হচ্ছে। অনেক সময় উৎসুক বশতঃ কেউ জিজ্ঞেস করে বলে– 'যদি এত মতপার্থক্য, তবে কার ইসলাম গ্রহণ করব? কার কথা মেনে চলব?

এভাবে সাধারণ মানুষ যেভাবে ইসলাম সম্পর্কে বিভ্রান্ত হচ্ছে, তেমনি ইসলামবিরোধীরাও লাভবান হচ্ছে। এজন্য আল্লাহ পাক মুসলমানদেরকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন :

واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم -

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে। নিজেদের মধ্যে বিবাদ করবে না। করলে তোমরা পরাস্ত হবে এবং তোমাদের শক্তি ও প্রভাব-প্রতিপত্তি বিলুপ্ত হবে।[৫]

দা'ওয়াতী কাজে ব্যাপক পরিকল্পনার অভাব

সারাবিশ্বে কোন ব্যক্তি হোন বা সংস্থা হোন, তারা সকলে যতটুকু দা'ওয়াতী কাজ করছেন, তা বিচ্ছিন্নভাবে। এগুলো ব্যাপক পরিকল্পনাধীনে পরিচালিত হচ্ছে না। সকলে মিলে পরস্পরে সহযোগিতামূলক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে একজন আরেকজনের পরিপূরক হয়ে কাজ করছেন না। পরস্পরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাগুলোর মাঝে সমন্বয় সাধন ক্রিয়া হচ্ছে না। যাতে বাতিল শক্তি আরো সুদৃঢ় হচ্ছে। ফলে তাদের মহাপরিকল্পনার সামনে ইসলামী দা'ওয়াতের ঐ বিচ্ছিন্ন তৎপরতাগুলো যথাযথভাবে টিকে থাকতে পারছে না। অথচ আল্লাহ পাক দা'ঈগণকে আদেশ করেছেন :

واعدوا لهم مااستطعتم من قوة -

শক্তি সামর্থ্য অনুসারে ওদের বিরুদ্ধে তোমরা প্রস্তুতি নাও।[৬]

আর সুসংগঠিত শক্তিও এক ধরনের শক্তি।

দা'ওয়াতী চেতনার অভাব

যুগে যুগে বিভিন্ন নবী 'আ.গণ দা'ওয়াতে ইসলামের কাজ আনজাম দিয়েছেন জীবনের সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে। আর যেহেতু শেষনবী হলেন হযরত মুহাম্মদ সা., তাই তাঁর উম্মতগণই সে দায়িত্ব পালন করবেন আম্বিয়া কিরামদের সেই রূহানী চেতনা ও বৈষয়িক কল্যাণকামীতার এবং সমাজ সংস্কারের প্রেরণা নিয়ে। তাই মুসলিম জাতি মূলত দা'ওয়াত দানকারী জনগোষ্ঠী[৭] (Missionary Nation)। চলাফেরা, উঠাবসা– সর্বাবস্থায় সে চেতনা তাদের সকলের মাঝে কাজ করবে–এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু দা'ঈগণ মানুষের নিকট দা'ওয়াত পেশ করার সময় নিজস্ব আবেগ অনুভূতিকেই শুধু কাজে লাগাতে চেষ্টা করেন। তাঁদের পূর্ববর্তী দা'ঈ তথা নবী রাসূলগণের দা'ওয়াতের সাথে কোন রকম যোগসূত্র রচনা করতে অনেক সময় ব্যর্থতার পরিচয় দেন। যেজন্য ওহীর মাধ্যমে আল্লাহর সাথে আম্বিয়া কিরামদের সে যোগসূত্র ছিলো, সে ক্ষেত্রে কাজ করেও একজন দা'ঈ মানুষের মাঝে সে রূহানী সম্পর্ক বা স্পিরিট সৃষ্টি করতে পারছেন না। কেউ কেউ দা'ওয়াত দিচ্ছেন ব্যক্তিগত মত প্রচারে বা নিজস্ব সুখ্যাতির জন্য। কেউ কেউ সাংগঠনিক দা'ওয়াত দিচ্ছেন। কিন্তু এটা যে, নবী-রাসূলগণের দা'ওয়াতী কাজের অংশ, সে

---

[৫] সূরা আনফাল : ৪৬।

[৬] সূরা আনফাল : ৬০।

[৭] T.W Arnol : *The preaching of Islam* P-1V.

অনুভূতি বা চেতনা তার সাথে আসে না। তাঁদের ভেতরে দা'ওয়াতী চেতনার কথা তো দূরের কথা, যারা দা'ওয়াত দিচ্ছেন তারাই ইখলাসের সঙ্গে সেই চেতনা লালন করছেন না।

আর যারা বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক দা'ওয়াতী কাজে নিয়োজিত, তারাও সে কাজকে অফিসিয়াল দায়িত্বের মত রুটিন ওয়ার্ক মনে করে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। দা'ওয়াতী কাজকে তাদের জীবনের লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করছেন না। যার জন্য দা'ওয়াতের ক্ষেত্রেও অনেক ভাল ভাল উদ্যোগ অংকুরে বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সফলতার দ্বারা উন্মোচিত হচ্ছে না।

দা'ঈদের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও মাধ্যম সম্পর্কে অস্পষ্টতা

ইসলামের দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে একজন দা'ঈ কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনকেই তার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য বানিয়ে নেয়ার কথা। উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পরিচালিত হওয়া উচিত তার চিন্তাধারা ও কর্মপ্রবাহ। কিন্তু সম্মানিত কিছু দা'ঈর মাঝে দেখা যায়, তাঁরা তাঁদের সে উদ্দেশ্য জনসমুখে তুলে ধরতে অনেক সময় ব্যর্থ হন। কারণ দা'ওয়াত দিতে গিয়ে একে উপলক্ষ্য করে অনেকে ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করতে ব্যস্ত হয়ে যান। ফলে জনমনে তাদের সম্পর্কে সন্দেহের সৃষ্টি হয়ে যায়। যে জন্য তাদের কথায়ও জনগণ প্রভাবিত হন কম। এটা দা'ওয়াতী কার্যক্রমের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। তাছাড়া অনেকে দা'ওয়াতের মাধ্যমকেই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য মনে করে বিভিন্ন দা'ওয়াতী কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের মাঝে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেন। এটাও দা'ওয়াতী কাজে অনেক সমস্যা সৃষ্টি করে। বিশেষ করে ঐক্য বিনষ্ট করে, বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করে, সম্পর্কে ফাটল ধরায়।

দা'ওয়াতের কর্মপদ্ধতি ও সফলতা সম্পর্কে সংশয় ও হতাশা

বাতিল শক্তির চাকচিক্য ও বাহ্যিক দাপট দেখে অনেকে দা'ঈর মাঝে এমন দাপট দেখানো প্রবণতার আকাঙ্খা জাগে। অথচ দা'ওয়াতে ইসলাম তার সমর্থন করে না। অত্যন্ত ধৈর্য ও ক্রমান্বয়ে এবং সুকৌশলে অগ্রসর হওয়ার ব্যাপারে ইসলামী দা'ওয়াহ উৎসাহিত করে। কিন্তু ঐ সমস্ত সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা প্রসূত কর্মপদ্ধতিতে আসলে সফলতা আসবে কি না, কিছু সংখ্যক দা'ঈর ভেতর সংশয় দেখা দেয়। আর তা থেকে সৃষ্টি হয় হতাশা, যা সমগ্র দা'ওয়াতী কার্যক্রমের উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। এ জন্য আল কুর'আনে বার বার সতর্ক করা হয়েছে এভাবে :

ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين -

আপনার প্রভু অবগত কারা পথভ্রষ্ট, আর কারা হিদায়াতপ্রাপ্ত।[৮]

ত্বরা প্রবণতা ও চরমপন্থার প্রতি ঝোঁক

ইসলামের দা'ঈদের মাঝে তাঁদের কাজের শীঘ্র ফলাফল লাভের আকাঙ্খা এবং ক্ষেত্রবিশেষে চরমপন্থা অবলম্বন করাটাই দা'ওয়াতী কার্যক্রমের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। নাসেরের আমলে মিসরে ইখ্ওয়ানুল মুসলিমীন সংগঠনের কিছু কর্মীদের মাঝে সশস্ত্র চরমপন্থা অবলম্বনের কারণে সে সংগঠনের অনেক মূল্য দিতে হয়েছিল। আজও মিসর, লিবিয়া এবং ফিলিস্তিনের কিছু কিছু সংগঠনের দা'ওয়াতী কার্যক্রমে তা লক্ষণীয়। দা'ওয়াতে ইসলামের পলিসি তা এভাবে সমর্থন করে না। ফলাফল লাভে ধৈর্যের সাথে কাজ করে যেতে হবে। তাড়াহুড়ো করলেই পরিকল্পনা ব্যর্থ হওয়ার আশু সম্ভাবনা দেখা দেয়। এজন্য আল্লাহ পাক মহানবী সা.কে এবং মুসলমানদেরকেও সরাসরি আদেশ করেছেন :

فاصبر كما صبر اولوا لغرم من لرسل ولا تستعجل لهم -

---

[৮] সূরা নাহল : ১২৫।

> অতএব আপনি ধৈর্যধারণ করুন যেমন ধৈর্যধারণ করেছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রাসূলগণ। আর ঐ (ইসলামবিরোধী) লোকজনের ব্যাপারে তড়িঘড়ি করবেন না।[৯]

কিন্তু দুঃখজনকভাবে ইসলামের কিছু কিছু সম্মানিত দা'ঈ কর্তৃক তড়িঘড়ি করার প্রবণতা এবং চরমপন্থা অবলম্বন সার্বিক দা'ওয়াতে ইসলামের কার্যক্রমকে পেছনে ঠেলে দিচ্ছে, অনেক ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত করছে।

দা'ঈদের মাঝে অহংকার, অভিমান প্রবণতা ও নেতৃত্বের লোভ

কিছু কিছু নেতৃস্থানীয় দা'ঈদের মাঝে অহংকার ও অভিমান প্রবণতা দেখা দেয় যে, অমুক আমার চেয়ে সাধারণ কর্মী বা অমুক ব্যক্তি, আমি তার কাছে দা'ওয়াত দিতে যাব, আমি নেতৃত্ব পাওয়ার যোগ্য, অমুক সংস্থার প্রধানের নিকট আমি যাব কেন; বরং সেই আমার কাছে আসবে ইত্যাদি। এ ধরনের প্রবণতা দা'ঈদের পরস্পরে অনৈক্য ও হানাহানি সৃষ্টি করছে। যাতে দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে অনেক সমস্যাও সৃষ্টি হচ্ছে। অথচ আল্লাহ পাক বলেছেন :

تلك الذد الأخرة نجعلها الذين لا يريدون علوا فى الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين -

> পরকালের ঐ (জান্নাতী) আবাস আমি তাদের জন্য নির্ধারিত করি, যারা দুনিয়ার বুকে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে ও অনর্থ সৃষ্টি করতে চায় না। খোদাভীরুদের জন্য শুভ পরিণাম।[১০]

'আলিম সমাজের নেতৃত্ব সম্পর্কে ভুল ব্যাখ্যা

প্রাতিষ্ঠানিক হোক, আর অপ্রাতিষ্ঠানিক হোক, যে সব মুসলিম কুর'আন হাদীসের জ্ঞানার্জন করেন এবং সে অনুসারে যারা কাজ করেন, তাঁদেরকে ইসলামের দৃষ্টিতে 'আলিম বলা হয়। ইসলামী সমাজে 'আলিম বলতে বিশেষ কোন শ্রেণীর নাম নয়। যেমনটি দেখা যায়– হিন্দু ও খ্রীস্টান সমাজে। কুর'আন হাদীসের ন্যূনতম জ্ঞানার্জন করা সকল মুসলমানের উপর ফরয। অতএব যে যতটুকু জানেন, সে ততটুকুর জন্য 'আলিম। অথচ দুঃখজনক হলেও সত্য যে, মুসলিম বিশ্বে অন্যান্য ধর্মের মত 'আলিম সমাজকে বিশেষ একটি শ্রেণীভুক্ত করে দা'ওয়াতী কাজে শুধু তাদেরকে দায়ী করা হয়। শুধু তাই নয়; বরং সে চেতনার কারণে অন্যকেও দা'ওয়াতী কাজে অংশগ্রহণ করলে মনে করা হয় এটা অযাচিত পদক্ষেপ। এ প্রেক্ষাপটে দেখা যায়, কোন ব্যক্তি কোন মাদ্‌রাসা বা ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে জ্ঞানার্জন করেনি বটে, কিন্তু অন্য কোনভাবে ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করেছে, তিনি যদি জ্ঞাত বিষয়ে দা'ওয়াত দিতে চান, তখন তাঁর দা'ওয়াত লোক সমাজে তেমন প্রভাব ফেলতে পারে না। এভাবে দা'ওয়াতী তৎপরতায় এটা নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

ইসলামের ইতিহাসে দেখা যায়, অপ্রাতিষ্ঠানিকভাবে জ্ঞানার্জনকারী কোন কোন ইসলামী ব্যক্তিত্বকে বিভিন্নভাবে হেয় করার চেষ্টা করছে। যেমন আবুল আ'লা মুওদূদীকে হেয় করা হয়েছে এবং হচ্ছে। তেমনিভাবে অনেক দা'ওয়াতী সংস্থা বা সংগঠনকেও এ ধরনের অপবাদ দেয়া হয়েছে। এটাতে 'আলিম সমাজের অংশগ্রহণ বা তাঁদের নেতৃত্ব নেই, তাই এ দা'ওয়াতের নেতৃত্ব গ্রহণযোগ্য নয় ইত্যাদি। তবে আশার কথা হল, এই চেতনাটি ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। কিন্তু যতদিন সে বিকৃত চেতনা সমাজে বিরাজ করবে, ততদিন সেটা দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যা সৃষ্টি করেই যাবে এবং দেখা দেবে বিভিন্ন রকম বাধা বিপত্তি।

বিপদ মুসিবত সম্পর্কে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাব এবং দা'ঈদের বিচ্যুতি

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে ইসলামের দৃষ্টিতে মানব জীবন একটি পরীক্ষার ক্ষেত্র এবং ইসলামী দা'ওয়াতী কাজ সে বৃহত্তর পরীক্ষার অংশবিশেষ। ইসলাম আল্লাহ প্রদত্ত দ্বীন। তিনি ইচ্ছা করলে

---

[৯] সূরা আহকাফ : ৩৫।

[১০] সূরা কাসাস : ৮৩।

সেটা মানুষের উপর জোর করে চাপিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু এটাও স্মরণ রাখা দরকার, ইসলাম মানুষের জন্য দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থা। তাই মানবী শক্তি সামর্থে সেটা তাদের মাঝে বাস্ত বায়িত হোক সেটাই আল্লাহর ইচ্ছা। ওহুদের যুদ্ধে সেই শিক্ষাই আল্লাহ পাক দিয়েছেন। অথচ সেখানে স্বয়ং নবী করীম সা. উপস্থিত ছিলেন। আল্লাহ পাক ওহুদের ঘটনার ফলাফল সম্পর্কে বলেছেন :

> قل لو كنتم فى بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلى الله ما فى صدوركم وليمحص ما فى قلوبكم والله عليم بذات الصدور –
>
> হে নবী, বলুন, যদি তোমরা তোমাদের গৃহে অবস্থান করতে, তবুও নিহত হওয়া যাদের জন্য অবধারিত ছিল, তারা নিজেদের মৃত্যুর জন্য অবধারিত স্থানে বের হতো; এটা (মৃত্যু ও বিপর্যয়) এ জন্য যে আল্লাহ তোমাদের অন্তরে যা আছে, তা পরীক্ষা করেন এবং তোমাদের অন্তরে যা আছে তা পরিশোধন করেন। অন্তরে যা আছে আল্লাহ সে সম্পর্কে বিশেষভাবে অবহিত।[১১]

আর এভাবে ইসলামী দা'ঈদের উপর যুগে যুগে বিভিন্ন রকম বালা-মুসিবত নাযিল হয়েছিল। সেই মুসিবতের উদ্দেশ্য হলো– তাদেরকে পরীক্ষা করা এবং দা'ওয়াতী কাজের যোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য তথা ইসলামের উপর টিকে থাকার জন্য তাদের পরিশোধিত করা। কিন্তু কিছু দা'ঈর ঐ ধরনের বালা মুসিবত সম্পর্কে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি না থাকার কারণে তাদের প্রায়শই দা'ওয়াতে ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ সৃষ্টি হয় যে, যদি ইসলাম সত্যই হবে, তবে আমাদের উপর এত বিপদ আপদ আপতিত হচ্ছে কেন? এ কারণে অনেক দা'ঈ দা'ওয়াতের পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়, নিজস্ব ভুল-ধারণা ও ত্রুটিযুক্ত দৃষ্টিভঙ্গীর কারণে।

দা'ঈদের উপর নির্যাতন ও নিপীড়ন

পূর্বেই বলা হয়েছে, অতীতেও দা'ঈগণের উপর নির্যাতন-নিপীড়ন চালানো হয়েছে। ইসলামবিরোধী শক্তি দা'ঈদের উপর নিপীড়ন ও নির্যাতনের মাধ্যমে দা'ওয়াতী তৎপরতার অগ্রগতির পথে বাধা সৃষ্টি করতে চায়। তাদের নির্যাতনের শিকার হয়ে অনেক দা'ঈ শাহাদাত বরণ করেছেন। অনেকে নির্বাসিত হয়েছেন। কেউ কেউ কারাগারে আবদ্ধ হয়েছেন। কেউ কেউ বঞ্চিত হয়েছেন নিজস্ব সম্পদ ও বাস্তুভিটা থেকে। কেউ কেউ চাকরিচ্যুত হয়েছেন। এটা দা'ওয়াতের স্থায়ী সমস্যা। বনী ইসরা'ঈল অনেক নবীকে হত্যা করেছে, যথা হযরত যাকারিয়া 'আ., ইয়াহইয়া 'আ.। এমনকি হযরত মুহাম্মদ সা.-কে হত্যার ষড়যন্ত্রের প্রেক্ষাপটে তিনি নিজের জন্মভূমি ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তেমনি প্রাথমিক যুগে তাঁর সাহাবীগণও কাফিরদের বিবিধ নির্যাতনের মুখে হিজরত করতে বাধ্য হয়েছিলেন। ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম মালেক (র), ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (র), ইবন তাইমিয়া (র), মুজাদ্দিদে আলফেসানী (র), হাসানুল বান্না (র), সাইয়্যিদ কুতুব (র)সহ যুগে যুগে অসংখ্য দা'ঈ দা'ওয়াত দিতে গিয়ে চরম নির্যাতনের সম্মুখীন হয়েছেন। এদের রক্তিম ইতিহাস মানবেতিহাসে বিরল।

আর উপরোক্ত নিপীড়ন নির্যাতন দা'ওয়াতী কর্মের সার্বিক তৎপরতায় বাধা সৃষ্টি করে এবং বিভিন্ন রকম সমস্যা জন্ম দেয়। যেমন– দা'ওয়াতে অংশগ্রহণ ও দা'ওয়াত কবুল করার ক্ষেত্রে ভয়, অনীহা, ইসলামী শিক্ষা ও চর্চা ব্যাহত হওয়া, দা'ঈগণের জীবনের নিরাপত্তাহীনতা ও দা'ওয়াতী পরিকল্পনা বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রিতা, সাম্রাজ্যবাদী শক্তির আগ্রাসনের সুযোগ লাভ, আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে বিশৃঙ্খলা ও দা'ঈদের পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতা বোধ সৃষ্টি, ইত্যাদি।

মিথ্যাচার ও অপবাদ

ইসলাম ও ইসলামী দা'ঈগণ সম্পর্কে বিভিন্ন রকম মিথ্যাচার ও অপবাদ দা'ওয়াতী তৎপরতার ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি করে। যেমন– ইসলাম সম্পর্কে বলা হয়, এটা একটা মধ্যযুগীয় বর্বরদের

---

১১. সূরা আলে ইমরান : ১৫৪।

পশ্চাৎপদ আদর্শ, যা আধুনিক যুগে চলতে পারে না, মুসলমানদের প্রগতির পথে ইসলামই সবচেয়ে বড় বাধা, ইসলাম যুদ্ধ-বিগ্রহের ধর্ম, মুসলমানরা সব সময় মারামারি কাটাকাটিতে লিপ্ত থাকে, ইসলাম তলোয়ারের মাধ্যমে প্রচারিত হয়েছে, মুসলমানরা ধন-সম্পদ লুট করার জন্য ইসলামকে নিয়ে সারাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল। তাই ইসলাম ডাকাতদের ধর্ম। তেমনি বর্তমান যুগেও ইসলামের দা'ঈগণকে বলা হচ্ছে মৌলবাদী, সন্ত্রাসী, বিচ্ছিন্নতাবাদী, নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী ইত্যাদি।

এমনিভাবে ইসলাম সম্পর্কে বলা হচ্ছে, এটা নারী স্বাধীনতা হরণকারী। আবার কোন এলাকায় মূলত দা'ঈদেরকে বলা হচ্ছে স্বাধীনতা বিরোধী, সাম্প্রদায়িক শক্তি, ইত্যাদি। একইভাবে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির প্রেক্ষাপটে মুসলমানগণ পারমাণবিক বোমা তৈরী করলে সেটাকে বলা হয় 'ইসলামী বোমা' ইত্যাদি।

এ ধরনের অজ্ঞতাপ্রসূত ও বিভ্রান্তিমূলক অপবাদ দিয়ে ইসলাম এবং ইসলামের দা'ঈদের মান-মর্যাদা ক্ষুণ্ন করা হচ্ছে। ফলে সাধারণ জনমত তাঁদের প্রতিকূলে চলে যাচ্ছে এবং দা'ওয়াতী কাজ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। ইসলাম বিরোধী শক্তি কর্তৃক অপবাদ দেয়ার অস্ত্রটি সুপ্রাচীন। তারা প্রত্যেকে নবীকে মিথ্যাবাদী, পাগল, ফেৎনা সৃষ্টিকারী, যাদুকর ইত্যাদি অভিধায় অভিহিত করতো। এ সমস্ত অপবাদগুলো আল কুর'আনে প্রচুর আলোচিত হয়েছে। আল কুর'আনের ভাষায় :

> كذالك ما انى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر او مجنون -
>
> এভাবে ওদের পূর্ববর্তীদের নিকট যখনই কোন রাসূল এসেছে, ওরা তাঁকে বলেছে, তুমি তো এক যাদুকর, না হয় এক উন্মাদ।[১২]

মুহাম্মদ ইবন 'আবদুল ওয়াহাবের তাওহীদি আন্দোলনকে সংস্কার আন্দোলন না বলে তাকে বলা হতো নজদী ওয়াহাবী আন্দোলন। ভারতীয় উপমহাদেশে সাইয়্যিদ আহমদ বেরলবীর স্বাধীনতা আন্দোলনকে 'ওয়াহাবী আন্দোলন' বলা হতো। কারণ মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহাবের তাওহীদী সংস্কার আন্দোলন সূফী বা পীরবাদের বিরুদ্ধে ছিল। আর এ উপমহাদেশের অধিকাংশ মুসলমানই ছিলো সূফীবাদের পক্ষে। তাই সাইয়্যিদ আহমদ বেরলবী (র) কর্তৃক স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পর্কে জনমনে বিরূপ ধারণা সৃষ্টির জন্য তাকে বলা হয় 'ওয়াহাবী আন্দোলন'। ইসলামী আন্দোলনের নেতা জামালুদ্দীন আফগানীকে বলা হয় ইহুদীদের চর, আবুল আ'লা মওদূদীকে বলা হয় ইসলামের অপব্যাখ্যাকারী, মাওলানা ইলিয়াস (র)কে নবীর শানে বেয়াদবীকারী ইত্যাদি। এটা ইসলামী দা'ঈদের বিরুদ্ধে এক আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র তাদের প্রভাবকে ঠেকানোর জন্য।

এভাবে বর্তমান যুগে মিসর, লিবিয়া, আলজেরিয়া, ফিলিস্তিন, ফিলিপাইন, কাশ্মীর, আফগানিস্তান, চেচনিয়া ইত্যাদি এলাকায় ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য যারা আন্দোলন করছে, ইসলামী দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে কাজ করছে, তাদেরকে আন্তর্জাতিকভাবে সন্ত্রাসী, নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী মৌলবাদী, মধ্যযুগীয় বর্বর ইত্যাদি অভিধায় আখ্যা দেয়া হচ্ছে। অথচ যারা অপবাদ দিচ্ছে মূলত তারাই সন্ত্রাসী। যদিও নিজেদের মানব কল্যাণকামী হিসেবে পরিচয় দেয়। আল কুর'আনের ভাষায় :

> وإذا قيل لهم لا تفسدوا فى الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون -
>
> তাদেরকে যখন বলা হয়, পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করো না, তারা বলে আমরাই তো শান্তি স্থাপনকারী। সাবধান, এরাই অশান্তি সৃষ্টিকারী, কিন্তু এরা বুঝতে পারে না।[১৩]

---

[১২] সূরা আয্ যারিয়াত : ৫২।

ইসলামী দা'ওয়াতী তৎপরতার অভ্যন্তরে ইসলামের ছদ্মবেশী শত্রুদের পাঁয়তারা

মহানবী সা.-এর যুগেও মুনাফিক নামে কিছু সংখ্যক লোককে চিহ্নিত করা হতো। তারা মনে-প্রাণে ইসলামগ্রহণ করেনি; বরং ইসলামের শত্রুদের ক্রীড়নক হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। অথচ তারা দাবী করত যে তারা মুসলমান। আল কুর'আনে তাদের চরিত্র হলো

কুর'আনী ভাষায় :

و اذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا و اذا خلوا إلى شيطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزءون -

> অর্থাৎ যখন তারা মু'মিনগণের সংস্পর্শে আসে, তখন বলে আমরা বিশ্বাস করেছি, আর যখন তারা নিভৃতে তাদের শয়তানদের সাথে মিলিত হয়, তখন বলে, আমরা তোমাদের সাথেই। মূলত আমরা তাদের প্রতি বিদ্রুপকারী।[১৪]

দা'ওয়াতে ইসলামের প্রতি যুগে যুগে ঐ ধরনের কিছু লোক আছে, তারাই মূলত ইসলামের শত্রু। ইসলাম বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে মুসলমানদের বিভিন্ন পদক্ষেপকে নিরুৎসাহিত করে। দা'ঈদের ঐক্যে ফাটল ধরানোর চেষ্টা করে। দা'ওয়াতী পরিকল্পনার গোপন তথ্য ফাঁস করে দেয়। এদের সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক বলেছেন :

يايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون فى الكفر من الذين قالوا أمنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سمعون للكذب سمعون لقدم اخرين لم ياتوك يحرفون الكلم من بعد موضعه -

> হে রাসূল, তাদের জন্য দুঃখ করবেন না, যারা দৌড়ে গিয়ে কুফরে পতিত হয়; যারা মুখে বলে, আমরা মুসলমান, অথচ তাদের অন্তর মুসলমান নয় এবং যারা ইয়াহুদী; মিথ্যা বলার জন্য তারা গুপ্তচর বৃত্তি করে। তারা অন্য দলের গুপ্তচর, যরা আপনার কাছে আসেনি, তারা বাক্যকে স্বস্থান থেকে পরিবর্তন করে।[১৫]

এমনিভাবে তারা দা'ঈগণ সম্পর্কে বিভিন্ন রকম অপবাদ দেয়। কুর'আন সুন্নাহর অপব্যাখ্যা করে অথবা দা'ঈ হিসেবে পরিচিতি লাভ করে এমন কাণ্ড ঘটিয়ে বসে, যা পুরো দা'ওয়াতী তৎপরতার ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করে। এদের তৎপরতা দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে এক মারাত্মক সমস্যা। দা'ঈগণ এদের ব্যাপারে সতর্ক না থাকলে যে কোন উদ্যোগ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য।

সর্বস্তরের জনতার নিকট দা'ওয়াত উপস্থাপন প্রবণতার স্বল্পতা

ইসলামী দা'ঈদের মাঝে আরেকটি ত্রুটি লক্ষণীয় যে, তারা সর্বস্তরের জনতার নিকট দা'ওয়াত পেশ করার উদ্যোগ খুব কমই নিয়ে থাকেন। কেউ কেউ আছে, প্রথমে মুসলিম সমাজ সংস্কারের পক্ষপাতী। অমুসলিমদের মাঝে দা'ওয়াতী কাজের পক্ষপাতী নন। কেউ কেউ আছেন, সমাজের কম আয়ের মানুষের মাঝে দা'ওয়াতী কাজ করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেন। কিন্তু উচ্চবিত্ত বা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের নিকট তাঁরা দা'ওয়াত দিতে যান না। অথচ সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ দা'ওয়াত কবুল করে ফেললে সমাজে তাদের অনুসারীরাও দা'ওয়াত দ্বারা প্রভাবিত হয়ে যায়।

এমনিভাবে কেউ কেউ আছেন, তারা শুধু রাজনৈতিক ময়দান বা ছাত্র সমাজে, শিক্ষক সমাজের মাঝে দা'ওয়াতী কাজ করেই ক্ষান্ত থাকেন। কিন্তু তার সাথে সাথে দেশের বিরাট জনতার কাছে দা'ওয়াত পেশ করার প্রয়োজন অনুভব করেন না।

---

১৩. সূরা আল বাকারা : ১১-১২।

১৪. সূরা আল বাকারা : ১৪।

১৫. সূরা আল মায়িদা : ৪১।

কেউ কেউ আছেন, দা'ওয়াতী তৎপরতা চালান শুধু পুরুষদের মাঝে। নারীদের ব্যাপারে তাঁদের কোন আগ্রহ নেই। কেউ কেউ আছেন, দা'ওয়াতী কাজকে শুধু মসজিদের মুসল্লীদের মাঝে চালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে সন্তুষ্ট থাকেন। কিন্তু বিভিন্ন ক্লাব, হোটেল, রেস্তোরা কিংবা হাটে-বাজারে গিয়ে ব্যবসায়ীদের দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে কথা বলার প্রয়োজন অনুভব করেন না।

অথচ দা'ঈদের পরম আদর্শ মহানবী সা.-এর জীবন চরিতে দেখতে পাই, তিনি নারী-পুরুষ, শিশু-কিশোর, যুবক-বৃদ্ধ, স্থান কাল পাত্র নির্বিশেষে সর্বস্থানে দা'ওয়াতে ইসলামকে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। মক্কায় বিভিন্ন মেলা হতো যেখানে গান বাজনা বা মূর্তিপূজার বিভিন্ন আয়োজন চলতো। সে সমস্ত কর্ম চলা সত্ত্বেও মহানবী সেখানে গিয়ে দা'ওয়াত দিতে দ্বিধা করেন নি।

আধুনিক যুগে ইখ্ওয়ান নেতা হাসানুল বান্না তাঁর আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেন, মসজিদে গুটি কয়েক মুসল্লী, ইসলাম সম্পর্কে তাদের মানসিক দিক দিয়ে পূর্ব প্রস্তুতি ও আগ্রহ বিদ্যমান থাকে, তাদেরকে ইসলাম সম্পর্কে বুঝানো কঠিন কিছু নয়। কিন্তু এছাড়া আরো অসংখ্য মানুষ আছে, যারা ইসলাম সম্পর্কে তেমন কিছু জানে না; বরং হোটেল রেস্তোরায় গল্প গুজব এবং ভোগ বিলাসে দিনাতিপাত করছে। তাদের বিষয়টি আমাকে ভাবিয়ে তোলে। তখন আমি প্রতি রেস্তোরায় গিয়ে দশ মিনিটের জন্য অনুমতি নিয়ে উপস্থিত খদ্দেরদের মাঝে অতি সহজে ইসলামের কথা তুলে ধরে বিরাট সফলতা অর্জন করেছিলাম।[১৬]

অতএব মুসলমান দা'ঈগণ সেই পূর্ববর্তী ইসলামী দা'ঈগণের পদাংক অনুসরণ না করে দা'ওয়াতকে শুধু বিশেষ বিশেষ পর্যায়ের জনগোষ্ঠীতে সীমাবদ্ধ রাখছেন। অথচ সমাজের সর্বক্ষেত্রে উপরোক্ত দা'ঈ নিয়োগ করে দা'ওয়াতী কার্য সর্বব্যাপী করে দেয়া উচিত। আসলে দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে এরকম সীমাবদ্ধ রাখার প্রবণতা সার্বিক দা'ওয়াতী কার্যক্রমের ক্ষেত্রে এক বিরাট সমস্যা।

দা'ওয়াতী কাজ থেকে বিরত থাকার প্রবণতা

ইসলামের দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে কাজ করার জন্য মুসলমানগণ অংশ নিতে বিভিন্ন কারণে তেমন আগ্রহ দেখাচ্ছেন না। এ বিরত থাকার প্রবণতাটি ও দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে প্রকট সমস্যা সৃষ্টি করছে। ঐ কারণসমূহের মাঝে গুরুত্বপূর্ণ ক'টি দিক হলো :

ক. ইসলাম বিরোধী শক্তির সঙ্গে তোষামোদ প্রিয়তা।

খ. যে বিষয়ে দা'ওয়াত দেয়া হবে, তা দা'ঈকে মেনে চলতে হবে– এ ভয়ে।

গ. বিপদে ধৈর্যশক্তি ও সাহসের অভাব।

ঘ. দা'ওয়াতের পথে ত্যাগ ও কোরবানীর কথা চিন্তা করে।

ঙ. অনেকে মনে করেন ইসলামের সকল নিয়ম-কানুন নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করার পূর্বেই দা'ওয়াত দিতে হবে। এর পূর্বে দা'ওয়াত দেয়া ঠিক নয়। অথচ এ ধারণাটি যথাযথ নয়। কেননা যে যতটুকু জানলো, ততটুকুই অন্যের নিকট পৌছাতে হবে। মহানবী সা. বলেছেন

بلغوا عنى ولو اية -

আমার নিকট থেকে একটি আয়াত হলেও তা অন্যের নিকট পৌছে দাও।[১৭]

নিজের কর্মে বাস্তবায়ন করে সে দিকে দা'ওয়াত দিলে তা বেশী ফলপ্রসূ হয়। এর অর্থ এই নয় যে, উদ্দিষ্ট বিষয়ে আমল না করে দা'ওয়াত দিলে সেটা ভুল হবে।

---

১৬. দ্র. হাসানুল বান্না, *মুযাক্কারাতুদ্দা'ওয়াহ ওয়াদ দা'ঈয়াহ,* বৈরুত : আল মাকতাবাতুল ইসলামী, ১৯৭৯, পৃ ৪৬।

১৭. আবূ 'ঈসা আত্ তিরমিযী, আল-জামিউস সহীহ, ৫ম খ, পৃ ৪০।

চ. তাকওয়া ও পরহেযগারীর ব্যাপারে বাহ্যিক অতি কঠোরতা।

ছ. আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে রুজি-রোজগারের পথে বাধা সৃষ্টি হওয়ার ভয়।

জ. নিজের কোন অপরাধ ও অন্যায় কাজের জন্য মানসিক সংকীর্ণতায় ভোগা। যেমন একজন সুদী ব্যাংকে চাকরিজীবি নিজে সুদের কারবারে জড়িত থাকার ফলে অন্যকে ইসলামের দা'ওয়াত দিতে সংকোচ বোধ করেন। তেমনি কোন মারাত্মক ধরনের অপরাধ করার পর আবার দা'ওয়াতী কাজ করলে মানুষ খোটা দেবে এই ভয়েও দা'ওয়াতী কাজ থেকে বিরত থাকার প্রবণতা সৃষ্টি হয়।

ঝ. বংশানুক্রমিক কোন দুর্নাম থাকলে।

ঞ. পূর্ব শত্রুতা থাকলে, যেমন– দা'ওয়াতী কাজে যিনি নেতৃত্ব দিচ্ছেন বা জোরালোভাবে অংশ নিচ্ছেন, তার সাথে অন্য কোন ব্যক্তির পূর্বশত্রুতা আছে, সে জন্য সে ব্যক্তির দা'ওয়াতের প্রতি আন্তরিকতা থাকা সত্ত্বেও পূর্বশত্রুতার জের হিসেবে ঐ নেতা বা কর্মীর সঙ্গে দা'ওয়াতী কাজে অংশ নিচ্ছেন না।

ট. পারিবারিক বাধা। অনেক ব্যক্তির ক্ষেত্রে পারিবারিক বাধাও দা'ওয়াতে তার অংশগ্রহণের পথে সমস্যা সৃষ্টি করে। হয়তো তার পিতা-মাতা, স্ত্রী দা'ওয়াতী কাজে উৎসাহ প্রদান করাতো দূরের কথা, বরং দা'ওয়াতী কাজে অংশ নিতে বাধা সৃষ্টি করে। তখন অনেকে পারিবারিক স্থিতিশীলতা রক্ষার্থে দা'ওয়াতে কাজ থেকে বিরত থাকে।

ঠ. দা'ওয়াতকৃত ব্যক্তি দা'ঈর চেয়ে সামাজিক পদমর্যাদায় শ্রেষ্ঠ হলে। যেমন দা'ঈর শিক্ষক, পিতা-মাতা, সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। এ ধরনের ব্যক্তিদের ভুল ধরতে গিয়ে অনেকে লজ্জাবোধ করেন, কিংবা কোন কোন ক্ষেত্রে ভয়ও করেন, যা দা'ওয়াতী কার্যক্রমের পরিপন্থী।

ড. ইসলাম বিরোধীদের বাহ্যিক ভোগবিলাস ও জীবন যাপনে চাকচিক্য অবলোকন করে অনেকে মনে করেন, দা'ওয়াতে ইসলামের কাজ না করেও তো তারা শান্তিতে আছে, ভাল আছে।

ঢ. ইসলামপন্থীদের প্রতি কিছু কিছু লোকের হেয় দৃষ্টি অনেক সময় দা'ওয়াতী কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

ণ. কারো কারো মাঝে সমাজে সম্মান ও মর্যাদা হারানোর ভয় কাজ করে। কারণ অনেকে মনে করেন সমাজে তাদের অনেক সম্মান ও মর্যাদা আছে। তাই সে সমাজস্থ লোকজনের মতের বিরুদ্ধে তাদেরকে ইসলামের কথা বলতে গেলে দা'ঈ নিজের ব্যক্তিত্ব হারাতে হবে।

ত. কোন দা'ঈ বা 'আলিম সমাজের ভুল-ত্রুটি লক্ষ্য করে অনেকে দা'ওয়াতে অংশগ্রহণ করেন না। তাই যারা ঐ ধরনের ভুল-ত্রুটি করেছেন তাদের দা'ওয়াতী কাজে অংশগ্রহণ করে লাভ কি?

থ. অনেকে মনে করেন, বর্তমান যুগ আখেরী যুগ, কিয়ামত সমাগত, ফেৎনা-ফাসাদ হবেই। এগুলো কিয়ামতের লক্ষণ। তাই দা'ওয়াতী কাজ করে এগুলোয় বাধা দেয়াতে লাভ কি? এ চেতনায় অনেকে দা'ওয়াতী কাজ থেকে বিরত থাকেন।

দ. অসৎ সঙ্গী দা'ওয়াতী কাজ থেকে বিরত থাকার অন্যতম কারণ হতে পারে। কোন ব্যক্তি যাদের সাথে উঠাবসা করে অনেক সময় তাদের চেতনা যদি ইসলামের দা'ওয়াতের বিরোধী হয়, তখন ঐ ব্যক্তি সঙ্গ দোষেও দা'ওয়াতী কাজ থেকে বিরত থাকতে পারে।

ধ. ইসলাম বিরোধীদের পক্ষ থেকে কোন লোভ-লালসা বা কোন রকম সহযোগিতা প্রাপ্তি। ইসলাম বিরোধীগণ হয়তো কোন সম্পত্তি বা কোন চাকরির লোভ দেয়, সে লোভে ঐ ব্যক্তি দা'ওয়াত থেকে বিরত থাকতে পারে। অথবা ইসলাম বিরোধী শক্তি কোন এক পরিস্থিতিতে তাকে সহযোগিতা করেছিল, কিন্তু এখন তাদেরকে ইসলামের দা'ওয়াত দিলে তারা মনে কষ্ট নিতে পারে এই ভেবেও অনেকে দা'ওয়াতী কাজ থেকে বিরত থাকতে পারে।

দুই. দা'ওয়াত প্রদত্ত ব্যক্তি ও সমাজ সম্পর্কিত কতিপয় সমস্যা

যাদেরকে দা'ওয়াত দেয়া হচ্ছে তাদের মাঝে এমন কিছু দিক লক্ষ্যণীয়, যা দা'ওয়াতী কার্যক্রম সফলতার পথে সমস্যা সৃষ্টি করেছে।

ইসলাম সম্পর্কে সাধারণ জনগণের মাঝে পর্যাপ্ত জ্ঞানের অভাব

যে কারণে তারা যেমনিভাবে দা'ওয়াতকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করছে না, তেমনি এতে যথাযথ সাড়াও দিচ্ছে না। অনেক সময় ইসলামের প্রতি তাদের ইস্পাত কঠিন অনুভূতি ও দরদ থাকা সত্ত্বেও ইসলামবিদ্বেষীদের মিথ্যাচার দ্বারা তারা প্রায় বিভ্রান্ত হচ্ছেন।

কেউ কেউ ইসলাম সম্পর্কে কিছু কিছু জেনে তার নিজস্ব পূর্ববর্তী ধারণা বা তার সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন প্রথার আলোকে ইসলাম সম্পর্কে তার ধারণাটুকুকে রূপ দিতে গিয়ে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন।

আরো অনেকে আছেন, যারা কুর'আন হাদীসভিত্তিক সরাসরি মৌলিক ও নিরেট জ্ঞান থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। ইসলাম সম্পর্কে হয়তো তাদের নিজস্ব ভাষায় লেখা কিছু গ্রন্থাবলী থেকে জেনেছেন, যেগুলোতে গ্রন্থকারগণ তাদের নিজস্ব মতামতই ব্যক্ত করেছেন। ফলে পাঠক সে গ্রন্থের লেখকের মতামতকে ইসলামের মতামত হিসেবে ধরে নিয়ে অনেক ক্ষেত্রে কুর'আন হাদীসের প্রকৃত শিক্ষা থেকে দূরে সরে যান।

এছাড়া, ইসলাম সম্পর্কে জানানোর জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা না থাকার কারণেও বংশ পরম্পরায় মানব সমাজে ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতা প্রকট আকার ধারণ করতে থাকে। আর মানুষ যা জানে না, বুঝে না, তার সমর্থনও করে না। বরং হযরত আলী রা. এ জন্য বলেছিলেন, 'মানুষ যা জানে না, তার শত্রু হয়ে দাঁড়ায়।'[১৮]

সুতরাং ইসলাম সম্পর্কে কোন কিছু জানা না থাকার কারণে সাধারণ মুসলমানগণই ইসলামের কিছু কিছু বিষয়ে বিরোধিতা করেন। যেমন– মুসলিম বিশ্বের অনেক এলাকায় ইসলামের রাজনৈতিক দিকটিকে ভালভাবে অনুধাবনের অভাবে মুসলমানগণই এর বিরোধিতা করে আসছেন। সাধারণ মুসলমানের মূল সমস্যাই হল, তারা ইসলামের পূর্ণাঙ্গরূপ সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকেফহাল নন। শতকরা ৯০ জন মুসলমান মনে করেন যে, কালিমা, নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ব্যতীত কুর'আন সুন্নাহর আর কোন বাধ্যবাধকতা নেই।

অনেক সংখ্যক মুসলমান মনে করেন যে, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ সংস্কৃতিতে কুর'আন সুন্নাহর নির্দেশ অবজ্ঞা ও অগ্রাহ্য করলেও মুসলমান থাকা যায়। অথচ এটা ভুল।

এমনিভাবে মুসলমান সমাজে প্রচলিত কিছু কিছু 'আকীদা-বিশ্বাস ও 'ইবাদত প্রবণতায় চরম বিভ্রান্তি দা'ওয়াতী কার্যক্রমের বিরুদ্ধে সমস্যা সৃষ্টি করছে। তাকদীরে বিশ্বাসের ভুল ব্যাখ্যার জন্য তারা অনেকে নিষ্ক্রিয় ও অলস হয়ে যায়; তাছাড়া, ইসলামের 'ইবাদতগুলো যেখানে মুসলিম জীবন গঠনে সহায়ক হিসেবে ও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে প্রচলিত করা হয়, সেখানে

---

[১৮] দ্র. আশ্ শরীফুর রদী, *নাহজুল বালাগাহ,* সিরিয়া : দারুল কিতাবিল 'আরাবী, তা.বি, পৃ ৪২।

ঐগুলো অন্যান্য ধর্মের 'ইবাদতের মত আনুষ্ঠানিকতায় রূপ নেয়। নামায পড়তে গেলে মনে হয় কিছু মন্ত্র পড়া হচ্ছে। কুর'আন কারীমের আক্ষরিক তিলাওয়াতে শুধু বরকত হাসিল করার প্রবণতা দেখা দেয়। আয়াতের অর্থ বুঝে তার উপর আমল করার চেষ্টা অত্যন্ত বিরল হয়ে যায়। তেমনি বিভিন্ন যিকির আযকারে যতটুকু না আল্লাহর স্মরণ হয়, তার চেয়ে বেশী হয় এমনভাবে যে, এগুলো মন্ত্রের সমষ্টি। এভাবে ইসলামী 'আকীদা, 'ইবাদত ও জীবন বিধান সম্পর্কে ক্রমান্বয়ে অজ্ঞতা প্রসার লাভ করে।

তাছাড়া ইসলাম সম্পর্কে একজন অজ্ঞ ব্যক্তি এর কোন কোন ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করছে, না হয় কোন কোন বিষয়ে অবহেলা করছে। এজন্য 'আলী রা. বলেছিলেন, 'তুমি একজন অজ্ঞ ব্যক্তিকে দেখবে, হয় সে বাড়াবাড়ি করছে, না হয় বিষয়টিকে হালকাভাবে নিচ্ছে।'[১৯]

অতএব পূর্ণাঙ্গ ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ ব্যক্তিকে দেখা যাবে, হয়তো কোন বিষয়ে সে অত্যন্ত অবহেলার দৃষ্টিতে দেখবে অথচ তাকে গুরুত্ব সহকারে নেয়া উচিত ছিল। যেমন ইসলামের জিহাদের বিষয়টি। আর যে সমস্ত বিষয়ে ইসলাম উদারতা দেখিয়েছে, সে সব বিষয়ে কঠোরতা আরোপ করতে দেখা যায়। যেমন পোশাক পরিচ্ছেদের বিষয়টি। শার্ট পরবে, না পাঞ্জাবী পরবে, গোল টুপি পরবে, না লম্বা টুপি পরবে ইত্যাদি বিষয়ে অনেকে কঠোর হতে দেখা যায়। এ ধরনের ইসলামের মূল স্রোতধারাহীন তথা ভারসাম্যহীন দৃষ্টিভঙ্গী, যা ইসলাম সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞানের অভাব থেকে সৃষ্ট, দা'ওয়াতে ইসলামের পথে তা অনেক সময় বিরাট সমস্যা সৃষ্টি করে।

ইসলাম চর্চার দৈন্যতা

বর্তমান মুসলমানদের ব্যবহারিক জীবনে ইসলাম চর্চার দৈন্য বিরাজমান। সাথে সাথে বিশ্বাস ও কাজের মাঝে বৈপরিত্য রয়েছে। দা'ওয়াতে ইসলামের কাফিলার অগ্রগতিতে উক্ত সমস্যাটির কথা তুলে ধরেই আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন :

يايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون -

> হে মুমিনগণ, তোমরা যা কর না, তা বল কেন? তোমরা যা কর না তোমাদের তা বলা আল্লাহর দৃষ্টিতে অতিশয় অসন্তোষজনক।[২০]

মুসলমানদের মাঝে ইসলাম চর্চার দৈন্যের কারণে যেমনিভাবে মুসলিম সমাজে ইসলামী মূল্যবোধ চর্চার পরিবেশ বিনষ্ট হচ্ছে। তেমনিভাবে অমুসলিমদের মাঝে দা'ওয়াতী কার্যক্রমে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হচ্ছে। এ জন্য অনেক অমুসলিম ইসলাম সম্পর্কে তাদের আগ্রহ বা ভাল ধারণা থাকা সত্ত্বেও দা'ওয়াতে ইসলামে সাড়া দিতে উৎসাহ বোধ করছে না। এতদসত্ত্বেও যদি কোন অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করেও থাকে, তাহলে বিশ্বাস করা উচিত যে, সে ইসলামী দা'ঈদের দা'ওয়াত পেয়ে ইসলাম গ্রহণ করেনি; বরং আল্লাহ তা'আলা এ ব্যক্তির ধর্মের ভ্রান্তি তার সামনে তুলে ধরার সাথে সাথে মুসলমানদের ভ্রান্তিও তার সামনে পরিষ্কার করে তুলে ধরেছেন। সে ইসলামকে বিভ্রান্ত মুসলমানদের থেকে স্বতন্ত্র করে দেখে থাকে।[২১]

মুসলিম সমাজে মানব রচিত আইন প্রচলন

ইসলামী আইনের পরিবর্তে মানব রচিত আইন দ্বারা সমাজ পরিচালিত হচ্ছে। যে জন্য প্রথমত দা'ওয়াতের লক্ষ্য বাস্তবায়ন হচ্ছে না, তথা আল্লাহর আইন সমাজে চলছে না বা সাধারণ জনগণও তা বাস্তবায়নের তেমন প্রচেষ্টা চালাচ্ছে না। কারণ মানুষ আপাতত জীবন চলার জন্য বিকল্প একটা অবলম্বন পেয়ে বসেছে।

---

১৯. দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ ১৫।

২০. সূরা আস্ সাফ : ২-৩।

২১. দ্র. মাওলানা আমীন ইহসান ইসলাহী, *দা'ওয়াতে দ্বীন ও তার কর্মপন্থা*, ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯২, পৃ ২৩।

দ্বিতীয়ত সমাজে এমন অনেক আইন প্রচলিত আছে, যার দ্বারা সরাসরি ইসলামবিরোধী কার্যক্রম অনুষ্ঠানে নিয়োজিত। যেমন– দেহ ব্যবসা, সুদ, জুয়া ইত্যাদি। যা দা'ওয়াতে ইসলামের লক্ষ্যের পরিপন্থী এক সমাজ ব্যবস্থা ও মূল্যবোধ সৃষ্টি করছে। অবশ্য কিছু কিছু রাষ্ট্রের পতিতা বৃত্তি উচ্ছেদ সাধনে সরকারী উদ্যোগ রয়েছে। যথা সৌদি আরব, ইরান, মালয়েশিয়ার কথা বলা যায়। কিন্তু মুসলিম বিশ্বের অনেক রাষ্ট্রে সে জঘন্য হারাম কাজটি সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় বিরাজমান। তেমনিভাবে মুসলিম বিশ্বের অনেক সরকার সরাসরি সুদ নির্ভর ব্যাংক–ব্যবস্থা চালিয়ে যাচ্ছে। ইসলামী ব্যাংকের মাধ্যমে সুদ মোকাবেলায় পদক্ষেপ নিলেও সে ব্যাংকটিকে সরকারী আইনের কারণে সুদমুক্ত রাখা সম্ভব হচ্ছে না। কোন রাষ্ট্রের জাতীয় ব্যাংককে নির্দিষ্ট হারে সুদ দিতে বাধ্য। এটা সরকারী আইনগত ব্যবস্থার কারণেই।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে, ইসলামী আইন অনুসারে কোন উদ্যোগ নিতে গেলেও সরকারী আইনগত জটিলতার কারণে তা ইসলাম বিরোধী হওয়ার কারণে সে উদ্যোগ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। তাই ইসলাম বিরোধী মানব রচিত আইন দা'ওয়াতে ইসলামের সফলতার সম্মুখে এক বিরাট বাধা।

মুসলিম সমাজে প্রতিষ্ঠিত নেতৃবৃন্দের কপটতা

সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের ইসলাম সম্পর্কে কপটতা, দোদুল্যমনতা রয়েছে। মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন এলাকায় অনেক নেতৃবৃন্দ প্রায়শই বিভিন্ন বক্তৃতা, বিবৃতিতে ঘোষণা করেন যে, ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান, আর যদি কোন বিধানে মুক্তি থেকে থাকে, তবে এ জীবন বিধান গ্রহণের মধ্যেই রয়েছে। কিন্তু রাষ্ট্র বা সমাজ পরিচালনায় রোমান আইন বা বৃটিশ আইন বা রাশিয়ান আইন কিংবা আমেরিকান আইন দ্বারা সমাজ পরিচালনা করতে দ্বিধা করছেন না। আবার কেউ আছেন তাঁরা মনে করেন, ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান, কিন্তু অপর দিকে তারা ইউরোপ আমেরিকা রাশিয়া সফর করে দেখতে চেষ্টা করেন যে, ইংরেজদের ব্যবস্থা অধিক ইসলামী না আমেরিকানদের ব্যবস্থা?, মুসলিম কোন রাষ্ট্রের জন্য পুঁজিবাদী ব্যবস্থা শ্রেয় না সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা, নূন্যতম পক্ষে কোনটা ইসলামের কাছাকাছি। এমনিভাবে মুসলিম সমাজে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ নিজেদের স্বার্থ অর্জনে শঠতার আশ্রয় নিয়ে মুসলমানদের অনুভূতি কাজে লাগায়। পরক্ষণে ইসলাম বিরোধীদের সাথে হাত মিলিয়ে ইসলাম বিরোধী কাজে ব্যস্ত হয়ে যায়। বরং অনেক ক্ষেত্রে দা'ওয়াত দানকারীদের উপর নির্যাতন চালায়। এমনকি অনেক অমুসলিম রাষ্ট্র প্রধান ইসলামের অনেক প্রশংসা করে থাকেন মুসলমানদের ভোট বা সমর্থন পাওয়ার জন্য। ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ভিপি সিং এবং আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনও ইসলামের প্রশংসা করেছেন। ক্লিনটন নিজেই মুসলমানদের ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে ঘোষণা করেছিলেন– 'আজকের বিশ্বব্যাপী ইসলামকে অনুসরণের মাধ্যমে তাদের কল্যাণ অর্জন সম্ভব।'[২২] অথচ তিনি নিজেই ইয়াহুদীদের ক্রীড়নক হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছেন। বিভিন্ন সমাজের নেতৃবৃন্দ ইসলাম সম্পর্কে বিভিন্ন রকম কপটতা ও শঠতার আশ্রয় নিচ্ছেন। এ দিকটিও দা'ওয়াতের সফলতার পথে চরম সংকট সৃষ্টি করে এবং করছে।

ইসলামী বিপ্লবের প্রতি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী

ইসলামী দা'ওয়াতের বিপ্লবী চেতনার প্রতি সাধারণ জনগোষ্ঠীর মাঝে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী বিদ্যমান। অথচ বিপ্লব অর্থ প্রচলিত ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন। ইসলাম মানব সমাজ এক আমূল পরিবর্তন আনতে চায়। তাই তার দা'ওয়াত ও স্বাভাবিক অবস্থায় প্রচলিত অনৈসলামিক অবস্থাকে ইসলামের আলোকে সাজানোর মাধ্যমে এক ব্যাপক পরিবর্তনের কর্মসূচী দিয়ে থাকে। এ অর্থে দা'ওয়াতে ইসলাম বিপ্লবী দা'ওয়াত। তাই বলে এর নাম সরাসরি হানাহানি, নৈরাজ্য বা

---

[২২] *দৈনিক ইনকিলাব*, ৮ মার্চ, ১৯৯৬।

হত্যা সন্ত্রাস নয়, যেমনটি বাহ্যত বিপ্লবের কথা বললেই হৃদয়পটে ভেসে উঠে। বরং সে পরিবর্তন হল সুস্থ সরল এবং স্বাভাবিক পট পরিবর্তন। মহানবী সা. রিসালাতের দায়িত্বের অপর নাম দা'ওয়াতে ইসলাম। সে রিসালাতের দায়িত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আল কুর'আনে বলা হয়েছে :

كتاب انزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور باذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد

> এটি একটি গ্রন্থ, যা আমি আপনার প্রতি নাযিল করেছি। যাতে আপনি মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে বের করে আনেন, পরাক্রান্ত প্রশংসার যোগ্য পালনকর্তার নির্দেশে, তারই দিকে।[২৩]

তাই দা'ওয়াতে ইসলামের আর্থ সামাজিক পট পরিবর্তনের দা'ওয়াত। যা সাধারণ রাজনৈতিক পরিবর্তনের চেয়ে আরো গভীর ও ব্যাপক অর্থবোধক। কারণ দা'ওয়াতে ইসলামের মাধ্যমে মানুষের মনস্তাত্ত্বিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক তথা মানব জীবনের সকল দিকে যত রকম পথ রয়েছে, সব ত্যাগ করে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গীকেই মেনে নেয়ার আহবান জানানো হয়। এগুলোর মাঝে রাজনৈতিক পরিবর্তনটাই বেশী গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এটার পরিবর্তন আসলে সমাজের নেতৃত্বে চলে আসবে দা'ওয়াত দানকারীদের হাতে। তখন অন্যান্য দিকগুলো পরিবর্তন সহজতর হবে। পূর্বেই বলা হয়েছে সামাজিক নেতৃত্ব ইসলামের উল্টো হলে দা'ওয়াতে ইসলামের অনেক উদ্যোগ ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে। তাই বর্তমান সমাজে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব লাভে যাদের নেতৃত্ব দেবার যোগ্যতা আছে, তাদের রাজনীতি চর্চা করতে হবে।

কিন্তু এটা তিক্ত হলেও বাস্তব যে, রাজনৈতিক কর্তত্ব অর্জনে রাজনীতি চর্চার করার প্রতি জনমনে নেতিবাচক ধারণা বিরাজমান। যে জন্য ইসলাম প্রতিষ্ঠায় রাষ্ট্রশক্তি যে এক মহাশক্তিশালী হাতিয়ার, তা ইসলামপন্থীগণ ভালভাবে কাজে লাগাতে পারছেন না। তা'ছাড়া, রাজনীতির সাথে সম্পর্কিত হলেই তাদের প্রতি সাধারণ মানুষের শ্রদ্ধা ও আস্থা ক্রমান্বয়েহ্রাস পেতে থাকে।

তিন. দা'ওয়াতী কার্যক্রমে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার অভাব

ইসলামের দৃষ্টিতে দা'ওয়াতী কার্যক্রম পরিচালনা করা রাষ্ট্রীয় দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। আল কুর'আনে রাষ্ট্রীয় দায়িত্বের ব্যাখ্যায় আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন উল্লেখ করেছেন :

الذين ان مكناهم فى الارض اقاموا الصلوة واتوا الزكوة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الامور –

> তারা এমন ব্যক্তিবর্গ, আমি যদি তাদেরকে এ যমীনে কর্তৃত্ব প্রদান করি তবে তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত দিবে এবং সৎ কাজের নির্দেশ দেবে, আর অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে। সকল কর্মের পরিণাম আল্লাহর এখতিয়ারে।[২৪]

এ সৎকাজের আদেশ, আর অসৎ কাজের নিষেধ করাও দা'ওয়াতে ইসলামের অন্যতম অঙ্গ। যা সম্পাদন করা ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব। মহানবী সা. ও খোলাফায়ে রাশিদীনের যুগ পর্যন্ত দা'ওয়াতী কার্যক্রম রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে পরিচালিত হতো। অতঃপর উমাইয়া যুগ থেকে ক্রমান্বয়ে দা'ওয়াতে ইসলাম রাষ্ট্রীয় কার্যাবলী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে থাকে। যদিও উমর ইবন আবদুল আযীয রা.-এর যুগে দা'ওয়াতে ইসলামের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় কিছু কিছু উদ্যোগ ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে দা'ওয়াতী কার্যক্রম প্রধানত ব্যক্তিগত উদ্যোগের মাঝে সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। তখন দা'ওয়াতে ইসলামকে বিভিন্ন রকম সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। যে হারে ইসলামী সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ঘটে, সে হারে দা'ওয়াতে ইসলামের বিস্তৃতি ঘটে নি। ফলে বিশাল 'আরব-অনারব এলাকায় মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হলেও এবং মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা হতে অধিকাংশ মুসলমান বঞ্চিত হয়। আবার কোন কোন এলাকায় মুসলমানগণ সংখ্যালঘু হবার পরও তৎকালীন বিশ্বে প্রভাব প্রতিপত্তির বলে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। সেখানে

---

২৩. সূরা ইবরাহীম : ১।

২৪. সূরা হজ্জ : ৪১।

মুসলমানগণ রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বে ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে পর্যাপ্ত দা'ওয়াতী উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। ফলে এক পর্যায়ে সে সমস্ত এলাকায় মুসলমানগণ শুধু রাজ্য হারা হয় নি; বরং তাদের অস্তিত্ব বিলীন হওয়ার উপক্রম হয়। যেমন ইউরোপের স্পেন এবং এশিয়ায় ভারতীয় উপমহাদেশের বর্তমান ভারতের কথা বলা যায়। তারা যদি রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে দা'ওয়াতী কাজ করতেন, তাহলে সে সব এলাকায় মুসলমানগণ সংখ্যালঘু থাকতেন না। তখন তাদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার ভিত আরো শক্ত থাকতো।

যা হোক, দা'ওয়াতে ইসলাম রাষ্ট্রশক্তি কর্তৃক পৃষ্ঠপোষকতা পেলে মানব সমাজ যেমনিভাবে তার দ্বারা প্রভাবিত হয় বেশী, তেমনিভাবে ইসলাম বিরোধী শক্তিও দা'ওয়াতে বাধা দিতে সাহস পায় না। অন্যদিকে, যারা দা'ওয়াত কবুল করে তারাও জীবনে নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে না। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য, দা'ওয়াতে ইসলাম তার অতীত অবস্থায় ফিরে যেতে পারছে না, তথা রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা পাচ্ছে না।

মহানবী সা.-এর বাণীরূপে একটি উক্তি প্রচলিত যে, 'আল্লাহ তা'আলা কুর'আনের মাধ্যমের চেয়ে রাষ্ট্রীয় শক্তির মাধ্যমে তা মোকাবেলা করালেন বেশী'।[২৫]

ইমাম আবুল হাসান মাওয়ারিদী ইবনুল মু'তাযের উদ্ধৃতিতে সত্যিই উল্লেখ করেছেন, 'ধর্মের মাধ্যমে রাজা টিকে থাকে, আর রাজার শক্তির মাধ্যমে ধর্ম শক্তিশালী হয়।'[২৬]

সুতরাং রাষ্ট্রীয় শক্তির গুরুত্ব অপরিসীম। খ্রীস্টান মিশনারীরা পশ্চিমা রাষ্ট্রশক্তির পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে সারা বিশ্বব্যাপী তাদের ধর্মীয় দা'ওয়াত নিয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। দা'ওয়াতে ইসলামের যে ধরনের আদর্শিক শক্তি বিদ্যমান, খ্রীস্টান ধর্মের যদি সে ধরনের আদর্শিক শক্তি বিদ্যমান থাকতো তাহলে সারা বিশ্বের মানুষকে তারা খ্রীস্টান বানিয়ে ছাড়তো।

দা'ওয়াতে ইসলামের রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার এত গুরুত্ব থাকার পরও মুসলিম বিশ্বের রাষ্ট্র প্রধান ও নেতৃবৃন্দ নীরব ও নিথর। যদিও সৌদী 'আরব, কুয়েত ইত্যাদি কিছু 'আরবী উপসাগরীয় রাষ্ট্র এবং ইরান রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বাধীন দা'ওয়াতী কার্যক্রম শুরু করেছে, কিন্তু আমেরিকা সহ পশ্চিমা শাসক গোষ্ঠীর ষড়যন্ত্র এবং কিছু নেতৃবৃন্দের অসাবধানতার কারণে সে সব উদ্যোগও অংকুরে বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে। বিশেষত সৌদী 'আরব তার তিনটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে সারা বিশ্ব থেকে ছাত্র নিয়ে ইসলামী দা'ওয়াহ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে সারা বিশ্বময় তাদেরকে দা'ঈ হিসেবে ছড়িয়ে দিতে শুরু করেছিল। কিন্তু ইরাক-ইরান যুদ্ধ, ইরাক-কুয়েত যুদ্ধ দা'ঈ তৈরীর সে স্রোতকে একেবারে থামিয়ে দেয়। ফলে সৌদী 'আরব সহ তার পার্শ্ববর্তী দেশগুলো উপসাগরীয় যুদ্ধের পর দা'ওয়াতী কার্যক্রমে পৃষ্ঠপোষকতা দূরের কথা, নিজেদের অস্তিত্বের লড়াইয়ে ব্যস্ত হয়ে যায়। আর দা'ওয়াতে ইসলামের কাজে আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে ক্ষতিগ্রস্তের শিকার হয়।

চার. ইসলামী দা'ওয়াতের নামে অপতৎপরতা

মুসলিম সমাজের অভ্যন্তরে কিছু কিছু ব্যক্তি বা সম্প্রদায় আছে, যারা নিজেদেরকে মুসলিম হিসেবে পরিচয় দিচ্ছে। কিন্তু এমন মত ও পথ অনুযায়ী যা সম্পূর্ণ ইসলামবিরোধী। একটু সতর্কতার সাথে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, ঐ সকল ব্যক্তি বা সম্প্রদায় তাদের মত ও পথকে দা'ওয়াতে ইসলামের নামে প্রচার তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। অথচ তা সরাসরি দা'ওয়াতে ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক। তাদের মধ্যে কাদিয়ানী, বাহাই ও একশ্রেণীর ভণ্ড পীর-ফকিরদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কাদিয়ানী সম্প্রদায়

---

২৫. দ্র. আবুল হাসান আল-মাওয়ারিদী, *আদাবুদ দুনইয়া ওয়াদ দ্বীন,* পৃ ১৩৭।

২৬. প্রাগুক্ত, পৃ ১৩৮।

ভারতের গুরুদাসপুর জেলার বাটালা শহরের নিকটবর্তী কাদিয়ান নামক স্থানের অধিবাসী গোলাম আহম্মদ কাদিয়ানীর (১৮৩৯-১৯০৮) অনুসারীরা সাধারণত 'কাদিয়ানী' নামে পরিচিত। যদিও তারা নিজেদেরকে আহমদী বলে পরিচয় দেয়। যেমন ঢাকার বক্‌শীবাজারে তাদের এক মসজিদ আছে। সেটার নাম দিয়েছেন আহমদীয়া মুসলিম জামাত মসজিদ।

মীর্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী ১৮৬৪ সালে ইংরেজ সরকারের অধীনে শিয়ালকোর্টের দেওয়ানী আদালতে একজন কেরানী হিসেবে কর্মরত ছিল। সে প্রায়শই খ্রীস্টান মিশনারী ও হিন্দু যাটসমাজের কর্মকর্তাদের সঙ্গে ধর্ম সম্পর্কে বাকযুদ্ধে অংশ নিত। হঠাৎ কি মনে করে ১৮৮২ সালে নিজে দাবী করতে শুরু করলো যে, তার নিকট ঐশী বাণী অবতীর্ণ হচ্ছে। আর এভাবে ১৮৯০ সালে ঐ ব্যক্তি মানুষকে বায়আত অর্থাৎ আনুগত্যের প্রতিশ্রুত গ্রহণ করতে আহবান জানায়। অতঃপর সে নিজেকে প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী হিসেবে ঘোষণা দেয়। ইংরেজ সরকারের আনুগত্যকে ফরয করে। এভাবে ইসলামের জিহাদকে হারাম করে। আরো ঘোষণা করে যে, তার ইল্‌হামসমূহ কুর'আনে পাক, তাওরাত এবং ইঞ্জীলের মত আল্লাহর কালাম। এভাবে কাদিয়ান তথা তার জন্মস্থানে হজ্জ করা ফরয করে। তার দা'ওয়াত অস্বীকারকারীদের প্রতি কুফরী ফতোয়া দেয়।

ইসলাম বিরোধী 'আকীদা-বিশ্বাস, আচার-আচরণ ও বিভিন্ন রকম নিয়ম কানুন তার লেখা বিভিন্ন গ্রন্থাবলীতে তুলে ধরে। তার মধ্যে *বারাহীনে আহমদিয়া* ও *তাবলীগে রিসালাত* নামে গ্রন্থ দু'টির কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এভাবে তৎকালীন ইংরেজ সরকারের সহায়তায় রাষ্ট্রীয় বড় বড় পদে চাকরির সুবিধা প্রাপ্তির প্রেক্ষাপটে তার কিছু অনুসারী পেয়ে যায়। আর তাদেরকে নিয়ে গড়ে উঠে কাদিয়ানী সম্প্রদায়।

সুতরাং ইসলামের কতিপয় নীতির সাথে তাদের আচার-অনুষ্ঠানের সামঞ্জস্য থাকলেও নবুওয়ত এবং 'ঈসা ইবন মারইয়াম 'আ.-এর পৃথিবীতে পুনরাগমন, ইমাম মাহদীর আত্মপ্রকাশ এবং জিহাদসহ অনেক মৌলিক বিষয়ে তাদের বক্তব্য ও কার্যক্রম ইসলামের পরিপন্থী। এ কারণে মুসলিম উম্মাহর ফকীহগণের সর্বসম্মত মতানুযায়ী কাদিয়ানীরা কাফির অর্থাৎ মুসলিম উম্মাহ থেকে স্বতন্ত্র একটি গোমরাহ সম্প্রদায়।[২৭]

আধুনিক ইউরোপ আমেরিকা সহ বিভিন্ন দেশে ইসলামের নামে তাদের মতবাদ তারা প্রচার করে যাচ্ছে। মিসরের আল-আযহারের প্রবীণ অধ্যাপক শায়খ মুহাম্মদ আবূ যাহরা উল্লেখ করেছেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পরই অনেক জার্মানবাসী ইসলামের দিকে মানসিকভাবে আকর্ষণবোধ করছিল। কিন্তু তখন সেখানে ইসলামকে তুলে ধরার মত কোন দা'ঈ ছিল না। একমাত্র কিছু কিছু কাদিয়ানী ছিল।[২৮]

এভাবে তারা বিশেষত অমুসলিম বিশ্বে ইসলামের নাম ব্যবহার করে তাদের অনুসারী দিন দিন বৃদ্ধি করছে।

উপরোল্লিখিত প্রাথমিক আলোচনা থেকে এটা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, কাদিয়ানীরা মুসলমান নয়। তারা আলাদা একটি ধর্মের অনুসারী। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তারা নিজেদেরকে আলাদা ভাবে না দেখে ইসলামের নাম ব্যবহার করছে। এখানেই সত্যিকার দা'ওয়াতে ইসলামের জন্য প্রথম ক্ষতিকর দিক।

---

২৭. ১৯৭৪ সালে মক্কায় রাবেতাতুল 'আলামিল ইসলামীর উদ্যোগে আয়োজিত 'উলামায়ে কিরামের সম্মেলনে তা ঘোষিত হয়। বিস্তারিত দেখুন, শায়খ মুহাম্মদ ইউসুফ বিন-নূরী, *মাওকাফুল উম্মাহ আল ইসলামিয়াহ মিনাল কাদিয়ানিয়াহ,* পাকিস্তান : জামিয়াতু তাহাফুযি খাতামুন নাবুয়াহ আল মারকাযিয়া, ১৯৭৮, পৃ ৬।

২৮. শায়খ মুহাম্মদ 'আবু যাহরা, *আদ্ দা'ওয়াতু ইলাল ইসলাম,* কায়রো : দারুল ফিকরিল 'আরাবী, ১৯৯১, পৃ ৮৫।

তাছাড়া, এ সম্প্রদায় বিভিন্ন বই-পুস্তক, ম্যাগাজিন, পত্র-পত্রিকা দ্বারা আল-কুর'আন ও সুন্নাহর অপব্যাখ্যাসহ ইসলাম সম্পর্কে আরো বিভিন্ন রকম বিভ্রান্তি ছড়িয়ে যাচ্ছে। এতদ্ব্যতীত, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইসলাম বিরোধী চক্রের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে এবং এদের সহযোগিতায় বাংলাদেশের মত তৃতীয় বিশ্বের কিছু কিছু দেশের সরকারী বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অবস্থান করে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের ছদ্মবেশী অস্তিত্ব, অপতৎপরতা ও প্রচারণা দা'ওয়াতে ইসলামের জন্য প্রকট সমস্যার সৃষ্টি করছে।

বাহাই সম্প্রদায়

ঐ কাদিয়ানীর সম সাময়িক চেতনাধারী আরেক ব্যক্তির নাম হলো ইরানের 'আলী মুহাম্মদ আস্ সিরাজী (১৮১৯-১৮৯৪) এবং হুসাইন 'আলী মাযন্দারানী (মৃত ১৮৬২)। এ দু'জন শিয়া মতবাদী ছিলো। প্রথমোক্ত ব্যক্তি নিজেকে মাহদী হিসেবে ঘোষণা দিয়ে 'বাবী' মতবাদ প্রচার করে।

আর তারই অনুসারী দ্বিতীয় ব্যক্তি হুসাইন 'আলী মাযন্দারানী প্রথমে নিজেকে মাহদী, অতঃপর নবী, তারপর নিজেই আল্লাহর প্রতিভূ ও প্রতিচ্ছবি হিসেবে আখ্যা দেয়। সাথে সাথে সে নিজেকে বাহাউল্লাহ (আল্লাহর প্রতিভূ) উপাধিতে নিজেকে ভূষিত করে বাহাই মতবাদ প্রচার করে। তার মতে সকল ধর্মের প্রচারকগণই তার সুসংবাদ দেয়ার জন্য আগমন করেছিল। তিনি হলেন প্রতিশ্রুত মাসীহ বা ত্রাণকর্তা। 'আল্-ঈকান' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করে এটা ঐশী গ্রন্থ হিসেবে দাবী করে। এ বাহাইরাও মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন এলাকায় তাদের প্রচার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছে।

ভারতের দিল্লীতে লোটাস বিল্ডিং-এ ও বাংলাদেশে ঢাকার কাকরাইলে তাদের একটি প্রচার কেন্দ্র রয়েছে। এভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে তাদের আস্তানা প্রতিষ্ঠা করে বিভিন্ন ভাষায় তাদের বই পুস্তক ও প্রচারপত্র বিতরণ করে থাকে। আর তা অনেকটা গোপনীয়ভাবে। যেমন প্রথমে সরাসরি যোগাযোগ না করে ডাকযোগে চিঠি পত্রের মাধ্যমে তারা প্রচার-পত্র বিলি করে থাকে। তাদের মূল টার্গেট যুব সমাজ। মুসলিম হিসেবে নিজেদেরকে পরিচয় দিয়ে সম্পূর্ণ ইসলাম বিরোধী 'আকীদা-বিশ্বাস ও নিয়ম-কানুন প্রচার করে যাচ্ছে।

তারা আন্তর্জাতিক ইসলাম বিরোধী শক্তির হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে। তাদের সহযোগিতায় মুসলিম বিশ্ব থেকে বিভিন্ন মেধাবী ছাত্রদেরকে স্কলারশীপ দিয়ে বহির্বিশ্বে বড় বড় ডিগ্রী ও পদক দিয়ে এবং তাদের মতবাদের উপর প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের হয়ে কাজ করার জন্য ঐ সব ডিগ্রীধারীদেরকে নিজস্ব জন্মভূমিতে প্রেরণ করে থাকে। এভাবে তারা ইসলাম ও মুসলমানিত্বের ছদ্মাবরণে দা'ওয়াতী তৎপরতার বিরুদ্ধে বিভিন্ন রকম তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। যা দা'ওয়াতে ইসলামের ক্ষেত্রে প্রকট সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কাদিয়ানী ও বাহাই সম্প্রদায়ের মত বিভিন্ন ভ্রান্ত ফিরকা অতীতেও ছিল, যেমন খোলাফায়ে রাশিদীনের যুগে উদ্ভূত আবদুল ইবন সাবার অনুসারী বিভিন্ন সম্প্রদায় এবং 'আব্বাসীয় আমলে কারামেত্বা এবং এখওয়ানুস সাফা সম্প্রদায়। যারা যুগে যুগে মুসলিম সমাজে বাস করে মুসলমান নাম নিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে এবং দা'ওয়াতে ইসলামী কার্যক্রমের অগ্রযাত্রার পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ভণ্ড পীর-ফকিরদের অপপ্রচার ও প্রবঞ্চনা

দা'ওয়াতে ইসলামের ইতিহাসে সাহাবা কিরাম, তাবে'ঈন, তাবে-তাবে'ঈনের যুগের পর বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচারে পীর মাশায়েখ ও সুফী কিরামের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ ভারতীয় উপমহাদেশ, দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার সুদূর ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া সহ বিভিন্ন

অঞ্চলসমূহ, মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন এলাকা এবং আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের গ্রামে গঞ্জে প্রত্যন্ত অঞ্চলে সেই সূফী কিরামের মাধ্যমে ইসলাম প্রচার লাভ করেছে।

মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র যখন মুসলমানগণ বিলাসিতা ও বস্তুবাদীতায় নিমগ্ন হয়ে পড়েছিল, তখন সেই সূফী কিরামই আধ্যাত্মিক সাধনা, ইখলাস, চারিত্রিক মাধুর্য দ্বারা সাধারণ মানুষের হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছিলেন। যদিও কিছু সংখ্যক পীর মহোদয়ের সঙ্গে রাজশক্তির বিরোধ তথা যুদ্ধও হয়েছে এবং অনেক সাম্রাজ্যবাদী বা অত্যাচারী শক্তির বিরুদ্ধে তাঁরা অস্ত্র ধরেছেন, কিন্তু অধিকাংশ পীর মাশায়েখ ছিলেন রাজনৈতিক উচ্চাভিলাস বিমুখ। তাই মুসলিম বিশ্বের অনেক এলাকায় স্বার্থান্বেষী রাজনৈতিক মহল পীর মাশায়েখদের বিরোধিতা না করে জনসমর্থন লাভে তাদের সহযোগিতাই কামনা করতেন।

বর্তমানেও তাই দেখা যাচ্ছে। এ সমস্ত আধ্যাত্মিক ও সামাজিক কারণে সমাজে সম্মানিত পীর মাশায়েখের প্রভাব ও প্রতিপত্তি ছিল প্রকট। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, কিছু সংখ্যক ধর্ম ব্যবসায়ী তাদের বৈষয়িক স্বার্থসিদ্ধির অভিপ্রায়ে উক্ত প্রভাব ও প্রতিপত্তিটিকেই কাজে লাগানো আরম্ভ করে দিয়েছে।

সমাজে তাদের ইসলাম বহির্ভূত কাজের জন্য আমাদের পীর মাশায়েখদের প্রতি সাধারণ মানুষের ধারণা পাল্টে যাচ্ছে। এভাবে সত্যিকার দা'ওয়াতে ইসলামের মুরশিদ পীর মাশায়েখের যেমন ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হচ্ছে, তেমনি ঐ সমস্ত ভণ্ড পীর-ফকির দ্বারা দা'ওয়াতে ইসলামের তৎপরতাও চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তারা শঠতার আশ্রয় নিয়ে কিছু অলীক ধারণা, বিশ্বাস প্রচার করে নির্মল নিখুঁত বাস্তব ইসলামী 'আকীদা-বিশ্বাসগুলোকে ধ্বংস করছে। নিজেদের স্বার্থ হাসিলের জন্য কিছু যাদুর আশ্রয় নিয়ে আধ্যাত্মিক রাজত্ব কায়েমে লিপ্ত রয়েছে। তাদের কারো কারো মতে কুর'আন সুন্নাহের দ্বৈত অর্থ রয়েছে, একটি প্রকাশ্য অপরটি গোপনীয়। আর এটিই আসল।

এ ভারতীয় উপমহাদেশের গ্রামে-গঞ্জে এমন অনেক ভণ্ড পীর আছে, যারা ইসলামের বিভিন্ন হারাম জিনিস বা বিষয় তাদের মুরীদদের জন্য হালাল করেছেন। যেমন– সুদ, ঘুষ, মৃতবস্তু ইত্যাদি। কোন কোন ভণ্ড পীরের মতে একবার সিজদা দিলে যথেষ্ট। সব সময় নামাযের দরকার নেই। অনেক ভণ্ড পীর ফকিরের মাযারে অনেক বিদ'আতী কাজ কর্মের রিওয়াজ আছে। যেমন– কবর যিয়ারতের নামে কবর তাওয়াফ করা, সিজদা করা, মৃত পীরদের কাছে মনোবাসনা পূরণের জন্য দু'আ করা, আল্লাহর নামে বরং পীরদের নামে মান্নত করা, ইত্যাদি।

এছাড়া, অনেক ভণ্ড পীর আছে, যাদের আস্তানায় বিভিন্ন অসামাজিক কার্যকলাপ ও অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে। যা বাংলাদেশ সহ বিশ্বের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে। যেমন– মাদকদ্রব্য ব্যবহার, ব্যভিচার, জুয়া ইত্যাদি। যাতে সার্বিকভাবে মুসলিম ও অমুসলিম সচেতন সমাজে ইসলামী মূল্যবোধ ও দা'ওয়াত সম্পর্কে বিরূপ ধারণা এবং প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হচ্ছে। ফলে দা'ওয়াতে ইসলামের উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

তাছাড়া মুসলিম বিশ্বে শিয়াদের মধ্যে এমন কিছু সম্প্রদায় বিদ্যমান যারা মহানবী সা.-এর বংশধর, পরিবার পরিজন ও সাহাবীগণ সম্পর্কে অনেক বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। ইসলামী 'আকাঈদ বিনষ্টে তাদের ভূমিকাও কম নয় যাদের মাধ্যমে দা'ওয়াতে ইসলাম ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

পাঁচ. ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় দা'ওয়াতী তৎপরতা

এ বিশ্বের বিভিন্ন এলাকায় ইসলামের পাশাপাশি বিভিন্ন ধর্ম প্রচলিত আছে। এ ধর্মগুলোর মাঝে প্রধান হলো– ইয়াহুদী, খ্রীস্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ। এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপীয় মহাদেশের প্রায় ৫২টি দেশে

মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। গোটা ইউরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ডে খ্রীস্টানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং আফ্রিকার ইথিওপিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা ইত্যাদি সহ কয়েকটি দেশে খ্রীস্টানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। জাপান, থাইল্যাণ্ড, কম্পোচিয়া, কোরিয়া, শ্রীলংকা ইত্যাদি এলাকায় বৌদ্ধরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। প্রত্যেক ধর্মই তাদের অনুসারীদের ধরে রাখার জন্য বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করছে। তেমনিভাবে ভারতে হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। বর্তমান ইসরা'ঈলের ইয়াহুদীদের অধিবাসন ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সহ আমেরিকা, ফ্রান্স ও সুইজারল্যান্ড ও মিসরের বিভিন্ন এলাকায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ইয়াহুদীদের বসবাস করতে দেখা যায়। এছাড়া বিশ্বের বিভিন্ন এলাকাতেও বিচ্ছিন্নভাবে তারা বসবাস করছে। যে জন্য সে সকল ধর্মীয় সমাজে দা'ওয়াতে ইসলাম কোন না কোনভাবে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। বিশেষত সংখ্যাগরিষ্ঠ বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের এলাকায় দা'ওয়াতী কার্যক্রম চালানো সুকঠিন।

দা'ওয়াতে ইসলামের কার্যক্রমে চরমভাবে বাধাদান করছে, এমন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে যাদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তারা হলো :

বিশ্ব হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদী তৎপরতা

ভারতের প্রাচীন ধর্ম দ্রাবিড়দের ধর্ম, না আর্যদের ধর্ম– এ নিয়ে গবেষকদের মাঝে প্রচুর মতানৈক্য থাকলেও বর্তমানে আর্যদের ব্রাহ্মণ্যবাদী ধর্মই প্রভাবশালী। এ ধর্ম প্রসারে দা'ওয়াতী কার্যক্রম নেই বললেই চলে। কারণ হিন্দু সমাজে মনোঃশাস্ত্র অনুসারে শ্রেণী প্রথা রয়েছে। যেমন– ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রীয়, বৈষ্ণব, শূদ্র। সুতরাং তারা পৌত্তলিকভাবে বংশ পরম্পরায় মৌলিক এ চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে আসছে, নতুনভাবে অন্য ধর্মাবলম্বীকে তাদের ধর্মে রূপান্তরিত করে কোন শ্রেণীভূত রাখার ব্যবস্থা করে নি, বরং কেউ যদি কোনভাবে হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদী ধর্ম গ্রহণ করেও বসে, তাহলে শূদ্রদের নীচের স্থানে তাকে অবস্থান করতে হবে। তাই এ ধর্মাবলম্বীদের সাথে ইসলামের দা'ওয়াতগত সংঘর্ষের চিন্তা বাতুলতা ব্যতীত কিছু নয়।

এতদসত্ত্বেও নিজেদের ধর্মাবলম্বীদেরকে অন্যান্য ধর্মের প্রচার তৎপরতা থেকে বিমুক্ত রাখার জন্য তাদের যে প্রয়াস তা থেকে সৃষ্টি হয়েছে তাদের সমাজে দা'ওয়াতে ইসলামের প্রভূত সমস্যা। তাদের সমাজে তারা দা'ওয়াতে ইসলামের সমস্যা সৃষ্টিকারী বা দা'ওয়াতের সাথে প্রত্যক্ষভাবে সমস্যা সৃষ্টিকারী যে সব কাজ করছে, তন্মধ্যে নিচের ক'টি দিক বিশেষভাবে উল্লেখ্য :

- চরমপন্থী হিন্দু জাতীয়তাবাদের উত্থানের জোরালো প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। এর জন্য শিবসেনা, আর. আর. এস, বিজেপি ইত্যাদি ধর্মীয় ও রাজনৈতিক সংগঠন তৈরী হচ্ছে।
- বিভিন্ন দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধিয়ে মুসলমানদের হত্যা ও নির্মূল করার চেষ্টা করা হচ্ছে।
- ভারত থেকে ইসলামী ঐতিহ্য ও নিদর্শনগুলো তুলে ফেলার চেষ্টা চালাচ্ছে। যেমন– বাবরী মসজিদ ধ্বংস, আগ্রার তাজমহলের পার্শ্বে রাসায়নিক কারখানা নির্মাণ করে তার ধোঁয়া দ্বারা তাজমহলকে ধ্বংস করার পাঁয়তারা ইত্যাদি।
- পার্শ্ববর্তী মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতে মুসলিম কর্তৃত্ব বিনষ্ট করার জন্য সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও প্রযুক্তিগত আগ্রাসন চালানো হচ্ছে।
- ভারতের অভ্যন্তরে মুসলমানদের হুকুম আহকাম মেনে চলা তথা বিভিন্ন 'ইবাদত এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠান উদযাপনে বাধা সৃষ্টিকরণ। যেমন– 'ঈদের নামায, কুরবানী করা ইত্যাদি।

> এগুলো ঐ সব এলাকায় দা'ওয়াতে ইসলামের অগ্রযাত্রাকে চরমভাবে ব্যাহত করছে।

ইয়াহুদী ষড়যন্ত্র ও প্রবঞ্চনা

ইয়াহুদীরা মূলত হযরত মূসা 'আ.-এর উম্মত হিসেবে দাবী করে আসছে। এ দিক দিয়ে তাওহীদপন্থী আসমানী কিতাব গ্রন্থাধিকারী ধর্ম হিসেবে ইসলামের সাথে তাদের একটা ঐক্যধারা রয়েছে। কিন্তু ইয়াহুদীরা নিজেদের ধর্মকে বিকৃত করেছে। মূসা 'আ.-এর দা'ওয়াতী কর্মকে পরিত্যাগ করে, তাদের ধর্ম ও ধর্মশাস্ত্রগুলোকে বিকৃত করে বনী ইসরাঈলী জাতীয়তাবাদ ও বস্তুবাদ নির্ভর জীবনাচরণের এক ইয়াহুদী জীবনাদর্শ গড়ে তোলে।

আর হিন্দু ব্রাহ্মণদের ন্যায় ইয়াহুদীরা তাদের ধর্মকে এক প্রচার বিমুখ ধর্মে রূপ দেয়। কেননা তাদের মতে ইয়াহুদী হওয়ার পূর্বশর্ত হলো বনী ইসরাঈল হওয়া। সুতরাং কেউ বনী ইসরাঈল বংশোদ্ভূত না হলে তার ইয়াহুদী হওয়ার যোগ্যতা নেই। এ জন্য পৃথিবীর অন্যান্য জাতির মধ্যে তাদের দা'ওয়াতী কার্যক্রমের ধর্মীয় কোন উদ্যোগ নেই। অতএব দা'ওয়াতে ইসলামের সাথে এদিক দিয়ে ইয়াহুদীদের কোন সামঞ্জস্য নেই। উল্লেখ্য, ইয়াহুদী জাতির মধ্যে আত্মম্ভরিতা ও আত্মভিমান অত্যন্ত প্রকট। তাদের মূল স্রোতধারায় ইসলামের সাথে মিল থাকলেও এবং তাদের কেউ কেউ ইসলাম গ্রহণ করলেও একমাত্র শেষ নবী তাদের বংশোদ্ভূত না হওয়ার কারণে তাদের অধিকাংশ জনগোষ্ঠী তাঁকে নবী বলে মেনে নিতে পারেনি। এভাবে ইসলাম গ্রহণও করেনি। এমনিভাবে তাদের মাঝে যে সব শিরকসম কাজ ছিল, তাও পরিত্যাগ করেনি, এগুলোর মধ্যে উযায়ের 'আ.-কে আল্লাহর পুত্র বলা, আল্লাহকে মানবীয় গুণাবলীতে রূপান্তরিত করা (যথা ক্লান্তিবোধ, কৃপণতা, দারিদ্রতা ইত্যাদি)।[২৯]

উল্লেখ্য, তাদের মতে আল্লাহ একমাত্র ইয়াহুদী জাতির কল্যাণে কাজ করেন। এমনিভাবে, তারা বিভিন্ন রকম পাপাচার ও গোমরাহী থেকেও বিরত থাকেনি। মেযন– সুদী ব্যবসা, ব্যভিচার, প্রতারণা, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ, খিয়ানত ইত্যাদি তাদের জাতীয় চরিত্র হিসেবে পরিস্ফুটন লাভ করে। ফলে ইসলামের সঙ্গে আদর্শিক সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়। শুধু তাই নয়, বরং তারা ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুগে যুগে বিভিন্ন রকম ষড়যন্ত্র চালিয়ে আসছে।

প্রাথমিক যুগে মদীনায় মহানবী হযরত মুহাম্মদ সা.কে হত্যার প্রচেষ্টা চালায়। ইসলামবিরোধী মুশরিকদের সাথে আঁতাত করে। তাছাড়া, খোলাফায়ে রাশিদীনের সময় থেকে বিভিন্ন সময়ে মুসলমানদের ঐক্যে ফাটল ধরাতে তাদের অপপ্রয়াস ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত। যেমন হযরত 'উসমান ও হযরত 'আলী রা.-এর মাঝে বিবাদ সৃষ্টিতে 'আবদুল্লাহ বিন সাবা'র ইয়াহুদীর ভূমিকা অত্যুজ্জল। তেমনি যুগে যুগে শিয়াদের অনেক ফিরকার উত্থানে ইয়াহুদীদের অবদান অতুলনীয়।

তাদের জঘন্যতম অপরাধের ফল স্বরূপ যুগে যুগে বিভিন্ন জাতি কর্তৃক তারা শাস্তি পেয়েছে, বিতাড়িত হয়েছে। তারপর বিচ্ছিন্ন হয়েছে সারা বিশ্ব। অতীতে তাদের চরিত্রের কারণেই বিভিন্ন সময়ে অসুরীয়, গ্রীক, পারসিক, রোমান সম্রাটদের হাতে তারা বার বার বিপর্যস্ত হয়েছিল।

---

[২৯] Old Testament, Genesus.

তেমনিভাবে মুসলমানদের সাথে মুনাফিকী ও প্রতারণা করার দায়ে মদীনা থেকেও তাদের একটি অংশ বিতাড়িত হয়েছিল। তেমনি আধুনিক যুগে হিটলারের সাথে প্রতারণার দায়ে জার্মানীতে হাজার হাজার ইয়াহুদীকে হিটলার হত্যা করেছিল।

অতএব, ধোকা ও প্রতারণা ইয়াহুদীদের মজ্জাগত স্বভাবে রূপ নিয়েছে বলে অনেক গবেষক মনে করেন। ১৮৯৫ সালে 'হারতাযেল' নামে এক ইয়াহুদী 'আলিম 'ইয়াহুদী সমস্যা' নামে একটি বই লেখে সারাবিশ্বে ইয়াহুদীদেরকে ফিলিস্তিনে একত্রিত হওয়ার আহবান জানায় এবং সুইজারল্যাণ্ডে ১৮৯৭ সালে এ উপলক্ষ্যে ইয়াহুদীদের এক সম্মেলনও অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে ফিলিস্তিনকে তাদের এলাকা হিসেবে দাবী করে। তৎকালীন ব্রিটিশ শাসকদের সহযোগিতায় ১৯১৭ সালে বেলফোর ঘোষণার পর ১৯৪৮ সালে বৃটিশ আমেরিকার সহায়তায় ফিলিস্তিনে ইসরাঈল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে এবং ফিলিস্তিনীদেরকে স্বীয় জন্মভূমি থেকে বিতাড়িত করে। আর তখন থেকেই তারা মুসলমানদের সাথে প্রকাশ্য ও সরাসরি সংঘর্ষে লিপ্ত হয়।

কিন্তু গোপনীয়ভাবে মুসলমানদের প্রতি তাদের আক্রোশ ছিল অনেক পুরাতন। এ ইয়াহুদী জাতি ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন এলাকায় বাস করে তাদের উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া চরিত্রানুসারে তাওরাতের শিক্ষাকে উপেক্ষা করে নিজেদের গড়া তালমুদ ও প্রটোকলসমূহের দিক নির্দেশনা অনুসারে চরম আধ্যাত্মিকহীনতা ও বস্তুবাদীতায় নিমগ্ন হয়।

তালমুদের শিক্ষানুসারে ইয়াহুদীরাই শ্রেষ্ঠ ও আল্লাহর মনোনীত জাতি। তাই সমগ্র বিশ্বব্যাপী তাদেরই গোলামী করা উচিত। এই চেতনায় আকৃষ্ট হয়ে বিশেষত আধুনিক যুগে সকল ধর্মাবলম্বীকে তাদের ধর্মচ্যুত করে ইয়াহুদীদের অনুসারী বানানোর ষড়যন্ত্র করে। তারা সারা বিশ্ববাসীর ধর্মীয় মূল্যবোধ বিনষ্ট করে সুদ, ব্যাভিচার, রাহাজানি, আগ্রাসন, ধোকা, প্রতারণা ইত্যাদি কর্ম শিক্ষার দেয়ার জন্য অসংখ্য মত ও কৌশল আবিষ্কার করে। তাদের এ উদ্দেশ্যে অনুসারে কর্ম তৎপরতা চালানোর জন্য বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক সংস্থা গঠন করে। যথা– ফ্রিমেশনারী, রোটারী, লায়ন্স, টাইগার ইত্যাদি।

এদের প্রকাশ্যভাবে মানব সেবার কিছু পাবলিসিটি গ্লেমার থাকলেও গোপন পরিকল্পনা ভয়াবহ। এ সকল সংস্থার অস্তিত্ব সারা বিশ্বে বিরাজমান। প্রয়োজনে এগুলোর জন্য তারা বিভিন্ন নাম ব্যবহার করে।

এছাড়া, বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি নির্ভর আন্তর্জাতিক গণযোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে তাদের তৎপরতা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেয়। এখানেই তারা দা'ওয়াতে ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। দা'ওয়াতে ইসলামের পথে তাদের দ্বারা সৃষ্ট হয় প্রভূত সমস্যা ও বাধা। আধুনিক বিশ্বে ইসলামের দৃষ্টিতে সৃষ্টি তত্ত্বের প্রতি চ্যালেঞ্জ স্বরূপ বিবর্তনবাদের প্রচারক ডারউইন এবং নাস্তিকতাবাদী কালমার্কস ইয়াহুদী জাতিভুক্ত ছিল। এছাড়া, ইয়াহুদীরা কার্যত বৃটিশ ও আমেরিকা সরকারের উপর প্রভাব বিস্তার করে বিশ্ব রাজনীতির নিয়ন্ত্রণকর্তা হিসেবে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে সদা সচেষ্ট।

আজকের বিশ্বের সংবাদ মাধ্যম নিয়ন্ত্রণ করছে মার্কিন ও বৃটিশ মালিকানাধীন পত্র-পত্রিকা ও সংবাদ সংস্থাগুলো। এসব প্রতিষ্ঠানের মালিকদের অধিকাংশ আবার ইয়াহুদী। আন্তর্জাতিক টিভি নেটওয়ার্কসমূহ এবং ভিডিও, চিত্রকলা, যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা নির্ভর বিভিন্ন রকম সাহিত্য প্রকাশের সংস্থাসমূহের মালিক ইয়াহুদীরা। এগুলো মূলত দা'ওয়াতে ইসলামের পথে এক বিরাট হুমকি ও প্রচণ্ডতর বাধা। এটি মানব সভ্যতা বিকাশেও চরম সমস্যা এবং সংকট সৃষ্টিকারী মহামারি ও সংক্রামক ব্যাধি। ইয়াহুদীদের সে তৎপরতা যদিও সরাসরি

তাদের ধর্মগ্রহণ করার জন্য নয়, তবু এটা যে তাদের ধর্মীয় চেতনাপ্রসূত, তা পরবর্তী আলোচনা থেকে সুস্পষ্ট।

খ্রীস্টান মিশনারী তৎপরতা

প্রচলিত ধর্মীয় ইতিহাসে ইসলামের পাশাপাশি তাওহীদপন্থী ধর্ম হিসেবে খ্রীস্টান ধর্মের নামও উল্লেখ করা হয়। একে খ্রীস্টানরা হযরত 'ঈসা 'আ.-এর প্রচারিত ধর্ম হিসেবে দাবী করলেও 'ঈসা 'আ.-এর তাওহীদের শিক্ষা তারা কেউ ধরে রাখতে সক্ষম হয় নি। প্রভূত বিকৃতি, সংযোজন, বিয়োজন ঘটানো হয়েছে ধর্মতত্ত্বে। তারা আল্লাহর সত্ত্বাকে ত্রিত্ববাদে রূপ দিয়ে তাওহীদের ধারণাসহ আরো কিছু বিষয় বিকৃত করে ইসলামের সঙ্গে পার্থক্য রচনা করে।

অতঃপর হযরত 'ঈসা 'আ. যে নবীর সুসমাচার বা সুসংবাদ করে গিয়েছিলেন, যাকে অনুসরণের জন্য উপদেশ দিয়েছিলেন, সে নবী হলেন বর্তমানে প্রচলিত ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ সা.। কিন্তু খ্রীস্টানরা তা অস্বীকার করে। হযরত 'ঈসা 'আ. উক্ত সুসমাচার সহ মানবতার কল্যাণে আরো অনেক বিষয়ের সুসমাচার করে তা প্রচারের জন্য বিভিন্ন স্থানে তার অনুসারীদের প্রেরণ করেছিলেন। সে থেকেই তার অনুসারীরা খ্রীস্টান ধর্ম প্রচার করে আসছে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ সা.-এর আগমনের পর ত্রিত্ববাদের অসারতা এবং খ্রীস্টান ধর্মের বিকৃতির স্বরূপ প্রকাশ পাওয়ার পর খ্রীস্টান মিশনারী তথা প্রচার তৎপরতা অনেকটা স্তিমিত হয়ে যায়। তাদের মাঝে কেউ কেউ ইসলাম গ্রহণ করেছিল। বাকী যারা ছিল তাদের দ্বারা এ ধর্ম ইউরোপে প্রসার লাভ অনেকটা বংশানুক্রমিক। উনবিংশ শতাব্দীতে পশ্চিমা উপনিবেশিক দিনগুলোর পূর্বে দুর্লভ উদাহরণ ব্যতীত খ্রীস্ট ধর্মাবলম্বীরা মুসলমানদের ধর্ম বিকাশের উপর বিজয় লাভ করার জন্য কখনো চেষ্টা বা আশা করে নি। তাদের দ্বারা মুসলমানদের প্রভাবিত করা চিরকালই কঠিন কাজ বলে বিবেচিত হয়ে এসেছে। যদিও মুসলমানদের সাথে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে কয়েকটি ক্রুসেড যুদ্ধ হয়েছে এবং অবশেষে খ্রীস্টানরা শোচনীয় পরাজয় বরণ করেছে। অনন্তর ইউরোপীয় কিছু বণিক ব্যবসা করতে মুসলিম বিশ্বের কিছু কিছু এলাকায় আসতে থাকে।

ইতালির ভেনিসের অধিবাসী নিকলো-দি-কান্তি সম্ভবতঃ প্রথম ইউরোপীয় খ্রীস্টান বণিক, যিনি সবার আগে আনুমানিক ১৪১০-২০ সালের মধ্যে তৎকালীন ভারতীয় উপমহাদেশের বাংলাদেশ অঞ্চলে আসেন। পর্তুগীজ ভাস্কো-দা-গামা ভারতের কালিকট বন্দরে অবতরণ করেন ১৪৯৮ সালে।[৩০]

১৫১৭ সারে পর্তুগীজ বণিকরা ঢাকার কালিগঞ্জে সর্বপ্রথম গীর্জা নির্মাণ করে এবং খ্রীস্টের বাণী প্রচার করে।[৩১] তাদের প্রচার তৎপরতা ছিল হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মাঝে। মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন এলাকায় সংগঠিত মিশনারী কার্যক্রম ইউরোপীয়দের বিশ্বব্যাপী উপনিবেশ স্থাপনের পরই জোরালোভাবে শুরু হয়েছে। উপনিবেশিক খ্রীস্টান শাসকরা এ কাজে মিশনারীদের পৃষ্ঠপোষকতা করে ও নিরাপত্তা বিধানে সচেষ্ট হয়। কারণ তারা ভাবত এ মিশনারী কাজের মাধ্যমে উপনিবেশিক এলাকায় খ্রীস্টান জনসংখ্যা বৃদ্ধির দ্বারা তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি স্থায়ী হবে। এ জন্য উল্লেখযোগ্য গীর্জাগুলোর মিশনারীরা উপনিবেশিক শক্তির সহায়ক ও চর হিসেবে কাজ করতো।

---

৩০. মোঃ রুহুল আমিন, *বাংলাদেশে মিশনারী তৎপরতা,* ঢাকা, জুলাই ১৯৮৪, পৃ ১১।

৩১. প্রাগুক্ত।

মুসলিম এলাকাগুলোতে মিশনারী কার্যক্রম পরিচালনাকারী কিছু বিখ্যাত সংগঠন রয়েছে। যেমন ভারতের হেনরী মার্টিন ফ্যান্ডার ও উইলিয়াম, আলজেরিয়ার লাফিজেরী এবং 'আরব বিশ্বের স্যামুয়েল জোয়েমার ও উইলিয়াম গেয়ার্ডনার। তাদের পুরো কর্ম সময়ে একজন মুসলমানকেও ধর্মান্তরিত করতে পারে নি।[৩২]

যখন তাদের কার্যক্রম ঐতিহ্যবাহী ইসলামী সমাজগুলোতে কোন ফল দিচ্ছিল না, তখন মিশনারীরা তাদের নতুন কলা-কৌশল প্রণয়নের জন্য ১৯০৬ সালে কায়রোতে এক সম্মেলনের আয়োজন করে। এই সম্মেলনকে তারা বর্ণনা করে মুসলমানদের জন্য খ্রীস্টান মিশনের নতুন যুগের সূচনা হিসেবে। তারা ইসলাম ধর্মকে শয়তানের ধর্ম হিসেবে আখ্যা দেয়। কায়রো সম্মেলনে বিশ্বের বিভিন্ন এলাকার ৩০টি মিশন ও গীর্জার ৬০ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। একই বিষয়ে পরবর্তী সম্মেলন ছিল এডিনবার্গ সম্মেলন (১৯২৪)। এ সম্মেলনগুলো নতুন নতুন কৌশল প্রণয়ন করে।

সে আলোকে আজবধি বিভিন্ন রকম পদ্ধতি ও কৌশল অবলম্বন করা হচ্ছে অভিজ্ঞতা ও প্রেক্ষাপটে অধ্যয়নের ফলশ্রুতিতে।

১. সরাসরি ধর্মান্তরিতের আহবান না জানিয়ে চিকিৎসা, শিক্ষা ও সমাজ উন্নয়নে বিভিন্ন সেবা প্রদান করে খ্রীস্টের বাণী প্রচার করা।
   - চিকিৎসা সুবিধার মাঝে ক্লিনিক, স্বাস্থ্য ইউনিট, ভ্রাম্যমান চিকিৎসা ব্যবস্থা।
   - শিক্ষা সুবিধা বলতে বুঝায়– সরকারী মিশন বা স্কুল কলেজে অধ্যয়নের সুযোগ দেয়া, বিদেশে স্কলারশীপ দেয়া, ধর্ম প্রচারে প্রশিক্ষণ দান, ইত্যাদি।
   - কৃষি সুবিধা প্রদান, যেমন সেচ যন্ত্র সরবরাহ, কৃষি ঋণ দেয়া, পরামর্শ দেয়া ইত্যাদি।
   - অনুবাদ কর্ম ও নিরক্ষরতা দূরীকরণ। এ জন্য দেখা যায়, কলকাতার খ্রীস্টানরাই প্রথম বাংলায় ধর্ম গ্রন্থ অনুবাদ করে প্রকাশ করে।
   - খ্রীস্ট ধর্মের পক্ষে এবং অন্যান্য ধর্মের বিরোধিতায় লেখা বইয়ের দোকান প্রতিষ্ঠা ও ভ্রাম্যমান বিতরণ ব্যবস্থা।
   - বাণীবদ্ধ ক্যাসেট বিতরণ করা ইত্যাদি।

২. যে যে সমাজে ধর্ম প্রচার করবে, সে ঐ সমাজে প্রচলিত পরিভাষা ব্যবহার করবে। এ জন্য হিন্দু সমাজে প্রভুকে ঈশ্বর বলার কারণে মিশনারীরাও ঈশ্বর বলে। এমনিভাবে মুসলিম সমাজে যীশুর পরিবর্তে ঈসা 'আ., বাইবেলের পরিবর্তে ইঞ্জীল শরীফ, খ্রীস্চিয়ান সোসাইটির পরিবর্তে মসীহী জাম'আত, পাদ্রীর পরিবর্তে ইমাম, ইত্যাদি পরিভাষা ব্যবহার করে থাকে।

৩. খ্রীস্টানদের জন্য জমি ক্রয় করে বিতরণ করে থাকে। সমাজে যাদের নিকট থেকে সহায়তা লাভ সম্ভব অন্য ধর্মাবলম্বী হলে বেশী মূল্যে জমি কিনে কমমূল্যে তার নিকট বিক্রয় করার পদ্ধতি অবলম্বন করে থাকে।

---

[৩২] ড. জাফরুল ইসলাম খাঁন, *মুসলমানদের খ্রীস্টান: রেডসী মিশন সমীক্ষা*, অনুবাদ : সালেহ বিন আদিল, নতুন ঢাকা ডাইজেস্ট, নভেম্বর ১৯৯২, পৃ ৪১।

৪. কেউ যদি ধর্মান্তরিত না হয়, তবে তার নিজ ধর্মের প্রতি যেন অন্তত অনীহা ভাব চলে আসে, তার জন্যে দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তন কৌশল (Brain wash) অবলম্বন করা দরকার। আর তারা তাই করে।

৫. কৌশলে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের মূল্যবোধ বিরোধী পদ্ধতি অবলম্বন করে। যেমন মুসলিম সমাজে তাদের নির্মিত টয়লেটগুলোকে কেবলামুখী বানিয়ে মুসলিম কিবলার প্রতি অবমাননা দেখাচ্ছে। খ্রীস্টান মিশনারীরা বর্তমানে এনজিওর ধ্বংস করছে। মহিলা মাঠকর্মীদের জন্য গ্রামে-গঞ্জে মোটর সাইকেল ব্যবহার করার জন্য বাধ্য করছে।[৩৩] যেন মহিলাদের মানসিকতা পর্দা ব্যবস্থার প্রতি উন্নাসীকতায় পরিণত হয়। মহিলাদের বিশেষ প্রশিক্ষণ ও অনৈসলামিক পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে ইসলামী পারিবারিক মূল্যবোধের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার ব্যাপারে উৎসাহিত করছে।

খ্রীস্টানরা প্রাথমিক অবস্থায় বিফল হলেও উক্ত পদ্ধতিগুলো গ্রহণ করার পর মুসলিম ইন্দোনেশিয়ায় ও ভারতীয় উপমহাদেশের বিশেষত বঙ্গীয় উপজাতীয়দের মাঝে এবং আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে ধর্মান্তরিতকরণ কাজে খুবই সফলতার পরিচয় দিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বাংলাদেশের কথা ধরা যাক, ১৯৭৪ সালে যেখানে তাদের সংখ্যা ছিল দু'লক্ষ ষোল হাজার, সেখানে ১৯৮৪ সালে সে সংখ্যা ছয় লক্ষে উন্নীত হয়। আর তৎকালীন খ্রীস্টানদের সংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ২৮%।[৩৪] সেখানে সাধারণ জন্মহার ছিল মাত্র ২.৩২%।[৩৫]

খ্রীস্টান মিশনারীরা এনজিও প্রশিক্ষণের নামে তাদের মিশনারীদের প্রশিক্ষণের জন্য ১৯৬৯ সালে ভারতে ও সিঙ্গাপুরে 'হ্যাগাই ইনস্টিটিউশন' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে। তেমনি দক্ষিণ কোরিয়ায় প্রতিষ্ঠা করে 'স্যামুয়েল জুয়েমার ইনস্টিটিউট'। খ্রীস্টান মিশনারীদের ভাষায় এই ইনস্টিটিউট হচ্ছে মুসলমানদের ধর্মান্তকরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও গবেষণার কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র। এভাবে তারা লাখ লাখ ধর্ম প্রচারককে প্রশিক্ষণ দিয়ে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিয়েছে। ১৯৮৫ সালে প্রায় আড়াই লক্ষ পশ্চিমা খ্রীস্ট ধর্মপ্রচারক ৩৫০০ (তিন হাজার পাঁচশ) পশ্চিমা মিশনারী সংস্থার প্রতিনিধি হিসেবে এশিয়া ও আফ্রিকায় সক্রিয় ছিল। তাদের সহযোগী হিসেবে ছিল ৩৫ লক্ষ স্থানীয় ধর্মপ্রচারক। ১৯৮৫ সালে সারা বিশ্বে মিশনারীদের পরিচালিত রেডিও টিভির স্টেশনের সংখ্যা ছিল ১৮৫০টি এবং সম্ভাব্য সব ভাষায় নিয়মিত প্রকাশিত সাময়িকী সংখ্যা ২১,০০০টি। ১৯৮৫ সালে তারা ৬ কোটি ৪০ লক্ষ কপি বাইবেল (নিউ টেস্টামেন্ট) বিতরণ করেছে। ১৯৮৪ সালের আগের ৬০ বছরে তারা বিনামূল্যে যতকপি বাইবেল বিতরণ করেছে, তার বাৎসরিক গড় হচ্ছে ৪ কোটি ৩০ লক্ষ কপি। চিকিৎসা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মত ঐতিহ্যবাহী মাধ্যমগুলোকে ব্যবহারে মিশনারী কৌশল আতংকজনক ফলাফলের জন্ম দিয়েছে। মিশনারী সূত্র মতে বর্তমান শতকের প্রথম শতকের সাত দশকে ১১ কোটি ৫০ লক্ষ ৯০ হাজার লোক খৃস্ট ধর্ম গ্রহণ করেছে।[৩৬] বর্তমানে এর সংখ্যা যে কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, তার উজ্জল প্রমাণ হল বাংলাদেশের উপরোল্লিখিত পরিসংখ্যানটি। যেখানে সাধারণ জনসংখ্যার হার ২.৩২,

---

৩৩. ABM Nurul Islam, *A Brocheo on the acuvitics of Non Muslim Missonaries in Bangladesh*, Dhaka, Cisco, 1985, P 4-5.

৩৪. আলহাজ্ব এবিএম নুরুল ইসলাম, *বাংলাদেশে অমুসলিম মিশনারী তৎপরতা*, ঢাকা : সিসকো, ১৯৮৫, পৃ ২২।

৩৫. Statistical Year Book of Bangladesh, 1984-85, Dhaka : Bangladesh Boreau of statistic, 1985, P 9.

৩৬. দ্র. ড. জাফরুল ইসলাম খাঁন, প্রাগুক্ত।

সেখানে খ্রীস্টানদের সংখ্যা বৃদ্ধির হার শতকরা ২৮। আজকের দিনে মুসলমানদের ধর্মান্ত করণের জন্য শত শত মিশন গোপনে ও প্রকাশ্যে কাজ করে যাচ্ছে। এদের কয়েকটি হচ্ছে গোয়ার্ডনার মিনিস্ট্রি (বর্তমান পিপলস ইন্টারন্যাশনাল), অপরাশেন মোবিলাইজেশন, এভানজেলিকেল মিশনারী এ্যালায়েন্স, ফেলোশিপ ফর ফেইথ ফর মুসলিমস, ফ্রেন্ডস ফ্রম অ্যাব্রোড, নর্থ আফ্রিকা মিশন, দ্য ফুলানী এভানজেলিজম প্রজেক্ট, ওয়ার্ল্ড ভিশন ইন্টারন্যাশনাল, মিডল ইস্ট খ্রীস্টান আটারিচ, আপার ঈজিপ্ট মিশন, সুদান ইন্টেনিয়র মিশন প্রভৃতি।

মোটকথা, দরিদ্র্য, অনুন্নত মুসলিম রাষ্ট্রসমূহে খ্রীস্টান শক্তির পরিচালিত মিশনারী তৎপরতা সাম্প্রতিক সময়ে ধর্মান্তকরণের বিশাল ও ব্যাপক জাল বিস্তার করে ফেলেছে। আর্থিক সুবিধা, কর্মসংস্থান, আত্মপ্রতিষ্ঠাসহ বিভিন্ন টোপ দিয়ে এ জালে আত্মভোলা অনেক দরিদ্র মুসলমানকে ফাঁসিয়ে ফেলা হচ্ছে। মিশনারী তৎপরতার একটি সহযোগী মিশন হিসেবে বর্তমান এনজিও তৎপরতা চলছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। খ্রীস্টান দুনিয়া হতে প্রাপ্ত অনুদানে পরিচালিত এনজিওগুলো অনেক ক্ষেত্রে প্রকাশ্যে ধর্মান্তকরণের মত সরাসরি কোন ঘটনায় জড়িত না হলেও ব্যাপকভাবে বিভিন্ন সামাজিক ও সেবামূলক তৎপরতার ছদ্মাবরণে খ্রীস্টান মিশনারীদের কৌশল অনুসারে ২টি কাজ প্রবলভাবে করছে :

ক. ইসলাম ধর্মের আদর্শিক ভিত্তি সম্পর্কে শিক্ষিত ও স্বল্প শিক্ষিত মানুষের মনে সস্তা কিছু যুক্তির সাহায্যে সংশয় সৃষ্টি করা।

খ. ইসলামী জীবনধারার স্বাভাবিকত্ব ধ্বংস করা। রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে সূক্ষ্মভাবে নৈরাজ্য উস্কে দেয়া এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্তৃত্ব দখলের পাঁয়তারা করা।

এভাবে তারা দা'ওয়াতের পথে প্রচণ্ড রকম বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই ইসলামী দা'ওয়াতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল কাজের মোকাবেলায় এরা খুবই তৎপর।

বর্তমানে বাংলাদেশে কতক এনজিওর ছত্রছায়ায় বিদেশী আর্থিক সহযোগী বিভিন্ন মিশনারী সংস্থা গ্রামে গঞ্জে ছড়িয়ে পড়েছে। যেমন– ব্র্যাক, সালভেশন আর্মি, সপ্তগ্রাম, নারী স্বনির্ভর পরিষদ, আশা, ব্যাপ্টিস্ট এইড মিশন, মিশনারীজ অব চ্যারিটি, ডেনিশ বাংলাদেশ, প্রশিকা, এডাব, নিজেরা করি, বাঁচতে শেখা, দীপশীখা, গণউন্নয়ন সংস্থা ইত্যাদির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বাংলাদেশে রেজিস্ট্রিকৃত বর্তমানে এনজিওদের সংখ্যা প্রায় ১৬ হাজার। এর মধ্যে ৬৩২টি সরাসরি বিদেশী সহযোগিতায় পরিচালিত।[৩৭] বাকিগুলো পরোক্ষ সাহায্য নিয়ে বিদেশীদের এজেন্ট হিসেবে কাজ করছে। তারা বিভিন্নভাবে ক্লাব সমিতি ও ঋণদান, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি কর্মসূচীর আড়ালে প্রথমে মুসলমানদেরকেই ইসলাম থেকে বিচ্ছিন্ন করার আয়োজন করে। তারপর সুযোগ সুবিধা বুঝে ধর্মান্তরিত করে।

এভাবে খ্রীস্টান মিশনারীরা গ্রামে গঞ্জে শহরে বন্দরে যেভাবে কর্মী বাহিনী গড়ে তুলে অগ্রসর হচ্ছে, মনে হচ্ছে এটা তাদের লেবানন, ইরিত্রিয়ার মত একটা অবস্থা সৃষ্টির প্রয়াস। তাদের পকিল্পনা হল বাংলাদেশকে খ্রীস্টান রাষ্ট্র বানানো। সম্প্রতি খ্রীস্টান লাইফ বাংলাদেশ কর্তৃক ২০০০ সাল নাগাদ (Praying Through the Window) নামে প্রার্থনাসূচক আন্দোলনটি ওটারই ইঙ্গিত বহন করে।[৩৮] এরা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর

---

[৩৭] দ্র. মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম, *বাংলাদেশে এনজিও তৎপরতা,* মাসিক পৃথিবী, জুলাই ১৯৯৪, পৃ ৪১।

[৩৮] দ্র. *সাপ্তাহিক বিক্রম,* ৮-১৪ আগস্ট, ১৯৯৪, পৃ ১৫।

ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করেছে। ১৯৯৬ ও ২০০১ সালে এনজিওগুলো বাংলাদেশে নির্বাচন প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ করে জাতীয় রাজনীতি ও সরকার নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা[৩৯] করে উক্ত আশংকাকে বাস্তবে রূপ দিয়েছে।

বর্তমান মুসলমানগণ যদি দা'ওয়াতী কাজে এগিয়ে না আসে, তবে কিছুদিনের মধ্যে তাদের ঈমান আমল, ইজ্জত-আবরু নিয়ে অত্র অঞ্চলে বাস করতে পারবে কি না, সেটা আশংকাজনক।

মোটকথা, এরা ইসলামের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের হাতিয়ার বিশেষ। অন্যথায় সংখ্যাগরিষ্ঠ খ্রীস্টান ইউরোপে ধর্মীয় মিশনারী কাজ করছে না কেন? সে খ্রীস্টানরা নিজেদের সমাজ ঠিক না করে মুসলমানদের ধর্মীয় দা'ওয়াত দেয়ার উদ্দেশ্য কি?

উল্লেখ্য যে, বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরাও ভিক্ষুব্রত চর্চার মাধ্যমে হিন্দু সমাজে বৌদ্ধের বাণী প্রচার করে এককালে বিরাট সফলতা লাভ করেছিল। তখন বৌদ্ধের মৌলশিক্ষা ছিল সাম্য, মৈত্রী, ভ্রাতৃত্ব, সংঘ বা শৃঙ্খলা। কিন্তু পরবর্তীতে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা হিন্দু ধর্মের পৌত্তলিকতার সাথে তাদের ধর্মের মিশ্রণ ঘটিয়ে এর প্রচার করে। এ উপমহাদেশে ইসলাম আগমনের পর বৌদ্ধদের সাথে মুসলমানদের সংঘর্ষ না হয়ে বরং ভ্রাতৃত্ব বিরাজ করে। এজন্য অনেক বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ইসলামের সুমহান শিক্ষায় প্রভাবিত হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। বর্তমান যে সমস্ত এলাকায় বৌদ্ধরা সংখ্যাগরিষ্ট হিসেবে বসবাস করছে, সেখানে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে যত না ইসলামী দা'ওয়াহ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে, তার চেয়ে অপেক্ষাকৃত বেশী বাধাগ্রস্ত হচ্ছে রাজনৈতিক বিভিন্ন মত ও পথ থাকার কারণে। আর সেটা ইসলামের প্রতি আন্তর্জাতিক বিদ্বেষভাবের অংশ হিসেবে। যেমন– চীন, উত্তর কোরিয়ায় কমিউনিজম প্রসার লাভ করার পর যেমনিভাবে মুসলমানদের নিধন যজ্ঞ চলেছিল, তেমনিভাবে ইসলামের দা'ওয়াত ও বাধাগ্রস্ত হচ্ছিল। বরং কমিউনিজমের কঠোরতার যুগে কারো ধর্মীয় স্বাধীনতা ছিল না। যখন উদারতা বিরাজ করে, তখন অন্যান্যদের পাশাপাশি ইসলামী দা'ওয়াতী কার্যক্রমও চলে আসছে। যদিও পরিবেশগত ও আঞ্চলিক কিছু বাধা আছে। আর এটা বিশ্বব্যাপী কমিউনিজম আন্দোলনের চেতনার প্রতিফলন স্বরূপ। বৌদ্ধ ধর্মীয় চেতনা হিসেবে নয়। তেমনি কিছু কিছু বাধা রাজনৈতিক বিদ্বেষ প্রসূত। বিশেষত সে সকল এলাকায় মুসলমানরা সংখ্যালঘু হলেও সে সংখ্যা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যেমন মায়ানমার, কম্পোচিয়া ও ফিলিপাইনের মুসলমান। যেখানে দা'ওয়াতে ইসলামের বিরুদ্ধে যে সকল কার্যক্রম চলছে তার অনেকটা রাজনৈতিক বিদ্বেষজনিত।

ছয়. প্রাচ্যবিদ বুদ্ধিজীবিদের ইসলাম বিকৃতকরণের প্রভাব

বুদ্ধির সুষমায় যারা সুষমামণ্ডিত, জ্ঞানের রাজ্যে যদের আনাগোনা, যুক্তির আলোয় যাদের বসবাস, তারাই বুদ্ধিজীবি। বুদ্ধির উৎকর্ষ, যুক্তির প্রবলতা, বিবেকের পবিত্রতা ও বিদ্যার অনুশীলন যাদের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য, তারা একটি জাতির বিবেক চেতনা সঞ্চারকারী শক্তি। সুতরাং তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি সমাজের অত্যন্ত গভীরে। কিন্তু বিশ্বের এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবি আছেন, যারা তাদের বুদ্ধি অস্ত্রটিকে কুবৃত্তিতে ব্যয় করেছেন তথা ইসলাম সম্পর্কে মিথ্যাচার ও অবান্তর প্রচারনায় ব্যবহার করতে বেপরোয়া হয়ে গেছেন।

পাশ্চাত্যে একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবি আছেন যারা প্রাচ্যের উপনিবেশকে দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য পশ্চিমা শাসকদের সহায়তায় প্রাচ্যের ইতিহাস ধর্ম ও সংস্কৃতি অধ্যয়নে আত্মনিয়োগ করেন। বিশেষত যেহেতু সে উপনিবেশসমূহের অধিকাংশ এলাকা ছিল মুসলিম এলাকা, সেহেতু মুসলমানদের উত্থান ঠেকাতে

---

[৩৯] দ্র. *দৈনিক ইনকিলাব*, ১৯ জুলাই, ১৯৯৫।

গিয়ে ইসলামের ইতিহাস ঐতিহ্য তথা ইসলামী শিক্ষাকে বিকৃতাকারে পেশ করার কাজে নিমগ্ন হয়। এ শ্রেণীর বুদ্ধিজীবিদের বলা হয় প্রাচ্যবিদ (Orientalist)। তাদের সাথে খ্রীস্টান মিশনারী ও ইয়াহুদী ও নাস্তিক বুদ্ধিজীবিরাও যোগ দেয়।

মুসলমানদের জাগরণের মূল হাতিয়ার তার আকিদা-বিশ্বাস, জিহাদ, ইজতিহাদ, মুসলিম ঐক্য। কিন্তু সে প্রাচ্যবিদদরা ইসলাম সম্পর্কে ঐ সমস্ত বিষয়কে বিকৃত করতে গিয়ে হাজার হাজার গ্রন্থ রচনা করে। তাদের গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করলে দেখা যাবে তারা সুফীবাদ, মুসলমানদের বিভিন্ন ফিরকা এবং শিয়া-সুন্নী পার্থক্য ইত্যাদি বিষয়ের উপর বেশী জোর দিয়েছেন। এতে তাদের উদ্দেশ্য ছিল ইসলামের সে নির্মল 'আকীদা বিশ্বাস ও ঐক্যচেতনাকে দাবিয়ে রাখা। তেমনি তারা তাদের গ্রন্থাবলীতে জিহাদ ও ইজতিহাদ সম্পর্কে মতামত প্রচার করে যে, এগুলোর সময় এখন শেষ হয়ে গেছে। জিহাদ, ইজতিহাদ করার যোগ্য ব্যক্তি আর নেই। এভাবে কুর'আন সুন্নাহ এবং মহানবী সা.-এর সীরাতের প্রভাব লক্ষ্য করে তারা এতদ্বিষয়ে বিভিন্ন গ্রন্থ বিকৃত অনুবাদ করে এবং নিজেরা বিভ্রান্তিকর মতবাদ সম্বলিত প্রচুর গ্রন্থ রচনা করে।

ঐ সমস্ত প্রাচ্যবিদদের মাঝে গোল্ডযিহর (Goldizher), পাসকেল, এন্ডী (Andree), লামাক (Lamak) লরেন্স ব্রাউন (Lourance Brown), মন্টো গোমারী (Montgomary), হিউগস (Huges), বেল রিচার্ড (Bell Richard), পেরেট (Paret), হ্যামিল্টন (Hamilton), মেসিগনন (Masiganon), প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

পাশ্চাত্যবাসী ঐ প্রাচ্যবিদদের লেখা বিভিন্ন গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করে যারা ইসলাম সম্পর্কে জেনেছে, তারা বিভ্রান্ত হয়েছে। সুতরাং তাদের লিখিত ঐ সব গ্রন্থ পাশ্চাত্য সমাজে দা'ওয়াতে ইসলামের প্রসারের পথে বিরাট বাধা।

ইসলাম বিরোধী ঐ প্রাচ্যবিদদের আরেকটি সফলতা হল মুসলিম বিশ্বে তারা শিষ্য বা অনুসারী তৈরী করতে সক্ষম হয়েছে। যেমন মিসরের মুস্তফা 'আবদুর রাজ্জাক, ত্বাহা হোসাইন, সালমান রুশদী, তাসলিমা নাসরিন প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। যাদের মাধ্যমে মুসলিম সমাজ ইসলামী ইতিহাস, ঐতিহ্য ও চেতনার ক্ষেত্রে বিকৃত কর্ম সংঘটিত হয়েছে এবং দা'ওয়াতী কাজও বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। আর সে সুযোগ গ্রহণ করেছে ইসলাম বিদ্বেষী বিভিন্ন ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী ও নাস্তিক বুদ্ধিজীবি শ্রেণী। যারা ইসলামের বিরুদ্ধে মিথ্যাচার করছে, বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে।

অবশ্য প্রাচ্যবিদদের মাঝে কিছু কিছু উদার ব্যক্তিও ছিলেন, যারা ইসলামের বিরুদ্ধে লিখতে গিয়ে ইসলামের শাশ্বত শিক্ষায় মোহিত হয়ে বিভিন্ন রকম প্রশংসা বাণীও রেখেছেন। কিন্তু তীক্ষ্ণভাবে তাদের দ্বারাও সত্য বিকৃতি কিছু কিছু ঘটেছে। হয়তো এটা তাদের অনিচ্ছাসত্ত্বেও হতে পারে। ঐ সকল প্রাচ্যবিদদের মাঝে টমাস আরলন্ড, গীব, হিট্টি প্রমুখের নাম উল্লেখ্য। কিন্তু এদের সংখ্যা খুবই নগণ্য। তাছাড়া স্বয়ং পূর্বোক্ত চরমপন্থী প্রাচ্যবিদরাও তাদের সমালোচনা করেছেন।

সাত. ইসলামী শিক্ষা ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে পশ্চাদপদতা

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষাংশ হতে বিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশ পর্যন্ত পশ্চিমা উপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদীরা শাসকরূপে প্রায় দু'শ বৎসর মুসলিম বিশ্বকে বিভিন্ন সময় নিজেদের মাঝে ভাগাভাগি করে নিয়ে শাসন করেছে। শুধু তাই নয় তাদের শাসনকে দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থাকে পুরোপুরি ধ্বংস করে দিয়েছে। ফলে তাদের নিষ্পেষণে মুসলিম জীবনের সর্বক্ষেত্রে বিশেষত ইসলামী শিক্ষা, প্রশাসন ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে নেমে আসে পশ্চাদপদতা। পরিবর্তনশীল সমাজের চাহিদা অনুসারে ইলম ফিক্হ বা আইন শাস্ত্র আধুনিক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যথা প্রশাসন, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি ইত্যাদির ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে পিছিয়ে যায়। ইসলামী শিক্ষার প্রাণ ইজতিহাদী ব্যবস্থাকে বলা হয়, এটা রহিত হয়ে

গেছে। এখন আর ইজতিহাদ করার যোগ্য কেউ নেই! পূর্বতন যারা ইজতিহাদ করে গিয়েছেন তাদের বক্তব্যের আলোকেই সমাধান খুঁজতে হবে।

যা হোক, এভাবে যে পশ্চাদপদতা শুরু হয়েছিল তার অনেকটা আজো কাটে নি। আধুনিক জীবন ব্যবস্থার অনেক দিকে আল কুর'আন সুন্নাহর আলোকে সমাধান বের করতে এখনো পর্যাপ্ত সফলতা অর্জন করা যথাযথভাবে সম্ভব হয় নি। যে জন্য আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে প্রতিযোগীতায় টিকে থাকা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং ইসলামের দা'ঈকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমস্যায় জর্জরিত হতে হচ্ছে। যেমন মুসলিম সমাজে পাশ্চাত্য সমাজ ব্যবস্থা আমদানী করা হচ্ছে। দা'ঈগণও শিক্ষিত সমাজে সন্তোষজনক উত্তর দিতে অনেক ক্ষেত্রে অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন। যদিও সব কিছুর সমাধান আল কুর'আন সুন্নাহয় রয়েছে। গবেষণা করে বের করা সময়ের ব্যাপার।

অন্যদিকে ফলিত বিজ্ঞানেও প্রযুক্তি বিদ্যার বিভিন্ন কৌশল ও উপকরণ অনেকটা ইসলাম বিরোধীদের হাতে হওয়ায় মুসলিম বিশ্বের অধিকাংশ নেতৃবৃন্দকে তাদের কাছে প্রযুক্তি ধার নিতে গিয়ে নতজানু নীতি অবলম্বন করতে হয়। ফলে জাতীয় পর্যায়ে যেমন ইচ্ছা থাকলেও ইসলামী দা'ওয়াতে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করতে পারছে না।

তেমনি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ইসলাম বিরোধী চক্রের বিরুদ্ধে দা'ওয়াতে ইসলামের বিরুদ্ধে নেয়া পদক্ষেপেরও মোকাবেলা করতে সক্ষম হচ্ছে না। বরং অনেক রাষ্ট্র প্রধানকে তাদের ক্রীড়নক হয়ে দা'ওয়াতে ইসলামের কাজে বাধা দিতে দেখা যায়।

সুতরাং আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাথে প্রতিযোগিতায় মুসলমানদের পশ্চাদপদতার বিষয়টি দা'ওয়াতে ইসলামের উপর বিভিন্ন দিক দিয়ে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। দা'ওয়াতী অগ্রগতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে তাতে সন্দেহ নেই। এরই পথ ধরে মুসলিম সমাজে প্রবেশ করেছে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, সমাজতন্ত্র ইত্যাদি সমাজ ব্যবস্থা। যার ফলে সামরিক আগ্রাসনের শিকার হয়েছে মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন এলাকা।

আট. দা'ওয়াতী কাজের ব্যয় খাতে আর্থিক সংকট

অন্যান্য ধর্মীয় সংস্থাগুলো দেশ-বিদেশ থেকে যেভাবে আর্থিক সহযোগিতা পাচ্ছে, ইসলামী দা'ওয়াতে নিয়োজিত ব্যক্তি ও সংস্থাগুলো সে রকম সহযোগিতা পাচ্ছে না। যে জন্য বিভিন্ন রকম পরিকল্পনা ও কাজ করার উদ্দীপনা থাকা সত্ত্বেও আর্থিক সংগতির কারণে যে সমস্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সম্ভব হচ্ছে না। দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক সংকটটি খুবই প্রকট।

দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে সংকট সৃষ্টিকারী পরোক্ষ দিকসমূহ

যে সব দিক পরোক্ষভাবে দা'ওয়াতে ইসলামের পথে সংকটের সৃষ্টি করছে, সেগুলোর অধিকাংশই মূলত একটি অপরটির সাথে পরস্পরে জড়িত। সে দিকসমূহের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি :

উপনিবেশিক শাসনামলের অনুবৃত্তি ও প্রভাব

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, পাশ্চাত্যের খ্রীষ্টানশক্তি মধ্যযুগে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত মুসলমানদের প্রতি আক্রোশে সাতটি ক্রুসেড যুদ্ধে লিপ্ত হয়। শেষ পর্যন্ত মুসলমানদের নিকট পরাস্ত হয়। যে জন্য তাদের আক্রোশ ও ক্ষোভ আরো বেড়ে যায়। যার প্রভাব পড়ে অনেকটা স্পেনের মুসলমানদের উপর। অতঃপর লোহিত সাগর ও ভূমধ্য সাগরীয় নৌপথে বাণিজ্য ইস্যুতে মুসলমানদের সাথে সম্পর্কের আরো অবনতি ঘটে।

তাছাড়া পশ্চিমা বণিকদের দ্বারা আটলান্টিক সাগর দিয়ে নৌপথের আবিষ্কার তথা বিশ্ব মানচিত্রের নতুন উদ্ভাবন এবং পাশ্চাত্যের শিল্প বিপ্লবের প্রেক্ষাপটে তাদের বিভিন্ন রাষ্ট্রের সামরিকশক্তি বৃদ্ধি পাওয়ার পর মুসলিম বিশ্ব বাণিজ্যের ছত্রছায়ায় পশ্চিমা উপনিবেশ তৈরী করার প্রয়াস চালায়। এরই পথ ধরে তৎকালীন মুসলিম সাম্রাজ্যসমূহের মাঝে বিচ্ছিন্নতা বোধের সুযোগ নিয়ে অষ্টদশ শতাব্দী হতে পশ্চিমা শক্তিগুলো সুদূর প্রাচ্যের ফিলিপাইন, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া সহ ভারত ও আরব বিশ্বে তাদের ঔপনিবেশিক আধিপত্য বিস্তার করে। পশ্চিমা সে শাসকদের মাঝে ফ্রান্স, বৃটেন, ইতালি, পর্তুগাল, স্পেনের নাম উল্লেখযোগ্য। আর তা বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত স্থায়ী থাকে। অন্যদিকে রাশিয়ার জার সম্রাটগণ কর্তৃক মধ্য এশিয়ার তাজাকিস্তান, তুর্কিমিনিস্তান, তাসখন্দ, বুখারা প্রভৃতি মুসলিম এলাকা অধিকৃত হয়। এভাবে গোটা মুসলিম বিশ্ব পশ্চিমা শাসকদের করতলগত হয়। পশ্চিমাদের ধর্মীয় চেতনা অর্থনৈতিক স্বার্থ এবং রাজনৈতিক উচ্চাভিলাসের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে যে মিশ্র চেতনা সৃষ্টি হয়েছিল তাকে মুসলিম বিশ্বে স্থায়ী করার জন্য বিভিন্ন রকম কর্মসূচী গ্রহণ করেছিল। বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে মুসলিম বিশ্বের সব ক'টি দেশে সেই পশ্চিমা শাসকদের হাত থেকে নিজেদের মাতৃভূমির রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের পরও ঐ সকল কর্মসূচীর প্রভাব আজো সে দেশগুলোতে বিরাজমান। ইসলামী দা'ওয়াতের পথে যে সমস্যাগুলো উল্লেখ করা হয়েছে, তার অনেকগুলোই উক্ত কর্মসূচীসমূহের প্রভাবেই প্রভাবিত। ঐ সব কর্মসূচীর মধ্যে কয়েকটি নিম্নরূপ :

১. রাষ্ট্র ব্যবস্থায় পশ্চিমাদের নিজস্ব নীতি অবলম্বন এবং প্রচলিত ইসলামী আইন-কানুন বাতিলকরণ। পশ্চিমা ঐ শাসকরা যখনই মুসলিম বিশ্বের কোন এলাকায় আধিপত্য বিস্তার করেছে, তখনই ইসলামী আইন-কানুন বাতিল করেছে। বৃটিশরা সর্বপ্রথম যে এলাকায় ইসলামী আইন-কানুন বাতিল করে সেটা হল ভারতীয় উপমহাদেশের বঙ্গদেশীয় এলাকায় ১৭৯৯ সালে। অতঃপর ফ্রান্স ১৮৩০ সালে আলজেরিয়া দখল করার পর সেখানে ইসলামী আইন বাতিল করে। তেমনিভাবে ১৮৮৩ সালে মিসরের একমাত্র মুসলিম ব্যক্তিগত আইন (Personal Law) ছাড়া সব আইন বাতিল করে। আর একই ঘটনা ঘটে সিরিয়া, ইরাক, তিউনিসিয়া ও মরক্কোতে। পশ্চিমা শাসকদের কর্তৃক সেই যে, ইসলামী আইন বাতিল করা হয়েছিল, তা আজও পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয় নি।

২. উপনিবেশিক শাসকরা মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন এলাকা দখল করার পর ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থাকে পুরোপুরি ধ্বংস করে দেয়। এজন্য তারা কয়েকটি কাজ করে :

    ক. ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর উন্নয়নের নামে ইসলামী পাঠ্য বিষয় বাদ দিয়ে তাদের অধিনস্থ কেরানী বানানোর বিষয়বস্তু যোগ করে। অথবা অনেক ক্ষেত্রে প্রগতির নামে শুধুমাত্র বস্তুতান্ত্রিক বিষয়বস্তু সংযোগ করে। যেমন মুসলিম বিশ্বে আল আযহার

বিশ্ববিদ্যালয়, তিউনিসের যাইতুন বিশ্ববিদ্যালয় এবং মরক্কোর কারুওয়াইন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে উন্নয়নের নামে ধ্বংস করেছিল।

খ. ইসলামী বিদ্যাপীঠগুলোর বিকল্প স্কুল, কলেজ প্রতিষ্ঠা করে। যাতে এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান থেকে এমন এক শ্রেণীর লোক বের করা যায়, যারা ইংরেজদেরকে সমর্থন করবে এবং আর তারাই রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন চাকরিতে নিয়োজিত হবে। তারা যদিও ইংরেজ না, তবু রুচি ও কালচারে ইংরেজদের মতই। এ জন্য দেখা যায় এ ভারতীয় উপমহাদেশে রাষ্ট্রীয় শিক্ষা নীতি সম্পর্কে লর্ড ম্যাকল বলেছিলেন :

> We want a class of Persons, Indian in blood and colour, but English in teste in opinions, in morals, and intellct.[৪০]

গ. সাথে সাথে মুসলমানদের নিজস্ব মাতৃভাষা তথা তাদের কৃষ্টি কালচার ভাষা বাদ দিয়ে পশ্চিমা শাসকদের নিজস্ব ভাষাকে শিক্ষা ও অফিস আদালতের ভাষা হিসেবে চালু করে, যেমন ফরাসী শাসকরা মিসর ও আলজেরিয়ায় আরবী বাদ দিয়ে ফ্র্যান্স ভাষা চালু করে। এমনিভাবে ভারতীয় উপমহাদেশে ইংরেজরা ফার্সী বাদ দিয়ে ইংরেজী ভাষা চালু করে। অবশ্য সাধারণ মুসলমানরা এটাকে তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি ধ্বংসের ষড়যন্ত্র মনে করে প্রত্যাখ্যান করলেও পশ্চিমারা ক্রমান্বয়ে সে সকল সমাজে তাদের ভাষা চালু করতে সক্ষম হয়েছিল। মুসলিম বিশ্বের অফিস আদালতে চালু করা ঐ সকল ভাষাগুলোর প্রভাব অদ্যাবধি বিদ্যমান।

তাদের শিক্ষানীতির কারণে মুসলিম সমাজে দ্বিমুখী শিক্ষানীতি চালু হয়। এক শ্রেণীর মানুষ ঐ শাসকদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে সমাজে এলিট শ্রেণীতে পরিণত হয় এবং মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও ইসলামী শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়। অন্যদিকে যারা ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষা অর্জন করত, তারা ধর্মীয় কিছু পুস্তকাবলীতে অভিজ্ঞ হত। তাছাড়া, ইসলামের বৈপ্লবিক শিক্ষা থেকেও অনেক দূরে অবস্থান করতো। এ ছাড়া তারা যেমন আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা থেকে পিছিয়ে যায়, তেমনিভাবে সরকারী চাকরি থেকেও বঞ্চিত হয়। আর এভাবে অনেক দিক দিয়ে তাদের সামাজিক মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়। সাথে সাথে সৃষ্টি হয় মুসলিম সমাজে বিভাজন। যার প্রভাব অদ্যাবধি বিদ্যমান। যেমন বাংলাদেশে এ ধরনের এলিট শ্রেণীর আমলা ইসলামী শিক্ষা বাস্তবায়নে প্রধান বাধা হিসেবে কাজ করছে এবং মুসলিম সমাজ হবার পরও এদেশে ইসলামের পথে সংকট সৃষ্টি করছে।

৩. ইউরোপীয় উপনিবেশিকরা আরেকটি কাজ করে, তাহলো মুসলমানদের ওয়াক্ফ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা। মুসলমানগণ আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে মুসলিম সমাজে কল্যাণমূলক কাজ সম্পাদনে যে সম্পদ দান করে, তাই হল ওয়াক্ফ সম্পত্তি। এর দ্বারা শিক্ষা, ত্রাণ ও সংস্থাপন তথা সমাজকল্যাণমূলক কাজে ব্যয়ভার বহন করা হত। এর দ্বারা দা'ওয়াতী কার্যক্রম পরিচালনায় ব্যয়ভার বহন করা হত। ইসলামের এ সুন্দর ব্যবস্থায় মোহিত হয়ে অনেক অমুসলিম ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হতো। অথচ এর অনুপস্থিতিতে মুসলমানদের শিক্ষা ব্যবস্থা যেমনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তেমনিভাবে মুসলমানগণ কোন সমাজকল্যাণমূলক কাজের প্রধান উদ্যোগ নিতেও আর্থিক সংকটে নিপতিত হয়েছে। এ বিরাট সম্পদ তথা ইসলামী সমাজ কল্যাণমূলক কাজের প্রধান উৎসকে ধ্বংস করে দিয়ে দা'ওয়াতে ইসলামে সুদূর প্রসারী নেতিবাচক প্রভাব ফেলা হয়েছে। ইসলামী দা'ঈগণ যার খেসারত আজও দিয়ে যাচ্ছেন।

---

[৪০] H Wood, *Macolles minutes of education in India,* Calcatta, 1962, P 115.

৪. ইংরেজরা এ সমস্ত মুসলিম এলাকা ছেড়ে চলে গেলেও পূর্ব পরিকল্পিতভাবে তাদের এমন কিছু মানস- সন্তান তৈরী করতে সক্ষম হয়েছে, যাদের মাধ্যমে মুসলিম বিশ্বের শুধু ইসলামী জাগরণই ঠেকানো হয়নি, বরং ইসলামী আইন, ইতিহাস, ঐতিহ্য, সব কিছু মুসলিম সমাজ থেকে নির্মূলের আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে গেছে। ঐ সমস্ত মানস সন্তানের মাঝে তুরস্কের কামাল আতাতুর্কের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি ১৯২৪ সালে তুরস্কের ইসলামী খিলাফত ও ইসলামী আইন বাতিলের ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন, তথা ইসলামের সাথে সকল প্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করতে তুর্কী সমাজে কার্যকর ব্যবস্থা নেন। তখন প্রগতির নামে পর্দাকে অবৈধ ঘোষণা করা হয়। তুর্কী জাতীয়তার নামে 'আরবী ভাষার ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়। এমনকি তুর্কী ভাষায় নামাযের আযান দেয়ার প্রচলন করা হয়। এই কামাল আতাতুর্কের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন ইরানের সম্রাট রেজা শাহ পাহলবী। তিনি ১৯২৬ সালে পর্দা প্রথাকে রহিত করেন। ১৯২৭ সালে ইসলামী আইন বাতিল করে ইরানে ফ্রান্সের আইন চালু করেন। ১৯৩০ সালে তিনি ধর্মীয় শিক্ষা উঠিয়ে দেন এবং 'আরবীর পরিবর্তে ফার্সীকে বাধ্যতামূলক করেন।[৪১]

বর্তমান ইসলামী বিপ্লবোত্তর ইরানে ইসলামী রাষ্ট্র গঠন করার প্রয়াস থাকলেও মুসলিম বিশ্বের অন্যান্য এলাকায় ঐ উপনিবেশিক মানসপুত্রের কার্যাবলী আজও বিদ্যমান। যেমন বর্তমান তুরস্ক, মিসর, আলজেরিয়া, ইরাক ইত্যাদি দেশসমূহের কথা উল্লেখ করা যায়। সেখানে পাশ্চাত্যায়নের কাজ চলছে। অন্যদিকে ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও শিক্ষা ব্যবস্থা বাস্তবায়নে বাধা দেয়া হচ্ছে। ফলে সৃষ্টি হচ্ছে দা'ওয়াতে ইসলামের পথে চরম বাধা।

৫. পশ্চিমারা যখন মুসলিম বিশ্ব ছেড়ে চলে যায়, তখন প্রত্যেকটি এলাকাতে অনেক সমস্যা দেখা দেয়। এটা পরস্পর দু'টি মুসলিম দেশের সাথে হোক অথবা অন্য কোন অমুসলিম দেশের সাথেই হোক। যেমন কাশ্মীর প্রশ্নে ভারত ও পাকিস্তান, পারস্য উপসাগরে ইরান-ইরাকের মাঝে অথবা কুয়েত-ইরাকের মাঝে, তেমনি সৌদি 'আরব ও ইয়ামানের মাঝে সীমান্ত সমস্যা। এমনিভাবে ফিলিস্তিন প্রশ্নে 'আরব-ইসরাঈল দ্বন্দ্ব ইত্যাদি।

মুসলিম বিশ্বে পশ্চিমাদের নেতৃত্ব ও প্রভাব স্থায়ীকরণ এবং মুসলিম ঐক্যে ফাটল ধরানোর পথে পশ্চিমাদের উপরোক্ত কাজটি একটি নিঃসন্দেহে সুদূরপ্রসারী কৌশল। সে আঞ্চলিক সমস্যাগুলোর দ্বারা মুসলিম বিশ্ব আজও জর্জরিত ও শতধা বিচ্ছিন্ন। ইসলামের শক্তির উত্থান ও বিশ্বময় দা'ওয়াতে ইসলামের ক্ষেত্রে এটা একটা সংকট সৃষ্টিকারী উপাদান।

শেষত পশ্চিমা উপনিবেশিকরা আরেকটি মারাত্মক কাজ করে গেছে। যার আলোচনা পূর্বেই হয়েছে। সেটা হল মুসলমানদের কাছ থেকে খাজনার টাকা নিয়ে তাদেরকে ধর্মান্তরিত করার জন্য খ্রীস্টান মিশনারীদের নিয়োগ করেছিল, যার প্রভাব আজও বিদ্যমান। এমনিভাবে মুসলিম সমাজের অভ্যন্তরে কিছু কিছু এজেন্ট নিয়োগ করেছিল, সে এজেন্ট হলো কাদিয়ানী ও বাহাইরা। তারাই ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদ করাকে অবৈধ ঘোষণা করেছিল। পাশ্চাত্যের পদলেহী ঐ সমস্ত সম্প্রদায় আজও দা'ওয়াতে ইসলামের পথে অসংখ্য সমস্যা সৃষ্টি করেছে।

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী ও কমিউনিস্টদের তৎপরতা

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র তথা সকল ক্ষেত্রে তার সুস্পষ্ট বিধান রয়েছে। যা মানব সমাজে পূর্ণাঙ্গভাবে কার্যকর হয়েছিল। পাশ্চাত্যে খ্রীস্ট ধর্মযাজকদের ধর্মীয় অপব্যাখ্যা, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করে চর্চা কর্তৃক নিপীড়ন নির্যাতন ও শোষণ এবং প্রাকৃতিক জ্ঞান বিজ্ঞানে নতুন দ্বারা

---

[৪১] দ্র. ড. জামিল আল মিসরী, *হাদিরুল 'আলামিল ইসলামী,* আল মদীনাতুল মুনাওয়ারাহ, ১৯৮৬, ১ম সং, ১ম খ, পৃ ১১৭-১১৮।

উন্মোচনের প্রেক্ষাপটে যে ধর্মনিরপেক্ষতার উত্থান ঘটেছিল, উপরোক্ত উপনিবেশিক শাসকদের অনুসারীর একটা অংশ সে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদকে মুসলিম সমাজেও বাস্তবায়ন করার জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছে।

তেমনিভাবে ধর্মবিরোধী সমাজতন্ত্রী মার্কসবাদীদের কমিউনিস্ট সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন কমিউনিস্টদের সূতিকাগার রাশিয়াতেই বিলীন হয়ে যাবার পরও তা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য বিশ্বের বিভিন্ন এলাকায় কাজ করে যাচ্ছে। এদের দ্বারাও দা'ওয়াতী কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। কারণ এ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী ও মার্কসবাদীরা ইসলামের ভয়ে সতত অস্থির। ইসলামের উত্থান তাদের জন্য মারাত্মক অশনিসংকেত। তাই নিজেদের স্বপ্ন সফল হবার পথে দা'ওয়াতী কার্যক্রমকে সবচেয়ে বড় বাধা মনে করে। ফলে দা'ওয়াতে ইসলামেও তারা বাধা প্রদান করে।

শিক্ষা ও প্রচার মাধ্যমগুলোতে মূল্যবোধের অনুপস্থিতি

কোন কিছু প্রচার করার গুরুত্বপূর্ণ বাহন হল শিক্ষা ও প্রচার মাধ্যমগুলো। এ মাধ্যম ব্যবহার করেই দা'ওয়াতে ইসলামে স্পষ্টত সফলতা অর্জন সম্ভব। প্রয়োজন সে মাধ্যমগুলোকে ব্যবহার করার কার্যকর উদ্যোগ। ইসলামী মূল্যবোধ হিসেবে না মানলেও এটা সমাজ সুষ্ঠুভাবে চলার জন্য যে মূল্যবোধগুলো বা যে নৈতিক শিক্ষা থাকার প্রয়োজন, এতে তা না থাকার ফলে দা'ওয়াতী কার্যক্রমে বাধা সৃষ্টি হচ্ছে। শিক্ষা ও প্রচার মাধ্যমগুলোতে মূল্যবোধের অনুপস্থিতি মূলত উপনিবেশিক শাসনামলের প্রভাবের ফল স্বরূপ। ইসলামের নামে হোক, আর অন্য নামে হোক, কোনভাবে নৈতিক শিক্ষা বা জীবন ব্যবস্থায় মূল্যবোধগুলো প্রচলিত সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থায় রাখা হয়নি। যে কারণে সুস্থ সুশৃংখল নাগরিক উপহার দিচ্ছে না আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা। এ শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষা নিয়ে মানুষের চরিত্র গঠন হয় না। মনুষ্যত্বের বিকাশ হয় না; বরং নৈপুণ্য বৃদ্ধি পায়, কৌশল জানা হয়। ফলে এ শিক্ষা ব্যবস্থায় যারা শিক্ষিত হয়, তারা খারাপ কাজ করতে চাইলে আরো নিপুণভাবে কৌশলের সাথে তা ব্যবহার করতে পারে। খারাপ কাজ বা অন্যাদের বিরুদ্ধে কথা বলার শিক্ষা কেউ নেয় না। সুতরাং সাধারণ নাগরিকদের মাঝে সত্য গ্রহণ বা তা চর্চার প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা পোষণ এবং সে চেতনা না থাকায় দা'ওয়াতী তৎপরতাও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

সাম্রাজ্যবাদী পরাশক্তিসমূহের ষড়যন্ত্র

বিশ্বের ইতিহাসে বিভিন্ন রকমের সাম্রাজ্যবাদিতা রয়েছে। অতীতে এটা ছিল অন্যের সাম্রাজ্য দখলের চেষ্টা। বর্তমানে সামরিক আগ্রাসনের মাধ্যমে রাজনৈতিক সাম্রাজ্যবাদিতা হ্রাস পেলেও অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদিতা রয়েই গেছে। যা আধুনিক পরাশক্তি হিসেবে খ্যাত সবগুলোর মাঝে পুরোপুরি বিদ্যমান।

বর্তমান পরাশক্তি হিসেবে খ্যাত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, ফ্রান্স, চীন ইত্যাদি রাষ্ট্র। ভারতও চেষ্টা করছে পরাশক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে। যদিও এ শক্তিগুলোর উত্তরাধিকার স্বরূপ, তবু বর্তমান আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে ঐ নব্য পরাশক্তি সমূহের ইসলাম ভীতি বরাবরই তাদের অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পূর্বে যেখানে পুঁজিবাদী আমেরিকা ও সমাজতন্ত্রী রাশিয়ার বলয়দ্বয়ের মাঝে প্রতিযোগিতা ও স্নায়ুযুদ্ধ চলতো, বর্তমানে কমিউনিস্টদের পতনের পর সে পরাশক্তিসমূহ এক জোট হয়ে ইসলামকে প্রতিপক্ষ হিসেবে ভাবতে শুরু করেছে। ইসলাম ভীতি তাদের চিন্তা চেতনাকে তাদের নীতির প্রতি হুমকি মনে করে ইসলামী জাগরণ ঠেকানোর নিমিত্তে বিভিন্ন ষড়যন্ত্রের জাল ছড়িয়ে রাখা। তারা মনে করে দা'ওয়াতে ইসলামের কর্মতৎপরতা চলতে থাকলে শুধু মুসলিম বিশ্বেই নয়, বরং তাদের নিজ দেশেও ইসলামী জাগরণ সৃষ্টি হবে। তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি বিলীন হয়ে যাবে। এ আশংকায় দা'ওয়াতে ইসলামের তৎপরতা ঠেকানোর জন্য প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করে।

ক. মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রকে মৌলবাদী ও সন্ত্রাসী রাষ্ট্র হয়ে যাবার অপবাদ প্রদান করে।

খ. তাদের হয়ে কাজ করার জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে এজেন্ট নিয়োগ করে। এর মধ্যে আন্তর্জাতিক গোয়েন্দা ও বিশেষ করে সাংস্কৃতিক কর্মী, সামরিক পদস্থ কর্মকর্তা ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে ব্যবহার করে। যারা সব সময় সন্ত্রাস, অরাজকতা, বিশৃঙ্খলা, অপরাধ সংগঠনে ব্যস্ত থাকে।

গ. আন্তর্জাতিক প্রচার মাধ্যম প্রতিষ্ঠা করে ইসলাম ও দা'ওয়াতে ইসলামের তৎপরতার বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালায়।

ঘ. এনজিওদেরকে ব্যবহার করে। ১৯৯৫ সালে বাংলাদেশে বৃটেন 'প্রশিকা' নামে একটি এনজিওকে ৭১ কোটি টাকা অনুদান প্রদানকে প্রামাণ্য উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়।[৪২]

ঙ. ধর্মীয় বাতিল সংস্থার সহায়তা করণ। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে; বরং এটা ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত যে, কাদিয়ানী ও বাহাই সম্প্রদায় তাদেরই যোগ-সাজসে প্রতিষ্ঠিত ইসলামের নামে ধর্মীয় বাতিল ফিরকা বা সম্প্রদায়।[৪৩]

চ. আন্তর্জাতিক সংকট সৃষ্টি করে। এ জন্য তারা বিশ্ব ব্যাংকের সাহায্য করার বিষয়টি ব্যবহার না করার চেষ্টা করে থাকে। রাষ্ট্র কট্টর মৌলবাদী হওয়ার আশংকা তুলে ধরে বিদেশীদের পুঁজি বিনিয়োগের পরিবেশ সৃষ্টিতে বাধা সৃষ্টি করে।[৪৪] এটা দেশীয় রাষ্ট্র পরিচালনায় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদেরকেও দা'ওয়াতে ইসলামের তৎপরতায় অনুৎসাহিত করে, বরং অনেক ক্ষেত্রে তারাই দা'ওয়াতের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

সাংস্কৃতিক আগ্রাসন

পূর্বেই বলা হয়েছে, বিশ্বে বিভিন্ন রকম আগ্রাসন চলছে। যেমন– সামরিক আগ্রাসন, অর্থনৈতিক আগ্রাসন, সাংস্কৃতিক আগ্রাসন ইত্যাদি। সাংস্কৃতিক আগ্রাসন একটি ব্যাপক অর্থবোধক প্রত্যয়। কোন জাতি বা দেশের সংস্কৃতির বিরুদ্ধে যে আগ্রাসন পরিচালিত হয় তাই সাংস্কৃতিক আগ্রাসন। অর্থাৎ পরিকল্পিতভাবে কোন জাতির সাংস্কৃতিক ভিত্তি এবং কার্যক্রমকে দুর্বল করা, দাবিয়ে দেয়া এবং আগ্রাসী জাতির সংস্কৃতিকে সে জাতির উপর ষড়যন্ত্রমূলকভাবে চাপিয়ে দেয়াকে 'সাংস্কৃতিক আগ্রাসন' বলা হয়।

এ আগ্রাসন সামরিক চেয়ে ভয়াবহ। সামরিক আগ্রাসন প্রকাশ্যভাবে হয়। সুতরাং এর মোকাবেলা সহজ। কিন্তু সাংস্কৃতিক আগ্রাসন হয় নিরবে, সন্তর্পণে। সামরিক আগ্রাসন চলে একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের প্রতি সৈনিকদের সঙ্গে যুদ্ধে। কিন্তু সাংস্কৃতিক আগ্রাসন হয় গোটা জাতির বিরুদ্ধে। অতএব সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের পরিধি ব্যাপক।

মুসলিম সমাজ আজ বিভিন্ন রকমের সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের শিকার। কোন কোন সময় কোন অঞ্চলে ইসলাম বিরোধী অতীত সংস্কৃতিকে নতুনভাবে উত্থান ঘটাতে ইসলামী সংস্কৃতিকে দাবিয়ে দেয়ার চেষ্টা করা হয়। যেমন বাংলাদেশে বাঙ্গালী হিন্দুয়ানী সংস্কৃতির উন্মেষ ঘটিয়ে তা মুসলিম সমাজে চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করা হয়। তেমনি মিসরের ফিরআউন আমলের সংস্কৃতিকে উথলিয়ে দিয়ে ইসলামী সংস্কৃতির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা হয়। এমনিভাবে তুরস্ক, সিরিয়া, লেবানন, মালয়েশিয়া ইত্যাদি এলাকাতেও এক ধরনের সাংস্কৃতিক কর্মীরা তাদের অতীত সংস্কৃতি লালনের দোহাই দিয়ে ইসলামী সংস্কৃতির উপর আঘাত হানার চেষ্টা চালায়।

---

[৪২] দ্র. *দৈনিক ইনকিলাব*, ১১ জানুয়ারী ১৯৯৫।

[৪৩] দ্র. সৈয়দ আবুল হাসান 'আলী নদবী, *আল-কাদিয়ানি ওয়াল কাদিয়ানিয়্যাহ*, জেদ্দাহ : আদ দারুস্ সাউদিয়া লিন নাশরি, ৩য় সংস্করণ, ১৯৬৭, পৃ ৯৫-৯৬।

[৪৪] ড. গোলাম ইবন সামাদ, *বাংলাদেশে মৌলবাদ ও বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগ*, *পাক্ষিক পালাবদল* : ঢাকা, ১-১৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৪, পৃ ১৩।

মুসলিম সমাজে আরেক শ্রেণীর সংস্কৃতি কর্মী আছে, যারা পাশ্চাত্যের সংস্কৃতিকে মুসলিম সমাজে অনুপ্রবেশ ঘটানোর চেষ্টা করছে। এটাকে বলা হয় 'পাশ্চাত্যায়ন প্রক্রিয়া' (Westernization)। এ ধরনের সাংস্কৃতিক কর্মীরা পাশ্চাত্য প্রযুক্তি ও জ্ঞান-বিজ্ঞান আমদানীর কথা কিছুই বলছে না। তারা পাশ্চাত্যের নোংরা, অশ্লীল ও মানব সমাজ সভ্যতা বিধ্বংসী আদর্শকে মানবতা ও প্রগতির নামে মুসলিম সমাজে প্রতিষ্ঠা করতে ব্যস্ত। এর প্রচার ও প্রসারে সর্বশক্তি ও মেধা ব্যয় করছে। এখানেই তারা ক্ষান্ত নয়, বরং ইসলামী জীবনধারণ ও মুসলিম জীবনবোধকে সম্পূর্ণ ধ্বসিয়ে দিতে পরিকল্পিত পন্থায় এগুচ্ছে। ইসলামী শিক্ষা ঐতিহ্য ও মূল্যবোধের বিরুদ্ধে বিষোদগার করছে। এগুলো দা'ওয়াতে ইসলামের চরম ক্ষতি সাধন করছে। উদাহরণ স্বরূপ ভারতীয় উপমহাদেশের নাকট, সিনেমাসহ বিভিন্ন প্রচারমাধ্যমে যা উপস্থাপন করা হয়, সেখানে কোন রকম খারাপ চরিত্র রূপ দিতে গিয়ে দাড়ি, টুপি, শেরওয়ানী পরিধানকৃত কোন ব্যক্তির অবয়বে দেখানো হয়। মুসলিম ঐতিহ্যধারী পোশাককে সমাজের সকল অপকর্মের প্রতীক হিসেবে তুলে ধরা হয়। এতে ইসলামী দা'ঈদের প্রতি সাধারণ মানুষের অবচেতনা মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়।

এভাবে খুব সাবধানে ঐ ইসলাম বিদ্বেষী সাংস্কৃতিক কর্মীরা ইসলামী কৃষ্টি-কালচার ও দা'ঈদের বিরুদ্ধে কাজ করে যাচ্ছে। তারা কাব্য সাহিত্য, নাটক, উপন্যাস, গল্প, চারুকলা তথা প্রতিটি শিল্পকর্মের মাধ্যমে জীবনবিমুখ বস্তুবাদী ও ভোগবাদী নগ্ন পর্ণোগ্রাফী দর্শনের প্রসার ঘটাতে সতত প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন, সিনেমা, ভিডিও, টিভির বিভিন্ন নেটওয়ার্কের মাধ্যমে এসব ঘরে ঘরে ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। ধ্বংস হচ্ছে যুব চরিত্র, যা আমাদের ভবিষ্যৎ উৎস। বাড়ছে মাদকতা, অপরাধ প্রবণতা। এরা ছড়াচ্ছে মরণঘাতী রোগ, আমদানী করছে এইডস।

মানবতা বিরোধী পাশ্চাত্যের সেই সাংস্কৃতিক কর্মীদের ভাবখানা এই যে 'আমরা মরছি তোমরাও মর'। ১৯৯৫ সালে ৫ সেপ্টেম্বর থেকে ১৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত জাতিসংঘ কর্তৃক মিসরের কায়রো সম্মেলন ছিল মুসলিম সমাজে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি চাপিয়ে দেয়ার প্রয়াসের নামান্তর। সম্মেলনের আয়োজনটি ছিল ঐ ধরনের সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের জ্বলন্ত উদাহরণ।

উল্লেখ্য যে, জীবন বিমুখ অশ্লীল সাহিত্য ও শিল্পকলার প্রভাব মানব সমাজে অতীতেও ছিল, কিন্তু তখন বর্তমান সময়ের মত এমন গণরূপ লাভ করেনি। তাছাড়া, জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে ওগুলো ঘরে ঘরে পৌছে দেয়ার মত এরূপ আধুনিক প্রচার মাধ্যম এবং প্রযুক্তি ছিল না। তাই বর্তমান অবস্থা ভয়াবহ। অন্যদিকে ইসলামের দা'ঈগণও ঐ সমস্ত আধুনিক প্রচার মাধ্যম ব্যবহার করতে তেমন সক্ষমও হচ্ছেন না। তাই সংকট আরো ঘনিভূত হচ্ছে। ইসলাম বিদ্রোহীরা মুসলিম সমাজের অভ্যন্তরে বাস করে আগ্রাসন হচ্ছে। তেমনিভাবে বহিঃর্বিশ্ব থেকেও শক্তিশালী প্রচার মাধ্যমের সাহায্যে শয়নে জাগরণে সর্বাবস্থায় আক্রমণ করছে। তাই সাংস্কৃতিক আগ্রাসন দা'ওয়াতে ইসলামের ক্ষেত্রে চরম বাধা।

সত্যপ্রচার বিমুখ অর্থলোলুপ পুঁজিপতি সমাজ

যে সকল ব্যক্তি স্বচ্ছলতা ও প্রাচুর্যের অধিকারী, যারা সমাজের সুদ, জুয়া, কালোবাজারী ইত্যাদি বিভিন্ন পন্থায় ধন-সম্পদ সম্পদ অর্জন করে সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলছে, সাধারণ শ্রমিকদের শোষণ করছে এবং বিভিন্ন রকম অবৈধ সুযোগ সুবিধা ভোগ করছে, সীমাহীন বিলাসী ও ভোগ লালসা চরিতার্থ করার জন্য অবৈধ সুযোগের সন্ধান করছে। তারাও দা'ওয়াতে ইসলামের পথে বাধাস্বরূপ কাজ করছে। যেহেতু ইসলামে সুদ জুয়া কালোবাজারী ইত্যাদি হারাম। দা'ওয়াতে ইসলামের চেতনাধারীগণ সকল অন্যায়-নিপীড়ন ইত্যাদির বিরুদ্ধে সোচ্চার। আর ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হলে ঐ সকল অবৈধ পন্থা সমাজ থেকে মূলোৎপাটন করা হবে। তাই উল্লেখিত অবৈধ পন্থা অবলম্বনকারী অর্থলোভী ও ভোগবাদী পুঁজিবাদী সমাজ যুগে যুগে দা'ওয়াতে ইসলামের বিরোধিতা করে আসছে। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

كذالك ما ارسلنا من قبلك فى قرية من نذير الا قال مترفوها إنا وجدنا أباءنا على امة وإنا على اثرهم مقتدون-

> এমনিভাবে তোমাদের পূর্বে যে জনপদেই আমি কোন ভয় প্রদর্শক পাঠিয়েছি, সেখানে স্বচ্ছল অবস্থার লোকেরা এ কথাই বলেছে, আমরা আমাদের বাপ-দাদাদের একই পন্থার অনুসারী পেয়েছি এবং আমরা তারই অনুসরণ করে চলেছি।[৪৫]

বুর্জোয়া শ্রেণীর সত্য অস্বীকৃতি এবং এর বিরোধিতা যে একটা চিরায়ত ঐতিহাসিক ব্যাপার তা আল্লাহ তা'আলা আরো স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন নিম্নোক্ত আয়াতে :

وما ارسلنا فى قرية من نذير إلا قال مترفوها انا بما ارسلتم به كفرون -

> এমন কখনো হয়নি যে, কোন জনবসতিতে আমি সতর্ককারী পাঠিয়েছি, আর এ জনবসতির সমৃদ্ধশালী স্বচ্ছল লোকেরা বলে নি যে, যে পয়গাম তোমরা নিয়ে এসেছে আমরা তা মানি না।[৪৬]

এ জন্য দেখা যায় অবৈধ পন্থায় সম্পদ অর্জনকারীরা যেমনিভাবে সঠিক দা'ওয়াতে ইসলামী তৎপরতা বিরোধিতা করে, তেমনি দা'ওয়াতে ইসলামের তৎপরতা বিরোধী কাজগুলোকে তারা আর্থিক সহায়তাসহ বিভিন্ন রকম সহযোগিতায় লিপ্ত।

সাধারণ জনগণের অর্থনৈতিক সংকট

মানুষের অর্থনৈতিক সংকটও দা'ওয়াতে ইসলামের পথে বিভিন্ন রকম সমস্যা সৃষ্টি করে। মহানবী সা. বলেছেন, দারিদ্রতা প্রায়শই মানুষের মাঝে কুফরী সৃষ্টি হবার অবস্থার কাছাকাছি নিয়ে আসে।'[৪৭]

মুসলিম সমাজেও অধিকাংশ জনগণ দারিদ্র সমস্যায় জর্জরিত হওয়ায় তাদের অধিকাংশই রুজি-রোজগার নিয়ে ব্যস্ত থাকে। সে জন্য অনেকে হয় নিজেকে দা'ওয়াতী কাজে নিয়োজিত করতে পারছেন না, অন্যথায় আর্থিক সংকট দূর করতে ব্যস্ত হওয়ায় ইসলাম সম্পর্কে জানাশোনা করারও তেমন সুযোগ পাচ্ছেন না। নতুবা কোন রকম আর্থিক ক'টি প্রলোভনে পড়ে ইসলাম বিরোধী চক্রের ক্রীড়নক সেজে দা'ওয়াতী কাজের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন। এ দিকগুলোর সব ক'টি দা'ওয়াতী তৎপরতার পথে বৈচিত্র্যময় সমস্যা সৃষ্টি করছে।

সামাজিক কুসংস্কার

সারা বিশ্বময় ইসলাম প্রসার লাভ করলেও প্রত্যেকটি অঞ্চলে কিছু না কিছু কুসংস্কার বিদ্যমান। যা ইসলামী মূল্যবোধ পরিপন্থী। যেমন বাংলাদেশে সমাজে কবর পূঁজা, ফকিরদের পরিত্রাণকারী মনে করা, যাত্রাক্ষণ (যেমন শনিযাত্রা না করা) মেনে চলা, ফাঁকা কলসীর সামনে পড়াকে কুলক্ষণ মনে করা, কপালে টিপ দেয়া, শস্য ক্ষেতে যার ও মূর্তি দাঁড় করানো, ভাগ্য ব্যাখ্যায় জ্যোতির্বিদদের উপর নির্ভরশীলতা ইত্যাদি কু-প্রথা অহরহই দেখা যাচ্ছে।

বর্তমানে বাঙ্গালী সংস্কৃতির নামে মনসা বাজানো, জীব-জানোয়ারের মুখোশ পরা ইত্যাদি কুসংস্কার সমাজে প্রচলিত। যার অধিকাংশই পৌত্তলিকতা ও অতীত ঐতিহ্যবোধ সম্পর্কে অজ্ঞতা ও স্বার্থান্ধতা থেকে সৃষ্ট। বিশেষত, আফ্রিকার বিভিন্ন প্রাচীন গোত্রসমূহ এবং এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে ঐ ধরনের অনেক কুসংস্কার প্রচলিত। যা দা'ওয়াতে ইসলামের পথে শুধু সমস্যাই সৃষ্টি করে না বরং অন্যান্য সমস্যাসমূহকে বহুমুখী শাখা প্রশাখায় বিস্তারে সহায়তা করে। জাতীয়তাবোধ ও রুচির কথা বলে প্রকৃত ইসলামের ভাবধারা ও মূল্যবোধকে অনেক ক্ষেত্রে বিকৃত করে। প্রায়শই ইসলামের ভাবধারা ও মূল্যবোধকে অনেক ক্ষেত্রে বিকৃত করে প্রায়ই দা'ওয়াতে ইসলামকে সরাসরি অস্বীকারে রূপ দেয়। এজন্য অতীতে দা'ঈদের উদ্দেশ্যে পৌত্তলিকদের বলতে শোনা যায়। যেমন আল কুর'আনে এসেছে :

---

[৪৫] সূরা যুখরুফ : ২৩।

[৪৬] সূরা সাবা' : ৩৪।

[৪৭] দায়লামী বর্ণিত।

وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما انزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه أباءنا -
তাদেরকে বলা হয় যে, আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান এবং রাসূলের দিকে এস। তখন তারা বলে আমাদের জন্য তা-ই যথেষ্ট, যার উপর আমরা আমাদের বাপ-দাদাকে পেয়েছি।[৪৮]

নর-নারীর অবাধ মেলামেশা ও বেহায়াপনা

সমাজে কাজ কর্ম পরিচালনায় ও লেনদেন ক্রিয়াকর্মে পরস্পরের মাঝে মেলামেশার প্রয়োজন আছে। কিন্তু নারী-পুরুষের মেলামেশার ক্ষেত্রে একটা নির্দিষ্ট সীমা থাকা উচিত। অথচ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী পুরুষরা অবাধ মেলামেশা, বিকৃত যৌনতা, পর্দাহীনতা, সাংসারিক ও পারিবারিক ব্যবস্থার প্রতি নারী সমাজের ক্রমান্বয়ে অনীহা বৃদ্ধি, নারী আন্দোলনের নামে ইসলামী মূল্যবোধের বিরোধিতা, বাণিজ্যিক ফ্যাশন ও সংস্কৃতি চর্চার নামে নারীদেরকে পণ্যদ্রব্য হিসেবে ব্যবহার ইত্যাদি দিকগুলো যে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে, তা দা'ওয়াতী কার্যক্রমের পথে বাধা সৃষ্টি করছে।

মোটকথা, দা'ওয়াতে ইসলামের পথে বাধা সৃষ্টিকারী পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ যে দিকগুলো আলোচনা করা হয় তার অনেকগুলো পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। একটি কারণে অন্যটি সৃষ্টি হচ্ছে। ঐ সকল বিভিন্ন দিকের কতগুলো উত্তরাধিকার সূত্রে চলে আসছে। কতগুলো বাইরে থেকে চাপিয়ে দেয়া তথা দা'ওয়াতী তৎপরতার পথে বাধাস্বরূপ। দা'ওয়াতে ইসলামের সকল যুগেই এ ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। আলোচিত দিকগুলো ছাড়াও বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে যা উপরোক্ত বিষয়গুলোকে কেন্দ্র করেই সৃষ্টি হয় এবং দিন দিন আরো নতুন নতুন সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে। শয়তানী শক্তি যেমন সতত কার্যকর, তেমনি এর ষড়যন্ত্রেরও বিভ্রান্তি ছড়ানোর ফলশ্রুতিতে সমস্যা নতুন মোড় নিতে পারে। এটাই স্বাভাবিক। দা'ওয়াতী কার্যক্রম যেমন চিরন্তন, তার সমস্যাগুলো বিভিন্ন সময়ে রূপ ভিন্ন হলেও প্রক্রিয়া ও প্রচেষ্টা চিরন্তন।

---

[৪৮] সুরা মায়িদা : ১০৪।

দা'ওয়াতী ক্ষেত্রে বিরাজিত সমস্যা সমাধানের সম্ভাবনা

এ পৃথিবীতে মানব সমাজের আগমন থেকে এ পর্যন্ত ইসলামের দা'ওয়াত বিভিন্ন রকম সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। এ জন্য আল্লাহ তা'আলা যুগে যুগে এক লক্ষ বা দুই লক্ষ পয়গম্বর পাঠিয়ে নিজ দিক নির্দেশনায় দা'ওয়াতে ইসলামের সমস্যার সমাধান দিয়েছেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, হযরত মুহাম্মদ সা.-এর পর তথা বর্তমান যুগে দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে সমস্যার সমাধান কিভাবে হবে? ইসলামী দা'ওয়াতের পথে সফলতা অর্জনের কি কোন আশা করা যায় না?

এ প্রশ্নগুলোর জবাবের পূর্বে একটি কথা স্মরণ রাখা উচিত যে, এ ক্ষেত্রে সফলতা দুনিয়াবী সফলতার মাপকাঠি দ্বারা নির্ণীত হয় না। কেননা, একজন দা'ঈ তার আখিরাতের সফলতাকেই মুখ্য বিষয় হিসেবে বিশ্বাস করেন। দুনিয়াতে তার এ দায়িত্ব পালন করতে পেরেছেন– এটাই তাদের সফলতা। আম্বিয়া কিরামের কথাও ছিল তাই। কুর'আন কারীমে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে :

وما علينا إلا البلغ المبين -

স্পষ্টভাবে প্রচার করাই আমাদের দায়িত্ব।[৪৯]

সুতরাং এ আলোকে বলা যায়, কোন সমাজে ইসলাম পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত না হলে তা একজন প্রচারকের ব্যর্থতা নয়। যারা ইসলাম প্রচারকের সত্যের দা'ওয়াত গ্রহণ করে নি প্রকৃতপক্ষে তাদেরই ব্যর্থতা। আল কুর'আনে বলা হয়েছে :

وهم ينهون عنه وينؤن عنه وان يهلكون إلا انفسهم وما يشعرون -

তারা এ থেকে বাধা প্রদান করে এবং এ থেকে পলায়ন করে। তারা নিজেদেরকে ধ্বংস করছে কিন্তু বুঝছে না।[৫০]

অতএব দেখা যাচ্ছে, মূলত সফলতার লক্ষ্যে দা'ওয়াতী কর্ম তৎপরতা চালিয়ে যাওয়াটাই বড় কথা। দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে অনেক সমস্যা থাকলেও এর সমাধানের ক্ষেত্রেও প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। এখানে কিছু কিছু দিকের উপর আলোচনা করা হলো :

১. বর্তমানে আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ সা. উপস্থিত না থাকলেও তার উপর অবতীর্ণ কুর'আন কারীম হুবহু আমাদের মাঝে বিদ্যমান। পৃথিবীতে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের ধর্ম গ্রন্থগুলো বিকৃত অবস্থায় বিরাজমান। এতে অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি, তথা বিয়োজন সংযোজন ও বিকৃতি ঘটেছে। তাছাড়া, এগুলোও পরস্পর বিরোধী বক্তব্যে ভরপুর। আল কুর'আনে এমনটি ঘটে নি। তা সম্পূর্ণ অবিকৃত অবস্থায় সংরক্ষিত। ড. মরিস বুকাইলী বিভিন্ন তথ্য উপস্থাপনের বিষয়টি প্রমাণ করেছেন। তার ভাষায়– 'কুর'আনের বিশুদ্ধতা তর্কাতীত, আসমানী কিতাবসমূহের মধ্যে সঠিকত্ব ও বিশুদ্ধতার দিক থেকে কুর'আনের মর্যাদা অনন্য। বাইবেলে পুরাতন নিয়ম ও নতুন নিয়মের[৫১] কোন পুস্তকই এরূপ মর্যাদার হকদার নয়। এজন্য কুর'আন অবশ্যই প্রশংসার দাবীদার।'

> Thanks to its Undisputed authenticity, the tex of the Quran holds a Unique Place among the books of Revelation. Shared neither be the Old nor the New Testament.[৫২]

তাছাড়া, মহানবী সা. নিজে আমাদের মাঝে উপস্থিত না থাকলেও, তার পূর্ণাঙ্গ জীবন বৃত্তান্ত তথা তাঁর জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সকল কার্যাবলীর রেকর্ড অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে সংরক্ষিত অবস্থায় রয়েছে।

---

[৪৯] সূরা ইয়াসিন : ১৭।

[৫০] সূরা আন'আম : ২৬।

[৫১] বর্তমান অবস্থায় তাওরাত, যবুর, ইঞ্জীল প্রভৃতি।

[৫২] Dr. Marrice Bucaille, *The Bible, The Quran and Science,* Delhi : Taj company, 1993, P 13.

তিনি কিভাবে দা'ওয়াত দিতেন, কিভাবে দা'ওয়াতের সমস্যা মোকাবেলা করতেন, তা পূঙ্খানুপুঙ্খরূপে লিপিবদ্ধ আছে। তা অনুসরণের মাধ্যমে দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে সফলতা আনা সম্ভব।

এছাড়া শুধু মহানবী সা. নয়; তার অনুসারী সাহাবা কিরাম ও খুলাফায়ে রাশেদীনসহ তৎপরবর্তী যুগে যারা দা'ওয়াতী কাজ করেছেন, তাদের কার্যক্রমের রেকর্ডও সরাসরি লিপিবদ্ধ আছে। এ জন্য ইবন হাজার আসকালানীর ইসাবার ভূমিকায় ১৮৫৬ সালে ড. স্প্রেংগার স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে :

> There is no nation. nor has there been any which like them has during twelve cunturies recored the life of every man of letter in the biographical records of Muslmans were collected We should probably have account of the lives of half a million of distinguished persons.[৫৩]

আল কুর'আন দা'ওয়াতে ইসলামের দিক-নির্দেশনাসহ তার তাত্ত্বিক আলোচনা, তার পূর্ববর্তী নবীগণ, তথা দা'ঈগণের ব্যবহারিক উপমা যেমন আমাদের সামনে রয়েছে, তেমনি রয়েছে সে দিক নির্দেশনা বাস্তবায়নের প্রায়োগিক বাস্তব অনুপম জীবনাদর্শ, মহানবী সা.-এর সীরাত। যার সম্পর্কে বলা হয়েছে :

كان خلقه القران -

কুর'আন কারীমই তো তার চরিত্র।[৫৪]

কুর'আন হল আক্ষরিক ভাণ্ডার এবং মুহাম্মদ সা.-এর চরিত্র হলো তার দীপ্তমান বিশ্লেষণ বা প্রায়োগিক উপমা। অতএব কুর'আন-সুন্নাহ যতদিন সংরক্ষিত থাকবে, ততদিন ইসলামী দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে নিরাশ হওয়ার কিছু নেই।

২. বর্তমান বিশ্বে মানব রচিত মতবাদগুলো (যেমন ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, গণতন্ত্র, কমিউনিজম ও পুঁজিবাদ ইত্যাদির বন্ধ্যাত্ব লক্ষ্যণীয়। এগুলো সেসব মতবাদ, যেগুলোর বৈজ্ঞানিকতার কথা তুলে ধরে বিশ্বের আধিপত্যবাদী পরাশক্তি ও তাদের অনুসারীরা ইসলামের বিরোধিতা করতো। দা'ওয়াতে ইসলামকে পশ্চাদপদতা বলে উপহাস করতো। বর্তমানে তাদের আদর্শের স্বপক্ষে এবং ইসলামী আদর্শের বিপক্ষে পেশ করার মত বিজ্ঞানভিত্তিক ও যুক্তিভিত্তিক পুঁজিই তাদের কাছে নেই। তাদের মতবাদের বন্ধ্যাত্ব দূর করণার্থে চমক সৃষ্টিকারী ক্ষণজন্মা কোন সংস্কারকের আবির্ভাবও ঘটেছে না।

তাছাড়া, এ মতবাদগুলো মানবতার কল্যাণ আনতে ব্যর্থ হয়েছে। তাই উক্ত মতবাদগুলোর প্রতি জনমনে বিরূপ ধারণা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সাথে সাথে সারাবিশ্বে ইসলামের এক জাগরণ সৃষ্টি হয়েছে। যার প্রভাব বাংলাদেশেও পরিলক্ষিত হচ্ছে। অন্যদিকে ইসলাম বিরোধীদের বিভ্রান্তিগুলো ক্রমেই জনসম্মুখে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। ফলে তারা ক্রমেই জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে।

৩. আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা ইসলামের অনেক 'আকীদা-বিশ্বাস ও চিন্তা-চেতনাকেই বৈজ্ঞানিক হিসেবে প্রমাণিত করেছে। যেমন আখিরাতের হিসাব-নিকাশ, কিয়ামত, অহী ইত্যাদি। উদাহরণস্বরূপ, টেপরেকর্ডার ও ভিডিওর মাধ্যমে শব্দ এবং ছবি উভয়ই সংরক্ষণ করা সম্ভব হচ্ছে। যা শুধু ফিতায় বাহ্যত অদৃশ্যমান হলেও যান্ত্রিক পদ্ধতিতে অস্তিত্বশীল ও দৃশ্যমান করা যায়। পদার্থের রহস্য উদ্‌ঘাটন করে মানব জ্ঞান ও সামর্থে যদি এটা সম্ভব হয়ে থাকে, তবে পদার্থের স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা মানব জাতির সকল রেকর্ড সংরক্ষণ করতে অবশ্যই সক্ষম। আর এটা আখিরাতের ধারণাকে সুস্পষ্ট করেছে। অন্যদিকে পর্যবেক্ষক মহলের মতে মানব রচিত মতবাদের পতনের

---

[৫৩] দ্র. মাওলানা আকরাম খাঁ, *মোস্তফা চরিত*, কলকাতা : নবজাতক প্রকাশনা, ১৯৮৭, নতুন সং, পৃ ৩৫।

[৫৪] *নাসা'ঈ শরীফ*, কিতাবু কিয়ামিল লাইল, মিসর : মাকতাবাতু হালাবী, ১৩৮৩ হি, ৩খ, পৃ ১৬২।

বেলাভূমিতে দাঁড়িয়ে আছে মানব সমাজ। এ জন্য সারাবিশ্বে ইসলাম সম্পর্কে জানার জন্য শিক্ষিত সমাজের আগ্রহ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৪. ইসলাম মৃতপ্রায় ধর্ম নয়। যা নতুন করে জীবিত করারও প্রয়োজন নেই। ১৯৮৪ সালের হিসাব মতে সারাবিশ্বে মুসলমানের সংখ্যা ছিল প্রায় ১০৮ কোটি। বর্তমানে এর সংখ্যা নিঃসন্দেহে আরো উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৮৪ সালে ইরান সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জরিপকৃত এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, সারা বিশ্বের ৫২টি রাষ্ট্রের ৫০% ভাগেরও বেশী মুসলমান। তাদের মোট সংখ্যা ৭৬,৩২,২০,০০০। আর যে সমস্ত রাষ্ট্রে মুসলমানের সংখ্যা ৫০% থেকে ০১% পর্যন্ত তাদের মোট সংখ্যা ২৯,৬১,২৫,৮৫০। যে সমস্ত রাষ্ট্রে মুসলমানের সংখ্যা ০১%-এর নীচে তাদের মোট সংখ্যা ২,০০০০,০০০। উল্লেখ্য যে, এটা সরকারী হিসেব।

চীন, রাশিয়া, ভারত ও ইউরোপের অনেক রাষ্ট্র সরকারীভাবে মুসলমানদের সংখ্যা কম করে দেখানোর একটা প্রবণতা লালন করে থাকে। মুসলমানদের প্রকৃত সংখ্যা উপরোক্ত সংখ্যার চেয়ে বেশী তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাই আনুমানিকভাবে বলতে গেলে সারাবিশ্বে প্রায় দেড়শ' কোটি মুসলমান রয়েছে। মিশনারী জাতি হিসেবে এ বিরাট সংখ্যক মুসলিম জনগোষ্ঠীকে যদি দা'ওয়াতী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করা যায় তাহলে সারা বিশ্বব্যাপী অবশিষ্ট প্রায় সাড়ে তিনশ' কোটি মানুষকে দা'ওয়াতের অধীনে নিয়ে আসা কোন কঠিন কাজ নয়। প্রয়োজন শুধু মুসলমানদের অনুভূতিকে নাড়া দেয়া এবং ইসলামী চেতনার বিকাশ সাধন করে তার পরিকল্পিত ও সমন্বিত পন্থায় দা'ওয়াতী কাজ করা।

তাছাড়া, বিশ্বের যে ৫২টি রাষ্ট্র ও ৫০%-এর বেশী মুসলমান সেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠতার দাবীতে প্রচলিত গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেও ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। সেখানে জনগণের পক্ষ থেকে দা'ওয়াতী কাজে জনসংখ্যাগত কোন বাধা নেই।

৫. ভারতে প্রায় ৩ লাখ ৫০ হাজার মসজিদ আছে।[৫৫] দৈনিক ইনকিলাবের এক উপসম্পাদকীয়তে দাবী করা হয়েছে যে, বাংলাদেশের মসজিদ সংখ্যা প্রায় আড়াই লাখ।[৫৬] এ দু'টি দেশের তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায়, সারা বিশ্বব্যাপী মসজিদের সংখ্যা ১৪/১৫ লাখের কম নয়। মসজিদের সংখ্যা ১৫ লাখ ধরলে এ মসজিদগুলোর ইমাম ও মুয়ায্যিনের সংখ্যা কমপক্ষে ৩ লাখ। তারা ইসলামী দা'ওয়াতের সরাসরি কর্মী।

এমনিভাবে সারা বিশ্বে লাখ লাখ মাদ্রাসা রয়েছে। যেখানে থেকে লাখ লাখ দ্বীনি 'আলিম বের হচ্ছেন। তারা দ্বীনি 'ইলম চর্চা ও বিতরণে সরাসরি অংশ নিচ্ছেন। যা দা'ওয়াতে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত। ক্ষুদ্র দেশ বাংলাদেশে ১৯৯৪ সালের পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক প্রকাশিত (১৯৮৩ সালের রিপোর্ট অনুসারে) এক রিপোর্টে দেখা যায়, বাংলাদেশে মাদ্রাসার সংখ্যা ৬১০৫টি, শিক্ষকের সংখ্যা ১,০১,০০৫ জন, ছাত্রের সংখ্যা ১৭,০৯,৮০০ জন।[৫৭]

সারা বিশ্বময় বিরাট সংখ্যক 'আলিম, ইমাম ও মুয়ায্যিনকে দা'ওয়াতে ইসলামের ক্ষেত্রে যথাযথ ব্যবহার করার মাঝে দা'ওয়াতী কাজে সফলতার এক বিরাট সম্ভাবনা নিহিত।

৬. মুসলিম সমাজের গভীরে এখনো উপরোক্ত 'আলিম সমাজের প্রভাব উল্লেখযোগ্য। তাদের কথা দ্বারা মানুষ এখনো তুলনামূলকভাবে একটু বেশী প্রভাবিত হয়।

---

[৫৫] দ্র. *দৈনিক সংগ্রাম*, ৬ ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৬।

[৫৬] দ্র. *দৈনিক ইনকিলাব*, ২০ জুলাই, ১৯৮৪।

[৫৭] *Statistical Year Book of Bangladesh*, 1994, P 571.

৭. বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন মাযহাবী মতানৈক্যগুলো এড়িয়ে গিয়ে 'আলিম সমাজের মাঝে ঐক্যের চেতনা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর সে ঐক্যের জোরালো প্রয়াসও চালানো হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ, 'আকীদা-বিশ্বাস ও আচার-আচরণের ক্ষেত্রে শিয়া-সুন্নী, আশ'আরী-মাতুরিদী ও সালাফী, সূফী ইত্যাদি কেন্দ্রিক বিভিন্ন বিভাজনে অতীতে যে ধরনের মতানৈক্য বিরাজমান ছিল, বর্তমানে তা অনেকটা হ্রাস পেয়েছে। শিয়া-সুন্নী ঐক্য প্রসঙ্গে মিসরের আল আযহারে এবং লেবানন, ইরান, ইরাকে কয়েকটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। তেমনি ইসলামী আইন বা 'ইলমে ফিক্‌হের ক্ষেত্রে হানাফী, মালেকী, শাফে'ঈ, হাম্বলী ইত্যাদি মাযহাবে অতীতে যে বিভিন্নতা ও মতানৈক্য ছিল, বর্তমানে তা ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে। এ উপলক্ষ্যে 'রাবেতাতুল 'আলামিল ইসলামী'র উদ্যোগে কয়েকটি সম্মেলনও অনুষ্ঠিত হয়েছে।

৮. বর্তমান বিশ্বে খ্রীস্টান মিশনারীদের মোকাবেলায় আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে দা'ওয়াতে ইসলামের কার্যক্রম ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। দা'ওয়াতী কার্যক্রমের এ বৃদ্ধিতে যে সংস্থাটির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য সেটি হলো 'রাবিতাতুল 'আলামিল ইসলামী'। এ সংস্থাটি ১৯৬২ সালে মক্কায় প্রতিষ্ঠিত হয়। এটা সারাবিশ্বে বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে দা'ওয়াতী কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

- মুবাল্লিগ প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ দান।
- বই পুস্তক প্রকাশনা ও বিরতণ।
- বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ইসলামী প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার ইসলামী চিন্তাবিদদের সহায়তাকরণ।
- ইসলামের বিভিন্ন বিষয় ও মুসলমানদের সমস্যা সমাধানে আন্তর্জাতিক সেমিনারের আয়োজন।
- ত্রাণ ও পুনর্বাসন তৎপরতাসহ বিভিন্ন সমাজকর্ম ইত্যাদি।

এছাড়া, আন্তর্জাতিকভাবে ইসলামী দা'ওয়াত প্রচারে তাবলীগ জামা'আতের অবদানও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যা ১৯২৬ সালে মাওলানা ইলিয়াস ভারতের দিল্লীর মেওয়াত ও নিজামুদ্দীন এলাকা থেকে শুরু করেছিলেন। তখন থেকেই বিভিন্ন এলাকায় দা'ঈগণের নিজস্ব খরচে স্বতঃস্ফূর্ত উদ্যোগে জামা'আতবদ্ধ ভ্রাম্যমান ঐ তাবলীগ জামা'আত বের হয়ে হয়ে নূন্যতম পক্ষে ইসলামের প্রাথমিক জ্ঞান মানুষের মাঝে তুলে ধরার প্রয়াস চালিয়ে আসছে। বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝিতে এ জামা'আত আন্তর্জাতিকভাবে বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে। এ জামা'আতের উদ্যোগে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার অদূরে টঙ্গীতে প্রতি বছর একটি 'বিশ্ব ইজতেমা' বা দা'ওয়াতে ইসলামের আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এটাও দা'ওয়াতে ইসলামের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে যথেষ্ট অবদান রাখছে।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে ব্যক্তি সমষ্টির উদ্যোগে কিংবা সরকারের উদ্যোগে হাজার হাজার সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যারা বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে দা'ওয়াতী কাজ করে যাচ্ছেন। যেমন বাংলাদেশে সরকারীভাবে 'ইসলামিক ফাউণ্ডেশন' এবং বেসরকারীভাবে 'বাংলাদেশ মসজিদ মিশন' ইত্যাদি সংস্থা দা'ওয়াতী কাজ করে যাচ্ছে।

বিশ্বে হাজার হাজার পীর মাশায়েখ, সূফী কিরাম আছেন, যাঁরা ওয়ায নসীহত ও তা'লীম তরবীয়াতের মাধ্যমে দা'ওয়াতী কাজ করছেন, ইসলাম প্রচার করছেন। বিশেষত, ভারতীয় উপমহাদেশ, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া, মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল এবং আফ্রিকা মহাদেশে সূফী, পীর মাশায়েখগণ দা'ওয়াতে ইসলামের ক্ষেত্রে যথেষ্ট অবদান রাখছেন। কোন কোন সূফীদের মাঝে বিভিন্ন রকম বিদ'আতী কার্যক্রম থাকলেও অধিকাংশ পীরদের দা'ওয়াতের প্রভাবে হাজার হাজার

অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করেছে। তাঁদের বাইয়্যাত প্রক্রিয়াটি অনেক মানুষের চারিত্রিক সংশোধন ও চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষায় অবদান রাখছে।

৯. মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অনেক রাজনৈতিক সংগঠন ইসলামী রাষ্ট্র তথা ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন করছে। যাদের বাহ্যত পরিচয় রাজনৈতিক হলেও তাদের বিভিন্ন কর্মসূচী দা'ওয়াতে ইসলামের সঙ্গে সরাসরি সংশ্লিষ্ট। সর্বস্তরের জনতার মাঝে ইসলামী জিহাদী চেতনা সৃষ্টি, কুর'আন-সুন্নাহর জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দেয়ার পাশাপাশি নিবেদিত প্রাণ এমন একদল কর্মী গঠন করছে, যারা মূলত নিজেদের আত্মগঠন সহ দা'ওয়াতে ইসলামেরই কাজ করে যাচ্ছেন।

এ ধরনের সংগঠনের মাঝে 'আরব বিশ্বে 'ইখওয়ানুল মুসলিমীনের' কথা সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। 'শহীদ হাসানুল বান্না' ১৯২৮ সালে মিসরে এই সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা করেন। আর ক্রমান্বয়ে এই সংগঠনের প্রভাব সমগ্র 'আরব বিশ্বে প্রসারিত হয়। ১৯৪৯ সালে এর প্রতিষ্ঠাতা ইমাম হাসানুল বান্নার শাহাদাতের পরও এ প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে। শিক্ষা সংস্কার, সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করার জন্য ব্যবহারিক ট্রেনিং এবং ইসলাম বিরোধীদের মোকাবেলা করার জন্য সামরিক ট্রেনিং-এর মাধ্যমে এক শক্তিশালী কর্মী বাহিনী গঠনকরণ প্রক্রিয়া অদ্যাবধি চলে আসছে। যদিও বর্তমানে আরব বিশ্বে ঐ সংগঠনটি বিভিন্ন নামে প্রচলিত। যেমন আলজেরিয়ায় বিশ্বব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টিকারী ইসলামী আন্দোলনের মুখপাত্র 'ইসলামী সালভেশন পার্টি' এবং ফিলিস্তিনে স্বাধীনতার জন্য আন্দোলনকারী 'হামাস' পার্টিকে ইখওয়ানুল মুসলিমীনের অঙ্গ সংগঠন বিবেচনা করা হয়ে থাকে।

ঐ সংগঠনের পর আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তারকারী আরেকটি সংগঠনের নাম উল্লেখ করা যায়– সেটা হলো 'জামা'আতে ইসলামী'। ১৯৪১ সালে লাহোরে মাওলানা আবুল 'আলা মওদূদী (র)-এর নেতৃত্বে এ সংগঠনটি ভারতীয় উপমহাদেশে শুরু হয়েছিল। বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান ও নেপালসহ বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রেও এ সংগঠনটির প্রভাব উল্লেখযোগ্য।

মুসলিম বিশ্বের ইসলামী আন্দোলনকারী এ ধরনের আরো ক'টি সংগঠনের মাঝে আফ্রিকার সুনূসী ও মাহ্দী আন্দোলন, ইন্দোনেশিয়ার মৌসুমী আন্দোলন, তুরস্কের রাসায়েলে নূর আন্দোলনের নাম উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে তুরস্কে আলোড়ন সৃষ্টিকারী ইসলামী দলের নাম হলো– 'ওয়েলফেয়ার পার্টি' এবং মালয়েশিয়ার 'পাস পার্টি', তেমনিভাবে আফগানিস্তান, মধ্য এশিয়ার ছয়টি মুসলিম প্রজাতন্ত্রেও বিভিন্ন নামে মুসলিম মুজাহিদগণ কর্তৃক পরাশক্তি সোভিয়েত সৈন্যদের উপর বিজয় সারাবিশ্বকে নাড়া দিয়েছে। এ দু'টো বিপ্লব ইসলামী আন্দোলনকারীদের এক অফুরন্ত প্রেরণার আধার এবং আগামী দিনে ইসলামকে বিজয়ী করার উজ্জ্বল সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচনকারী হিসেবে ভাস্বর হয়ে থাকবে।

১০. সমাজে ইসলাম প্রতিষ্ঠায় বর্তমানে মুসলিম ছাত্র ও যুব সমাজের একটি বিরাট অংশ ইসলামের বিপ্লবী চেতনায় উজ্জীবিত হচ্ছে। সাথে সাথে ক্রমেই সাংগঠনিকভাবে ইসলামের বিপ্লবী দা'ওয়াতের আহবানে সাড়া দিচ্ছে। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ভারতীয় উপমহাদেশে মাদ্রাসা ছাত্রদের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন হিসেবে ১৯২৯ সালে প্রতিষ্ঠিত কলকাতা সরকারী 'আলিয়া মাদ্রাসা কেন্দ্রিক আসাম বাংলা জমিয়তে তালাবায়ে 'আরাবিয়ার নাম উল্লেখযোগ্য। এই সংগঠনটি আজ বাংলাদেশে বাংলাদেশ জমিয়তে তালাবায়ে 'আরাবিয়া নামে কার্যরত। তার পাশাপাশি পাকিস্তান আমলে ইসলামী বিপ্লবমনা কলেজ ছাত্রদেরকে সংগঠিত করার জন্য ইসলামী ছাত্র সংঘ নামে একটি সংগঠন কার্যরত ছিল। স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে ১৯৭৭ সালে কলেজ ও মাদ্রাসা নির্বিশেষে এক ব্যাপক ইসলামী দা'ওয়াতী কর্মসূচী নিয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করে একটি বিপ্লবী সংগঠন– নাম হল 'ইসলামী ছাত্র শিবির'। বর্তমানে বাংলাদেশে সংগঠনটি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যথেষ্ট প্রাধান্য বিস্তার করেছে। তরুণ ছাত্র সমাজের কাছে ইসলামের

আহবান পৌছে তাদেরকে ইসলামী জ্ঞানার্জন এবং বাস্তব জীবনে ইসলামের পূর্ণ অনুশীলনের দায়িত্বানুভূতি জাগ্রত করা এবং ইসলামের পূর্ণ জীবন বিধান প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অংশ নিতে প্রস্তুত ছাত্রদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়ে আদর্শ ও চরিত্রবান নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা এবং মানবতার মুক্তির জন্য ইসলামের বিপ্লব সাধনে প্রচেষ্টা চালানোই উক্ত সংগঠনগুলোর মূল কর্মসূচী। এ ধরনের কর্মসূচী দা'ওয়াতে ইসলামের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত।

পশ্চিমা বিশ্বে কিছু সংখ্যক 'আরবদেশীয় মুসলিম ছাত্রদের দ্বারা ১৯৬০ সালে বৃটেন ও আয়ারল্যান্ডে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা হয়। একই সময়ে আমেরিকা ও কানাডায় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ছাত্রদের নিয়ে তাদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় দেখার জন্য স্টুডেন্ট অরগানাইজেশন প্রতিষ্ঠা করা হয়। অতঃপর বিশ্বব্যাপী ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের মাঝে সমন্বয় ও সমঝোতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ১৯৬৯ সালে পশ্চিম জার্মানীর অচেন শহরে অনুষ্ঠিত একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনের মাধ্যমে ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ফেডারেশন অব স্টুডেন্ট অরগানাইজেশন (International Islamic Federation of Students Organization) নামে একটি সংস্থা গঠিত হয়। সংক্ষেপে যাকে IIFSO বলে। বিশ্বের প্রায় ১২৫টি দেশেরও বেশী ছাত্র সংগঠন এর সদস্য। এটা বিশ্বব্যাপী ছাত্র সমাজে এক ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে এবং বিংশ শতাব্দীর জাহিলিয়াতের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ছাত্র সমাজকে সংগঠিত করে ইসলামকে বিজয়ী করার ব্যাপারে এক উজ্জ্বল সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত করেছে। আজকের ছাত্র ও যুবসমাজই মুসলিম উম্মাহর আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। তাদের মাধ্যমে কোন বিপ্লব বা আন্দোলন সফলতার পর্যায়ে পৌছানো সহজ।

সারা বিশ্বব্যাপী মুসলিম যুবকদেরকে সংগঠিত করার জন্য ১৯৭৩ সালে আন্তর্জাতিক একটি সংস্থা গঠিত হয়েছে। যার নাম হল World Assembly of Muslim Youth-যার সংক্ষিপ্ত নাম ওয়ামী (WAMY)। এর কেন্দ্রীয় অফিস সৌদীর রিয়াদে। ১৯৮৫ সালে সৌদী শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে প্রকাশিত এক গেজেটে দেখা গেছে, ওয়ামী দা'ওয়াতে ইসলামের লক্ষ্যে সমগ্র বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসহ ৪৫০টি ছাত্র ও যুব সংগঠনকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহায়তা করে আসছে।

বিশ্বের বিভিন্ন এলাকায় ইসলামী ছাত্র সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা ও তাদের সহায়তা দান, বিভিন্ন ভাষায় ইসলামী আদর্শের বিভিন্ন গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকা, প্রচারপত্র ও প্রকাশনা ও বিতরণে, বিভিন্ন সেমিনার, সিম্পোজিয়াম আয়োজনের মাধ্যমে এ সংগঠনটি বিশ্বব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। ইউরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়াসহ বিশ্বব্যাপী শাখা প্রশাখা প্রসারিত।

১১. মুসলমানদের মাঝে নিজস্ব স্বকীয়তা ও স্বাধীনতা রক্ষায় এক যুগান্তকারী চেতনা সৃষ্টি হয়েছে। যে সমস্ত মুসলিম এলাকা অমুসলিমদের হাতে চলে গিয়েছিল, বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝিতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সেগুলোর অধিকাংশই স্বাধীনতা লাভ করে। আর এ শতাব্দীর আশি এবং নব্বই দশকে ক্রমান্বয়ে রাশিয়া কর্তৃক দখলকৃত মধ্য এশিয়ার ৬টি মুসলিম অঞ্চল স্বাধীনতা লাভ করে। এমনিভাবে রাশিয়ার চেচনিয়ার মুসলমানরাও স্বাধীনতার জন্য লড়াই করে স্বাধীন হতে যাচ্ছে। যেমনিভাবে ফিলিস্তিনিরাও শতাব্দীব্যাপী মুক্তির সংগ্রাম চালিয়ে অবশেষে নিজেদের স্বকীয়তা রক্ষায় স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে। তেমনিভাবে ইউরোপে যুগোস্লাভিয়ার বসনিয়া ও হারজেগোভিনার মুসলমানরা এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর নিজেদের স্বাধীন ভূমির স্বকীয়তা বিধানে সক্ষম হয়েছে। এরূপ স্বাধীনতা অর্জনের জন্য ভারতের কাশ্মীরি মুসলমানরা এবং ফিলিপাইনের মরো মুসলমানরা স্বাধীনতার সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। এ ধরনের স্বাধীনতা সংগ্রামে সফল মুসলিম জনগোষ্ঠী হিসেবে তাদের নিজস্ব মূল্যবোধ ও চেতনা রক্ষায় আকৃষ্ট হয়ে কাজ করার যে প্রেক্ষাপট সৃষ্টি হয়েছে, সে সকল এলাকায় ইসলামী দা'ওয়াতের সফলতার সম্ভাবনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

১২. মুসলিম বিশ্বে সাংস্কৃতিক কার্যক্রম আধুনিকায়নের দৃষ্টিভঙ্গী ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলামপন্থী কর্তৃক সুস্থ ও ইসলামী মূল্যবোধ সমর্থিত অনুষ্ঠান ও কার্যক্রম দ্বারা সাংস্কৃতিক মাধ্যমগুলোর ব্যবহার করার প্রয়াস চলছে। পত্র-পত্রিকা, প্রকাশনা, দেয়াল লিখন, রেডিও, টেলিভিশনে অনুষ্ঠান, সভা-সেমিনার, ওয়ায-নসীহত, ইসলামী সঙ্গীত, নাটক, গল্প-উপন্যাসের বই রচনা ইত্যাদির মাধ্যমে দা'ওয়াতী চেতনার লালন আশাব্যাঞ্জক অবস্থায় বিরাজমান।

১৩. ইসলামী মূল্যবোধ তথা কুর'আন-সুন্নাহভিত্তিক ইসলামী শিক্ষা ও আদর্শকে যুগোপযোগী করে তুলে ধরা, শিক্ষা সংস্কার করা এবং শিক্ষা কারিকুলাম উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এর কয়েকটি উল্লেখ করা হলো :

ক. বিশ্বের বিভিন্ন এলাকায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। মিসর, সৌদী আরব, মালয়েশিয়া, পাকিস্তান ও বাংলাদেশে সে ধরনের ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। আরো উল্লেখ্য যে, মালয়েশিয়া ব্যতীত অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে দা'ওয়াতে ইসলাম সম্পর্কে অধ্যয়ন ও গবেষণা শুরু হয়েছে। বর্তমান যুগ-সন্ধিক্ষণে দা'ওয়াতে ইসলামের সমস্যা সমাধান এবং পদ্ধতি নিরূপণ ইত্যাদি বিষয়ে এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর গবেষণা চলছে। যা দা'ওয়াতী কাজে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

খ. সারাবিশ্বে আধুনিক বিজ্ঞানের প্রতিটি দিক ইসলামীকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়েছে। যেমন– রিয়াদে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ও উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সংযুক্ত সেন্টার রিসার্চ এবং রিয়াদের ইদারাতুল বুহুসিল 'ইলমিয়া ওয়াল ইফ্‌তা ওয়াদ্ দা'ওয়াহ, ক্যামব্রিজের ইসলামিক একাডেমী এবং ইসলামিক ট্যাক্স সোসাইটি, আমেরিকা ও মালয়েশিয়ার 'ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থট (The International Institute of Islamic Thought)। এমনিভাবে আমেরিকায় এসোসিয়েশন অব মুসলিম সোসাইটিজ (Assosiation of Muslim Societis), তেমনি নাইজেরিয়ার সেন্টার ফর ইসলামিক স্টাডিজ (Centre for Islamic Studies), বাংলাদেশে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ইসলামী শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট', দারুল ইহ্‌সান বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ইসলামী একাডেমী', ইত্যাদির নাম প্রণিধানযোগ্য।

উল্লেখ্য যে, ইসলামী শিক্ষার উন্নয়নে সৌদির কিং আবদুল আজিজ ইউনিভার্সিটির উদ্যোগে ১৯৭৭ সালে সর্বপ্রথম এক আন্তর্জাতিক কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। যা ইসলামী শিক্ষা ও কারিকুলাম উন্নয়নে যথেষ্ট অবদান রাখে। এ সম্মেলনের প্রস্তাবনার আলোকে উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানসহ মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ভাষায় শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন ক্ষেত্রে পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচী রচনা করে ইসলামী শিক্ষার ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী অধ্যায়ের সূচনা করেছে।

১৪. মুসলিম বিশ্বের অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও উন্নতি সাধনের ক্ষেত্রে ইসলামী দেশগুলো উল্লেখযোগ্য অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। ১৯৭২ সালে ইসলামী সম্মেলন সংস্থা (OIC) গঠিত হওয়ার পরই এ সংস্থা সদস্য দেশগুলোর মধ্যে ঘনিষ্ঠতর অর্থনৈতিক সহযোগিতার পক্ষে প্রচারণা শুরু করে। পাশ্চাত্যমুখী না হয়ে মুসলিম দেশগুলোর পরস্পরে সংহতি ও সহযোগিতার ভিত্তিতে তাদের আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের লক্ষ্যে বিজ্ঞান ও বাণিজ্য উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং অর্থনৈতিক সংস্থা ও তহবিল গঠন করা হয়েছে। যা আধুনিক বিশ্বে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা পেশের মাধ্যমে এক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে দা'ওয়াতী তৎপরতা আরো কার্যকর করার পথ সুগম করে দিয়েছে। এখানে ঐ সকল প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ক'টির নাম উল্লেখ করা হলো :

ক. ইসলামী দেশসমূহের জন্য পরিসংখ্যান, অর্থনৈতিক ও সামাজিক গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (HSRTCIC)

খ. বৃত্তিমূলক এবং কারিগরী প্রশিক্ষণ ও গবেষণা বিষয়ক ইসলামী কেন্দ্র (ICVTTR)

গ. বাণিজ্য উন্নয়ন সংক্রান্ত ইসলামী কেন্দ্র (কাসাব্লাংকা)।

ঘ. বিজ্ঞান-কারিগরী ও উন্নয়ন সংক্রান্ত ইসলামিক ফাউণ্ডেশন (IFSTAD)

ঙ. ইসলামিক বেসামরিক বিমান চলাচল কাউন্সিল (তিউনিস)।

চ. ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক (I.D.B) জেদ্দা।

ছ. বাণিজ্য শিল্প ও পণ্য বিনিময় সংক্রান্ত ইসলামিক চেম্বার (ICCICE)

জ. ইসলামী ব্যাংকসমূহের আন্তর্জাতিক সমিতি (জেদ্দা)।

ঝ. ইসলামী জাহাজ মালিক সমিতি (জেদ্দা)।

ঞ. ইসলামী টেলিযোগাযোগ ইউনিয়ন (করাচী)।

ট. ইসলামী সিমেন্ট ইউনিয়ন (আংকারা)।

ঠ. ইসলামিক মনিটরি ফান্ড (IMF)

ড. অর্থনৈতিক সহযোগিতামূলক সংস্থা ইকো (মধ্য এশিয়ার ছয়টি মুসলমান দেশ নিয়ে পাকিস্তান, আফগানিস্তান, ইরান, তুরস্কসহ মোট দশটি মুসলিম দেশ এই সংস্থা গঠন করে)।

এছাড়া মুসলিম বিশ্বের প্রচুর জনশক্তিসহ প্রাকৃতিক সম্পদ এতই যে, অনেক গুরুত্বপূর্ণ সম্পদের প্রায় অর্ধেকের বেশী পরিমাণ সম্পদ মুসলমানদের অধিকারে। তন্মধ্যে :

প্রাকৃতিক তৈল ৬৫%, ভূগর্ভে ৭৫%, রাবার ৭৭%, পাট ৭৫%, তুলা ৫২%, খেজুর ৯৩%, নারিকেল ৫৬%, ভোজ্য তৈল ৫৬%, উট ৭৫%, ছাগল ৫০%, টিন ৫৫%। এছাড়া ফসফেট ৩৬% এবং গ্যাস ২৫%।

আরো উল্লেখ্য যে, আফ্রিকায় ছত্রিশটি (৩৬) দেশ খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ। তন্মধ্যে ২৩টি মুসলিম রাষ্ট্র। সারা বিশ্বের মোট সম্পদের ৫০%-এর অধিকারী হল মুসলিম বিশ্ব। সারা বিশ্বের জনসংখ্যার ২৫% মাত্র মুসলিম। আধুনিক বিশ্বের আতংক এটম বোমা মুসলমানরা তৈরী করতে সক্ষম হয়েছে। যা আধুনিক পরাশক্তি ব্যবহারে ও বিভিন্ন কর্মসূচী চালু করেছে।

আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণায় দেখা গেছে যে, সৌরশক্তির ব্যবহার ভবিষ্যৎ বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে এক বিরাট সম্ভাবনার দিক উন্মোচন করবে। আর এ শক্তির অধিকাংশ এলাকা মুসলমানদের এলাকায় বিরাজমান। তাই মুসলমানদের আজ পাশ্চাত্য নির্ভরশীল হওয়ার দোহাই দিয়ে ইসলামী আদর্শ প্রচার থেকে বিরত থাকার প্রবণতা ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে, যা দা'ওয়াতে ইসলামের সফলতায় উজ্জ্বল সম্ভাবনার দিক প্রস্ফুটিত করেছে।

১৫. আরবী, বাংলা, ইংরেজী, উর্দু, ফার্সী, ফ্রেঞ্চ, জার্মান, মালয়, চীনা ইত্যাদি ভাষায় প্রচুর ইসলামী সাহিত্য রচিত হয়েছে এবং তা প্রত্যেকটি ভাষাভাষীর কাছে প্রেরণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এতে ইসলামী প্রকাশনা শিল্পের এক জাগরণ সৃষ্টি হয়েছে, যা ইসলামী দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে সুগভীর প্রভাব ফেলছে। আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাত কয়েকটি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের নাম প্রণিধানযোগ্য। যেমন– ১. দারুল কিতাবিল 'আরাবী, কায়রো, মিসর। ২. দারুশ শুরুক (আরবী, কায়রো, দামেশক) বৈরুত। ৩. আল মাকতাবাতুল ইসলামী, দামেশক, বৈরুত। ৪. রাবিতাতুল 'আলামিল ইসলামী (মক্কা)-এর প্রকাশনা বিভাগ, (আরবী, ইংরেজী, ফ্রেঞ্চ)। ৫. দারুদ্ দা'ওয়াহ (জিদ্দাহ)। ৬. মাকতাবাতু ওয়াহাবা, ('আরবী) কায়রো। ৭. দারুল কিতাবিল 'আরবী আল মিসরী, কায়রো। ৮. মাতবায়াতুন নাহদাহ আল মিসরীয়া, 'আরবী, কায়রো। ৯. দারুল ফিকরিল 'আরবী, (দামেস্ক,

বৈরুত)। ১০. দারুল মা'রিফা, 'আরবী (বৈরুত)। ১১. দারুল কুতুবিল আল 'ইলমিয়া, (বৈরুত ও কুয়েত)। ১২. মুআস্সাসাতুর রিসালাহ, ('আরবী) বৈরুত। ১৩. নাদওয়াতুল মুসান্নেফীন, (উর্দূ) দিল্লী। ১৪. ইশা'আতে ইসলামী (উর্দূ) দিল্লী। ১৫. মাকতাবাতুল হাসানাত, (উর্দূ) দিল্লী। ১৬. নাদওয়াতুল 'উলামা (আরবী, ইংরেজী, উর্দূ), লাখনৌ। ১৭. ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, (বাংলা, ইংরেজী, 'আরবী) ঢাকা। ১৮. আধুনিক প্রকাশনী, (বাংলা) ঢাকা। ১৯. এমদাদিয়া লাইব্রেরী, (উর্দূ, ফার্সী, 'আরবী, বাংলা) ঢাকা। ২০. তাবলীগী কুতুবখানা, (বাংলা) ঢাকা। ২১. তাজ এন্ড কোম্পানী (ইংরেজী) দিল্লী। ২২. মল্লিক ব্রাদার্স (বাংলা) কলকাতা। ২৩. বি.আই.আই.টি আমেরিকা ও মালয়েশিয়া (ইংরেজী, 'আরবী)। ২৪. কিং আবদুল 'আজিজ ইউনিভার্সিটির এডুকেশন বিভাগের প্রকাশনা বিভাগ (আরবী, ইংরেজী)।

১৬. বর্তমান বিশ্বে ইসলামের দা'ওয়াতের কৌশল, দা'ওয়াতের সমস্যা ও সমাধানের প্রয়োজনীয়তার দিক নির্দেশনার উপর আলোচনার নিমিত্তে আন্তজাতিকভাবে ক'টি সেমিনার উদ্‌যাপিত করা হয়েছে এবং এ প্রক্রিয়া অদ্যাবধি অব্যাহত আছে। এখানে ক'টি সেমিনারের কথা প্রণিধানযোগ্যঃ

ক. ১৯৭২ সালে আল আযহারে মাজমা'উল বুহুসিল ইসলামিয়ার উদ্যোগে এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এর আলোচ্য বিষয়ের মাঝে অন্যতম বিষয় ছিল 'ইসলামী দা'ওয়াহ' প্রসঙ্গ।

খ. ১৯৭৭ সালে ১২ ফেব্রুয়ারী মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে ইসলামী দা'ওয়াহর সম্পর্কিত এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এতে ৭৩টি দেশের প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন। সেমিনারের বিষয়বস্তু ছিল 'তাওজীহুদ দা'ওয়াহ ওয়াদ্ দুআত' অর্থাৎ দা'ওয়াতী তৎপরতার দিক নির্দেশনা এবং দা'ওয়াত দানকারীদের প্রস্তুতকরণ প্রক্রিয়া।

গ. ১৯৮১ সালে মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে ইসলামী দা'ওয়াহ বিষয়ে এক আন্তর্জাতিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এতে বর্তমান বিশ্বে ইসলামী দা'ওয়াহ এবং দা'ওয়াতের ভবিষ্যত কৌশলের উপর ১৭টি প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয় ।

ঘ. ১৯৮৪ সালে মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে আরেকটি আন্তর্জাতিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এতে ৩০টি প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয়। এ সেমিনারে বিশ্বের ৩২টি দেশের বিশেষজ্ঞগণ উপস্থিত ছিলেন। সেমিনারের মূল বিষয় ছিল 'মুসলিম ঐক্য বিধানে ইসলামী দা'ওয়াতের কৌশল ও পদ্ধতি'।

ঙ. ১৯৮৭ সালে ১৮-২২ এপ্রিল কায়রোর আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে 'লীগ অব ইসলামিক ইউনিভার্সিটি'র উদ্যোগে এক আন্তর্জাতিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এতে মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শরী'আ অনুষদের ৪০ জন ডীন অংশ গ্রহণ করেন। সেমিনারের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ের মাঝে একটি ছিল 'দা'ঈ তৈরী করার ব্যাপারে ইসলামিক ইউনিভার্সিটিগুলোর ভূমিকা'।

চ. এভাবে ১৯৯৪-৯৫ সালে রাবিতার উদ্যোগে 'মুসলিম বিশ্বের সমস্যা ও দা'ঈগণের করণীয়' বিষয়ে মক্কায় আন্তর্জাতিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

মুসলিম বিশ্বের বিশেষজ্ঞগণকে নিয়ে এ ধরনের সেমিনার আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে দা'ওয়াতে ইসলামের ক্ষেত্রে অত্যন্ত তাৎপর্যবহ। এভাবে সারা বিশ্বময় মুসলিম উম্মাহর মাঝে দা'ওয়াতে ইসলামের ক্ষেত্রে এক উজ্জীবন সৃষ্টি হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, দা'ওয়াতে ইসলাম এসেছে সফল হওয়ার জন্য, বিফল বা পরাস্ত হওয়ার জন্য। এর পথে বিভিন্ন রকম বাধা ও সমস্যা থাকবে, কিন্তু এগুলোর পাশাপাশি ইসলাম তার আপন পথ বেছে নেবে এবং

সফলতার দিকে আগুয়ান হবে। এটা ইসলামের শত্রুরা অপছন্দ করলেও। যেমন আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন :

> يريدون ليطفؤا نور الله بافواههم ويابى الله إلاّ ان يتم نوره ولوكره الكفرون – هو الذى ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الذين كله ولو كره المشركون –
>
> আর তারা মুখের ফুৎকারে আল্লাহর নূরকে নির্বাপিত করতে চায়। কিন্তু আল্লাহ নিশ্চয় তার নূরের পূর্ণতা বিধান করেন। যদিও কাফিররা তা অপ্রীতিকর মনে করে। তিনিই প্রেরণ করেন আপন রাসূলকে হিদায়াত ও সত্য দ্বীন সহকারে, যেন এ দ্বীনকে অপরাপর দ্বীনের উপর জয়যুক্ত করেন, যদিও মুশরিকরা তা অপ্রীতিকর মনে করে।[৫৮]

ইসলাম এক চিরন্তন প্রাণবন্ত জীবন ব্যবস্থা। এটা সর্বত্র বিজয়ী বেশে থাকে, বিজিতের বেশে নয়। প্রাথমিক যুগে মুসলমানগণ এ জীবন ব্যবস্থা কায়েম করেছিলেন। তৎকালীন বিশ্বে তারা ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ মানবে পরিণত হয়েছিলেন। আজকের মানুষও যদি ইসলামের পথ নির্দেশনার উপর তাদের জীবন গড়ে তোলে, তাহলে তারা সারা জীবন সফলতা ও সৌভাগ্য লাভ করবে। এটা অকাট্য ও বাস্তব। যা মানব সমাজে পরীক্ষিত ও প্রয়োগকৃত বিষয়। ইতিহাস তার সাক্ষী।

আজকের মানুষ হতে পারে আমেরিকান, ইউরোপিয়ান বা চীনা, জাপানী, তারা যে কেউ ইসলামী জীবন বিধান অনুশীলন করবে, তাদের আধ্যাত্মিক ও ব্যবহারিক জীবনে ইসলামের চর্চা করবে, তারা জীবনে সফল হবেই। আজ আমেরিকা, রাশিয়া, চীন, জাপান, বৃটেন মুসলিম দেশসমূহের তুলনায় হতে পারে পরাশক্তি। তাই বলে মুসলমানদের নিরাশ হবার কিছু নেই। কারণ মহানবী সা.-এর যুগেও রোম-পারস্য নামে দু'টি পরাশক্তি বিরাজমান ছিল। তৎকালীন প্রেক্ষাপট চিন্তা করলে সেগুলোকে কোনভাবেই খাটো করে দেখা যায় না। অথচ মুসলমানগণ মাত্র অর্ধশতাব্দীতেই সে সমস্ত পরাশক্তিগুলোকে পরাস্ত করে। আর এভাবে ইসলাম একক ও অপ্রতিরোধ্য শক্তি হিসেবে বিশ্ব নেতৃত্বের আসনে সমাসীন হয়েছিল। অতএব আজ আমেরিকা, রাশিয়া ও অন্যান্য পরাশক্তিগুলোকে দেখে ভয় করার কিছু নেই। ইসলাম বিজয়ী হিসেবে আবার ফিরে আসবে। সকল ধর্ম, তন্ত্র-মন্ত্রের উপর ইসলাম জয় লাভ করবে। মিকদাদ ইবন আসওয়াদ রা. বর্ণিত একটি হাদীস থেকেও সে ইশারা আমরা পাই। মহানবী সা. বলেছেন, 'সমতল অসমতল ভূপৃষ্ঠে এমন কোন স্থান খালি থাকবে না, যেখানে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন ইসলামকে প্রবেশ করাবেন না। যে সম্মানের যোগ্য তাকে সম্মান দিবেন, আর যে লাঞ্ছনার যোগ্য তাকে লাঞ্ছনা করে হলেও। হয় আল্লাহ পাক তাদেরকে সম্মানিত করবেন, অতঃপর এদেরকে এর অনুসারীদের অন্তর্ভুক্ত করে দেবেন। অথবা তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন এবং তারা ঐ দ্বীনের বশবর্তী হয়ে থাকবে।'[৫৯]

আর ইমাম মাহ্দীর ঘটনায় দেখা যায়, তিনি সমগ্র বিশ্বে ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করবেন এবং জুলুম ও নিপীড়ন বিদূরিত করবেন।[৬০]

এতেও ইসলামের পুনরুত্থান ও বিজয়ের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। আল কুর'আন ও সুন্নাহর দিকে মানুষ ফিরে এলে ইসলামের পুনরুত্থান ঘটবে।

'আল্লামা ইকবাল বলেছেন, তারা হলেন সাহাবী, ইসলামকে আঁকড়ে ধরার জন্যই মানব সমাজে তারা ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। আজ তোমরা কুর'আনের উপর 'আমল না করার কারণে নিপীড়িত ও নিগৃহীত।[৬১]

বাস্তবিক পক্ষেও তাই। মুসলমানরা তাদের ইলম থেকে বিরত থাকার জন্য খড়কুটার ন্যায় পানির উপর ভাসছে।

---

[৫৮] সূরা তাওবা : ৩২-৩৩।

[৫৯] *মুসনাদ আহমদ*, ৬খ, পৃ ৪।

[৬০] *সুনানু আবি দাউদ*, ৪খ, পৃ ১৫১।

[৬১] আল্লামা ইকবাল, *শিকওয়া জওয়াবে শিকওয়া*, পৃ ১৮।

মহানবী সা.-এর ইশারা অনুসারে আমরা দেখতে পাচ্ছি ইসলামের শত্রুরা মুসলমানদের নিয়ে হোলি খেলছে। মহানবী সা. বলেছেন, 'অন্যান্য জাতি তোমাদের উপর চড়ে বসবে, যেভাবে ভোজনকারীরা তাদের খাদ্যের বড় থালার চতুর্দিকে খেতে বসে। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো, হে রাসূল সা., তখন কি আমাদের সংখ্যা কম হওয়ার কারণে এমন হবে? মহানবী সা. বললেন, না, সংখ্যা বেশী হবে, তবে তারা বন্যায় ভেসে আসা খড়কুটার ন্যায়।[৬২]

আজকের মুসলমানগণ যদি নিজেদের জীবনে ইসলাম প্রতিষ্ঠা না করে, কিংবা দা'ওয়াতে ইসলামের দায়িত্ব যথাযথ পালন না করে, তাহলে এমনটি সম্ভব নয় যে, তাদের ব্যতীত আমেরিকান বা জার্মানদের মত অন্য কোন জাতির মাধ্যমে আল্লাহ পাক এই পৃথিবীতে ইসলামকে বিজয়ী করবেন। ইসলাম বিজয়ী আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করার এটা একটা প্রাকৃতিক নিয়ম। যার সুস্পষ্ট ঘোষণা পবিত্র কুর'আনে এসেছে :

هاانتم هو لاء تدعون لتنفقوا فى سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه و الله هو الغنى و انتم للفقراء و ان تتلوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم -

> শোন, তোমরাই তো তারা, যাদেরকে আল্লাহর পথে ব্যয় করার আহবান জানানো হচ্ছে। অতঃপর তোমাদের কেউ কেউ কৃপণতা করছে। যারা কৃপণতা করছে, তারা নিজেদের প্রতিই কৃপণতা করছে। আল্লাহ অভাবমুক্ত এবং তোমরা অভাবগ্রস্ত। যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও তবে তিনি তোমাদের পরিবর্তে অন্য জাতিকে এ কাজে প্রতিষ্ঠিত করবেন, এরপর তারা তোমাদের মত হবে না।[৬৩]

নামেমাত্র মুসলমান হওয়ার জন্য গর্ব করার কিছু নেই। আল্লাহ তাদের দ্বারাই ইসলামকে বিজয়ী করবেন, যারা বাস্তব জীবনে ইসলামের অনুসরণ করে। হতে পারে জাপানী বা জার্মানী। 'আরবী কিংবা ইরানী হওয়া শর্ত নয়। ইসলামী জীবনব্যবস্থা প্রাকৃতিক নিয়মের সমষ্টি। যারাই তা চর্চা করবে তাদের শ্রম ফলপ্রসূ হবে। এটাও প্রাকৃতিক নিয়ম। ইসলাম বিজয়ী হওয়ার জন্য কোন স্থান, কাল, পাত্র চিহ্নিত করে না। কর্মে তার পরিচয়, বর্ণে বা গোত্রে নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

فاقم وجهك للدين حنيفا فطرت الله التى فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون -

> তোমরা একনিষ্ঠভাবে নিজেকে দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখ। এটাই আল্লাহর প্রকৃতি, যার উপর তিনি মানব সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই। এটাই সরল ধর্ম, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।[৬৪]

দা'ওয়াতী কার্যক্রমে সফলতার লক্ষ্যে করণীয় : প্রস্তাবনা

উল্লিখিত আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট, দা'ওয়াতে ইসলামের ক্ষেত্রে সমস্যার পাশাপাশি সমাধানের পথে সহায়ক উপকরণও প্রচুর রয়েছে এবং দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে সফলতার সম্ভাবনাও উজ্জ্বল। সমস্যা ও সম্ভাবনাকে সামনে রেখে এ ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক কিছু প্রস্তাবনা তুলে ধরা হলো :

১. সবপ্রথম মানুষের 'আকীদা-বিশ্বাস এবং চিন্তা-চেতনা সংশোধনের কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে। দা'ওয়াতের সফলতার জন্য প্রথম কাজই হলো সৃষ্টিকর্তা, জীবন ও জগত এবং এতে মানুষের অবস্থা সম্পর্কে সঠিক 'আকীদা-বিশ্বাস গঠন করা। এ ধরনের 'আকীদা বিশ্বাসে অস্পষ্টতা থাকার দরুন মানব সমাজে বিভিন্ন রকম বিভ্রান্তি ও অনৈসলামিক কার্যক্রম চলছে। তাই 'আকীদাগত সমস্যা সকল সমস্যার মূল। এ জন্য দেখা যায়, সকল আম্বিয়া 'আ. তাদের দা'ওয়াতের মূল বিষয় রাখতেন 'আকীদা সংশোধন করে আল্লাহকে একমাত্র ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করার মানসিকতা সৃষ্টি করা। কুর'আন কারীমে এসেছে :

---

[৬২] *সুনানু আবি দাউদ*, কিতাবুশ শামাইল, বাবু ফি তাদা'ইল উমামি 'আলাল ইসলাম, ৪খ, পৃ ৪৮৩।

[৬৩] সূরা মুহাম্মদ : ৩৮।

[৬৪] সূরা আর রূম : ৩০।

> وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شئ نحن و لا أباؤنا و لا حرمنا من دونه من شئ, كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلغ المبين, ولقد بعثنا فى كل أمة رسو لا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت -
>
> মুশরিকরা বললো, যদি আল্লাহ্ চাইতেন তবে আমরা তাকে ছাড়া কারো 'ইবাদত করতাম না এবং আমাদের পিতৃ পুরুষরাও করতো না, আর তাঁর নির্দেশ ছাড়া কোন বস্তুই আমরা হারাম করতাম না। তাদের পূর্ববর্তীরা এমনই করেছে (এবং ঐ ধরনের কথাই বলেছে)। অনন্তর রাসূলের দায়িত্ব তো শুধুমাত্র সুস্পষ্ট বাণী পৌছে দেয়া। আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে রাসূল প্রেরণ করেছি এ মর্মে যে, তোমরা আল্লাহর 'ইবাদত কর এবং তাগূতের অনুসরণ থেকে বিরত থাক।[৬৫]

মানুষের 'আকীদা সংশোধন হয়ে গেলে অন্যান্য বিষয়গুলো আস্তে আস্তে এমনিতেই সংশোধিত হতে থাকে। কিন্তু প্রায়শই দা'ঈগণের মাঝে দেখা যায়, তারা এ দিকটি গুরুত্ব না দিয়ে সামাজিক অন্যান্য বিষয় নিয়ে ব্যস্ত হয়ে যান, যাকে রাজনৈতিক বিষয় হিসেবে নাম দেয়া হয়। মানুষের 'আকীদাগত পরিবর্তন না এনে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনে ব্যস্ত হয়ে যান।

মানুষের 'আকীদার দিকটি মৌলিক, আর এটা ছাড়া অন্যান্য দিকগুলো শাখা প্রশাখা মাত্র। তাই মহানবী সা. কা'বা ঘরে অনেক মূর্তি থাকার পরও প্রথমে সেগুলো ভাঙ্গার কর্মসূচী নেন নি। তিনি মানুষের অন্তরে 'আকীদার পরিবর্তন করে মনোবিপ্লব সাধন করেছেন। ফলে মূর্তিগুলো ভাঙ্গার সময়, কোন রকম বাধার অবকাশ ছিল না।

মহানবী সা. হযরত মু'আয রা.কে ইয়ামানে পাঠানোর সময় তাকে দা'ওয়াতের পদ্ধতি শিক্ষা দিতে গিয়ে বলেন, সে যেন প্রথমে তাওহীদ ও রিসালাতের দিকে মানুষকে দা'ওয়াত দেয়।[৬৬] এ প্রেক্ষাপটে বিশেষ করে যে কাজগুলো করতে হবে তা হলো :

ক. সংশোধন কর্মসূচীতে দা'ঈগণের নিজস্ব 'আকীদা ও জনগণের 'আকীদা সবকিছু আওতাভুক্ত করতে হবে। দা'ঈর নিজের 'আকীদা যদি কুর'আন-সুন্নাহ অনুযায়ী না হয়, তাহলে তার দা'ওয়াতে সাধারণ জনগণ বিভ্রান্ত হবে।

খ. জাহিলিয়াতের শিরকের অবস্থা তুলে ধরে কালিমা তাইয়্যিবার বিপ্লবী বাণী প্রচার করতে হবে। মাঝে মাঝে এ কালিমাকে তুলে ধরা হয় 'ইসলামী মন্ত্র' হিসেবে– এটা খুবই পরিতাপের বিষয়। কালিমার সঠিক তাৎপর্য হচ্ছে নিজের জীবনের সকল দিক ও বিভাগে আল্লাহ তা'আলার সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে নেয়া, তার কাছে আত্মসমর্পণ করা এবং যারা আল্লাহর সার্বভৌমত্বের বিপরীত নিজেদের সার্বভৌমত্ব দাবী করে, তাদের কর্তৃত্ব অস্বীকার করা।[৬৭]

গ. বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা পৌত্তলিক 'আকীদা-বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা ও কুসংস্কারগুলো বিদূরিত করা।

ঘ. ভ্রান্ত শিয়া, বাতেনী, ভণ্ডপীর ও কাদিয়ানীদের প্রচারিত 'আকীদা সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করতে হবে।

---

[৬৫] সূরা নাহল : ৩৫-৩৬।

[৬৬] *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুয যাকাত, বাবু অজুবিয্ যাকাত, হাফিজ আল মুনযারী, মুখতাসারু সহীহ মুসলিম, ১খ, পৃ ১৩৬।

[৬৭] সাইয়্যিদ কুতুব শহীদ, *ইসলামী সমাজ বিপ্লবের ধারা*, আবদুল খালেক অনূদিত, ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ১২৮৬ হি, পৃ ৩৯-৪০।

ঙ. ইসলামের মৌলিক 'আকীদা-বিশ্বাস তুলে ধরতে হবে। এর ভিতর তাওহীদ-রিসালাত, আখিরাত ইত্যাদি। মানব দেহের রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়ার মত ইসলামের মৌলিক 'আকীদা-বিশ্বাস সমাজের শিরা উপশিরায় প্রবাহিত করতে হবে এবং তা সক্রিয় ইসলামী সংগঠনের দেহ কাঠামোর অভ্যন্তরে জ্বলন্ত মশালের ন্যায় দীপ্তমান থাকবে।[৬৮]

চ. আখিরাতের মুক্তির জন্য ইসলামের পূর্ণাঙ্গ চর্চা অত্যাবশ্যক। আর এটা বিশ্বাস করাও ইসলামী 'আকীদার অংশ। এ বিষয়টিও তাদের কাছে 'আকীদা হিসেবে তুলে ধরার প্রচেষ্টা চালাতে হবে। এর উপর গুরুত্ব দিতে হবে।

২. জীবন সমস্যার সমাধানে কুর'আন সুন্নাহর দিকে নিরংকুশ ও সরাসরি প্রত্যাবর্তনে জনসাধারণকে উৎসাহিত করতে হবে। মুসলিম উম্মাহর মাঝে বিচ্ছিন্নতা এবং বিভিন্ন মাযহাবী মতানৈক্য দূর করণার্থে এবং জীবন চলার পথে সঠিক দিক নির্দেশনা লাভে কুর'আন-সুন্নাহর প্রতি সরাসরি প্রত্যাবর্তন ব্যতীত অন্য কোন পথ অবলম্বনের অবকাশ নেই। এ জন্য মহানবী সা. মুসলিম উম্মাহকে এ ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছিলেন :

ترکت فيكم إمرين لن تضلوا ماذا تمسكتم بها كتاب الله وسنة رسوله -

আমি তোমাদের মাঝে দু'টি জিনিস রেখে যাচ্ছি, এগুলো তোমরা আঁকড়ে ধরলে কখনো বিপথগামী হবে না। সে দু'টো হলো আল্লাহর কিতাব ও আমার সুন্নাত।[৬৯]

কুর'আন সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার ব্যাপারে এবং মতানৈক্যের ব্যাপারে এ আয়াতকে সংবিধান হিসেবে ধরে নিতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

يايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم فان تنازعتم فى شئ فردوه إلى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تأويلا -

হে ঈমানদারগণ, আল্লাহর নির্দেশ মান্য কর, নির্দেশ মান্য কর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্যে যারা কর্তৃত্বের অধিকারী তাদের। তারপর যদি তোমরা কোন বিষয়ে বিবাদে প্রবৃত্ত হয়ে পড়, তাহলে আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি প্রত্যাবর্তন কর, যদি তোমরা আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসের উপর বিশ্বাসী হয়ে থাকো। আর এটাই কল্যাণকর এবং পরিণতির দিক থেকে উত্তম।[৭০]

৩. জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নতুন নতুন সমস্যার সমাধানে আল কুর'আন ও সুন্নাহর আলোকে ইজতিহাদী চেতনার পুনরুজ্জীবন ঘটাতে হবে। তবে হ্যাঁ, ইজতিহাদের দরজা যেহেতু খোলা, সেহেতু মতানৈক্য হতে পারে, যেমন পূর্বেও হতো। তবে যে সব বিষয়ে মতানৈক্য নেই, সে সব বিষয় সকলকে আঁকড়ে ধরতে হবে। আর মতানৈক্যের বিষয়সমূহে পুনঃ পুনঃ গবেষণা হতে পারে। মীমাংসা হলে তো হলো, নতুবা পরস্পর উদারতা দেখাতে হবে।

৪. আগ্রাসী শক্তি ও ষড়যন্ত্রকারীদের মোকাবেলায় ইসলামী জিহাদী চেতনার বিকাশ সাধনে গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। যুগোপযোগী সর্বোৎকৃষ্ট প্রযুক্তি ও উপকরণ ব্যবহার করার জন্য কার্যকরী ভূমিকা নিতে হবে। তা সামরিক ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কিংবা কারিগরী ক্ষেত্রেই হোক। এ জন্য আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেছেন :

واعدوا لهم ما استطعتم من قوة -

তাদের প্রতিরোধে সম্ভাব্য সকল শক্তি ব্যবহারের প্রস্তুতি নাও।[৭১]

অত্র আয়াতে কুওয়াহ (قوة) বা 'শক্তি' শব্দটি ব্যাপকার্থে ব্যবহৃত। এতে সামরিক শক্তি, সাংগঠনিক শক্তি, ঈমানী শক্তি, অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত শক্তি সবই অন্তর্ভুক্ত।

---

৬৮. প্রাগুক্ত, পৃ ৪৪।

৬৯. ইবন হিশাম, *আস্ সীরাতুন নাববিয়্যাহ,* কায়রো : দারুত্ তাওফিকিয়া, তা.বি, ৪খ, পৃ ১৮৫ ।

৭০. সূরা নিসা : ৫৯।

৭১. সূরা আনফাল : ৬০।

৫. সমাজের কিছু কিছু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি বা ধর্মীয় পুরোহিত তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি ধরে রাখার জন্য কিংবা পৌত্তলিকতা মোহে দা'ওয়াতে ইসলামের কার্যক্রমের বিরুদ্ধে বিভিন্ন রকম অপবাদ, কুৎসা রটনা করতে পারে, দা'ঈদেরকে গালিগালাজ করতে পারে। এমনকি সন্ত্রাসী কাজের মাধ্যমেও দা'ওয়াতী কাজ বন্ধ করার প্রয়াস চালাতে পারে। যা নতুন নয়। যুগে যুগে তা হয়ে আসছে। এজন্য কুর'আন কারীমেও এসেছে :

ما يقال لك الا ما قيل للرسل من قبلك -

আপনাকে আজ যা বলা হচ্ছে, আপনার পূর্বের রাসূলগণকেও এমনি বলা হত।[৭২]

এখানে দা'ঈকে সে সন্দেহের অপনোদন করতে হবে, অপবাদের নিরসন করতে হবে অত্যন্ত ধৈর্য ও নরম বা বন্ধুসুলভ আচরণের মাধ্যমে। প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করে নয় কিংবা গালিগালাজ করেও নয়। এজন্য আল্লাহ পাক বলেছেন :

ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم -

যারা আল্লাহ ব্যতীত অন্যদের 'ইবাদত করছে, তাদেরকে গালিগালাজ করো না। তাহলে তারা ধৃষ্টতা করে অজ্ঞতাবশত আল্লাহকে মন্দ বলবে।[৭৩]

এমনিভাবে সন্ত্রাসের মোকাবেলা সন্ত্রাসের মাধ্যমে নয়। পরিস্থিতি ধৈর্য ও সহনশীলতার মাধ্যমে মোকাবেলা করতে হবে। হয়তো দা'ঈর জন্য এটা কষ্টকর কিংবা তা মন মানবে না। কিন্তু করার কিছুই নেই। তাকে ধৈর্য ধরতে হবে। আর আল্লাহর কাছে প্রতিপক্ষের হিদায়াত ও নিজের জন্য সওয়াব এবং তাওফীক কামনা করতে হবে। দা'ঈকে এ অবস্থায় একজন হিতাকাঙ্ক্ষী হৃদয়বান চিকিৎসকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে। রোগী হয়তো তাকে গালি দিবে, মন্দ বলবে, বিরক্ত করবে, তাই বলে তার চিকিৎসা বাদ দেয়া চলবে না। কেননা তার উদ্দেশ্য রোগীর চিকিৎসা করা, প্রতিশোধ নেয়া উদ্দেশ্য নয়। এমনিভাবে দা'ঈর উদ্দেশ্য মানুষকে হিদায়াত দানের চেষ্টা করা, প্রতিশোধ নেয়া নয়।

আর দা'ঈ ধৈর্য্য ধরলে আশা করা যায়, জনমত তার অনুকূলে চলে আসবে। কারণ মানুষ স্বভাবত মাযলুমের পক্ষ নিয়ে থাকে, সহমর্মী হয়। অধিকন্তু মাযলুম যদি সত্যের উপর থেকে থাকে, তবে এ সত্য গ্রহণে মানুষ উদ্বুদ্ধ হয়। তাই এটা দা'ওয়াতেরই একটা কৌশল বটে। এ সুযোগের সদ্ব্যবহার দা'ঈকে করতে হবে।

৬. দা'ঈগণ নিজেদেরকে আদর্শিক মডেল হিসেবে পেশ করতে হবে। তাহলে ইসলাম বিরোধীদের অপপ্রচার দ্বারা সাধারণ মানুষ প্রভাবিত হবে না। মৌলবাদী, সন্ত্রাসী ইত্যাদি যা-ই বলুক না কেন, যখন মানুষ দেখবে দা'ঈ একজন সৎ ও কল্যাণকামী ব্যক্তি, তখন তার দ্বারা জনগণ প্রভাবিত হবেই। পূর্বেকার যুগে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষ দা'ঈগণের চারিত্রিক অবস্থা অবলোকন করেই বেশী প্রভাবিত হতো। ভারত ও আফ্রিকায় ইসলাম প্রচারের ইতিহাসে এটা লক্ষণীয়।

মহানবী সা.সহ সাহাবা কিরামদের জীবনাদর্শই ছিল ইসলামের বাস্তব প্রতিচ্ছবি। এজন্য তখনকার সময়ে মানুষ তাদের অবস্থা দেখেই ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হতো। একবার সাহাবা কিরাম উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা রা.কে মহানবী সা.-এর জীবন বা আখলাক সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন, তিনি অতি সংক্ষেপে উত্তর দিতে গিয়ে বলেছিলেন– তোমরা কি কুর'আন পড়নি? কুর'আনুল কারীমই তো তাঁর চরিত্র।[৭৪]

মহানবী সা. আল কুর'আনের নির্দেশিত বিভিন্ন বিষয়গুলোকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করে মডেল বা উসওয়াহ হিসেবে মানব জাতির সামনে উপস্থাপন করেছিলেন। এ

---

[৭২] সূরা ফুসসিলাত : ৪৩।

[৭৩] সূরা আন'আম : ১০৮।

[৭৪] *নাসা'ঈ শরীফ*, কিতাবু কিয়ামিল লাইল, মাকতাবাতু হালাবী, ১৩৮৩ হি, ৩খ, পৃ ১৬২।

জন্য তাঁর দা'ওয়াতও ছিল অত্যন্ত কার্যকর। ইসলাম বিরোধীরা বিভিন্ন অভিধায় তার বিরুদ্ধে কুৎসা রটাতো, কিন্তু যারা মহানবী সা.-এর জীবনাচরণ প্রত্যক্ষ করতো, তারা ইসলামের দা'ওয়াত দ্বারা প্রভাবিত হতো। সে ধরনের কুৎসা রটনার প্রেক্ষাপটে আজো কেউ যদি মহানবীর সীরাত ভালোভাবে অধ্যয়ন করে, তবে সে কিছু না কিছু প্রভাবিত হবে। এ জন্য দা'ঈর নিজের স্বভাব-আচরণ তথা আখলাক দা'ওয়াতে ইসলামের ক্ষেত্রে অত্যন্ত কার্যকর মাধ্যম। বলা হয়ে থাকে, হাজার ব্যক্তির মাঝে এক ব্যক্তির অবস্থা এক ব্যক্তির উপর হাজার ব্যক্তির কথার চেয়ে বেশী প্রভাবশালী। সুতরাং মুখের ভাষার চেয়ে কাজ বা অবস্থার ভাষা আরো বেশী ফলপ্রসূ। তাই দা'ঈকে তার কথাবার্তা, উঠা-বসা, চলাফেরা, আচার-আচরণের মাধ্যমে ইসলামের জীবনাদর্শকে ফুটিয়ে তুলতে হবে দা'ওয়াতে ইসলামকে সফল করার জন্য। তাকে দেখলে মনে হবে যেন একটা জীবন্ত ইসলাম।

সমগ্র বিশ্বে শিক্ষিতের হার কম-বেশী– এ ধরনের মানদণ্ডে বিচার করলে দেখা যাবে মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশগুলোতে নিরক্ষতার হার বেশী, শিক্ষিতের হার খুবই কম। তাই দা'ওয়াতে ইসলামকে আরো কার্যকর করতে হলে সমাজ থেকে অজ্ঞতা দূর করতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এতে মসজিদভিত্তিক সাধারণ সভা সমিতিতে ওয়ায-নসীহত, রেডিও, টিভি, ক্যাসেট, ভিডিও, ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, পত্র-পত্রিকা ইত্যাদি প্রচার মাধ্যমগুলোর ব্যবহারের উপর গুরুত্ব দেয়া অত্যাবশ্যক।

বাংলাদেশের মত নিরক্ষরতার হার যেসব দেশে বেশী, সে সব দেশে মুখে মুখে শ্রবণ বা দর্শন প্রক্রিয়ায় দা'ওয়াতে ইসলামের কাজ নিঃসন্দেহে সবচেয়ে শক্তিশালী ও কার্যকর মাধ্যম হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ১৯৯৫ সালে ১০০ ভাগ মুসলিম অধ্যুষিত জিবুতিতে খ্রীস্টান মিশনারীরা জিবুতির ভাষা 'আফার' বাইবেল অনুবাদ করে। সাথে সাথে এগুলোর ক্যাসেট তৈরী করে যাযাবর জাতিগুলোর মাঝে বিতরণ করে। এতে মিশনারীদের জন্য নিষিদ্ধ এমন জায়গাও ক্যাসেট পৌঁছে যায়। এতে জিবুতির উল্লেখযোগ্য সংখ্যক যুবক খ্রীস্ট ধর্ম গ্রহণ করে।[৭৫]

দা'ওয়াতে ইসলামের ক্ষেত্রেও সম সাময়িককালের বৈজ্ঞানিক উপায় উপকরণগুলোকে ব্যবহার করা জরুরী। যেন স্পষ্ট ও সহজলভ্যভাবে দ্বীনের দা'ওয়াত মানুষের কাছে পৌঁছানো যায়। জনমত গঠনে উপরোক্ত প্রচার মাধ্যমগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সমাজতন্ত্রের মত অবাস্তব একটি মতবাদ পৌনে এক শতাব্দী কাল মানুষকে প্রতারিত করতে সক্ষম হয়েছে, সেটা শুধুমাত্র প্রচারের কারণেই।

৭. সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনায় সক্ষম নেতৃত্ব সৃষ্টির উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করতে হবে। দা'ওয়াতের সফলতায় সামাজিক নেতৃত্ব অনেক বেশী কার্যকর ও শক্তিশালী। জনগণের নিকট এবং জনমত সৃষ্টিকারী শক্তিসমূহের নিকট গ্রহণযোগ্য নেতৃত্ব সামনে আনতে না পারলে নিছক আদর্শের প্রচার তৎপরতা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া কঠিন। এ জন্য মানুষের সঙ্গে মিশতে হবে, সুখ-দুঃখের খবর নিতে হবে। বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচী ও সমস্যা নিরসনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে হবে। এ ধরনের কাজের মাধ্যমে সমাজের কাছে অভিজাত শ্রেণীসহ আপামর জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য এবং আপনজন হিসেবে নিজের ব্যক্তিত্বকে তুলে ধরতে হবে। দা'ঈকে সব সময় সমাজ চিকিৎসকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে।

এজন্য দেখা যায়, মহানবী সা. সমাজের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান সম্পর্কে কার্যকর ভূমিকা নিতেন, এমনকি বৈরী পরিবেশেও।

---

[৭৫] ড. জাফরুল ইসলাম খাঁন, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৩-৪৪।

ইবন হিশাম উল্লেখ করেন, ইরাশা গোত্রের এক ব্যক্তি তার ক'টি উট নিয়ে মক্কায় আসে। আবূ জাহল তার কাছ থেকে উট খরিদ করে নেয়, কিন্তু দাম পরিশোধ করা নিয়ে টালবাহানা শুরু করে। নিরুপায় হয়ে সে লোকটি কুরাইশদের একটি সভাস্থলে এসে উপস্থিত হয়ে লোকদেরকে তাকে সাহায্য করার জন্য আবেদন জানায়। কিন্তু তারা তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে নি। অতঃপর সে মহানবী সা.-এর কাছে যায়। মহানবী সা. তাৎক্ষণিকভাবে আবূ জাহলের বাড়িতে গিয়ে অত্যন্ত কঠোর ভূমিকা নিয়ে ঐ ব্যক্তির পাওনা আদায় করে দেন।[৭৬]

আজকের দা'ঈগণকেও এ ধরনের সমাজ সচেতন হতে হবে। সামাজিক নেতৃত্বে আসতে হবে।

বর্তমান মুসলিম সমাজ নেতৃত্ব ত্রিধারায় বিভক্ত। ধর্মীয় নেতৃত্ব, সংগ্রামী নেতৃত্ব, সমাজ নেতৃত্ব। ধর্মীয় নেতৃত্ব বলতে 'উলামা কিরাম, মসজিদের ইমাম, মাদরাসার শিক্ষক এবং খানকার পীর ব্যক্তিদের নেতৃত্ব বুঝায়। সংগ্রামী নেতৃত্ব বলতে বুঝায় যারা ইসলামী আদর্শকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে বাস্তবায়ন করার জন্য আন্দোলন করছে। আর সমাজ নেতৃত্ব বলতে বুঝায় সমাজে অবস্থিত এক শ্রেণীর মোড়ল প্রকৃতির মানুষ এবং রাজনীতিবিদদের নেতৃত্ব। এ ত্রিধারার নেতৃত্বের অবসান ঘটাতে হবে। মূলত সমাজের নেতৃত্বের অধিকার থাকবে একমাত্র আল্লাহ এবং রাসূলের। অর্থাৎ কুর'আন এবং সুন্নাহর। এতদুভয়ের আলোকে মানব সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমস্যার সমাধানে সক্ষম নেতৃত্ব গঠনের মাধ্যমে উপরোক্ত সমস্যার সমাধান সম্ভব। যাদের মাঝে জিহাদী চেতনা ও ইজতিহাদী প্রেরণা থাকবে।

৮. শিক্ষা ব্যবস্থায় মূল্যবোধ সংযোজন ও ইসলামীকরণের চেষ্টা জোরদার করা অত্যাবশ্যক। অবশ্য এ উপলক্ষ্যে মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন সেমিনার, সিম্পোজিয়াম অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং বিভিন্ন ওয়ার্কসপ পরিচালিত হয়েছে। সৌদি আরব, পাকিস্তান, মিসর ইত্যাদি দেশের নাম উল্লেখযোগ্য। তার মধ্যে মক্কায় ১৯৭৭ সালে অনুষ্ঠিত শিক্ষা বিষয়ে আন্তর্জাতিক সম্মেলনের প্রস্তাবগুলো মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কার্যকর করার জন্য আরো জোর প্রচেষ্টা চালানো উচিত। ঐ সম্মেলনে মুসলিম বিশ্বের রাষ্ট্রপ্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন এবং প্রত্যেকে ঐ প্রস্তাবগুলো নিজ দেশে বাস্তবায়ন করার জন্য রাষ্ট্রীভাবে অঙ্গীকার করে এসেছিলেন। তাই মুসলিম বিশ্বের দেশগুলো তা বাস্তবায়নে রাষ্ট্রীয়ভাবে দায়বদ্ধ। এ ছাড়া শিক্ষা ব্যবস্থায় মূল্যবোধ সংযোজন ও ইসলামীকরণের লক্ষ্যে মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রয়োজনে একটি করে বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা উচিত। এ কমিটির দ্বারা গবেষণা, সেমিনার ও লেখালেখির মাধ্যমে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার সমালোচনা এবং আল কুর'আন ও সুন্নাহর আলোকে শিক্ষা ব্যবস্থা সাজানোর ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট পরামর্শ দেয়ার উপর গুরুত্বারোপ করতে হবে। যেন এ দিকে সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়।

৯. দা'ওয়াত দানকারীদের মানোন্নয়নে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। তাদের জন্য যে সব গুণাগুণ থাকা অপরিহার্য তাদের মাঝে যেন অবশ্যই বিদ্যমান থাকে, সে লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ দিতে হবে। যেমন– পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে ইসলাম সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান, কথা ও কাজের মিল, দা'ওয়াতী কাজকেই জীবনের লক্ষ্য হিসেবে মনে করা, উন্নত নৈতিক চরিত্র, মেজাজের ভারসাম্যতা, বিচক্ষণতা, হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা, ভারসাম্যপূর্ণ জীবনে অভ্যস্ততা, আত্মসমালোচনায় অভ্যস্ততা, গঠনমূলক সমালোচনায় অভ্যস্ততা, ধৈর্য ইত্যাদি।

১০. ইসলামের ব্যাপক প্রচারের লক্ষ্যে যুগোপযোগী শিক্ষা ও ট্রেনিং প্রদানের মাধ্যমে ইসলামী মিশনারী বা মুবাল্লিগ তৈরী করার জন্য মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন এলাকায় দা'ওয়াতী স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সাথে সাথে ছাত্র ও যুবক শ্রেণীকে দা'ওয়াতী কাজে সচেতন করার লক্ষ্যে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরে যথাসম্ভব ইসলামী দা'ওয়াহ বিষয়

---

[৭৬] ইবন হিশাম, *সীরাতুন্নবী*, ২খ, পৃ ৪৩-৪৪।

পাঠ্য তালিকাভুক্ত করা প্রয়োজন। এ ছাড়া মুসলিম সমাজের ধনাঢ্য ব্যক্তিদের অনুদানের মাধ্যমে আরো ব্যাপকভাবে দা'ওয়াহ একাডেমী ও দা'ওয়াতী সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন।

১১. দা'ঈ বা মুবাল্লিগদেরকে সংগঠিত করার উপরও গুরুত্ব দিতে হবে। প্রয়োজনে বিত্তশালী ব্যক্তিদের সহায়তায় তহবিল সংগ্রহ করে ঐ ধরনের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুবাল্লিগদের জন্য বিশেষ ভাতার ব্যবস্থা করতে হবে। যেন তারা দা'ওয়াতী কাজে এককভাবে আত্মনিয়োগ করতে পারে।

১২. দা'ঈদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে কারিগরী ও বৃত্তিমূলক বিষয়াদিও অন্তর্ভুক্ত থাকা প্রয়োজন। যেন তাদের আত্ম কর্মসংস্থানের পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন পদে সমাসীন হয়ে দা'ওয়াতী কাজ আনজাম দিতে পারে।

নওমুসলিমদের পুনর্বাসন করে তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কোর্সের ব্যবস্থা করতে হবে। কেননা বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে, ইসলামী দা'ঈদের দা'ওয়াতে প্রভাবিত হয়ে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করতে চায়। কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করার পরে তারা পারিবারিক ও সামাজিকভাবে যে ধরনের বয়কটের শিকার হবে, সে ধরনের পরিস্থিতির কথা চিন্তা করে অনেকেই ইসলাম গ্রহণ থেকে বিরত থাকে। তাদের পুনর্বাসনের তথা সামাজিকভাবে তাদেরকে প্রতিষ্ঠা করার নিশ্চয়তা থাকলে ঐ ধরনের পরিস্থিতির তোয়াক্কা করতো না।

ইসলামে যাকাত ব্যবস্থার ৮টি খাতের মাঝে অন্যতম একটি হলো তা'লিফুল কুলুব। যার অর্থ হলো নওমুসলিম ও ইসলাম গ্রহণেচ্ছুক ব্যক্তিদের চিত্ততুষ্টির ব্যবস্থা করা। যেন অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তা প্রদানের মাধ্যমে তারা ইসলামের দিকে আকৃষ্ট হয়। তাই যাকাত ব্যবস্থার মাধ্যমে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন নও মুসলিমদের পুনর্বাসন তথা সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। এজন্য মুসলিম বিশ্বের নেতৃবৃন্দের যাকাত ব্যবস্থার মাধ্যমে পুনর্বাসন কার্যক্রম কার্যকর করার উদ্যোগ নেয়া বাঞ্ছনীয়।

দা'ওয়াতে ইসলামী তৎপরতার প্রতি বিশ্ব জনমত গঠন করতে হবে। এ জন্য যে কাজগুলো বিশেষ গুরুত্বে আনা যায় তন্মধ্যে কয়েকটি হলো :

প্রথমত কুর'আন হাদীসের আলোকে দা'ওয়াতে ইসলামের গুরুত্ব ও মুসলিম জাতির পরিচয় তুলে ধরতে হবে।

দ্বিতীয়ত মুসলমানদের স্বাধীনতা ও স্বকীয়তা রক্ষার প্রচেষ্টা চালাতে হবে। মানব স্বাধীনতা বাস্তবায়নে ইসলামী চেতনাই মানুষকে মানুষের গোলামী থেকে রক্ষা করতে পারে। মানবাধিকার রক্ষায় অত্যাচারী, আগ্রাসী ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মোকাবেলায় উদ্বুদ্ধ করতে পারে।

তৃতীয়ত দা'ওয়াত দানকারীগণ চরম ধৈর্যের সাথে পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে হবে। সন্ত্রাসের মোকাবেলা সন্ত্রাস দ্বারা নয় আদর্শ ও সৎ কাজের মাধ্যমেই করতে হবে।

১৩. আধুনিক প্রযুক্তি ও কলা কৌশল অধ্যয়নের উপর জোর দিতে হবে। এ বিষয়ে কোন রকম পশ্চাৎপদতা মেনে নেয়া ঠিক হবে না। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন কুর'আনুল কারীমে নির্দেশ দিয়েছেন : واعدوا لهم ما استطعتم

তোমরা তাদের মোকাবেলায় যথাসাধ্য শক্তি সংগ্রহ কর।[৭৭]

তাছাড়া মহানবী সা. তাঁর যুগে শক্তি অর্জনে ও নতুন নতুন প্রযুক্তি অবলম্বনে কখনো কুণ্ঠাবোধ করতেন না। খন্দকের যুদ্ধে সালমান ফারসী রা.-এর পরামর্শে পরিখা খনন করেছেন। অথবা পরিখা খনন করা ছিল পারস্যবাসীদের কৌশল। তারা ছিল অগ্নি উপাসক। তাই বলে মহানবী সা. এ অগ্নি উপাসকদের কৌশল অবলম্বন করতে দ্বিধাবোধ করেন নি। তাই আজকের

---

[৭৭] সূরা আনফাল : ৬০।

দা'ঈগণকেও পাশ্চাত্য টেকনোলজি অবলম্বনে দ্বিধা থাকা উচিত নয়। জনৈক 'আলেম বলেছিলেন, সুবহানাল্লাহ, আল্লাহর শুকরিয়া যে, পাশ্চাত্য জগতের অধিবাসীদেরকে তিনি বৈষয়িক উপকরণ আবিষ্কার তথা টেকনোলজিতে অগ্রগামী করে দিয়েছেন; যেন এগুলো আমাদের বৈষয়িক প্রয়োজন মেটাতে পারে। আর এভাবে একমাত্র আমাদেরকেই তার 'ইবাদত করার সুযোগ করে দিয়েছেন। আমরা ইবাদত নিয়ে মগ্ন থাকবো, আর তারা আমাদের বৈষয়িক প্রয়োজন মেটাবে। ঐ 'আলিম ব্যক্তির দ্বীন ইসলামের বাস্তব জীবন দর্শন সম্পর্কে কতটুকু জ্ঞান আছে, তা আমি জানি না। এটা যে নিঃসন্দেহে অপরিপক্কতা, তা-ই ফুটে উঠেছে। যতদিন আদর্শিক শক্তিসহ প্রযুক্তিগত শক্তিও মুসলমানদের হাতে ছিল ততদিন তারা বিশ্ব নেতৃত্বে সমাসীন ছিল। আল্লাহর যমীনে খিলাফতের অর্থও তা-ই। আজ যদি ইসলামী দা'ওয়াহকে সফল করতে হয় এবং মুসলমানদের সেই হারানো নেতৃত্ব পাওয়ার আকাঙ্খা থাকে, তাহলে আদর্শিক চর্চার পাশাপাশি প্রযুক্তিগত কৌশলাদিও আয়ত্ত্ব করতে হবে।

১৪. দা'ওয়াতী কাজে সর্বস্তরের জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। নারী-পুরুষ, ছাত্র-যুবক, 'আলিম-শ্রমিক, কর্মকর্তা-কর্মচারী সকলকে এ তৎপরতায় অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করণার্থে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে।

১৫. সাংস্কৃতিক আগ্রাসন মোকাবেলা করতে হবে। এজন্য জনগণকে সচেতন করা, ইসলামী মূল্যবোধ তুলে ধরা এবং সে আলোকে চিত্ত বিনোদনের বিকল্প মাধ্যম সৃষ্টিতে আরো গুরুত্বারোপ করা, গবেষণা করা ইত্যাদি কাজগুলো করতে হবে।

১৬. বিশ্বের মুসলমানদের মাঝে ঐক্য ও সংহতি স্থাপনের প্রচেষ্টা জোরদার করতে হবে। আর সেটা কুর'আন হাদীসের আদর্শকে সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরার মাঝেই নিহিত। মুসলমানদের আল্লাহ এক, সকলেরই নেতা একমাত্র মহানবী হযরত মুহাম্মদ সা.। আল কুর'আন তাদের একমাত্র সংবিধান। কেবলা এক। হজ্জ্ব অনুষ্ঠানে সমগ্র বিশ্ব থেকে মুসলমানগণ একত্রিত হন। এ সমস্ত দিক তুলে ধরে ঐক্য প্রক্রিয়া আরো জোরদার করতে হবে। শিয়া-সুন্নী বা বিভিন্ন ফিকহী মাযহাব কিংবা আঞ্চলিকতা ও বস্তুতান্ত্রিক আদর্শবাদীতায় সমগ্র বিশ্ব মুসলিম জনতার মাঝে শতধা বিভক্তি নিরসনে প্রচেষ্টা আরো জোরদার করতে হবে। তেমনিভাবে সমগ্র মানব জাতির ঐক্যের বিষয়টিও তুলে ধরতে হবে। কোন স্থানে দা'ওয়াতে ইসলাম সফল হলে কিংবা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলেই যে অমুসলিম জনগোষ্ঠী নিগৃহীত হবে– এমনটি নয়। তাদের অধিকারের স্বীকৃতিও ইসলামে রয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠায় প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণার্থে এবং সারা বিশ্বব্যাপী মুসলিম সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ঐ চেতনাকে আরো বেশী কার্যকর পন্থায় তুলে ধরতে হবে।

১৭. সমগ্র বিশ্বে দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে কর্মরত কোন ব্যক্তি বা সমষ্টি কিংবা সংগঠন ও সংস্থার মাঝে ঐক্য সৃষ্টির প্রচেষ্টা আরো জোরদার করতে হবে। কেননা ঐক্য ও সংহতি এনে দেয় শক্তি, দৃঢ়তা ও গতি। যা দা'ওয়াতী কাজে সফলতার জন্য খুবই প্রয়োজন। ঐক্য স্থাপনে কয়েকটি কাজ করা বাঞ্ছনীয় :

ক. বিভিন্ন ইসলামী দল, সংগঠন বা ব্যক্তির দ্বীনি কাজকে স্বীকৃতি দান ও শ্রদ্ধা করতে হবে। কেননা কেউ হয়তো রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছেন, কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য এবং আখিরাতের কামিয়াবীর জয্‌বা ব্যক্তি জীবনে সৃষ্টি করার কাজে নিয়োজিত, কেউ হয়তো মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা অথবা মসজিদ প্রতিষ্ঠা করে, কেউ তার হিফাযত করে, কেউ ওয়ায নসীহত করে, কেউ ইসলামী পুস্তক লেখে, কেউ তা ছাপিয়ে ইসলামের খিদমত করছেন। তা আংশিক হলেও সকলের কাজ দা'ওয়াতে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত। তাই কারো কাজকে অশ্রদ্ধা করা যাবে না। হতে পারে কেউ তা করছেন দ্বীনের খিদমতের নামে, কিংবা দ্বীন কায়েমের নামে। সুতরাং

মতপার্থক্য অনেকটা ভাবাগত। মূল উদ্দেশ্যতো এক। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পদ্ধতিগত পার্থক্যে কোন বড় ধরনের ক্ষতি হবে না।

খ. কোন ইসলামী সংগঠন ও ব্যক্তিকে প্রকাশ্যে আক্রমণাত্মক সমালোচনা থেকে বিরত থাকতে হবে। একান্ত প্রয়োজনে নীতি সংক্রান্ত গঠনমূলক সমালোচনায় সীমা অতিক্রম না করা বাঞ্ছনীয়।

গ. আলাপ আলোচনা ও মত বিনিময়ের পরিবেশ সৃষ্টি ও তা রক্ষা করতে হবে।

ঘ. দল কেন্দ্রিকতা, দলীয় বা সিলসিলা কেন্দ্রিক সংকীর্ণতা পরিহার করতে হবে।

ঙ. খুঁটিনাটি মাস'আলা-মাসায়েল ও মাযহাব সংক্রান্ত পার্থক্য দূর করা বা কমপক্ষে সহনশীল হওয়া বাঞ্ছনীয়।

চ. কোন ব্যক্তি যদি অন্য কোন দলের বা ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালায় বা প্রশ্ন উত্থাপন করে; তাহলে শরী'অতের সীমার মধ্যে থেকে তার জবাব প্রদান করতে হবে।

ছ. এরপর যারা উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে বেশী বাড়াবাড়ি করবে, অনৈক্যে উৎসাহিত করতে থাকবে, তাদেরকে চিহ্নিত করে তাদের সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করতে হবে। এভাবে দা'ওয়াতের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ ও সহযোগিতামূলক সম্পর্ক সৃষ্টি করতে পারলে সমাজের বেশীর ভাগ মানুষের কাছে সহজেই দা'ওয়াত পৌঁছানো ও আকৃষ্ট করা সম্ভব বলে আশা করা যায়।

১৮. দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাসমূহের মাঝে সমন্বয় সাধনের ব্যবস্থা করতে হবে। যেন সকলের কাজ পরস্পর সাংঘর্ষিক না হয়ে পরিপূরক হয়।

১৯. রাষ্ট্রীয় শক্তিকে ইসলামীকরণ প্রক্রিয়ায় সার্বিক সহযোগিতা করতে হবে। ক্ষমতা যার হাতেই থাকুক, সে যেন কুর'আন-সুন্নাহর আলোকে রাষ্ট্র পরিচালনা করে সে জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালাতে হবে। কারণ রাষ্ট্র শক্তিও দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলতে পারে। এজন্য আল্লাহ পাক মহানবী সা.কে নিম্নোক্ত মুনাজাত করতে শিক্ষা দিয়েছিলেন যে, 'তুমি আমার কাছে চাও (হে আল্লাহ), আমাকে সাহায্যকারী শক্তি দাও।'[৭৮]

২০. পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, মুসলিম বিশ্বে হাজার হাজার খ্রীস্টান মিশনারী সংস্থা মানব সেবার আড়ালে এনজিওর ছত্র-ছায়ায় ধর্মীয় মিশনারী তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। সুতরাং তাদের মোকাবেলা করার প্রচেষ্টা আরো জোরদার করতে হবে। এ জন্য কতগুলো কাজ করতে হবে। যেমন :

ক. খ্রীস্টান ধর্মের স্বরূপ মানুষের মানুষের সম্মুখে তুলে ধরতে হবে। তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব অধ্যয়নে গুরুত্ব দিতে হবে যেন সত্য-মিথ্যা মানুষের নিকট সুস্পষ্ট হয়ে উঠে।

খ. খ্রীস্টানদের মিশনারী তৎপরতার উদ্দেশ্য সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করতে হবে।

গ. যাকাত ফান্ড ও ধনাঢ্য ব্যক্তির সহায়তায় মুসলিম এনজিও গড়ে তুলতে হবে।

ঘ. কর্জে হাসানার ব্যাপক প্রচলন করতে হবে। সে কর্জ টাকা হতে পারে কিংবা কোন ব্যবহার্য জিনিসও হতে পারে।

ঙ. গ্রামে গ্রামে মক্তব ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে।

চ. চিহ্নিত এনজিওসমূহকে সামাজিকভাবে বয়কট করতে হবে।

ছ. তাদের সকল অপতৎপরতাগুলো চিহ্নিত করে জাতীয় ও স্থানীয় পত্র-পত্রিকায় ফলাও করে প্রচার করতে হবে।

---

[৭৮] সূরা বনী ইসরা'ঈল : ৮০।

জ. তাদের অপতৎপরতাগুলো চিহ্নিত করে তা বন্ধের জন্য সরকারী হস্তক্ষেপের জোর দাবী জানাতে হবে এবং সরকারকে জানাতে হবে কোন্ মিশনারী কোথা থেকে কত টাকা পায় এবং কোথায় তা ব্যয় করে, ইত্যাদি।

২১. সারাবিশ্বে দা'ওয়াতী কাজে নিয়োজিত ব্যক্তি ও সংস্থাসমূহের সঙ্গে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের উদ্যোগ নিতে হবে।

২২. সমাজ গবেষণা পদ্ধতি অবলম্বনে দা'ওয়াতী তৎপরতা চালানোর জন্য :

ক. জরিপ কাজ পরিচালনা। অর্থাৎ বিশ্বের কোথায় কতজন মুসলমান আছে, তারা কতটুকু আদর্শ মেনে চলছে, মেনে না চলার কারণ কি? সে এলাকার মুসলমানদের সম্পর্কে অমুসলমানদের ধারণা কোন্ ধরনের? এ ছাড়া তারা কোন্ ধর্মে বা আদর্শে বিশ্বাসী, তাদের মাঝে ইসলাম প্রচারের সুযোগ ও সম্ভাবনাগুলো কি কি? ইত্যাদি বিষয়ে জরিপের মাধ্যমে অধ্যয়ন করা।

খ. বিশ্বের ভাষাভিত্তিক, আঞ্চলিক ও আদর্শিক প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে ব্যাপক দা'ওয়াতী পরিকল্পনা ও কর্মসূচী গ্রহণ করা।

গ. দা'ওয়াতের পথে সমস্যা নিরূপণ ও সমাধানে গবেষণা।

ঘ. ইসলাম সম্পর্কে উদ্ভূত সমস্যা ও সমাধান।

ঙ. সারাবিশ্বে দা'ওয়াতী কাজ পরিচালনায় প্রতিটি দেশে বিশেষজ্ঞদের নিয়ে জাতীয় কমিটি ও তার সাব-কমিটি গঠন ইত্যাদি।

দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে উল্লিখিত যে সমস্যাগুলো আলোচনা করা হলো আর যে সম্ভাবনাগুলো তুলে ধরা হলো তা বাস্তব প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে। ইসলাম কিয়ামত অবধি মানব জীবনের সমাধানের জন্য কার্যকর থাকবে, যুগ-যুগান্তরে নবতর পরিস্থিতির আলোকে নতুন নতুন সমস্যাও দেখা দিতে পারে। সময় যত অগ্রসর হবে, বিভিন্ন সমস্যার ততই নতুন করে বহিঃপ্রকাশ ঘটতে পারে। ইসলামকে যেহেতু আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বিজয়ী শক্তি হিসেবে ঘোষণা করেছেন, তার দা'ওয়াতকে সফল করার জন্য তাঁর দা'ঈদেরকে সেই সমস্যাগুলোর সমাধানও করতে হবে। যেমনিভাবে দা'ওয়াতে ইসলামকে সফল করেছিলেন মহানবী সা. ও তাঁর অনুসারীগণ। কেউ কেউ হয়তো এখানে সন্দেহ করতে পারেন যে, এখন তো মহানবী সা. নেই, দা'ওয়াত সফল করা সম্ভব নয়। কারণ তিনি আল্লাহ কর্তৃক সাহায্য প্রাপ্ত ছিলেন। আর নবীগণের মত কোন মু'জিযা নেই। যার দ্বারা ইসলাম বিরোধীদের মোকাবেলা করা যায়। বর্তমান যুগ ফিতনার যুগ। আখেরী যামানায় ফিতনা ফাসাদ হবেই। এগুলোতে বাধা দিয়ে লাভ নেই। সত্য কথা হলো, এ ধরনের ধারণা বা সন্দেহ উত্থাপন সঠিক নয়। এটা অমূলক। কারণ নবীগণর মত কোন মু'জিযা না থাকলেও সর্বশ্রেষ্ঠ মু'জিযা আমাদের মাঝে রয়েছে। আর তা হলো আল কুর'আন। তার ভাষাগত, বিষয়গত, আদর্শগত অলৌকিকত্ব ও চ্যালেঞ্জ অদ্যাবধি বিদ্যমান। এ মু'জিযা আমাদের মাঝে রয়েছে। মূসা 'আ.-এর লাঠি ছিল সাময়িক, এমনিভাবে 'ঈসা 'আ.-এর রোগ নিরাময়ের অলৌকিকত্বও ছিল সাময়িক। আর আল কুর'আনের অলৌকিকত্ব সদা বিরাজমান। তাছাড়া মহানবী সা. আমাদের মাঝে না থাকলেও তার জীবনের কাজ ও কথাগুলো আজও আমাদের মাঝে রয়ে গিয়েছে, যাকে বলা হয় সুন্নাহ। অতএব কুর'আন সুন্নাহ অনুসরণ করলে নিরাশ হওয়ার কিছু নেই। সুতরাং প্রতি যুগেই যদি আল কুর'আন ও সুন্নাহর উপর একটি জেনারেশন বা জনগোষ্ঠী গঠন করা যায়, তবে তাদের মাধ্যমে ইসলামী দা'ওয়াতী কাজে সফলতা আসতে পারে। ন্যূনতম পক্ষে বলা যায়, এতে প্রয়োজন তাদের জন্য ঈমান, ইজতিহাদ ও জিহাদী চেতনার। ঈমানের মাধ্যমে আল্লাহকে জানবে, তাঁর আনুগত্য করবে এবং এ আনুগত্যের উপর নিজেকে টিকিয়ে রাখবে। ইজতিহাদের মাধ্যমে কুর'আন-সুন্নাহর আলোকে জীবন চলার পথ বেছে নেবে এবং এর মাধ্যমে যুগে যুগে উদ্ভূত নতুন নতুন সমস্যার সমাধান করবে। আর জিহাদী চেতনা নিয়ে আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা করবে। সকল বাধা ও ষড়যন্ত্র অপসারণ করে সবকিছুর উপর আল্লাহর দ্বীনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করবে। প্রতিষ্ঠিত হবে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে শান্তি ও কল্যাণ। অপসারিত হবে সকল যুলুম নির্যাতন, ফিতনা ও ফাসাদ।

উপসংহার

আত্মবিস্মৃত মানব জাতিকে আল্লাহর পথে আহবান করাই ছিল নবী-রাসূলগণের প্রধানতম দায়িত্ব। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল কুর'আনে দা'ঈ উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে : - وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا

> আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাঁর দিকে আহবানকারীরূপে এবং উজ্জ্বল প্রদীপরূপে (আমি তোমাকে প্রেরণ করেছি।[১]

অন্যত্র ইরশাদ করা হয়েছে :

يقومنا اجيبوا داعى الله وامنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب اليم -

> হে আমাদের সম্প্রদায়, আল্লাহর দিকে আহবানকারীর প্রতি সাড়া দাও এবং তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। আল্লাহ তোমাদের পাপ ক্ষমা করে দেবেন এবং মর্মন্তুদ শাস্তি থেকে তোমাদের রক্ষা করবেন।[২]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি এ কাজ যেমনিভাবে ফরয- অবশ্য পালনীয় ছিল, তদ্রূপ উম্মতের জন্যও এ কাজ অপরিহার্য। ইরশাদ হয়েছে :

ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون -

> তোমাদের মধ্যে এমন একদল লোক যেন থাকে যারা (মানুষকে) কল্যাণের দিকে আহবান করবে, সৎ কাজের আদেশ দেবে এবং অসৎ কাজে বাধা দান করবে। এরাই সফলকাম।[৩]

অন্য এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে :

كنتم خيرا امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله -

> তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, সমস্ত মানব জাতির কল্যাণের জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে, তোমরা সৎকাজের আদেশ কর, অসৎ কাজে বাধা দান কর এবং আল্লাহর উপর বিশ্বাস রাখ।[৪]

আল্লাহর পথে আহবানকারী ব্যক্তির কথাই সর্বোত্তম কথা এ কথার দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা দিয়ে আল কুর'আনে ইরশাদ হয়েছে :

ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال اننى من المسلمين -

> কথায় কে উত্তম ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা যে আল্লাহর পথে মানুষকে আহবান করে, নিজে সৎকর্ম করে এবং বলে, আমি তো আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত।[৫]

'তাফসীরে খাযিন'-এ বর্ণিত আছে, যে কোন মানুষ যে কোন পন্থায় যে কোন মানুষকে দ্বীনের দিকে আহবান করবে সে-ই প্রশংসার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। যেমন নবী রাসূলগণ মু'জিযা দ্বারা, আলিমগণ দলীল প্রমাণাদির দ্বারা, মুজাহিদগণ বন্দুক, কামান বা তলোয়ার দ্বারা, মু'আল্লিমগণ তা'লীমের দ্বারা, মুআযযিনগণ আযান দ্বারা, পীরগণ পীর-মুরীদীর দ্বারা এবং বক্তাগণ ওয়ায-নসীহতের দ্বারা, এভাবে যে কেউ যে কোন পদ্ধতিতে মানব সমাজকে সৎ কাজের দিকে আহবান করবে তা যাহিরী আমলের দিকে হোক বা বাতিনী আমলের দিকে- সকলেই এ প্রশংসার অধিকারী হবে। এ প্রশংসনীয় কাজ বর্জন করার চরম পরিণতির কথা ঘোষণা করে আল কুর'আনে ইরশাদ করা হয়েছে :

لعن الذين كفروا من بنى اسرائيل على لسان داؤد وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون -
كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون -

> বনী ইসরা'ঈলে মধ্যে যারা কুফরী করেছিল, তারা দাঊদ ও মরিয়ম তনয় 'ঈসা কর্তৃক অভিশপ্ত হয়েছিল। তা এ কারণে যে, তারা ছিল সীমালংঘনকারী, তারা যে সব গর্হিত কাজ করত তা থেকে তারা একে অন্যকে বারণ করতো না। তারা যা করতো তা কতই না নিকৃষ্ট।[৬]

---

১. সূরা আহযাব : ৪৬।
২. সূরা আহকাফ : ৩১।
৩. সূরা আলে ইমরান : ১০৪।
৪. সূরা আলে ইমরান : ১১০।
৫. সূরা হা-মীম- সিজদা : ৩৩।
৬. সূরা মায়িদা : ৭৯-৮৯।

হাদীসে দা'ওয়াত বর্জন করার ভয়াবহ পরিণতির কথা উল্লেখ করে আমাদেরকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে :

عن ابى هريرة رضىالله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا عظمت امتى الدنيا نزعت منها هيبة الاسلام واذا تركت الامر بالمعروف والنهى عن المنكر حرمت بركت الوحى واذا تسابت امتى سقطت من عين الله -

> হযরত আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, যখন আমার উম্মত দুনিয়াকে বড় মনে করবে, তখন ইসলামের সৌন্দর্য ও প্রভাব তাদের অন্তর থেকে উঠিয়ে নেয়া হবে। যখন তারা সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে বাধা দান করা পরিত্যাগ করবে, তখন ওহীর বরকত থেকে তারা বঞ্চিত হয়ে যাবে। যখন তারা পরস্পর গালমন্দ করতে আরম্ভ করবে, তখন তারা আল্লাহর রহমতের দৃষ্টি থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে।[৭]

কোন কোন লোক নিজ আমলের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে মনে মনে ভাবে যে, মানুষ বা সমাজ যাই করুক, এতে আমার কিছু আসে যায় না। আমি তো নেক আমল করি। এসব লোকদের সতর্ক করে রাসূলুল্লাহ সা. বলেন :

عن النعمان بن بشير رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل القائم فى حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم اعلاها وبعضهم اسفلها وكان الذى فى اسفلها اذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لوانا خرقنا فى نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا فان تركوهم ما اردوا هلكوا جميعا وان اخذوا على ايديهم نجوا ونجوا جميعا -

> হযরত নো'মান বিন বশীর রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, আল্লাহর নির্ধারিত সীমানায় অবস্থানকারী এবং এ সীমানা লংঘনকারী ব্যক্তিদের উপমা ঐ সম্প্রদায়ের মত যারা লটারীর মাধ্যমে জাহাজে আরোহণ করেছে। অতঃপর তাদের কেউ উপরের তলায় আর কেউ নীচের তলায় স্থান পেয়েছে। নীচের তলায় উপবিষ্ট লোকদের পানি আনার জন্য উপর তলায় যেতে হয়। এখন যদি তারা মনে করে যে, আমাদের বারংবার যাতায়াতের দরুণ উপর তলায় উপবিষ্ট লোকদের কষ্ট হচ্ছে, তাই জাহাজের নীচ দিয়ে আমরা যদি একটি ছিদ্র করে নিই, তবেই উপরতলায় আরোহীদের আর কষ্ট হবে না। এমতাবস্থায় যদি উপরতলার লোকেরা ঐ নির্বোধ ব্যক্তিদের জাহাজ ছিদ্র করা থেকে বিরত না রাখে তবে উভয় দলই ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পাবে না।

উক্ত হাদীস থেকে সুস্পষ্টভাবে একথা প্রতীয়মান হচ্ছে যে, অন্যায় ও অত্যাচারে লিপ্ত লোকদের বিরুদ্ধে হকপন্থীদেরকে অবশ্যই সোচ্চার হতে হবে। ভেঙ্গে দিতে হবে তাদের কালো হাত। উন্মোচিত করতে হবে আল্লাহর বান্দাদের সামনে তাদের স্বরূপ। অন্যথায় বাতিলপন্থীদের সাথে হক্কানিয়াতের দাবীদারদেরকেও একদিন ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হতে হবে। বর্তমানে আমাদের সমাজে এমন বেশ লোক আছে যারা অন্যায়ের বিরুদ্ধে দু'এক বার প্রতিবাদ করেই নিজেদেরকে দায়িত্বমুক্ত বলে মনে করে। আসলে তাদের এ ধারণা নিতান্তই অহেতুক। এ সমস্ত লোকদের ভ্রান্ত ধারণার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে :

عن ابن مسعود رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول ما دخل النقص على بنى اسرائيل انه كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع به فانه لا يحل لك ثم يلقاه من الغد وهو على حاله فلا يمنعه ذلك ان يكون اكيله وشريبه وقعيده فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ثم قال لعن الذين كفروا من بنى اسرائيل الى قوله فاسقون ثم قال كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتاخذون على يد الظالم ولتأطرن على الحق أطرا -

> ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, বনী ইসরা'ঈলের মধ্যে সর্বপ্রথম অধঃপতন এভাবে দেখা দেয় যে, তাদের এক জন অপর জনকে কোন অন্যায় কাজ করতে দেখলে বলতো, দেখ, আল্লাহকে ভয় কর এবং অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাক। তোমার জন্য এ কাজ বৈধ নয়। অতঃপর পর দিনও সে তার সাক্ষাত করে। তখনো উক্ত লোকটি অন্যায় কাজে লিপ্ত। এসব হওয়া সত্ত্বেও সাক্ষাতকারী লোকটি অন্যায়কারী লোকটির সাথে খানাপিনা উঠা বসা কিছুই বর্জন করছে না। অবস্থা যখন এ পর্যায়ে পৌছলো, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের পরস্পরের হৃদয়কে একীভূত করে দেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কথার সমর্থনে আল কুর'আনের নিম্নোক্ত আয়াত 'বনী ইসরা'ঈলের মধ্যে যারা কুফরী করেছিল তারা দাউদ ও মরিয়ম তনয় 'ঈসা কর্তৃক অভিশপ্ত হয়েছিল। তা এ কারণে যে, তারা ছিল

---

[৭] দুররে মনসূর

> অবাধ্য এবং সীমালংঘনকারী... তাদের অনেকেই ছিল সত্যত্যাগী' পর্যন্ত পাঠ করলেন। অতঃপর বললেন, তোমরা অবশ্যই সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে বাধা দান করবে। অত্যাচারীকে তার অত্যাচার থেকে ফিরিয়ে রাখবে এবং লোকদেরকে হকের পথে আনার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে।

অপর এক সূত্রে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূল সা. হেলান দিয়ে বসেছিলেন। হঠাৎ তিনি স্থির হয়ে বসলেন এবং শপথ করে বললেন, জালিমকে জুলুম থেকে বিরত রাখার পূর্ব পর্যন্ত তোমাদের কোন নিস্তার নেই।

হযরত সুফিয়ান সাওরী রা. বলেন, যে ব্যক্তি প্রতিবেশী ও বন্ধু মহলে সকলের নিকট প্রশংসনীয়, সম্ভবত তার ধর্মে-কর্মে দুর্বলতা আছে।

বর্ণিত হাদীসের আলোকে একথা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, মুনকারাত ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে দু'একবার কাজ করলেই দায়িত্বমুক্ত হওয়া যায় না। বরং দ্বীনি দা'ওয়াতের মাধ্যমে জনমনে এ সকল অন্যায়ের ব্যাপারে ঘৃণা সৃষ্টি করতে হবে এবং এর বিরুদ্ধে দুর্বার গণআন্দোলন গড়ে তুলে সকল ষড়যন্ত্রের দাতভাঙা জবাব দিতে হবে। এ পর্যায়ে অনেকেই বলে থাকে, আমরা তো দুর্বল, আমরা অসহায়, কি করে আন্দোলন গড়ে তুলবো? আপসকামী ও আরামপ্রিয় লোকদের এসব কথা একেবারেই অবাস্তব। তা খণ্ডন করে আল কুর'আনে ইরশাদ করা হয়েছে :

قالوا كنا مستضعفين فى الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها -

> তারা বলে, আমরা তো দুনিয়ায় অসহায় ছিলাম। তখন ফিরিশতাগণ বলবে, দুনিয়া এমন প্রশস্ত ছিল না, যথায় তোমরা হিজরত করতে পারবে।[৮]

এ আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েও যদি কেউ কোন দেশে ধর্ম কর্ম পালন করার সুষ্ঠু পরিবেশ গড়ে তুলতে সক্ষম না হয়, তাহলে তাকে এদেশ থেকে হিজরত করে এমন দেশে চলে যেতে হবে যেখানে সে সুন্দরভাবে ধর্ম কর্ম পালন করতে পারবে। তবে মনে রাখতে হবে, চেষ্টা না করে হাত পা গুটিয়ে রাখার নাম দুর্বল বা অসহায় হওয়া নয়। বর্তমানে আমরা নিজেদের গা বাঁচানোর জন্য অসহায়ত্বের দোহাই দিয়ে স্বীয় খেয়াল খুশী মতো দিনাতিপাত করছি। এ স্থবিরতার অভিশাপেই গোটা পৃথিবী আজ অভিশপ্ত। দা'ওয়াত না দেয়ার ক্ষতিকর প্রভাবই নিয়ে আসছে মানব জীবনে চরম অনিশ্চয়তা। দাও'আতে ইসলাম বর্জন করাতেই পৃথিবীব্যাপী আজ বিপদাপদের কালো ছায়া নেমে এসেছে। এ বিপদের মূল কারণটি চিহ্নিত করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

ما من رجل يكون فى قوم يعمل فيهم بالمعاصى يقدرون على ان يغيروا عليه ولا يغيرون الا اصابهم الله بعقاب قبل ان يموتوا -

> যদি কোন সম্প্রদায়ের কোন ব্যক্তি পাপকার্যে লিপ্ত হয় এবং কওমের লোকেরা তাকে বারণ করতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও বারণ না করে তবে মৃত্যুর পূর্বে দুনিয়াতেই তাদের সকলের উপর আযাব আপতিত হবে।[৯]

এ কারণেই শান্তির হাজারো পরিকল্পনা গ্রহণ করা সত্ত্বেও কোথাও আজ শান্তির সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। এতদ্ব্যতীত যৌক্তিকভাবেও দা'ওয়াতের বিষয়টির প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশী।

সংঘাত মুখর এ পৃথিবী। আবহমান কাল থেকেই হক ও বাতিলের সংঘাত চলে আসছে এখানে। আলো আর আঁধার, সত্য আর মিথ্যা, হক আর বাতিল ছায়ার মতই একটি অপরটির পেছনে পেছনে চলছে। পৃথিবীর উষালগ্ন থেকেই চলে আসছে এ দু'য়ের মাঝে মুখোমুখি সংগ্রাম। তা ভবিষ্যতেও চলবে। তবুও হক্ব- হক্ব হিসেবেই টিকে থাকবে চিরকাল। তাই হক্বের আহবান অনস্বীকার্য।

বর্তমান বিশ্বের বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠন ও সাংস্কৃতিক সংস্থাগুলো এ বিষয়টিকে আরো পরিষ্কার করে দিয়েছে। এসব সংগঠন ও সংস্থা সম্পর্কে পর্যালোচনা করলে আমরা দেখবো যে, এগুলোর উদ্যোক্তাগণ প্রথমে একটি গঠনতন্ত্র এবং একটি কর্মসূচী প্রণয়ন করে জনসাধারণকে জোর তৎপরতার সাথে এর দিকে আহবান করতে থাকে। ফলে এর সমর্থক বাড়তে থাকে দিন দিন। লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে কাজের পরিধিও বৃদ্ধি

---

৮. সূরা নিসা : ৯৭।

৯. আবূ দাউদ ও ইবনে মাজা।

পায় তাদের। এটাই ইতিহাসের অমোঘ বিধান। অথচ এসব দুনিয়াদারদের সম্পর্কে আল কুর'আনে ইরশাদ হয়েছে : و ترجون من الله ما لا يرجون

আল্লাহর নিকট তোমরা (মুসলমানগণ) যা আশা কর তারা তা আশা করে না।[১০]

দুনিয়াদার সংগঠকরা এসব কাজের বিনিময়ে আল্লাহর কাছ থেকে কোন কিছু প্রাপ্তির আশাবাদী না হওয়া সত্ত্বেও যেভাবে পর্যায়ক্রমে কাজ করে যাচ্ছে এতে মুসলমানদের লজ্জা হওয়া উচিত। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো আজ তাদের উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য পোস্টার, ব্যানার, হ্যান্ডবিল, মিছিল, সভা পথসভা, মহাসম্মেলন করা সহ দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক, ত্রৈ মাসিক, ষান্মাসিক পত্রিকা, ম্যাগাজিন এবং বার্ষিকী প্রকাশ করে চলেছে ধারাবাহিকভাবে। জুলুম, শোষণ, জেল-হাজত, ফাঁসির মঞ্চে আরোহণ করা সত্ত্বেও আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে তারা নিরবচ্ছিন্নভাবে। প্রয়োজনে বুকের তাজা রক্ত দিয়ে সিক্ত করছে তারা পিচঢালা রাজপথ। এ রক্তসিক্ত পথ পাড়ি দিয়ে তারা শহরে-বন্দরে, গ্রামে-গঞ্জে, মহল্লায়-মহল্লায় তাদের আন্দোলন ছড়িয়ে দিচ্ছে। এ হলো মানব রচিত আদর্শের প্রতি মানুষের ত্যাগ-তিতীক্ষার কথা।

বস্তুত এ রাজনৈতিক আন্দোলন হলো মানব জীবনের একটি দিক মাত্র। আর দা'ওয়াতে ইসলাম হল একটি ব্যাপকতর বিষয়। এতে নিহিত রয়েছে মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মুক্তি। এর অনুশীলন ও বাস্তবায়নের মধ্যেই রয়েছে আল্লাহর সন্তুষ্টি। আমাদের ভেবে দেখা উচিত যে, জাগতিক আন্দোলনসমূহকে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য যদি এরূপ ত্যাগ-তিতীক্ষা ও অগ্নি পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয় তবে দ্বীনি দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে লক্ষ গুণ বেশী ত্যাগ-তিতীক্ষা এবং কুরবানীর প্রয়োজন রয়েছে। কারণ দ্বীনি দা'ওয়াত বর্জন করলে কেবল অন্যরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে এমন নয়, মুসলমানদের নিজেদেরকেও খোদাই গযবে পতিত হতে হবে। এমনকি এর জন্য মহান আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হয়ে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে জবাবদিহীও করতে হবে। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, দ্বীনের দা'ওয়াত দেশের আনাচে কানাচে পৌছে দেয়া তো দূরের কথা, স্বীয় পরিবার-পরিজন, স্ত্রী-পুত্র এবং অধীনস্থদের কাছেও আমরা তা পৌছাতে পারছি না। অনেক যুবক আজ খোদাদ্রোহী কাজ করে বেড়াচ্ছে। সম্মানিত পিতা এদিকে কোন ভ্রুক্ষেপই করছে না। কিন্তু যদি কোন যুবক সরকারবিরোধী কোন আন্দোলন বা মিছিলে অংশগ্রহণ করে তবে পিতার অস্থিরতার কোন সীমা থাকে না। অথচ আমরা জানি, সরকারবিরোধী কাজে জড়িত হবার ফলে যেমনিভাবে ছেলেকে জেলে যেতে হয় এমনিভাবে খোদাদ্রোহী কাজে জড়িত হলেও তাকে জাহান্নামে দগ্ধ হতে হবে নিঃসন্দেহে। এতদ্‌সত্ত্বেও পিতা ও অভিভাবক ছেলেকে কিছুই বলছে না। একি কোন বুদ্ধিমান পিতার আচরণ হতে পারে? ছেলে যদি চাকুরী, ব্যবসা-বাণিজ্য বর্জন করে বাড়ীতে বসে থাকে তাহলে বাবা অসন্তুষ্ট হয়। কিন্তু এ ছেলেই যদি নামায ও জামা'আতের পাবন্দী না করে এবং দ্বীনি কাজে অবহেলা প্রদর্শন করে তবে এ আদূরে সন্তানের প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করার মত ক'জন বাবা আছেন? বলতে গেলে তাদের সংখ্যা অতি নগণ্য। এ সমস্ত দায়িত্বহীন মুরুব্বীদের প্রতি সন্তানরা বদদু'আ করবে। আল কুর'আনে ইরশাদ করা হয়েছে :

ربنا اتهم ضعفين من العذاب و العنهم لعنا كبيرا -

হে আমাদের প্রতিপালক, তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দাও এবং তাদেরকে দাও মহা অভিসম্পাত।[১১]

বস্তুত দ্বীনের এ শাশ্বত আহবান ব্যাপকভাবে প্রচলিত না থাকার কারণে উদ্‌ভ্রান্ত কিছু লোকের অপপ্রচারে মুসলিম জনসাধারণ আজ সন্দিহান হয়ে পড়েছে যে, ইসলামের মধ্যে শান্তি না এর বাইরে শান্তি? উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, এক দ্বীপে একটি স্কুল ছিল। এতে লেখাপড়া করতো গ্রামের সকল ছেলে-মেয়েরা। কোন এক পরীক্ষায় একজন ছাত্র ব্যতীত স্কুলের ছাত্ররা সকলেই আকস্মিকভাবে ফেল করে বসে। এ সংবাদ ফেল করা ছাত্রদের কাছে পৌছলে তারা লজ্জিত হয় এবং ভাবে কি করে এর গ্লানি থেকে নিজেদেরকে বাঁচানো যায়। চিন্তা-ভাবনার পর তারা স্থির করে যে, আমরা সকলেই তার বাবার কাছে যাব এবং বলবো যে, আল্লাহর মেহেরবাণীতে আপনার ছেলে ছাড়া এ গ্রামের আমরা সকলেই ফেল করেছি। যেমন পরামর্শ তেমন

---

[১০] সূরা নিসা : ১০৪।

[১১] সূরা আহযাব : ৬৮।

কাজ। মূর্খ বাবা পাশ-ফেলের তারতম্য বুঝতে না পেরে ছেলের প্রতি ভীষণ ক্ষেপে যায় এবং তাকে গালমন্দ-মারধর করতে আরম্ভ করে।

উক্ত ঘটনার মধ্যে যেমনিভাবে ব্যর্থ ও অসফল ছাত্রদের অপ্রপ্রচার ও ভুল ব্যাখ্যার কারণে পাশ করা ছাত্রটির মূর্খ বাবা বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল, অনুরূপভাবে বাতিলের অপপ্রচারের ফলে ক্রমান্বয়ে মুসলিম উম্মাহ্ও আজ ইসলাম সম্পর্কে বিভ্রান্তির শিকারে পরিণত হচ্ছে। এ সকল ভ্রান্ত লোকদের হাত থেকে উম্মতকে বাঁচাতে হলে ব্যাপক ও নিরবচ্ছিন্ন দা'ওয়াত দেয়া ছাড়া বিকল্প কোন ব্যবস্থা নেই। তবে বর্তমানে বাতিল যেহেতু ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত উভয়ভাবেই আমাদেরকে আহবান করছে, তাই আমাদেরকেও দা'ওয়াতের কাজ উভয়বিদ পদ্ধতিতে চালিয়ে যেতে হবে।

গ্রন্থপঞ্জি

আল-কুর'আনুল কারীম

আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মদ কুরতুবী : *আল জামি'উ লি আহকামিল কুর'আন*
বৈরুত : দারু ইয়াহইয়া উত্ তুরাসিল 'আরাবী, তা বি, ৪র্থ খ।

আবূ 'ঈসা তিরমিযী : *আল জামি'উস সহীহ্*
মিসর : মস্তফা আল বাবী, ১৩৯৮ হি।

আবূ দাউদ সুলায়মান আস্ সিজিস্তানী : *সুনান আবি দাউদ*
হিমস : দারুল হাদীস, তা বি।

আবূ হায়ান আন্দালূসী : *আল বাহরুল মুহীত*
দারুল ফিকর : ১৪০৩ হি।

আবুল হাসান আল মাওয়ারদী : *আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ*
মিসর : শারিফাতু মুস্তফা আলবাবী, ১৯৭৩।

আবুল ফাত্হ বায়ানূনী, ড. : *আল মাদখালু 'ইলা 'ইলমিদ্ দা'ওয়াহ*
বৈরুত : মুআস্সাসাতুর রিসালাহ, ১৯৯১।

আবুল বাকা : *কিতাবুল কুল্লিয়াত*
কায়রো : বুলাক, ১৩৮১ হি।

আবূ বকর জাকারিয়া, ড. : *দা'ওয়াহ ইলাল ইসলাম*
কায়রো : মাতবা'আতুল মাদানী, ১৯৬২।

আবূ বকর আল জাস্সাস : *আহকামুল কুর'আন*
লাহোর : সুহাইল একাডেমী, তা বি, ২য় খ।

আবদুস শহীদ নাসিম : *ইসলামী দাওয়াত ও তার দাবী*
ঢাকা : শতাব্দী প্রকাশনী, ১৯৯৯।

আমীন আহসান ইসলাহী, মাওলানা : *দা'ওয়াতে দ্বীন ও তার কর্মপন্থা*
ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯২।

আর রাগীব আল ইস্পাহানী : *আয-যারীআতু মাকারিমিশ্ শরী'আহ*
বৈরুত : দারুল কুতুব আল 'ইল্‌মিয়্যাহ, ১৯৮০।

আল বাহী আল খাওলী, প্রফেসর : *তাযকিরাতুত দু'আত*
কায়রো : দারুত তুরাছ, ৮ম সংখ্যা, ১৯৮৭।

আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী : *ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রপথিক*
ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

আকরাম ফারূক, মাওলানা : *ইসলাম প্রচারের হৃদয়গ্রাহী পদ্ধতি*
ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯৭।

আকরম খাঁ, মাওলানা : *মোস্তফা চরিত*
কলকাতা : নবজাতক প্রকাশনী, ১৯৮৭, নতুন সং।

আলাউদ্দীন বাগদাদী : *তাফসীরে খাযেন*
কায়রো : মাতবা'আতু মস্তফা আল বাবী, তা বি।

আলাউদ্দিন আল্ আযহারী : *আরবী-বাংলা অভিধান*
ঢাকা : বাংলা একাডেমী, নতুন সং, ২য় খ, ১৯৯৩।

'আল্লামা শিহাব উদ্দীন আল্-আলূসী : *রুহুল মা'আনী*
বৈরুত : দারু ইয়াহ ইয়া উত্ তুরাসিল 'আরাবী, তা বি, ৩য় খ।

আলহাজ্ব এ বি এম নূরুল ইসলাম : *বাংলাদেশে অমুসলিম তৎপরতা*
ঢাকা : সিসকো, ১৯৮৫।

আলী জারীশা, ড. : *মানাহিজুদ দা'ওয়াহ ওয়া আসালীবুহা*
আল্-মানসুরা : দারুল ওফা, ১৪১৭।

'আলী ইবন মুহাম্মদ আল জুরজানী : *কিতাবুত্ তা'রীফাত*
বৈরুত : দারুদ দায়ান লিত্তরিস, ১৪০৩ হি।

'আলী মুহাম্মদ আশ-শায়বানী : *তামঈযুত্ তায়্যিব*
বৈরুত : দারুল কিতাবিল 'আরাবী, তা বি।

আশ শরীফুর রাযী : *নাহ্জুল বালাগাহ*
সিরিয়া : দারুল কিতাবিল 'আরাবী, তা বি।

আহমদ 'আবদুল্লাহ আল্ আলোরী : *তারিখুদ্ দা'ওয়াহ ইলাল্লাহ বাইনাল আমসে ওয়াল ইয়াউমি*
কায়রো : মাকতাবাতু ওয়াহাবা, ২য় সং, ১৯৭৯।

আহমদ ইবন মুহাম্মদ আল ফায়ুমী : *আল মিস্‌বাহুল মুনীর*
বৈরুত : আল মাক্‌তাবাতু আল 'ইলমিয়্যাহ, তা বি।

আহমদ আহমদ গালূশ, ড. : *আদ-দাওয়াতুল ইসলামিয়াহ ওয়া উসূলুহা ওয়া ওসাইলুহা*
কায়রো : দারুল কিতাবুল মিসরী, ১৯৭৮।

: *আল-মুফরাদাত ফি গরীবিল কুর'আন*
কায়রো : আল-বাবী আল হালাবী, ১৯৬১।

আহসানুল্লাহ বিন সানাউল্লাহ : রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যেভাবে তাবলীগ করেছেন
ঢাকা : দারুস্ সুন্নাহ প্রকাশনী, ২০০৩।

ইব্ন আশুরা : *তাফসীরুত্ তাহবীর ওয়াত তানভীর*
তিউনিস : দারু সাহনুন, ১৯৯৭।

ইব্ন খালদুন : *আল মুকাদ্দিমা*
বৈরুত : দারুল কলম, ১৯৮১।

ইবন জারীর তাবারী : *তারীখুর রাসূল ওয়াল মুলূক*
মিসর : দারুল মা'আরিফ, ১৩৮৭ হি।

ইবন মাজা কাযবীনী : *সুনান*
কায়রো : দারুল কুতুবিল 'আরাবিয়্যা, তা বি।

ইব্ন মানযূর আফরীকী : *লিসানুল 'আরব*
বৈরুত : ১৯৫১।

: *লিসানুল 'আরব*
বৈরুত : দারু বৈরুত লিত্ তাবা'আতি ওয়ান নাশরি, ১৯৫৬।

: *লিসানুল 'আরব*
দারু সাদের : তা বি, ১২খ।

ইবন সিনা : *আশ্ শিফা, কিতাবুল জাদাল*
কায়রো : আল মাকতাবতুল মাতবি'ইল আমেরিয়া, ১৩৮৬ হি।

ইবনুল আসীর : *আন্ নিহায়া ফি গারীবিল হাদীসি ওয়াল আসার*
বৈরুত : আল মাক্তাবাতু আল ইসলামিয়্যাহ, তা বি।

: *আল কামিল ফিত্ তারীখ*
বৈরুত : দারুল 'ইল্ম লিল্ মালাঈন, ১৯৮৭।

ইবনুল জাওযী : *যাদুল আসীর*
বৈরুত : আল মাকতাবাতুল ইসলামী, ১৪০৪ হি, ১ম খ।

ইবনুল কায়্যিম জওযিয়া : *মিফ্তাহুস সা'আদা*
রিয়াদ : মাকতাবাতুর রিয়াদ আল হাদীসাহ, তা বি।

ইবনুল মান্যারী : *আত্ তারগীব ওয়াত তারহীব*
কায়রো : ইহইয়া উত্ তুরাসিল 'আরাবী, ১৯৬৮।

ইমাম আবদুর রহমান বিন আলী মুহাম্মদ আশ-শায়বানী	:	*তামঈযুত্ তায়্যিব* বৈরুত : দারুল কিতাবিল 'আরাবী, তা বি।
ইবনুল 'আরাবী	:	*আহকামুল কুর'আন* বৈরুত : দারুল মাআরিফ, তা বি।
ইমাম আবদুর রহমান বিন মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ বিন নূরী	:	*মাওকাফুল্ উম্মাতুল তাহাফ্ফুযি খাতামিন নাবুওয়াহ* ১৯৭৮।
ইমাম আবূ আবদুর রহমান আহমদ ইবন শু'আইব আন্ নাসা'ঈ	:	*সুনানুন নাসাঈ* মিসর : মাকতাবু হালাবী, ১৩৮৩ হি।
ইমাম আবূ ইউসুফ শাতবী	:	*আল মুওয়াফিকাত ফি উসূলিশ্ শরী'আ* বৈরুত : দারুল মাআরিফ, তা বি।
ইমাম আবূ হামেদ গাযালী	:	*ইয়াহ ইয়াউ উলূমিদ দ্বীন* বৈরুত : দারুল মা'রিফা, তা বি।
	:	*জামি'উল বায়ান ফী তাফসীরিল কুর'আন* বৈরুত : দারুল মাআরিফ, ১৪০৬ হি।
	:	*মায়াল্লাহ* মিসর : দারুল কুতুব আল ইসলামিয়াহ, ৫ম সংকলন, ১৯৮১।
ইমাম আবুল হুসাইন মুসলিম কুশায়রী	:	*সহীহ মুসলিম* ইস্তাম্বুল : আল মাকতাবুল ইসলামী, তা বি।
ইবন তাইমিয়া	:	*কিতাবুর রাদ্দি 'আলাল মানতিকিয়্যিন* মুম্বাই : আল মাতবাউল কাইয়্যিমাহ ১৯৪৭।
	:	*দারউ' তা'আরুযিল 'আকলি ওয়ান নাকলি* কায়রো : দারু কুতুবিল ওয়াতানিয়াহ, ১৯৭১।
	:	*মাজমু'উল ফাতাওয়া* রিয়াদ : বুআসাতুল আমাহ লি শুউনিল হারমাইনিশ শারিফাইন, তা বি, ১৫শ খ।
ইবন হিশাম	:	*আস্ সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ* কায়রো : দারুত তাওফিকিয়াহ, তা বি।
ইমাম ফখরুদ্দীন আর-রাযী	:	*আত্ তাফসীরুল কবীর* দারু ইয়াহ ইয়া উত্ তুরাছিল 'আরাবী, তা বি।

'ইমামুদ্দীন ইবন কাসীর : *তাফসীরুল কুর'আনিল 'আযীম*
বৈরুত : দারুল মাআরিফ, তা বি।

: *আস্ সীরাতুন নাবাবিয়্যা*
কায়রো : মাক্তাবাতু 'ঈসা আল-হালাবী, ১৩৮৯ হি।

: *আল বিদায়াতু ওয়ান নিহায়াতু*
বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইসলামিয়াহ, ৫ম খ, ১৯৮৫।

'উমর ইবন ফাহদ আন্ নজম : *ইত্তিহাফুল ওরা বি আখবারি উম্মিল কুরা*
বৈরুত : দারুল আন্দালূস, ১৩৯৯ হি, ১৯৮৭ খ্রী।

ইমাম ইয়াহইয়া ইবন শারফ নওবী : *শরহুন নওবী 'আলা সহীহ মুসলিম*
বৈরুত : দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাছিল 'আরাবী, তা বি, ২য় খ।

এ কে এম নাজির আহমদ : *আল্লাহর দিকে আহবান*
ঢাকা : আহসান পাবলিকেশন, ২০০৩।

এ বি এম নূরুল ইসলাম, আলহাজ্ব : *বাংলাদেশে অমুসলিম মিশনারী তৎপরতা*
ঢাকা, ১৯৮৪।

এম তাহেরুল হক : *আমরা দাওয়াতের কাজ কিভাবে করব?*
ঢাকা : সিন্দাবাদ প্রকাশনী, ২০০০।

কাজী নাসিরুদ্দীন বায়যাবী : *আন্ওয়ারুত তানযীল ওয়া আস্রারুত্ তা'বীল*
দামেশক : দারুল ফিকর, তা বি।

কালাম আযাদ, মাওলানা : *দাওয়াতের উপহার*
ঢাকা : মজলিস নাশরিয়াত-ই-ইসলাম বাংলাদেশ, ২০০০।

কাযী আবূ 'য়েলা আল হাম্বলী : *আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ*
মিসর : শারিকাতু মুস্তফা আলবাবী, ১৯৮৭।

খলীফা হুসাইন আল্ 'আসসাল, ড. : *মাআলিমুদ্ দা'ওয়াতিল ইসলামিয়া ফী আহদিহাল মাক্কী*
কায়রো : দারুত্ তাবিআতুল মুহাম্মাদিয়াহ, ১৯৮৮।

খালেক, আবদুল : *ইসলামী সমাজ বিপ্লবের ধারা*
ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৮৬।

গাউসুল ইসলাম সিদ্দীকী : *শারহুশ্ শরিফিয়্যা-মুনাযারা রাশিদিয়্যাহ*
দেওবন্দ : মাকতাবায়ে থানবী, তা বি।

গোলাম আযম, অধ্যাপক : ইকামাতে দ্বীন
ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ২য় সং, ২০০৩।

জামালুদ্দীন কাসেমী : *মাহাসিনুত্ তা'বীল*
কায়রো : মাতবা'আ 'ঈসা আল হালাবী, তা বি।

জামীল আল মিসরী, ড. : *হাদিরুল 'আলাম আল ইসলামী*
জিদ্দাহ : আল মাদীনাতুল মুনাওয়ারাহ, ১৯৮৬, ১ম সং, ১ম খণ্ড।

জারুল্লাহ যামাখশারী, আল্লামা : *আল কাশ্শাফ*
বৈরুত : দারুল মাআরিফ, তা বি।

জালালুদ্দীন সুয়ূতী : *আল ইত্কান ফী উলূমিল কুর'আন*
মিসর : মাতবা'আতু মস্তফা আল বাবী আল হালাবী, ১৩৯৮ হি।

বারাকাত, ড. : *উসলুদ দা'ওয়াহ*
কায়রো : দার গরীব লিত্ তাবা'আ, ১৪০৩ হি।

মতিউর রহমান নিজামী : *দ্বীন প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব*
ঢাকা : সাহিত্য প্রকাশনী, ২০০১।

মফিজুর রহমান, অধ্যাপক : *দাওয়াতে দ্বীন*
ঢাকা : এস এস প্রকাশনী, ২০০২।

মস্তফা মারাগী : *তাফসীরুল মারাগী*
দামেশক : দারুল ফিক্র, ৩য় সং, ১৩৯৪ হি।

মহিউদ্দীন আল ওয়াঈ, ড. : *মিনহাজুদ দু'আত*
জিদ্দাহ : মাক্তাবাহ 'উকায, ১৯৮৫।

মান্না' আল-কাত্তান, ড. : *মাবাহিস ফী 'উলূমিল কুর'আন*
রিয়াদ : মাক্তাবাতুল মা'আরিফ, ১৯৯২।

মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল, আল বুখারী : *আল জামি'উল মুসনাদ আস সহীহুল মুখতাসার মিন উমূরি রাসুলিল্লাহে সা. ওয়া সুনানিহি ওয়া আইয়ামিহি।*
অনুবাদ-আবদুল মান্নান তালিব
ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ২০০০।

মুহাম্মদ শফী, মুফতি : *তাফসীরে মা'আরেফুল কুর'আন*
অনুবাদ-মুহিউদ্দীন খান
ঢাকা : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ।

মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, ড. : *কুরআন পরিচিতি*
ঢাকা : নুবালা পাবলিকেশন্স, ১৯৯২।

মুহাম্মদ হেমায়েত উদ্দীন, মাওলানা : *কুরআনের আলোকে দ্বীনি দা'ওয়াতের মূলনীতি*
ঢাকা : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫।

মীম ফজলুর রহমান : *ইসলামী আন্দোলনের বিরোধিতায় লাভ ও ক্ষতি*
ঢাকা : হাসান ব্রাদার্স, ১৯৯২।

মুহাম্মদ আবু বকর আর-রাযী : *মুখতারুস্ সিহাহ*
বৈরুত : মুআস্সাসাতু উসূলিল কুর'আন, ১৯৮৬।

মুহাম্মদ ইবন আলী আশ্ শাওকানী : *ফাতহুল কাদীর*
বৈরুত : দারুল ফিক্র, ১৪০৩ হি.।

মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী : *দাওয়াতের পদ্ধতি ও দা'ঈর গুণাবলী*
ঢাকা : ১৯৯৬।

মুহাম্মদ কামালুদ্দীন ইমাম, ড. : *উসূলুল হিসবাহ ফিল ইসলাম*
মিসর : দারুল হিদায়াহ, ১৯৮৬।

মুহাম্মদ রশীদ রিযা : *তাফসীরুল মানার*
বৈরুত : দারুল মারিফা, ১৪০৭ হি., ৪র্থ খ।

: *আল ওহী আল মুহাম্মদী*
বৈরুত : আল মাক্তাবুল ইসলামী, ১৩৯৯ হি।

মুহাম্মদ রুহুল আমীন, অধ্যাপক : *বাংলাদেশে মিশনারী তৎপরতা*
ঢাকা : জুলাই, ১৯৮৪।

মুহাম্মদ শাহজাহান : *কুরআন ও হাদীসের কষ্টিপাথরে জামায়াতে ইসলামীর দাওয়াত ও কর্মসূচী*
ঢাকা : প্রবাহিকা, ১৯৯১।

মুহাম্মদ ফুয়াদ আল বাকী : *আল মু'জামুল মুফাহরিস লি আলফাজিল কুরআনিল কারীম*
তেহরান : ইনতামারাতে নাসের খসরু, তা বি, ১ম খ।

মুহাম্মদ সাইয়িদ আবদুত তাওয়াব, ড. : *আদ দিফা' আশ-শর'ঈ ফিল ফিকহিল ইসলামী*
বৈরুত : আলামুল কুতুব, ১৯৮৩।

: *মুখতাসার সহীহ মুসলিম*
কুয়েত : ১ম খ, ১৯৬৯।
: *মু'জামু মাকাঈসিল লুগাহ*
২য় খ।
: *আল মু'জামুল ওসীত*
কায়রো : মাজমাউল লুগাতিল 'আরাবিয়া।

মোঃ আতাউর রহমান : কোরআন ও হাদীসের দৃষ্টিতে দৈনন্দিন জীবনে তাবলীগ
ঢাকা : আফতাব বুক হাউস, ২০০২।

মোল্লা শরহ 'ইসাম
'আলাল 'আযুদিয়া 'ইসাম, : *মুনাযারা রাশিদিয়ার পরিশিষ্টে সংযুক্ত*
দেওবন্দ : মাকতাবায়ে থানবী, তা বি।

মোল্লা জীওন : *নূরুল আনওয়ার*
করাচী : সাঈদ কোম্পানী, তা বি।

রউফ শালাবী, ড. : *সাইকোলূজিয়াতুর রায় ওয়াদ্ দা'ওয়াহ*
বৈরূত : দারুল 'উলূম, ১৯৮২।

শহীদ হাসান আল্-বান্না : *মাজ্‌মা'আতুর রাসায়েল*
বৈরুত : আল মআস্‌সাসাতুল ইসলামিয়্যা, তা বি।

: *মুযাক্কারাতুদ দা'ঈয়াতু ওয়াদ দা'ওয়াহ*
বৈরুত : মাকতাবাতুল ইসলাম, তা বি।

শায়খ আবদুল করীম যায়দান : *উসূলুদ্ দা'ওয়াহ*
ইসকান্দারিয়া : দারু 'উমর ইবনিল খাত্তাব, ১৯৭৬।

শায়খ 'আলী মাহফূয : *হিদায়াতুল মুর্শেদীন*
কায়রো : দারুল এতেছাম, ৯ম সংখ্যা, ১৯৭৯।

শায়খ তায়্যিব বারগূস : *মানহাজুন্নবী ফি হিমায়াতিদ দা'ওয়াহ*
ভার্জিনিয়া : আল মাহাদুল 'আলামী লিল ফিকরিল ইসলামী, ১৪১৬ হি।

শায়খ বাহী খাওলী : *তাযকিরাতুদ দু'আত*
কায়রো : মাতবা'আতু তুরাস, ১৪০৮ হি।

শায়খ মুহাম্মদ আবূ যাহরা : *উসূলুল ফিক্‌হ*
কায়রো : দারুল ফিকরিল 'আরাবী, নতুন সংস্করণ ১৯৯২।

শায়খ মুহাম্মদ আবূ যাহরা : *আদ্ দাওয়াত ইলাল ইসলাম*
কায়রো : দারুল ফিকরিল 'আরাবী, ১৯৯১।

শায়খ মুহাম্মদ নামের আল খতীব : *মুরশিদুদ দুআত ইলাল্লাহ*
বৈরুত : দারুল মাআরিফ, ১৯৮১।

শায়খ মুহাম্মদ ইউসুফ বিন্ নূরী : *মাওকাফুল উম্মাহ আল ইসলামিয়াহ মিনাল কাদিয়ানিয়াহ*
পাকিস্তান : জামিয়াতু তাহাফুযি খাতামুন নাবুয়াহ আল মারকাযিয়া, ১৯৭৮।

শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবী : *হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা*
বৈরুত : দারুল মাআরিফ, তা বি।

শাতুবী : আল মুওয়াফিকাত
বৈরুত : দারু ইয়াহইয়া উত্ তুরাসিল 'আরাবী, তা বি, ১ম খণ্ড।

শিহাবুদ্দীন আস্-সায়্যিদ মাহমূদ আলূসী : *রুহুল মা'আনী*
বৈরুত : দারু ইয়াহ ইয়া উত্ তুরাছিল 'আরাবী, ১৪০৫ হি।

সাইয়্যিদ কুতুব শহীদ : *ফী যিলালিল কুর'আন*
বৈরুত : দারুল শূরুক, ১৯৮২।

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী : *আল জিহাদ*
অনুবাদ-আকরাম ফারুক
ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯৯।

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী : ইসলামী দাওয়াতের দার্শনিক ভিত্তি
অনুবাদ-আবদুস শহীদ নাসিম
সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী, ১৯৯৫।

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী : ইসলামী দাওয়াত ও কর্মনীতি
ঢাকা : জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, ২০০২।

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী : দা'য়ী ইলাল্লাহ দাওয়াত ইলাল্লাহ
অনুবাদ-আবদুস শহীদ নাসিম
ঢাকা : শামস প্রকাশনী, ২০০২।

সাইয়্যিদ রিযক তাবীল, ড. : *আদ দাওয়াতু ফিল ইসলাম*
মক্কা আল মুকাররমা : রাবেতাতুল 'আলাম আল ইসলামী, ১৯৮৪।

সানা উল্লাহ 'উসমানী : *আত্ তাফসীরুল মাযহারী*
দিল্লী : নাদওয়াতুল মুসান্নিফীন, তা বি।

সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী আন্ নদবী : *আল কাদিয়ানী ওয়াল কাদিয়ানিয়াহ*
জিদ্দাহ : দারুস সাউদিয়া লিন্ নাসরি, ১৯৭৬।

: *হিকমাতুদ দা'ওয়াহ ওয়া সিফাতুদ দু'আত*
লাখনৌ : আল মাজমাউল ইসলামী আল 'ইল্মি, ১৪০৯ হি।

: *রাওয়াই'উ মিন 'আদাবিদ্ দা'ওয়াহ*
কুয়েত : দারুল কলম, ১৯৮১, ১৪০১ হি।

হাফেয 'ইমাদুদ দীন ইবন কাসীর : *তাফসীরুল কুরআনিল 'আযীম*
বৈরুত : দারুল মাআরিফ, ১৯৮৭, ১ম খ।

হাসানুল বান্না : *মুযাক্কারাতুদ্দাওয়াহ ওয়াদ দা'ঈয়াহ*
বৈরুত : আল মাকতাবাতুল ইসলামী, ১৯৭৯।

ইংরেজী গ্রন্থ

T.W Arnold : *The Preaching of Islam*
London : 1956.

ANM Abdur Rahman edited : *Dawah Activities Through out the world : Problems and Prospects*
Dhaka : Islamic Foundation Bangladesh, 1986.

ABM Nurul Islam : *A Brochure on the activities of Non Muslim Missionaries in Bangladesh*
Dhaka : Cisco, 1985.

: *Statistical Year Book of Bangladesh*, 1985-86
Dhaka : Bangladesh Bureau of Static's. 1985.

Dr Mourice Bucaille : *The Bible, The Quran and science*
Delhi : Taj Company, 1993.

Ed JM Cowan : *The Hanswehr Dictionary of Modern written Arabic*,
New York, 1976.

H. Macotles Wood : *Minutes of Education in India*
Calcatta, 1962.

: The Encyclopedia of Islam
Lyden : E J Brill, 2nd Reprint, Vol 2, 1983.

পত্র-পত্রিকা

১. *দৈনিক ইনকিলাব*, ৮ মার্চ, ১৯৯৬; ১৯ জুলাই, ১৯৯৫; ১১ জানুয়ারী, ১৯৯৫; ২০ জুলাই, ১৯৯৮৪।
২. *দৈনিক সংগ্রাম*, ৬ ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৬।
৩. *নতুন ঢাকা ডাইজেস্ট*, নভেম্বর, ১৯৯২।
৪. *সাপ্তাহিক বিক্রম*, ৮-১৪ আগস্ট, ১৯৯৪।
৫. *মাসিক পৃথিবী*, জুলাই, ১৯৯৪।
৬. *পাক্ষিক পালাবদল*, ১-১৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৪।